উন্নয়নের পথে মানুষের সাথে

দুই বছর

২০১১ মে - ২০১৩ মার্চ পর্বে সরকারের কাজ, উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও রূপায়ণমুখী প্রকল্পগুলির বিবরণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উন্নয়নের পথে মানুষের সাথে

দুই বছর

প্রকাশনা সহায়তা
প্রকাশনা শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশকাল
১৬ মে, ২০১৩

মূল্য: ১০০ টাকা

প্রকাশক
তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রক
সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
১১ বি টি রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৬

শ্রী এম কে নারায়ণন
রাজ্যপাল

শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী

এবং

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, তথ্য ও সংস্কৃতি, পার্বত্য বিষয়ক, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা, কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার, ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ এবং বস্ত্র বিভাগ

শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, শিল্প ও বাণিজ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ, শিল্প পুনর্গঠন, পরিষদ বিষয়ক এবং তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ

শ্রী অমিত মিত্র
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, অর্থ এবং আবগারি বিভাগ

শ্রী মণীশ গুপ্ত
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, বিদ্যুৎ ও অচিরাচিত শক্তি উৎস বিভাগ

শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, জনস্বাস্থ্য কারিগরি এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

জনাব আব্দুল করিম চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ

শ্রী সাধন পাণ্ডে
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগ

জনাব জাভেদ আহমেদ খান
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, অগ্নি নির্বাপন ও জরুরি পরিষেবা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ বিভাগ

শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, নারী উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ

শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

শ্রী শান্তিরাম মাহাতো
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

জনাব হায়দার আজিজ সফি
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সংশোধন প্রশাসন বিভাগ

শ্রী মলয় ঘটক
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, কৃষি বিভাগ

শ্রী পূর্ণেন্দু বসু
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, শ্রম বিভাগ

শ্রী ব্রাত্য বসু
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

শ্রী রচপাল সিং
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, পরিকল্পনা বিভাগ

শ্রী হিতেন বর্মন
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, বন বিভাগ

শ্রী গৌতম দেব
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

জনাব নুরে আলম চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

শ্রী শংকর চক্রবর্তী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সমবায় বিভাগ

শ্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জৈবপ্রযুক্তি বিভাগ

শ্রী সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, পরিবেশ, পূর্ত বিভাগ

শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

শ্রী শ্যামাপদ মুখার্জী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, শিশু বিকাশ বিভাগ

জনাব ফিরহাদ হাকিম
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, পৌর বিষয়ক ও নগরোন্নয়ন বিভাগ

ডঃ সুকুমার হাঁসদা
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিভাগ

ডঃ সৌমেন কুমার মহাপাত্র
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন

শ্রী অরূপ রায়
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, কৃষি বিপণন

শ্রী চন্দ্রনাথ সিংহ
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, মৎস্য

শ্রী মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রী মদন মিত্র
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, পরিবহণ, ক্রীড়া

শ্রী সুব্রত সাহা
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন

শ্রী অরূপ বিশ্বাস
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, আবাসন, যুব বিষয়ক

শ্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, পর্যটন

শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
রাষ্ট্রমন্ত্রী, বিধি (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত),
বিচার (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

শ্রী রাজীব ব্যানার্জী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ

শ্রী মন্টুরাম পাখিরা
রাষ্ট্রমন্ত্রী, সুন্দরবন বিষয়ক (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং সেচ ও জলপথ

শ্রী স্বপন দেবনাথ
রাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগ এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার

শ্রী পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, জনস্বাস্থ্য কারিগরি

জনাব হুমায়ুন কবীর
রাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ

শ্রী বেচারাম মান্না
রাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষি, শিশু বিকাশ এবং কৃষি বিপণন বিভাগ

জনাব গিয়াসউদ্দীন মোল্লা
রাষ্ট্রমন্ত্রী, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

উন্নয়নের পথে মানুষের সাথে

দুই বছর

প্রাক্-কথন

দু'বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অকুণ্ঠ ও অকৃপণ সমর্থনে তৈরি তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার সফলতার সঙ্গে এরাজ্যে দ্বিতীয় বছর অতিক্রম করল। আজ এই মা-মাটি-মানুষের প্রথম সরকারের দ্বিতীয় বছর পূর্তিতে আমরা ধন্যবাদ জানাই তাঁদের, যাঁরা আমাদের ওপর আস্থা রেখেছিলেন। তাঁরা না থাকলে সুবিচারের জন্য আমাদের নিরন্তর যে লড়াই, তাতে ইন্ধন মিলত না। এ যাত্রাপথ যে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল, এমন দাবি অবশ্যই করছি না। একটু আধটু ওঠা - পড়া তো থাকবেই - ছিলও। কিন্তু পূর্বতন স্বেচ্ছাচারী সরকারের অজস্র ভুল সংশোধন করার ও রাজ্যবাসীর অবস্থার নিরন্তর উন্নয়নের প্রচেষ্টাও অভিজ্ঞতা হিসেবে কম সমৃদ্ধিশালী নয়। আমরা আমাদের সামনে সমস্ত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সতর্ক—প্রতিদিন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের অজস্র অর্থহীন ও অবান্তর বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়। তবে আমরা জানি, এই সাম্য ও সুবিচারের জন্যে লড়াইয়ে আপনারা আমাদের পাশে আছেন। আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে।

দু'বছর সময়টা আমাদের জন্যে একটা মাইলফলক মাত্র। চৌত্রিশ বছরের পরিবর্তে মাত্র দু'বছরের কাজ দিয়ে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত কোন সরকারের কর্মকান্ডকে পরিমাপ করা অবান্তর। এতদসত্ত্বেও, মা-মাটি-মানুষ -এর সেবায় যে শপথ নিয়ে এসেছিলাম তার প্রতি আমরা শেষ রক্তবিন্দু অবধিই দায়বদ্ধ ছিলাম, আছি, থাকবো।

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাদের সমালোচকদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের পূর্বসুরিরা আমাদের জন্যে কী রেখে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গকে তারা দেউলিয়া করে রেখে গেছেন। খুঁজে দেখবেন, সেখানে শুধুই 'না' আর 'নেতি'। দু'বছর আগে যখন এলাম আমাদের মাথার উপর দু'লক্ষ কোটিরও বেশি টাকার খাঁড়া ঝুলছিল। প্রায় ৩৫ বছরের কুশাসনের ভিত্তি ছিল অক্লান্ত স্বজনপোষণ, দুরদৃষ্টিহীনতা ও অজস্র ভ্রান্ত রাজস্ব-নীতি এবং তার ফলে এই তিন দশক ধরে আমাদের জন্মভূমি, এই পশ্চিমবঙ্গ তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়েছে। দু'বছর আগে যখন আমরা ক্ষমতায় এলাম, পেলাম একটা হতশ্রী অধঃপতিত রাজ্য যার প্রায় সমস্ত পরিচালন পদ্ধতি ত্রুটিযুক্ত, আইনব্যবস্থা অরাজক আর যার সমস্ত সিস্টেমের ওপর আসন্ন অন্ধকারের করাল ছায়া। ৩৪ বছরে অপশাসনের জেরে এলোমেলো রাজ্য পরিচালন ব্যবস্থা মুখ-থুবড়ে পড়েছিল। পুলিশ-প্রশাসনও ছিল হতোদ্যম ও নীতিভ্রষ্ট। সাধারণ মানুষের শান্তির জীবনে অযথা রাজনৈতিক দাদাগিরি, দমননীতি ও পেশিশক্তির প্রয়োগে নির্বাচন ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করতে তারা ছিলেন যারপরনাই আগ্রাসী। তিনদশকেরও বেশি সময় ধরে বংলার মানুষ মুখ বুজে সব সহ্য করেছেন। অবশেষে, মানুষ এক শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক পথে এই অত্যাচার অবিচারের জবাব দিয়েছেন, এই রাজ্য থেকে তাদের বিতাড়িত করেছেন। আমরা ক্ষমতায় এসেছি তার কারণ বাংলার মানুষ তা চেয়েছেন।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে, আজ আমি একটা ব্যাপারে আনন্দিত যে আমরা জনমানসে একটা অনুশাসনের বোধ ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, এই রাজ্যের জরুরি প্রয়োজনগুলির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি, ঘটাতে পেরেছি সার্বিক রাজ্য পরিচালন ব্যবস্থার নৈতিক চরিত্রের এক অসাধারণ উত্থান। আজ, এমনকি রাজ্যে পরিচালন ব্যবস্থার সবচেয়ে নিচুস্তরের কর্মীও তার নিজের কর্তব্য, সক্ষমতা ও কর্মসম্পাদনে তার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন। আমাদের নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়েও আমাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত প্রতিটি সমালোচনাই আমরা যথেষ্ট সহনশীলতার সঙ্গে মুক্ত মনে গ্রহণ করেছি। কারণ, আমরা সর্বান্ত:করণে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং প্রয়োজনে নিজেদের সাধ্যমতো সংশোধন করে থাকি।

মনে করাতে চাই যে, অধিকারের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমাদের আদর্শের অসম লড়াই এখনো জারি আছে। অন্তত এটুকু তো প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি যে ভিক্ষে চাইছি না, ন্যায্য অধিকার দাবি করছি। বিগত সরকারের রেখে যাওয়া চরম বিপন্নতা থেকে মুক্তির জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই রাজ্যের জন্যে কিছু বিশেষ দাবি করা হয়েছে, যাতে করে এই রাজ্য ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পায় ও উন্নয়নের পালে লাগে নতুন হাওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সরকারের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার জন্যে, এই রাজ্যকে শিল্প-বিমুখ ও উন্নয়ন-বিমুখ হিসেবে প্রচার করার জন্যে এই রাজ্যের ভিতর ও বাইরে থেকে ক্রমাগত সম্মিলিত প্রয়াস চালানো হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমরা উন্নয়নের কাজে থেমে নেই। বারবার আমাদের সব কাজে প্রমাণ দিয়ে যাবো

যে মানুষের বিশ্বাসের ও ভালবাসার মর্যাদা আমরা দিতে জানি। বাম জমানায় রাজ্য যা পেয়েছে তৃণমুল সরকার থেকে পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। পরিসংখ্যানই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। গত ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে যেখানে সমগ্র ভারতবর্ষের জি ডি পি বৃদ্ধির হার ৪.৯৬%, পশ্চিবঙ্গে তা দাঁড়িয়েছে ৭.৬%। জাতীয় স্তরে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উন্নতির হার ১.৭৯%, পশ্চিমবঙ্গে তা ২.৫৬%। সার্ভিস সেক্টরে সর্বভারতীয় স্তরে বিকাশের হার ৬.৫৯%। যেখানে আমাদের রাজ্যে তা ৯.৪৮%। গত বছরে ৩০% অধিক কর আদায় করে রেকর্ড করেছে পশ্চিমবঙ্গ।

শিল্প যেমন আমাদের সম্পদ, কৃষি তেমনি আমাদের গৌরব। এই সরকারের কাছে অপ্রত্যাশিত সাহায্য পেয়েছেন কৃষকরা। কিষাণ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দশ লক্ষেরও বেশি কৃষক চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ৪৫০০০ টাকা করে পেয়েছেন। জল ধরো, জল ভরো প্রকল্পে আমরা দু'বছরে ৫১ হাজার পুকুর খনন করেছি-যেখানে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ বছরে ৫০ হাজার পুকুর খনন করা।

শিক্ষায় প্রান্তিক মানুষ যাতে পিছিয়ে না থাকেন, তা সুনিশ্চিত করতে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে OBC-দের জন্য ১৭% সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে তা চালু হবে। এছাড়াও সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করেছি। দ্রুত Caste Certificate প্রদানের ব্যবস্থাও আমরা সুসম্পন্ন করেছি। সাচার কমিটির রিপোর্টে যা-যা সুপারিশ করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি, রাজ্য হিসেবে তার প্রায় সবটাই করে উঠতে পেরেছি আমরা।

৩৪ বছরের কর্মনাশা বামজমানা এ রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি করেছিল। ক্ষতিপুরণ করতে ১০ বছরেরও বেশি লেগে যাওয়া উচিত ছিল যদিও, আমরা কিন্তু মাত্র দু'বছরে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পেরেছি।। শিল্পের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছি আমরা। বিগত দু'বছরে লক্ষাধিক কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। জমি-ব্যাঙ্ক, ওয়েব-বেসড্ এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক- ইত্যাদি বহু গঠনমুলক কাজ আমরা করেছি। e-governance, e-tender, e-system এবং FRBM চালু করেছি আমরা।

বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় প্রায় তিন লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। শিল্পে নতুন জোয়ার এসেছে বলে বেসরকারি সংস্থাতেও বেশ কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থানের নজির আমরা সৃষ্টি করেছি। কর্মনাশা সংস্কৃতিকে বিনাশ করে রাজ্যকে শুভ কর্মপথে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি যা গর্ব করার মতো। কর্মনাশা বন্ধের ফলে দীর্ঘ ৩৪ বছরে ৭৮ লক্ষ শ্রমদিবস লোকসান হয়েছিল। এই অভিশাপকে প্রায় নির্মূল করতে পেরেছি আমরা। বিগত দুবছরে এই লোকসান নেমে এসেছে ৫ হাজারে।

প্রশাসন এবং সরকারি বিভাগের সর্বস্তরের কর্মচারীরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের অবাধ সুযোগ পেয়েছেন। এর ফলে নিজেদের দায়িত্বপালনের বিষয়ে তাঁদের বিপুল উদ্দীপনা এসেছে। ভালো কাজের কোনো বিকল্প হয় না। এই অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকার জন্য উন্নত চিন্তাধারা, উন্নত মানসিকতা, উন্নত কর্মধারা এবং কর্মপন্থার একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। কর্মসংস্কৃতিতে এই বিপুল উন্নতির জন্য অনেক সরকারি কর্মচারীর অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা ধন্যবাদের সঙ্গে স্বীকার করছি।

জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে (১০০ দিনের কাজ) সর্বভারতীয় স্তরে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে মোট অর্থব্যয়ের নিরিখে আমরা দেশের মধ্যে প্রথম। আমাদের খরচ হয়েছে ৪৪০৮ কোটি টাকা, যা মোট প্রাপ্ত অর্থের ১০৭%। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে আমরা পেয়েছি ৪১০৮ কোটি টাকা। 'আনন্দধারা' থেকে 'গীতাঞ্জলি', 'অধিকার' থেকে 'নিজগৃহ নিজভূমি'—এরকম অজস্র পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আমরা সর্বতোভাবে এগিয়ে। ২০১১-১২ ও ২০১৩-১৪ সালে WBSEDCL পেয়েছে ৩৩ লক্ষ নতুন কনজিউমার, যা একটি রেকর্ড পরিসংখ্যান। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পে ২০১২-১৩ সালে সাতটি নতুন ৩৩ KV সাব-স্টেশন এবং ৪২০০টি নতুন মৌজা সংযুক্ত হয়েছে। বাড়তি বিদ্যুৎ সদ্ব্যবহার করার জন্য আমরা Power Bank তৈরি করেছি। আগামী তিনবছরের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হব। স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের আয়ত্তে এনেছি আমরা। বিভিন্ন হাসপাতালে দশ হাজারের বেশি নতুন বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে সুচিকিৎসা সহজলভ্য হয়। বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ২০১১-১২ সালে ৩৯৫টি এবং ২০১২-১৩ সালে ১৫০টি MBBS সিট বাড়ানো হয়েছে। ২০১০-১১ সালে এ রাজ্যে SNCU (Sick New-Born Care Unit) -এর সংখ্যা ছিল মাত্র ছয়। ২০১২-১৩ সালে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৪ ।SNSU, অর্থাৎ Sick New-born Stabilisation Unit এ রাজ্যে ছিলোই না। আমরা ১৭৩টি SNCU স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছি। রাজ্যের ১১টি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৩৪টি মাল্টি এবং সুপার স্পেশালটি হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে।

প্রান্তিক মানুষের প্রতি সুবিচার সুনিশ্চিত করতে আমরা বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছি। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, যাদের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও আছেন তাঁদের উন্নয়নের জন্য আমাদের পদক্ষেপ যথেষ্ট বলিষ্ঠ। OBC-দের জন্য চাকরি ক্ষেত্রে ১৭% সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে ২০১০-১১ সালে ধার্য ছিল ২২০ কোটি টাকা। ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ৩৩০ কোটি এবং ৫৭০ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ সালে এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৮৫৯ কোটি টাকা। সংখ্যালঘুদের জন্য ২৪ লক্ষ বৃত্তির ব্যবস্থাও আমরা করেছি।

জেলায় জেলায় ১৮টি সংখ্যালঘু ভবন তৈরি হয়েছে। ৪৬.১১ কোটি টাকা খরচ করে ১.৬ লক্ষের বেশি নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বাইসাইকেল দেওয়া হয়েছে।

মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েতের ৫০% সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তারা তৃণমূল স্তরে, সসম্মানে কাজ করতে পারেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ঠিক প্রাক্কালে আমরা 'কন্যাশ্রী' নামে একটি অভিনব প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই প্রকল্পের আওতায় বার্ষিক আয় যাদের ৫০,০০০ টাকার কম, এমন

পরিবারের মেয়েরা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি অবধি পড়াশোনা করার সময় প্রত্যেক বছর ৫০০ টাকা করে বৃত্তি পাবে। এছাড়াও, অনুরূপ পরিবারের অবিবাহিত মেয়েরা ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হলে এককালীন ২৫০০০ টাকা সাহায্য পাবেন তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। এছাড়াও ডায়মন্ড হারবারে প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা, ৬৫ টি মহিলা পুলিশ স্টেশন স্থাপন করা - ইত্যাদি বহু প্রয়াস আমরা চালিয়েছি। মহিলাদের উপর নির্যাতনের বিচার করার জন্য ৪৫টি স্পেশাল কোর্ট খুব শীঘ্রই চালু করা হবে।

২০১২-১৩ সালে ২৩৪৫৬টি স্বনির্ভর প্রকল্পের জন্য কর্মহীন মানুষকে ১৩১.২৬ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির রূপায়ণের মাধ্যমে ৭৮০০০ মানুষের রুজি-রুটির ব্যবস্থা হয়েছে।

আমাদের রাজ্যে যাতে সামাজিক নিরাপত্তায় কোনো ঘাটতি না হয়, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ যত্ন নিচ্ছি। এর ফলে বিভিন্ন অপরাধ—বিশেষ করে মহিলাদের ওপর হামলা—অনেক কমানো গেছে এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ অনেকটাই এড়িয়ে চলতে পারা গেছে। ২০১০ সালে ১১১৯টি রাজনৈতিক সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা ছিল ১১৮। ২০১২ সালে এ জাতীয় ঘটনা কমে দাঁড়িয়েছে ৫৪২-এ। নিহতের সংখ্যা ১০। জঙ্গলমহলে মাওবাদী আক্রমণ ও অন্যান্য হিংসাত্মক সংঘর্ষের ফলে ২০০৯ সালে যেখানে ৩৪৩টি ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ছিল ১৪৯, সেখানে ২০১১ সালে ৩২টি ঘটনায় নিহত হয়েছে ১৩ জন। ২০১২ সালে এইরূপ ঘটনায় নিহতের সংখ্যা শূন্য।

রাজ্যে এককালে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় ১৫১টি অস্থায়ী ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট চলত। ১লা এপ্রিল, ২০১১ থেকে কেন্দ্র সরকার ঐ কোর্টগুলি চালানোর জন্য আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেয় এবং রাজ্য সরকার তার সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় সেই কোর্টগুলি প্রায় ২ বছর চালায়। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের আদেশক্রমে সেই কোর্টগুলি পরিবর্তন করে ৮৮টি স্থায়ী কোর্ট এবং ২৪টি জেলা জজ কোর্টের সমতুল্য কোর্ট তৈরি করা হয়েছে।

আমরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করি যে, আমাদের বিরাট যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এইসব আমাদের প্রাপ্তি। জানি, যত বাধাই আসুক না কেন, আপনাদের সাহায্যে সব বাধা আমরা হাসিমুখে পেরিয়ে যাবো। সাম্প্রতিক চিট-ফান্ড কেলেঙ্কারী আমাদের নজর এড়ায়নি। বাম জামানায় আমাদের রাজ্য হয়ে উঠেছিল চিট-ফান্ডের আঁতুড়ঘর। তারা এইসব অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ কোনদিন পরীক্ষা করে দেখেন নি। ফলে দরিদ্র বিনিয়োগকারীরা আজ অসহায়। এই সব অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি। পুরোনো পাশ-না-হওয়া ভুল আইন বাতিল করে এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে নতুন কঠোর আইন এনেছি আমরা। অসাধু ব্যবসা বাজেয়াপ্ত করা, গ্রেপ্তারী, দ্রুত বিচার-বিভাগীয় তদন্ত, এবং যাতে আমানত ফিরিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য ৫০০ কোটি টাকার তহবিল নির্মাণ—এ সব কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়ে গেছে। আমরা মানুষের পাশে আছি সর্বক্ষণ, সব রকমের পরিস্থিতিতে। আমাদের জাগ্রত বিবেকের কাছে আমরা দায়বদ্ধ। তাই, মানুষের বিশ্বাস ও আবেগের প্রতি আমরা সতত সংবেদনশীল।

আমাদের রাজ্যের আর একটি পরিচয় সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবার্ষিকী আমরা বিপুল শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে পালন করেছি। স্বামী বিবেকানন্দ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সার্ধশতবার্ষিকীতে তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছে এই সরকার। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সার্ধশতবার্ষিকী আগতপ্রয়। আমরা শ্রদ্ধায় উদ্‌যাপন করব। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলায় আসতে চলেছে এক নবজাগরণ। তৃণমূল স্তরের স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়াল এবং ধামসা-মাদলের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজকর্ম তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলচ্চিত্র বা সংগীত, নাট্য সাহিত্য বা চিত্রকলা—সর্বক্ষেত্রের শিল্পীদের আমরা সম্মানিত করেছি, করব। বঙ্গভূষণ, বঙ্গবিভূষণ ইত্যাদি সম্মান তাঁদের আমরা দিয়েছি ও দেবও। বহু বিশিষ্ট মানুষকে এই দু'বছরে আমরা হারিয়েছি। পন্ডিত রবিশঙ্কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, গণেশ পাইন, পন্ডিত মানস চক্রবর্তী, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শান্তিগোপাল পাল, যীশু দাশগুপ্ত, লেসলি ক্লডিয়াস, শানু লাহিড়ি, গৌর ক্ষ্যাপা দাস, চণ্ডী গাঙ্গুলী, আর পি গোয়েঙ্কার স্মৃতির প্রতি আমাদের অঙ্গীকার, বাংলায় আবার স্বর্ণযুগ ফিরে আসবেই। অর্থনীতিতে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে নতুন জোয়ার আমরা আনবই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "মানুষ যতোই কর্ম করছে, ততোই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততোই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে।" (শান্তিনিকেতন, কর্মযোগ)। আমরাও মনে করি, আমাদের কর্মোদ্যোগ আমাদের রাজ্যে দীর্ঘকাল ধরে জমতে থাকা আড়ষ্টতা, স্থবিরতা এবং সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে দেবে। আগামী প্রজন্ম পাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য শক্ত বুনিয়াদ। আমাদের মিলিত শ্রম আসলে এ রাজ্যের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার এক অক্লান্ত প্রচেষ্টা। আজকের দিনের সঙ্গে আগামী দিনের সেতুস্থাপন-এই আমাদের লক্ষ্য। ধনধান্যপুষ্প ভরা পশ্চিমবঙ্গে মানবতার জয়পতাকা প্রতিষ্ঠিত করা-এতেই আমাদের মোক্ষ।

আমরা কাজ করব। এগিয়ে যাবো। মাথা উঁচু করে। মর্যাদার সঙ্গে। ক্ষুদ্রতর অবস্থা থেকে বৃহত্তমের দিকে। সব কথা এই সামান্য পরিসরে লেখা সম্ভব হলো না। তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ, বিভিন্ন বিভাগের বিস্তারিত বিবরণ অনুগ্রহ করে পড়ে দেখবেন। আমাদের মা-মাটি-মানুষকে ধন্যবাদ।

শুভ নববর্ষ !

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সাফল্য

মোট রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদণ (GSDP), কৃষি, শিল্প এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে জাতীয় গড়ের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ বেশি বৃদ্ধি অর্জন করেছে	
● ২০১২-১৩ বর্ষে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) হার	৪.৯৬ শতাংশ
● ২০১২-১৩ বর্ষে পশ্চিমবঙ্গের মোট রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন	৭.৬ শতাংশ
● ২০১২-১৩ বর্ষে কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ভারতের বৃদ্ধি	১.৭৯ শতাংশ
● ২০১২-১৩ বর্ষে কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধি	২.৫৬ শতাংশ
● ২০১২-১৩ বর্ষে ভারতে শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধি	৩.১২ শতাংশ
● ২০১২-১৩ বর্ষে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধি	৬.২৪ শতাংশ
● ২০১২-১৩ বর্ষে পরিষেবা ক্ষেত্রে ভারতের বৃদ্ধি	৬.৫৯ শতাংশ
● ২০১২-১৩ বর্ষে পরিষেবা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধি	৯.৪৮ শতাংশ

রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, কৃষিক্ষেত্র, শিল্প এবং পরিষেবা এই চারটি বর্গের প্রত্যেকটিতেই পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক ভাবে ভারতের তুলনায় দ্রুত হারে বৃদ্ধি অর্জন করেছে।

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়ক্ষেত্রে তথ্য ‘Advance Estimate’-এর ভিত্তিতে প্রদত্ত।

রাজ্যের নিজস্ব কর রাজস্বের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রেকর্ড বৃদ্ধি অর্জন করেছে।

- পশ্চিমবঙ্গের রাজস্বের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ৩০ শতাংশ (২৯.৯৪) রেকর্ড স্পর্শ করেছে।

পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদিত সম্পদ যোজনায় যেখানে ২৮,৪১৩.১৪ কোটি টাকা, নির্ধারিত সেখানে পশ্চিমবঙ্গ ২০১২-১৩ বর্ষে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩২ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

২০১০-১১ বর্ষে অর্থাৎ এই সরকার কার্যভার গ্রহণের ঠিক আগের বছর ২১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছিল, সেখানে ২০১২-১৩ বর্ষে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ৩২ হাজার কোটি টাকা।

১৫ বছরের মধ্যে প্রথম কর ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত ৫ শতাংশ অতিক্রম করবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি

- বিগত দু'বছর যাবৎ অর্থাৎ ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ সালে রাজ্য সরকার রাজ্যের পরিকল্পনা ব্যয় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বৃদ্ধি করার লক্ষ্য স্থির করেছে।
- ২০১০-১১ বর্ষে পরিকল্পনা ব্যয়ঃ ১১৮৩৭.৮৫ কোটি টাকা
- ২০১১-১২ বর্ষে পরিকল্পনা ব্যয় ১৪,০৪৭.৫২ কোটি টাকা (১৮.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি)

- ২০১২-১৩ বর্ষে পরিকল্পনা ব্যয় (প্রত্যাশিত) ১৭৬০০ কোটি টাকা (২৫.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি)
- আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও ২০১২-১৩ বর্ষের জন্য বরাদ্দীকৃত রাজ্য পরিকল্পনা তহবিলের ৭৫ শতাংশ বিভন্নি বিভাগকে আর্থিক বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত ২০১২-১৩ বর্ষের ৩২ হাজার কোটি টাকা রাজস্বের মধ্যে ২৫ হাজার কোটি টাকা আমাদের উপর বামফ্রন্ট সরকারের ২,০০,০০০,০০,০০,০০০ (২ লক্ষ কোটি) টাকার ঋণের সুদ ও পরিশোধ্য আসল বাবদ কেটে নেওয়া হয়েছে।

নিম্নলিখিত উপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ সমাবেশীকরণের জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগ

- ই-ট্যাক্স পদ্ধতি এবং বিধি ও কার্যপ্রণালী সরলীকরণের মাধ্যমে কর প্রশাসনে ব্যাপক সংস্কারসাধন করা হয়েছে।
- ই-ট্যাক্স সংস্কারের উদ্যোগ
- বাধ্যতামূলক অনলাইন ভ্যাট রিটার্ন দাখিল, কেন্দ্রীভূত পোর্টাল (GRIPS)-এর মাধ্যমে সমস্ত কর ই-পেমেন্ট ব্যবস্থায় আদায় দেওয়া, ই-রেজিস্ট্রেশন, ই-স্টাম্পিং, ই-অডিট, ই-রিফান্ড ব্যবস্থার পত্তন।
- পরিপূরণ মূলক প্রবেশ কর (Compensatory Entry Tax), ২০১২-১৩-ভ্যাটের হার বৃদ্ধি (২০১৩-১৪), স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে পর্যালোচনার ব্যবস্থা, সম্পত্তির বাজার দর প্রভৃতির মাধ্যমে **২০১২-১৩ বর্ষে কর-ভিত্তি বৃদ্ধি করা।**
- ১৯৬৬ সাল থেকে ধরা হলে সর্বপ্রথম আবগারির সংস্কার।
- প্রান্তিকভাবে রুগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের পুনর্গঠনের প্রয়াস এবং উদ্বৃত্ত ভূ-সম্পত্তির আর্থিক পরিমাপন
- বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জমির স্বচ্ছ নিলাম ব্যবস্থার প্রবর্তন।

২০১৩-২০১৪ বর্ষে বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য

- ২০১৩-১৪ বর্ষে খসড়া পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ২৯৮৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩৪২৬.৬৪ কোটি টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ সমূহের জন্য নির্ধারিত।
- পিছিয়ে পড়া এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের সমাজের মূলস্রোতে আনা এবং তাদের ক্ষমতায়ন।
- অপেক্ষাকৃত উন্নত শিক্ষার সুযোগ এবং কর্মমুখী দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে কন্যা সন্তানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।
- জঙ্গলমহল, সুন্দরবন, পাহাড় উত্তরবঙ্গ ও অনগ্রসর জেলাগুলিতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের মাধ্যমে **আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতার সংশোধন।**
- সকলের জন্য সর্বাত্মক সমৃদ্ধির প্রসার এবং আর্থ-সামাজিক বিকাশ আরও ব্যাপকতর ও গভীরতর করার লক্ষ্যে GSDP-র বৃদ্ধিকে অধিকতর উজ্জীবিত করার পদক্ষেপ।

শাসন ব্যবস্থাকে মানব সম্পদে সমৃদ্ধ করা

- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন শৃঙ্খলা, কৃষি বিভাগের প্রশাসনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ২ লক্ষাধিক পদে নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- অতিরিক্ত ৪০ হাজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মী নিয়োগ করে পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়েছে।
- ২০১৩ সালে ১ লক্ষ ৩০ হাজার সিভিক পুলিশ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করা হবে।
- ৯০ হাজার শিক্ষক পদ পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- ৫ হাজার ডাক্তার নার্স ও চিকিৎসা সহায়ক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।
- তৃণমূল স্তরে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন স্তরে নূতন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিদ্যমান কর্মীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র

- ২০১১-১২ বর্ষের খরিফ মরশুমে ২০.৫ লক্ষ মেট্রিক টন সর্বকালীন রেকর্ড পরিমাণ ধান সংগ্রহ করা হয়েছিল। ২০১২-১৩ বর্ষে খরিফ বিপণনের লক্ষ্যমাত্রা ২২ লক্ষ মেট্রিক টন।
- খাদ্যশস্যের গুদামের ধারণক্ষমতা ২০১০-১১ বর্ষের ৪৮ হাজার মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা যাতে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখে রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকের প্রত্যেকটিতে হিমঘর সহ কৃষক বাজার স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ৯৫টি প্রকল্প রূপায়ণাধীন অবস্থায় আছে।
- গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (RIDF) ১৮-এর অধীনে ৫৭৫ কোটি টাকা গুদাম নির্মাণের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে। এটি দেশের মধ্যে সর্বাধিক।
- ভারত সরকারের নিকট থেকে এই রাজ্য "কৃষি কর্মণ পুরস্কার" পেয়েছে।
- কৃষি কার্যের সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য কৃষকদের ১০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সরাসরি কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এটা করা হবে।
- ২০১২-১৩ বর্ষে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের অধীনে ১০ লক্ষ সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- কৃষিকার্যের জন্য ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রান্তিক চাষিদের এককালীন ৫ হাজার টাকা অনুদান চালু করা হয়েছে। কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণনে সহায়তা করার জন্য কার্ট-ক্রেট কম্বো এবং রেফ্রিজারেটেড ভ্যান দেওয়া হচ্ছে।
- পাম্পসেট চালানোর জন্য ডিজেলের পরিবর্তে বিদ্যুতের লাইন নেওয়ার উদ্দেশ্যে কৃষকদের এককালীন ৮ হাজার টাকা অনুদান প্রদানের নূতন পরিকল্পের সূচনা।

- 'জল ধরো জল ভরো' নামক রাজ্য পরিকল্পনার অধীনে ২ বছরে ৫০,০২৮টি জলাশয় খনন করা হয়েছে। ৫ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০ হাজার।

শিল্প

- ২০১১ সালের মে মাস থেকে ১.১২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। এর মাধ্যমে ৩.১৪ লক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।
- সাগর এবং রসুলপুরে (পি পি পি মডেলে) গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা বড় জাহাজের জন্য ১৭-১৮ মিটার ড্রাফট।
- ল্যান্ড ব্যাঙ্ক এবং জমি বরাদ্দের নীতি ঘোষিত হয়েছে। শিল্পগুলি যাতে সিলিং-এর অতিরিক্ত জমি সরকারের অনুমোদন নিয়ে তাদের হাতে রেখে দিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।
- একটি অভিনব ওয়েব ভিত্তিক এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক চালু করা হয়েছে যা কর্মপ্রার্থী এবং নিয়োগকর্তা উভয়কেই সঠিক কর্মপ্রাপ্তি এবং উপযুক্ত কর্মী নিয়োগে সহায়তা করবে। পারস্পরিক সংযোগের এই পোর্টালে আমরা ইতিমধ্যেই ব্যাপক সাড়া পেয়েছি।

❖ **বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন শিল্প কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব আসছে, এগুলি হচ্ছে ঃ**

  - বর্ধমানের পানাগড় একটি বহুজাতিক সংস্থা কর্তৃক পুর্বাঞ্চলের প্রথম সেরামিক টালি নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এখানে ৪৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে।
  - ৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে হলদিয়ায় দ্বিতীয় পেট রেজিন ভোজ্য তেল প্লান্ট স্থাপন।
  - যুক্তরাজ্য এবং বেঙ্গল কোম্পানির মধ্যে যোথ্য উদ্যোগে হলদিয়ায় ইনফ্রা-লজিস্টিকস ইউনিট গঠন।
  - ১৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে হাওড়া ও হুগলিতে দুটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপন।
  - খড়গপুর এবং পানাগড়ে ইনডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপন।
  - একটি ভারতীয় বহুজাতিক সংস্থাকর্তৃক হাওড়ায় প্যাকেটবদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতকারী ইউনিট স্থাপন।

ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোগ শিল্প

- গুচ্ছ উন্নয়ন কর্মসুচির অন্তর্গত ৫৪টি গুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণাধীন অবস্থায় আছে।
- ২০১১-১২ থেকে রাজ্যে ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ ক্ষেত্রে প্রায় ১৮,৫০০টি নূতন ইউনিট নিবন্ধীকৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬০ হাজার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।
- সুসংহত হস্ততাঁত উন্নয়ন পরিকল্পের অধীনে ৩৯টি হস্ততাঁত গুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প এবং ৮৩টি গ্রুপ অ্যাপ্রোচ প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
- দুর্গাপুর, কলকাতা, শিলিগুড়ি এবং শান্তিনিকেতনে ৪টি আর্বান হাট এবং পুরুলিয়া, ঝাড়াগ্রাম, বিষ্ণুপুর এবং আলিপুরদুয়ারে চারটি রুরাল হাট স্থাপন করা হচ্ছে।
- একটি নূতন বস্ত্রশিল্প নীতি আসন্ন।

বিদ্যুৎ

- ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎবন্টন কোম্পানি লিমিটেড অঞ্চলে ৩৫ লক্ষ নূতন উপভোক্তা যুক্ত হয়েছে। এটি একটি সর্বকালীন রেকর্ড।
- বিদ্যুৎ মন্ত্রক সম্প্রতি WBSEDCL কে যোগ্যতা বিধায়ক স্বীকৃতি হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ উপযোগিতা প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করেছে।
- ১১টি অনগ্রসর জেলায় সর্বাত্মক গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।
- গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন সম্প্রসারণ কার্যের অধীনে ২০১২-১৩ বর্ষে ৭টি নূতন ৩৩ কেভি সাব স্টেশন যুক্ত করা হয়েছে এবং ৪২০০টি নূতন মৌজায় বিদ্যুদয়ন করা হয়েছে।
- সাগর দ্বীপে চিরাচরিত **গ্রিড বিদ্যুৎ** সম্প্রসারিত হয়েছে।
- ২০১২-১৩ সালে (২০১৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত) এই রাজ্য ৯৫২.৭১ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবস্থা করে। এর পরিবর্তে প্রাপ্য বিদ্যুৎ ২০১৩-১৪ সালে ৪০০ মেগাওয়াট ঘাটতি হ্রাস করতে সক্ষম হবে।

পরিকাঠামো

- ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে ১২৪৯১.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।
- নবগঠিত স্টেট হাইওয়ে অথরিটি সোনালি চতুর্ভুজ প্রকল্পের অনুসরণে উন্নয়নের জন্য RITES-এর মাধ্যমে ১,১০০ কিলোমিটার রাস্তার জরিপকার্য শেষ করেছে।
- জাপানের JICA-র অর্থসহায়তায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো অনগ্রসর জেলাগুলিতে পানীয় জল প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।
- রাজ্যের অর্থে তৈরি এয়ার ট্রাফিক রাডার-৪২ এবং এয়ার ট্রাফিক রাডার ৭২ বসানোর জন্য কোচবিহার বিমান বন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

- সরকার এবং পবন হংস লিমিটেড-এর মধ্যে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। শিল্প ও পর্যটন প্রসারের জন্য হলদিয়া, আসানসোল, দুর্গাপুর, দিঘা, মালদায় নূতন হেলিকপ্টার সার্ভিসের ব্যবস্থা।
- কলকাতা বিমানবন্দরের সুসমন্বিত নয়া টার্মিনালের পরিষেবা শুরু হয়েছে।

পর্যটনে গুরুত্ব প্রদান ঃ *'কর্মসংস্থান বর্ধক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্মেষে সহায়ক' ব্যবস্থা।*

- সারা দেশের মধ্যে বাংলাতে শ্রেষ্ঠ পর্যটন সম্ভাবনা রয়েছে।
- হিমালয় পর্বতমালা, সমুদ্র সৈকত, সুন্দরবন অঞ্চলে বিশ্বের বৃহত্তম নদীসৃষ্ট ব-দ্বীপ, মনোরম সুবজ অরণ্য এবং বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য কেবলমাত্র দেশের বিভিন্ন অংশেরই নয়, বরং সারা পৃথিবীর পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।
- গঙ্গাসাগর-বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।
- পর্যটনের পরিকাঠামো সৃষ্টির জন্য এই রাজ্য পর্যটনক্ষেত্রে সম্ভবত দেশের মধ্যে বৃহত্তম সরকারি-বেসরকারি-অংশীদারিত্ব (পি পি পি) মডেল কার্যকর করছে।
- প্রথম পর্যায়ে (Phase I) ৮টি প্রকল্পের জন্য পি পি পি প্রকল্পের মোট ব্যয় ধার্য হয়েছে ৩,২৮০ কোটি টাকা।

পর্যটন পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ৮টি পি পি পি প্রকল্পের প্রস্তাব

১। একটি অভিনব উদ্যোগ

গাজলডোবা পর্যটন তালুক-প্রথম পর্যায়। অরণ্য, তিস্তা নদী এবং পাহাড়ের সানুদেশ পরিবেষ্টিত।

স্টার হোটেল, সুলভ মূল্যের হোটেল, আয়ুর্বেদিক স্পা ভিলেজ, আতিথেয়তা প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক মন্ডল ঃ রঙ্গমঞ্চ/কারুশিল্পের গ্রাম, ওষধি গুল্মের উদ্যান, জলাশয়, ১৮ ছিদ্রের গল্ফ কোর্স

প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের ধার্য ব্যয় ঃ ১,৫০০ কোটি টাকা

২। **কলকাতা জায়ান্ট হুইল**

গঙ্গা / হুগলি নদীর উপর

প্রকল্পের ধার্য ব্যয় ঃ ৩৫০ কোটি টাকা

৩। **সাইলি চা পর্যটন এবং পরিবেশ-বান্ধব পর্যটন পার্ক**

নদী, পাহাড়, ঘন সবুজ চা বাগান

প্রকল্পের ধার্য ব্যয় ঃ ৩৫০ কোটি টাকা

৪। **বনের মধ্যে কুঞ্জনগর**

জলদাপাড়া ও গরুমারা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে গমনাগমনের সুযোগ

প্রকল্পের ধার্য ব্যয় ঃ ৩০০ কোটি টাকা

৫। **সুন্দরবনে ঝড়খালি পরিবেশ-বান্ধব পর্যটন পার্ক**

রয়াল বেঙ্গল ব্যাঘ্র অভয়ারণ্যের নিকটে

প্রকল্পের ধার্য ব্যয় ঃ ৩০০ কোটি টাকা

পর্যটন পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ৮টি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক (পি পি পি) প্রকল্পের প্রস্তাব

- দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, কলকাতা, জলপাইগুড়ি এবং পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় ৪টি বড় পর্যটক আবাস তথা হোটেল প্রকল্প (ট্যুরিস্ট রিসর্ট-কাম-হোটেল প্রোজেক্ট)
  প্রকল্প মূল্য : ২০০ কোটি টাকা
- ঝাড়গ্রাম, মহিষাদল, পুরুলিয়ার পঞ্চকোট এবং মুর্শিদাবাদের ওয়াসিফ মঞ্জিলে ৪টি ঐতিহ্যবাহী পর্যটক আবাস (হেরিটেজ ট্যুরিস্ট রিসর্ট) প্রকল্প
  প্রকল্প মূল্য : ২০০ কোটি টাকা
- জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, দার্জিলিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা এবং হুগলিতে ১০টি হোটেল ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাটারিং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/ (ট্রেনিং ইনস্টিটিউট)
  প্রকল্প মূল্য : ৮০ কোটি টাকা

স্বাস্থ্য

- হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ১০,০০০ -এর বেশি বাড়ানো হয়েছে।
- ৩৪টি সিক নিউ বর্ন কেয়ার ইউনিট (অসুস্থ সদ্যোজাত/ পরিচর্যা ইউনিট) (এস এন সি ইউ) এবং ১২৫টি সিক নিউবর্ন স্টেবিলাইজেশন ইউনিট চালু রয়েছে।
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ৩৩টি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান চালু হয়েছে। এইসব দোকান থেকে ১৪২টি জীবনদায়ী ওষুধ সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য থেকে ৪৮-৬৭ শতাংশ কম দামে পাওয়া যায়।
- একইভাবে প্রথম পর্যায়ে ৫০টি হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের রোগনির্ণয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

- গ্রামীণ হাসপাতাল এবং ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ৫৬টি রোগনির্ণয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।
- ওষুধ সংগ্রহের নীতিকে পুনর্গঠন করা হয়েছে। সমস্ত সংগ্রাহক ইউনিটগুলিতে স্বচ্ছতা আনার জন্য ওয়েব সক্ষম সফটওয়্যার "ভান্ডার পরিচালন সম্পর্কিত তথ্য ব্যবস্থা (স্টোর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম)" চালু করা হয়েছে। (যোজনা কমিশন কর্মশিবিরে প্রশংসিত)
- ৫০০০ -এরও বেশি চিকিৎসাকর্মী এবং চিকিৎসা সহায়ক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।
- এম বি বি এস পাঠ্যক্রমের আসন সংখ্যা ১৩৫৫ থেকে বাড়িয়ে ১৯০০ করা হয়েছে।
- ৩৪১টি ব্লকের প্রত্যেকটিতে ১০ শয্যবিশিষ্ট অন্তত একটি করে জনস্বাস্থ্যকেন্দ্র দিবারাত্র চালু রাখার ব্যবস্থা চলছে। চালু থাকা জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি ব্যবস্থায়, পর্যায়ক্রমে অ্যাম্বুলেন্স ও রোগনির্ণয়ের সুবিধা সম্বলিত ৩০-৪৩ শয্যার হাসপাতালে উন্নীত করা হচ্ছে।
- ৭টি স্বাস্থ্য জেলা গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যের অনগ্রসর ১১টি জেলায় ৩৫টি সুপার/মাল্টি স্পেশালিটি/হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে।

শিক্ষা

- প্রায় ২০০০ প্রাথমিক এবং উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং আরও ৫০০টি বিদ্যালয়কে উচ্চ থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। চলতি বছরে ৫০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হবে।
- ষষ্ঠ শ্রেণী - দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য ৬১টি 'আদর্শ বিদ্যালয়' (মডেল স্কুল) অনুমোদন পেয়েছে।
- বিভিন্ন স্তরে মোট প্রায় ৯০ হাজার শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।
- প্রায় ১৩১ লক্ষ শিশু প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে এবং ৯০% এর বেশি শিশু মিড ডে মিল-এর সুযোগ পাচ্ছে।
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে সরকারি নীতি চূড়ান্ত হয়েছে। একইভাবে নিজস্ব অর্থ সংস্থান নির্ভর ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের নীতিও তৈরি হচ্ছে।
- কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বর্ধমান জেলার আসানসোলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক কার্যক্রম ২০১৩-১৪ বর্ষ থেকে শুরু হবে।
- রাজ্যের অনগ্রসর (under-served) অঞ্চলগুলিতে ৪২টি নতুন সরকারি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ স্থাপিত হচ্ছে।
- পুরুলিয়া এবং কোচবিহারে ২টি নতুন সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নির্মিত হচ্ছে।
- জুন, ২০১১ থেকে ৬২টি নতুন আই টি আই এবং ৩৬টি নতুন পলিটেকনিক নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং এর মধ্যে ১৮টি আই টি আই এবং ৬টি পলিটেকনিক সংখ্যালঘু বিভাগের এম এস ডি পি (মাল্টি সেক্টোরাল ডেভেলপমেন্ট পোগ্রাম) কর্মসূচির আওতাধীন।

সংখ্যালঘু কল্যাণ

- ২০১২-১৩ বর্ষে বাজেট বরাদ্দ ৭৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিকল্প সহ সংস্থানের ১০০.২৬% তহবিল পাওয়া গেছে।
- প্রায় ২৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ৩৫০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার সুযোগ পাচ্ছেন।
- এম এস ডি পি, বি আর জি এফ এস, গীতাঞ্জলি, অধিকার এবং নিরাশ্রয় আবাসন পরিকল্পের আওতায় প্রায় ৬০,০০০ বাড়ি তৈরি হচ্ছে।
- ১৮৩৮৫ জনের বেশি সংখ্যালঘু যুবক যুবতীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১০০০০০ তরুণ-তরুণীকে স্ব-নিযুক্তি ঋণ দেওয়া হয়েছে।
- ১,৬০,০০০ জন ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হচ্ছে; এদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যায় রয়েছে জঙ্গলমহলের অনগ্রসর এলাকার এবং সুন্দরবনের মেয়েরা।
- এম এস ডি পি -র আওতায় ৩৫,২৭৩টি ইন্দিরা আবাস যোজনার বাড়ি, ৬,২০২টি অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র, ৫৯১১টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, ৯টি গার্লস হোস্টেল, ৬৬৫টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হয়েছে এবং ৬,৫১৪টি নলকূপ বসানো হয়েছে।
- রাজারহাট এবং গোরাচাঁদ রোডে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জন্য ২৯৮ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সংখ্যালঘু মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হচ্ছে।
- ২০১২-১৩ বর্ষে ৯৬টি নতুন ছাত্রাবাস অনুমোদন পেয়েছে; এতে প্রায় ৫,০০০ ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হবে।
- সংখ্যালঘু প্রধান নয়-রাজ্যের এমন জেলাগুলির সংখ্যালঘু প্রধান ব্লকগুলিতে বহু-ক্ষেত্রিক উন্নয়ন কর্মসূচির ধাঁচে (এম এস ডি পি) সুসংহত সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিকল্প রূপায়িত হয়েছে।
- প্রতিটি জেলায় একটি করে, ১৮টি সংখ্যালঘু ভবন নির্মিত হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ইতিমধ্যেই ৪টি ভবন তৈরি হয়ে গেছে।
- নবম-দ্বাদশ শ্রেণির ১.৬ লক্ষের বেশি ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে যার অর্থমূল্য ৪৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকা।
- ২৭,১৫৪ জন ইমাম এবং ১৬,৮৯৮ জন মোয়াজ্জিনকে (মোট ৪৪,০৫২) মাসিক যথাক্রমে ২,৫০০ টাকা এবং ১,০০০ টাকা হিসাবে। সাম্মানিক দক্ষিণা দেওয়া হচ্ছে অর্থমূল্যে যার পরিমাণ মোট ৯৭ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা (পরিকল্পনা বহির্ভূত তহবিল)
- সাধারণ কবরখানাগুলিকে অবৈধ অনুপ্রবেশ, দূষণ ইত্যাদি থেকে সুরাক্ষিত করার জন্য সেগুলিকে ঘেরার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই বাবদে ৫৭৫টি কবরখানার জন্য ৩১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

নারী কল্যাণ

- দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবারে পূর্ব ভারতের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হচ্ছে।
- ৬৫টি মহিলা পরিচালিত থানা অনুমোদিত হয়েছে; এর মধ্যে ১০টি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।
- পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণকে বাড়িয়ে ৫০% করা হয়েছে।

- ২০১২-১৩ বর্ষে ১০,০০০ এরও বেশি অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। নিদারুণ অপুষ্টিজীর্ণ শিশুর সংখ্যা গত একবছরে প্রায় ৫০% হ্রাস পেয়েছে। গত জুলাই, ২০১১-তে এই অনুপাত ছিল ৩.৫৮%, জুন, ২০১২ তে তা কমে হয়েছে ১.৭৫%।
- নারী কল্যাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি রাজ্য সম্পদ কেন্দ্র (স্টেট রিসোর্স সেন্টার) এবং নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত একটি রাজ্য মিশন কর্তৃপক্ষ (স্টেট মিশন অথরিটি অন এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন) গঠন করা হয়েছে।
- নাবালিকা বিবাহ, নারী ও শিশু পাচার, স্কুলছুট রুখতে ১৮ বছরের কম বয়সী অবিবাহিতা কিশোরীদের জন্য বৃত্তি ও এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি নতুন পরিকল্প "কন্যাশ্রী" চালু হয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্ব-নিযুক্তি

- স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ব্যাপকতর অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিকল্পে সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ ২০% থেকে বাড়িয়ে ৩০% করা হয়েছে এবং 'মার্জিন মানির' পরিমাণ ১০% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে।
- ২০১২-১৩ বর্ষে, ৫০০ কোটি টাকার বেশি প্রকল্প ব্যয়সহ ১৩১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে রাজ্যের ২৫,৯৯০ জন বেকার যুবক যুবতীকে যার মাধ্যমে প্রায় ৭৮,০০০ জনের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ২০০৯-১০ -এ এই ভর্তুকি প্রদানের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬৬ কোটি টাকা। আমাদের সরকার ভর্তুকি প্রদানের পরিমাণকে দ্বিগুণ করেছে।
- বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীভুক্ত প্রায় ৬২,২৪৭ জন শিল্পোদ্যোগী উপকৃত হয়েছেন।
- "আনন্দধারা" (জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন)র অধীনে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলির ঋণ প্রদানের (credit mobilization) পরিমাণ ২০১০-১১ তে ৩৭৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১১-১২ তে হয়েছে ৫২৩ কোটি টাকা।

অনগ্রসর শ্রেণিগুলির কল্যাণ

- রাজ্য সরকার ৭,৬০,০০০ জন তফসিলি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীকে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি দিয়েছে যার মোট পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকা
- রাজ্য সরকার ৭,০৬,০৭১ জনকে জাতি শংসাপত্র প্রদান করেছে। এছাড়া এই রাজ্যের ৩৫ টিরও বেশি মহকুমায় অনলাইনে আবেদনপত্র প্রক্রিয়ণের কাজ হচ্ছে।

প্রধান উদ্যোগ

- 'কন্যাশ্রী' পরিকল্প — নাবালিকা বিবাহ ও স্কুলছুট রুখতে।
- ১৩-১৮ বছরের মধ্যে অবিবাহিতা মেয়েরা, যাদের পারিবারিক আয় বছরে ৫০,০০০ টাকার কম তাদের জন্যে এই পরিকল্প।
- অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরতা মেয়েদের জন্য মাসিক ৫০০ টাকার বৃত্তি।
- ১৮ বছর পূর্ণ হলে, ছাত্রীদের প্রথাগত/মুক্ত বিদ্যালয়/স্বীকৃত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে পড়াশুনা করার জনে এক কালীন ২৫ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা।

উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণিগুলির জন্য সংরক্ষণ

- রাজ্য সরকার অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস (ভর্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ) বিল, ২০১৩ অনুমোদন করেছে।
- অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের সংরক্ষণকে কার্যকরী করার জন্য সমস্ত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শাখায় ধাপে ধাপে আসন সংখ্যা বাড়ানো হবে।
- সাধারণ, তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের আসন সংখ্যায় এর কোন প্রভাব পড়বে না।

প্রশাসনিক সংস্কার

পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি অ্যাক্ট *(লোক পরিষেবা আইন)*

- লোকসেবা প্রদানকে উন্নত করা ও দুর্নীতি রোখার উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভা 'পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি অ্যাক্ট' অনুমোদন করেছে।
- লোকসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই আইন একটি সময়-সীমা (time) আরোপ করে দেবে।
- এই আইন কর্তব্যে যে কোনও ত্রুটি বা অবহেলার জন্য পরিষেবা প্রদান কারীও জন্য শাস্তি আরোপ করবে।
- ই-টেন্ডারিং।
- সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৫০ লক্ষ টাকার বেশি টাকার টেন্ডারের ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিংকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

- সামাজিক এবং স্থাবর পরিকাঠামোর উন্নয়নে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নিয়ে রাজ্যসরকার তার নীতি ঘোষণা করেছে
- সড়কের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক প্রকল্পগুলির জন্য স্টেট হাইওয়ে রোড কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে।
- রাজ্য সরকার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তার নীতি ঘোষণা করেছে।

ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট

- দায়রা মামলাগুলি পরিচালনার জন্য ৮৮টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- রাজ্যসরকার এই ৮৮টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মধ্যে ৪৫ টিকে মহিলাদের প্রতি গুরুতর অপরাধ সম্পর্কিত মামলা পরিচালনার জন্য সংরক্ষিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- ৫৩টি অ্যাডিশনাল 'ডিস্ট্রিক্ট জাজে'স কোর্ট গড়ে তোলা হয়েছে।
- ৬৮টি দেওয়ানি বিচারকদের (সিনিয়র ও জুনিয়র ডিভিশন) আদালতও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আরক্ষা বাহিনীর আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে কিছু নয়া পদক্ষেপ

- ব্যারাকপুর, বিধাননগর, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর আসানসোল এবং হাওড়ায় ৫টি নতুন পুলিশ কমিশনারেট তৈরি করা হয়েছে।
- ১৪টি উপকূলবর্তী নতুন থানা গড়ে তোলা হবে যার মধ্যে ৬টি ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে।
- ৬৫টি মহিলা থানা অনুমোদিত হয়েছে যার মধ্যে ১০টি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে এবং আরও ১০টি থানাও ২০১৩-১৪ থেকে কাজ শুরু করবে।

গ্রাম বাংলায় জীবিকা ও আবাসনের উপর বিশেষ জোর

- ২০১২-১৩ বর্ষে এন আর ই জি এ -এর অধীনে ব্যয়ের পরিমাণ ৪,১৯৪ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে যা ২০১১-১২ -র ব্যয়ের তুলনায় ১,২৩০ কোটি টাকা বেশি।
- ২০১২-১৩ তে পরিবার পিছু সৃষ্ট কর্মসংস্থানের শ্রম দিবস দ্বিগুণ বেড়ে ৩৬ হয়েছে। সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন এই সংখ্যা ছিল ১৮।
- জঙ্গল মহলে, ২৫০০০ পরিবার এক বছরে ১০০ দিনের কাজ পেয়েছে। এই পরিবারগুলিকে ২০০ দিনের কাজ দেওয়া হবে এবং এর জন্য রাজ্য সম্পদের থেকে অর্থসংস্থান করা হবে।
- ৯৫,৪১৬টি পাট্টা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে 'নিজ গৃহ, নিজ ভূমি' শীর্ষক গৃহহীনদের আশ্রয়দানের এক অনন্য পরিকল্পের (রাজ্যের নিজস্ব সম্পদ থেকে যার সংস্থান হয়ে থাকে) আওতায় প্রায় ৫৮,০৩৭ জন উপকারভোগী নিজের বাড়ি বানানোর জন্য ৩ কাঠা করে জমির পাট্টা পেয়েছেন। এছাড়াও ৩৫,২৬৮টি কৃষি-পাট্টা এবং ২,১১১ বন-পাট্টাও উপযুক্ত প্রাপকদের দেওয়া হয়েছে।

গত বছর যোজনা কমিশন স্কুলগুলিতে মিড ডে মিল পরিকল্পের জন্য রান্নাঘরের অপ্রতুলতার বিষয়টি উত্থাপন করেছিল।

নতুন সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা :

- ৬৮,১৮৬টি ইউনিট নির্মাণের অনুমোদন।
- ৫০,৭১৩টি ইউনিট তৈরি হয়ে গেছে (৭৪% নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে)।
- ১১,৭৫১ ইউনিট নির্মীয়মান (১৭% নির্মাণাধীন)
- অনুমোদিত ইউনিটগুলির ৯১% এর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

যোজনা কমিশন গত বছর স্কুলগুলিতে শৌচাগার নির্মাণের বিষয়টিও উত্থাপন করেছে

সেপ্টেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত যে পরিস্থিতি বিদ্যমান

	শিশু শিক্ষা কেন্দ্র/ মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র -সহ মোট সংখ্যা	যে সব স্কুলে শৌচাগারের সুবিধা আছে	শতাংশ	যে সব স্কুলে মেয়েদের জন্য শৌচাগারের সুবিধা আছে	শতাংশ
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৭,৪২৬	৬২,১৭৭	৯২	৬৭,১৩৫ টির মধ্যে ৪৭,৯০৯	৭১
প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮২,৩৫২	৭৬,৫০২	৯৩	৮০,৯২৪ টির মধ্যে ৬১,৮২০	৭৬
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪,৯২৬	১৩,৭৮০	৯২	১৩,৭৮৯ টির মধ্যে ১১,৭৯৭	৮৬

রাজ্যসরকারের বিশেষ উদ্বেগের বিষয় ঃ

- কেন্দ্র-পোষিত পরিকল্পগুলির ক্ষেত্রে অংশভাগের বিন্যাসে একতরফা পরিবর্তনের জন্য রাজ্যের অংশ হিসাবে বেড়ে চলা দায় (এন আর এইচ এম, এস এস এ ইত্যাদি)।
- কেন্দ্র পোষিত পরিকল্পগুলির অধীনে তহবিলের বরাদ্দ না থাকা।
- সুদ এবং মূল পরিশোধের কারণে রাজ্য সরকারের বিশাল দায়ভার (২০১২-১৩ তে ২৫০০০ কোটি টাকা) যা রাজ্যসরকারের পরিকল্পনা ব্যয়ের সংস্থানের সক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে

কেন্দ্রপোষিত পরিকল্পের ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতি

ক্রমিক সংখ্যা	পরিকল্প	২০১১-১২ তে ব্যয় (কোটি টাকায়)	২০১২-১৩ তে ব্যয় (কোটি টাকায়)	বৃদ্ধি (কোটি টাকায়)
১)	এন আর ই জি এ	২৯৬২.৭০	৪১৯৪.৪৩	১২৩১.৭৩
২)	এস এস এ	৩১৩৪.০৭	৪৪৩৮.৭৭	১৩০৪.৭০
৩)	এন আর ডি ডব্লু পি (গ্রামীণ পানীয় জল)	৬৮৪.৭৮	৮৭২.৭৫	১৮৭.৯৭
৪)	আই এ ওয়াই	৯৪৭.৯৫	১০১০.০০	৬৩.০০ (অতিরিক্ত ১৪,০০০ বাড়ি)

ফ্রেমেবন্দি কয়েকটি মুহূর্ত

উন্নয়নের পথে মানুষের সাথে

দুই বছর

১. শিল্পী ও অন্যান্য বিশিষ্টজনদের সঙ্গে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী

২. বেলুড় মঠে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বামী আত্মস্থানন্দের আশীর্বাদ

৩. অধ্যাপক সুগত বসুর লেখা 'হিজ্ ম্যাজেস্টিজ অপোনেন্ট' বইয়ের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এবং নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন

Hillary Clinton
Mamata Banerjee
১

২

৩

৪

১. মহাকরণে আমেরিকার বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টন
২. বেলপাহাড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মাওবাদীদের আত্মসমর্পণ
৩. বেলপাহাড়িতে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে
৪. মাননীয় রাজ্যপাল 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মাননা প্রদান করছেন ওস্তাদ আমজাদ আলি খানকে
৫. 'নজরুল জয়ন্তী' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফিরোজা বেগম
৬. দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে 'সংগীত মহাসম্মান' প্রদান
৭. উত্তমকুমার স্মরণে 'মহানায়ক সম্মান, ২০১২' ও 'চলচ্চিত্র পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠান

৫

৬

৭

১

২

৩

৪

১. জি টি এ-র শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও জিটিএ-র চিফ একজিকিউটিভ
২. পাহাড়ের পথে শৈশবের সাথে
৩. নজরুলজয়ন্তী উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর সম্ভাষণ
৪. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতীদের সংবর্ধনা
৫. হুইল-চেয়ার প্রদান
৬. জনসমুদ্রে মুখ্যমন্ত্রী
৭. মহাকরণে মেরি কম-কে সংবর্ধনা

1

২

KOLKATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
F I A P F
KOLKATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
ONE WORLD ONE SCREEN
FESTIVAL
2012
KOLKATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
৩

১. ১৮-তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসকের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে অমিতাভ বচ্চন, শাহ্‌রুখ খান ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা
২. ১৮-তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন
৩. ১৮-তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে
৪. স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন
৫. বেলদায় একটি সরকারি অনুষ্ঠানে
৬. স্বাধীনতা দিবসের ট্যাবলো

১

২

১. পশ্চিম মেদিনীপুরে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান
২. পশ্চিম মেদিনীপুরে সরকারি অনুষ্ঠানে মাওবাদীদের আত্মসমর্পণ
৩. পশ্চিম মেদিনীপুরে সরকারি সুবিধা বন্টন
৪. ক্যানিং-এ কৃতী খেলোয়াড়দের পুরস্কার প্রদান
৫. দার্জিলিং-এ জি টি এ-র শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

১

২

৩

৪

৫

৬

১. ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান
২. হলদিয়াতে 'বেঙ্গল লিড্‌স-২'-এর উদ্‌বোধন
৩. বর্ধমানের পানাগড়ে 'মাটি উৎসব'-এ
৪. বর্ধমানের পানাগড়ে 'মাটি উৎসব'-এ
৫. মাটি উৎসবে মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে
৬. পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায়

১

২

৩

৪

১. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া বাইসাইকেল নিয়ে ছাত্রীরা
২. পশ্চিম মেদিনীপুরে
৩. আসানসোলে
৪. জঙ্গলমহলে নবনিযুক্ত কনস্টেবলরা
৫. ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন
৬. কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জয়নারায়ণ প্যাটেলের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান
৭. বি আর অম্বেদকারের জন্মদিবস উদ্‌যাপন

১. মহাকরণে ২২শে শ্রাবণ পালন
২. ফরাসি চলচ্চিত্র উৎসবে উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে
৩. ফরাসি চলচ্চিত্র উৎসবে

২০১১ মে - ২০১৩ মার্চ পর্বে সরকারের কাজ, উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও রূপায়ণমুখী প্রকল্পগুলির বিবরণ

উন্নয়নের পথে মানুষের সাথে

দুই বছর

সূচিপত্র

প্রাক্-কথন

সাফল্য .... (i-vii)

(যোজনা কমিশনে পেশ করা দলিল)

ফ্রেমেবন্দি কয়েকটি মুহূর্ত

সরকারের বিভাগসমূহ

১. কৃষি ১
২. কৃষি বিপণন ২
৩. প্রাণীসম্পদ বিকাশ ৩
৪. অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ৫
৫. জৈবপ্রযুক্তি ৭
৬. শিশুবিকাশ ৮
৭. অসামরিক প্রতিরক্ষা ৯
৮. শিল্প ও বাণিজ্য ১১
৯. উপভোক্তা বিষয়ক ১৩
১০. সমবায় ১৪
১১. সংশোধন প্রশাসন ১৫
১২. বিপর্যয় ব্যবস্থাপন ১৬
১৩. উচ্চশিক্ষা ১৮
১৪. বিদ্যালয় শিক্ষা ২০
১৫. কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ২২
১৬. পরিবেশ ২৪
১৭. আবগারি ২৬
১৮. অর্থ ২৮
১৯. অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা ৩০
২০. মৎস্যপালন ৩৩
২১. খাদ্য ও সরবরাহ ৩৪
২২. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন ৩৬
২৩. বন ৩৮
২৪. স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ ৩৯
২৫. পার্বত্য বিষয়ক ৪২
২৬. স্বরাষ্ট্র ৪৩
২৭. আবাসন ৪৬
২৮. শিল্প পুনর্গঠন ৪৮

সূচিপত্র

২৯. তথ্য ও সংস্কৃতি ৪৯
৩০. তথ্যপ্রযুক্তি ৫৪
৩১. সেচ ও জলপথ ৫৬
৩২. জঙ্গলমহল ৫৮
৩৩. বিচার ৬১
৩৪. শ্রম ৬২
৩৫. ভূমি ও ভূমি সংস্কার ৬৫
৩৬. বিধি ৬৭
৩৭. জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা ৭০
৩৮. ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ এবং বস্ত্র ৭১
৩৯. সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা ৭৩
৪০. পৌর বিষয়ক...৭৬
৪১. উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ৭৮
৪২. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন ৮০
৪৩. পরিষদ বিষয়ক ৮৩
৪৪. পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন ৮৪
৪৫. কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার ৮৫
৪৬. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ৮৭
৪৭. বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস ৯০
৪৮. রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ ৯২
৪৯. জনস্বাস্থ্য কারিগরি ৯৩
৫০. পূর্ত ৯৫
৫১. উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন ৯৯
৫২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১০০
৫৩. স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ও স্ব-নিযুক্তি ১০২
৫৪. ক্রীড়া ১০৪
৫৫. পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ ১০৬
৫৬. সুন্দরবন বিষয়ক ১০৭
৫৭. পর্যটন ১০৯
৫৮. পরিবহণ ১১২
৫৯. নগরোন্নয়ন ১১৪
৬০. জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন ১১৬
৬১. নারী উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ ১১৮
৬২. যুবকল্যাণ ১২১

পরিশিষ্ট (সাফল্যের লেখচিত্র)..(ক-ড)

কৃষি বিভাগ

পরিষ্কার (তুষমুক্ত) চাল (Clean rice)-*এর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা উভয়ই সার্থকভাবে বেড়েছে। ২০১১-১২-এ এই চালের উৎপাদন ১০% বেড়ে হয়েছিল ১৪,৬০০ মেট্রিক টন ও ২০১২-১৩-বর্ষে বিগত বছরগুলির চেয়ে তা আরও ৫.৫ শতাংশ বেড়ে হয় ১৫,৩৭৫ মেট্রিকটন।*

আলোচ্য সময়ের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে চাল, গম, ডাল, তৈলবীজ, ভুট্টা, আখ ইত্যাদির হাতেকলমে শস্যোৎপাদন প্রদর্শন (Crop demonstration) কর্মসূচির অধীনে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে এবং হাতে কলমে করে দেখানোর অন্যান্য কর্মসূচি যেমন ধান-উৎপাদন নিবিড়করণ পদ্ধতি (System of Rice Intensification বা SRI)-এর মাধ্যমে প্রত্যেক ফসলের কিছু প্রজাতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং যথাসম্ভব উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস-পদ্ধতি হাতে কলমে দেখানোর ব্যাপারে সরাসরি ১০,৮৩,২১৭ জন কৃষককে সামিল করা হয়েছে।

বীজ, বীজ উপযোগীকরণ যৌগ, গুল্মনাশক, সার, অতিক্ষুদ্র পুষ্টিখাদ্য (micronutrients) ইত্যাদি প্রমাণিত গুণমানসম্পন্ন কৃষি উপকরণের মত সময়োপযোগী সহায়তার কারণে উৎপাদনে ১০% বৃদ্ধি আজ বাস্তব।

● ২০১২-১৩-বর্ষে মৌসুমি বৃষ্টি দেরিতে হওয়া সত্ত্বেও খরিফ শস্য উৎপাদন ১০% বেড়ে হেক্টর প্রতি ২,৬০০ কেজি হয়েছে, যেখানে ২০১১-১২-বর্ষে এই উৎপাদন ছিল হেক্টর প্রতি ২,৫৬৫ কেজি। এটা সম্ভব হতে পেরেছে কারণ সময়োচিত সুসংহত পরিকল্পনা ও তার সম্প্রসারণ, বিদ্যুতের পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে যুগপৎভাবে ভূতল ও ভূতল-নিম্ন স্তরের জল ব্যবহার করে দিনভর সমানভাবে জলসেচ নিশ্চিত করা গেছে।

● ২০০৬-০৭ বর্ষ থেকে লাভজনক শস্যগুলির বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যে যে নিম্নগামী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, বিভাগের প্রচেষ্টার ফলে সে প্রবণতা এখন বিপরীতমুখী। ২০১০-১১ বর্ষ থেকে দানা-শস্য উৎপাদন এলাকা বাড়ানো হয়েছে। ফলস্বরূপ, রাজ্যে দানাশস্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩-এ জয় হয়েছে ভারত সরকারের 'কৃষি কর্ষণ' পুরস্কার। ২০১২-১৩ বর্ষে দানাশস্যের উৎপাদন ও ফলনশীলতা ২০১১-১২ বর্ষের চেয়ে যথাক্রমে ১৩ শতাংশ ও ৪.১৬ শতাংশ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

● সর্ষে, চিনেবাদাম, সূর্যমুখি, তিল ও ভুট্টা চাষের মানোন্নয়ন কর্মসূচি সফল করতে ৫২,৬৭৫ জন কৃষককে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ১লক্ষ ৬৩ হাজার কৃষককে উদ্ভিদ সুরক্ষাকারী রাসায়নিক ও মাটির উৎকর্ষসাধনকারী যৌগ দেওয়া হয়েছে।

● তৈলবীজের ক্ষেত্রেও ঐ একই ধরণের উন্নয়নপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ২০১১-১২ বর্ষের চেয়ে ২০১২-১৩ বর্ষে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী)-এ তৈলবীজের ফলনশীলতা ৬ শতাংশ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

● কৃষি শ্রমিকদের অভাব দূর করতে এবং নিরবচ্ছিন্ন কৃষিকাজে ব্যয় কমানোর জন্য কৃষকদের ভর্তুকিতে কৃষি সংশ্লিষ্ট আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। ভর্তুকির পরিমাণ: ৪০ অশ্বশক্তির ট্রাকটরের জন্য অথবা ৮ অশ্বশক্তির পাওয়ার টিলারের জন্য— ৪৫ হাজার টাকা, পাওয়ার রিপার-এর জন্য—৪০ হাজার টাকা, জিরো টিল যন্ত্রের জন্য—১৫ হাজার টাকা, ডিজেল/ইলেকট্রিক পাম্প সেটের জন্য (ফার্ম মেকানাইজেশন পরিকল্পের অধীনে)—১০ হাজার টাকা।

● প্রান্তিক কৃষকদের ছোট সরঞ্জাম সেট যেমন স্প্রেয়ার, যন্ত্রচালিত নয় এমন ধান ঝাড়াই মেশিন, কোনো উইডার, ড্রাম সিডার, পিভিসি ডেলিভারি পাইপ এবং কোদাল ইত্যাদি ক্রয় করবার জন্য ৩০ হাজার জন কৃষককে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।

● এই প্রথম বারের জন্য ভর্তুকির টাকা সুবিধাপ্রাপকদের কিষাণ ক্রেডিট/(ব্যাঙ্ক) একাউন্টে জমা দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা তাঁদের পছন্দমতো যন্ত্রপাতি বা ছোট উপকরণ কিনতে পারেন।

● কৃষিকাজে খরচ কমাতে, একটি নতুন পরিকল্পের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক পাম্প সেটে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য 'এককালীন সহায়তা' হিসেবে কৃষকদের ৮ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, আলোচ্য সময়ে ৩১,১২৫ জন কৃষক বিদ্যুৎ সংযোগে উপকৃত হবেন।

● রাজ্যের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নিরাপত্তাহীনতা হ্রাস করতে ২০১২-১৩-বর্ষে কৃষাণ ক্রেডিট (KKC)-এর মাধ্যমে বিশেষ অভিযানে ১১.১০ লক্ষ কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে ২০১০-১১ বর্ষে কৃষকের সংখ্যা ছিল ৬.৬ লক্ষ এবং ২০১১-১২ বর্ষে এই সংখ্যা ছিল ৭.২৪ লক্ষ।

● প্রচার সম্প্রসারণ ঃ কৃষি সংক্রান্ত সমস্ত প্রসারণ-প্রচেষ্টা, পরামর্শদান পরিকল্প, ভর্তুকি পরিকল্প-এর বিষয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং টি ভি চ্যানেলগুলিতে নিয়মিতভাবে সম্প্রচার করা হয়েছে।

● মোবাইল পরিষেবা প্রসারণ ইউনিট -এর মাধ্যমে এই প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।

● প্রত্যেক ব্লক ও মহকুমায় কৃষি-সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রকে নিয়ে কৃষি-মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। মেলায় অংশগ্রহণকারী ক্ষেত্রগুলি নিজ নিজ পরিষেবা তুলে ধরে ফল, সব্জি ও কৃষিজাত শস্য থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপুণ্য দ্রব্যের সম্ভারে প্রদর্শনটি দর্শকদের অভিভূত করেছে—এদের মধ্যে সেরা দ্রব্যটিকে পুরস্কৃত করা হয়।

● সপ্তাহব্যাপী 'মাটি উৎসব-এর' মধ্যে দিয়ে মেলাগুলি শেষ হয়। আমাদের এই দুর্মূল্য মাটিতে জীবনধারণ করা গ্রামীণ ক্ষেত্রকে যত পরিষেবা দেওয়া হয়েছে, তা এই উৎসবে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। গ্রাম থেকে আসা অনেক শিল্পী, সৃজনধর্মী কৃষক, মৎস্যজীবীর হাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে রাজ্যের পুরস্কার তুলে দেন।

● কৃষকদের বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পে ৬৬,০৪২ জন কৃষককে ভাতা দেওয়া হয়েছে।

● রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া 'জল ধরো, জল ভরো' পরিকল্পের পরিপূরক হিসেবে পাঁচ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে ৭ লক্ষ হেক্টর জমিকে সুসংহত জল বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে।

● এর আগে এন ডবু ডি পি আর এ-র অধীনে জল বিভাজিকা উন্নয়নের বিষয়টি রাখা হয়েছিল। ২০১২-১৩ বর্ষে ১৩ হাজার হেক্টর জমি এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত ছিল যেখানে ২০১১-১২ বর্ষে জমির পরিমাণ ছিল ৭,৫০০ হেক্টর এবং ২০১০-১১ বর্ষে এই পরিমাণ ছিল ৭ হাজার হেক্টর।

কৃষি বিপণন বিভাগ

কৃষি বিপণন বিভাগ ব্লকস্তর পর্যন্ত বিপণন পরিকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য সংগ্রহ, নজরদারি ও বাজার সংক্রান্ত খবরাখবর সংগ্রহের মাধ্যমে প্রয়োজনমত বিপণন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, কৃষি বিপণন আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ এবং কৃষিজ পণ্য বিপণনের সুযোগবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরাসরি কৃষকদের সহায়তাদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজ্যের কৃষিজ পণ্যের সর্বোচ্চ উপভোক্তা মূল্যাংশ আদায়ের লক্ষ্যে এই নতুন উদ্যোগসমূহ গৃহীত হয়েছে।

এই নতুন কর্মসূচিগুলির প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে আছে, 'কিষাণ বাজার' -এর মতো বৃহৎ কৃষি বিপণন পরিকাঠামো, আন্তঃহিমঘর পণ্য স্থানান্তরকরণ (cool chain) ব্যবস্থাগ্রহণ, টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে বাজারে নিয়মিত নজরদারির কাজ বজায় রাখা এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রতি ১৫ দিন অন্তর উচ্চপর্যায়ের সভার আয়োজন করা এবং ফসল তোলার পর ব্যবহৃত সরঞ্জাম কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা।

- **পরিকাঠামো উন্নয়ন**

কৃষি বিপণন বিভাগ রাজ্যব্যাপী বিপণন কাঠামো তৈরি করে, তার উন্নয়ন ঘটায় ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করে।

৪৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা (আর আই ডি এফ সহ) ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০১২-১৩ বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপণন পর্ষদকে তা প্রদান করা হয়েছে।

- **কৃষক বাজার নির্মাণ**

♦ 'কৃষক-বাজার' নির্মাণের জন্য রাজ্যব্যাপী ৯৫টি স্থানে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

♦ এই ৯৫টি স্থানের বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি পি আর) প্রস্তুত করা হয়েছে।

♦ বেশিরভাগ প্রকল্পের ওয়ার্ক অর্ডার ইসু করা হয়েছে।

♦ দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১০০টি 'কৃষক বাজার' নির্মাণের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজকর্ম শুরু হয়েছে।

- **পরিকাঠামো উন্নয়ন**

♦ কৃষি বিপণন দপ্তর রাজ্যব্যাপী বিপণন পরিকাঠামো নির্মাণ উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে।

♦ ইতিমধ্যে ৪৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং ২০১২-১৩ বর্ষে বিভিন্ন পরিকাঠামোমূলক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপণন বোর্ড'কে প্রদান করা হয়েছে।

- **হিমঘরগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাব্যবস্থার উন্নতির (Cool Chain) জন্য রেফ্রিজারেটর যুক্ত ভ্যান ক্রয়**

২০টি রেফ্রিজারেটর যুক্ত ভ্যান ক্রয়ের একটি প্রকল্পের জন্য ৪ কোটি টাকার অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে যার সাহায্যে কৃষকদের কাছ থেকে লাভজনক মূল্যে সরাসরি সবজি ক্রয় করা হবে।

এরকম ৯টি ভ্যান ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে।

- **বাসমতি নয় এমন সুগন্ধি চালের বিকাশ**

বাংলার তুলাইপাঁজি এবং গোবিন্দভোগ চালের ব্র্যান্ড তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বুনিয়াদি কাজ যথা সরবরাহের উৎস হিসাবে কৃষকমন্ডলীর চিহ্নিতকরণ, প্যাকেজিং-এর বন্দোবস্ত এবং নকশা তৈরি ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে।

- **'বঙ্গ কৃষিশ্রী' - এই ব্র্যান্ড নামে নিবন্ধিত প্যাকার হিসাবে ভারত সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স পাওয়া গিয়েছে।**

ব্র্যান্ড প্রসার ও প্রচারের অংশ হিসাবে পরীক্ষামূলকভাবে (Pilat Scale) এই দুই প্রকার চালের ভরতুকি মূল্যে নয়া দিল্লির বঙ্গভবনে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিপণন করপোরেশন লিমিটেড-এর বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিক্রয় শুরু হয়েছে। মহাকরণেও দ্বিতীয় বিক্রয়কেন্দ্রটি খোলার জন্য জায়গা পাওয়া গিয়েছে।

- **আলু ভাজার (Potato Flake) কারখানা নির্মাণ**

প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই এ পি ই ডি এ দ্বারা অনুমোদিত। প্রকল্পটির জন্য অনুমোদিত খরচ ২৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। এ পি ই ডি এ-র কাছ থেকে ইতিমধ্যেই ৩.২ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পরিচালক এজেন্সি 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপণন বোর্ড'-কে তা হস্তান্তর করা হয়েছে।

- **আলু ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি**

আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, রাজ্য সরকার আলুর সাধারণ প্রজাতি-'কুকরি জ্যোতি'-চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি প্রতি ৫০ কি.গ্রা.র বস্তা ২৭৫ টাকা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সংগ্রহ করেছে। এর ফলে বর্তমান মরসুমে আলুর মূল্যে স্থিতিশীলতা এসেছে।

- **কোল্ড স্টোরেজ কাজকর্ম**

মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৩ র মধ্যে ৪১টি নতুন কোল্ড স্টোরেজ লাইসেন্স ব্যবহৃত হয়েছে।

মোট ধারণ ক্ষমতা ৬৫.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন সম্বলিত রাজ্য হিমঘরের মোট সংখ্যা ৫২৪টি। হিমঘরগুলিতে আলু মজুত করা শুরু হয়েছে এবং হিমঘরের প্রায় ৮০ শতাংশ জায়গা আলু দ্বারা পূর্ণ হয়েছে।

- **মূল্যে নজরদারি**

কলকাতার বাজারগুলি-সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজারে প্রত্যহ নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং মূল্য তথা বাজারে পণ্য আসার তথ্য নথিভুক্ত করা, বিশ্লেষণ করা এবং ঠিকমতো পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। উৎপাদকরা খরিদ্দারের অর্থের যুক্তিসংগত এবং লাভজনক অংশ পাচ্ছে। এর ফলে কৃষিজ পণ্যের খুচরো মূল্য নিয়ন্ত্রিন হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত একটি রাজ্যস্তরের টাস্ক ফোর্স গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৫ দিন অন্তর বৈঠক করে রাজ্যে কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিপণন প্রক্রিয়ার ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ

দারিদ্র দূরীকরণ এবং পুষ্টি নিরাপত্তার মাধ্যমে গবাদিপ্রাণী ক্ষেত্রটি মানুষের উন্নয়নের প্রভূত সম্ভাবনা বহন করে। এটি মহিলাদের ক্ষমতায়ন করার দিকেও নজর দেয়। মাংস, দুধ ও ডিমের মানোন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ কাজ করে চলেছে। গত দুবছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই দপ্তরের কাজকর্মের তালিকাটি নিম্নরূপ :—

ক্রমিকনং	কাজ	একক	২০১১-১২	২০১২-১৩
১	গোবীজ স্ট্র উৎপাদন	লক্ষ	২৪.৭৩	২৭.৫৯
২	কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা	লক্ষ	৩৫.৪১	৩৮.১৫
৩	জম্মানো বাছুরের সংখ্যা	লক্ষ	১২.৫৭	১৩.০৩
৪	বিমাপ্রাপ্ত গাভী/বাছুরের সংখ্যা	সংখ্যা	৩৫,২০৩	১,৩২,০০০
৫	প্রাণীস্বাস্থ্য শিবির (পরজীবী নিয়ন্ত্রণ এবং প্রজনন ক্ষমতার বৃদ্ধি	সংখ্যা	৬,০৫৬	৬,০৮০
৬	টিকাকরণের সংখ্যা	লক্ষ	১৬১.৭৮	১৭৫.৮৪
৭	ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসাপ্রাপ্ত প্রাণীর সংখ্যা	লক্ষ	১২১.৩৪	১৩১.০৪
৮	বন্টিত হাঁস/মুরগি শাবকের সংখ্যা	লক্ষ	৩২.০০	৪০.০০

মাদার ডেয়ারি কলকাতা (এম ডি সি)

গ্রামস্তরে দুগ্ধ সমবায় সমিতিগুলি (মিল্ক ফেডারেশন এর মাধ্যমে) এবং দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির আওতা বহির্ভূত অঞ্চলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে তাজা দুধ সংগৃহীত হয়। এর ফলে মাদার ডেয়ারির দৈনিক সংগৃহীত দুধের পরিমাণ ৮০ হাজার লিটার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.২০ লক্ষ লিটার। ক্ষতির বদলে সংস্থাটি এখন ১১ কোটি টাকা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মাদার ডেয়ারী ৪০ গ্রামের ভ্যানিলা ও চকোলেট - ভ্যালেনটিন আইসক্রিম, ও আম পুডিং বাজারে আনতে চলেছে। এই সংস্থার নিজস্ব বিপণন কেন্দ্রের সংখ্যা ১,২৫০ থেকে বেড়ে ১,৪০০ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ২২টি হাসপাতালে বিপণনকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। দৈনিক গড় দুধ বিক্রির পরিমাণ ৩.৩৫ লক্ষ লিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। ৯ বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকা বর্ধমান রাজ্য দুগ্ধাগার অধিগ্রহণ করেছে মাদার ডেয়ারি, কলকাতা। এটি এখন মোট ৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা মুল্যের একটি রূপায়ণমুখী প্রকল্প।

বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজ :

এক বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মোট ২৩ টি বামচরমপন্থা ব্লকের প্রতিটিকেই প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

- ১২টি ব্লককে বিশেষ গোসম্পদ বিকাশ অভিযানের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
- ৭টি ব্লককে নিবিড় ছাগ উৎপাদনের (৮,২২০টি ইতিমধ্যেই বিলি করা হয়েছে) আওতায় আনা হয়েছে।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে ৬টি ব্লককে ষাঁড় পালন (দুটি করে ষাঁড় শাবক নিয়ে) কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। দারিদ্রসীমার নিচে থাকা ১,১০৮ জন উপকৃতের (beneficiary) মধ্যে ২,২১৬টি ষাঁড় শাবক ইতিমধ্যেই বিলি করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ গোসম্পদ বিকাশ সংস্থা (PBGSBS)

দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবাদিপ্রাণীর প্রজাতিগত মানোন্নয়নের

একটি বিশেষ কর্মসূচি "বিশেষ গোসম্পদ বিকাশ অভিযান"-এর প্রতিটি জেলার ৬টি ব্লক থেকে বাড়িয়ে ১০০টি ব্লকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মোট ২.৪৯ লক্ষ বকনা বাছুরকে বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপালন ও পরিচর্যা ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জন্মানো ১০০ শতাংশ বকনা বাছুরের (heifer) চিকিৎসা সুরক্ষা, পুষ্টির যোগান এবং বাধ্যতামূলক বিমার ব্যবস্থার দ্বারা এই কর্মসুচি ভবিষ্যতে দোহ শিল্পে জোয়ার আনতে সাহায্য করবে।

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় দুগ্ধউৎপাদক মহাসঙ্ঘ লিমিটেড (WBCMPFL)

বর্তমানে গ্রামস্তরে মোট ২,০৯২ টি নিবন্ধীকৃত দোহ সমবায় সমিতি তাদের মোট ২,৬৫,৪১৮ সংখ্যক উৎপাদক সদস্যদের কাছ থেকে নিয়মিত দুধ সংগ্রহ করে চলেছে।

"তাম্রলিপ্ত দুগ্ধ সমবায়" নামে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নতুন জেলা দুগ্ধ সমবায় সহ মোট ৭৯টি নতুন দুগ্ধউৎপাদক সমবায় সমিতি স্থাপন করা হয়েছে। এদের মোট সংগৃহীত দুধের পরিমাণ দৈনিক ৩.১৬ লক্ষ লিটার থেকে বেড়ে ৩.২৮ লক্ষ লিটারে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ গবাদিপ্রাণী উন্নয়ন নিগম (WBLDC)

মুরগী, টার্কি, কোয়েল, হাঁস, শূকর ও খরগোশের মাংস সহ আরো নানা খাদ্যসামগ্রী নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র, খুচরো বিক্রেতা ও 'ফ্র্যান্চাইজি'-র মাধ্যমে বিক্রির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই নিগমকে। নিগমের দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১ হাজার কেজি থেকে বেড়ে ২ হাজার কেজি হয়েছে। প্রক্রিয়াকৃত মুরগীর মাংসজাত নানা খাদ্যসামগ্রী যেমন "Ready to eat chicken" এবং 'লোক চিকেন' বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ দোহ ও পোল্ট্রি উন্নয়ন নিগম (Dairpoul)

নিজস্ব পাঁচটি ফিড্ প্ল্যান্টে এই নিগম নানা ধরণের গবাদি প্রাণী, হাঁসমুরগি এবং মাছের খাবার তৈরি করে। উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ২৭৯৫২ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৩,৯৩৭ মেট্রিক টন হয়েছে।

মানবশক্তির উন্নয়ন :

পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশন ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্ট পদে ৮২ জন প্রার্থী, লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১২৪ জন প্রার্থীর নাম সুপারিশ করেছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ১০০ জন প্রাণীচিকিৎসকের নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন স্তরে আছে।

সম্পাদিত ও প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পরিকাঠামোগত কাজকর্ম :

(ক) দার্জিলিং এ খামার, প্রাণী হাসপাতাল, রোগ নির্ণয়ের গবেষণাগার, প্রশিক্ষণকেন্দ্র ইত্যাদির আধুনিকীকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন স্তরে রয়েছে। এর জন্য খরচ হবে ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা।

(খ) ২৭টি ব্লক প্রাণী উন্নয়ন দপ্তর (BLDO) তথা-ব্লক প্রাণীপালন কেন্দ্র (BAHC) ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণকাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে।

(গ) মোট ৯ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৯টি হাসপাতাল/প্রাণীস্বাস্থ্য কেন্দ্র ইতিমধ্যেই নির্মিত/সংস্কারকৃত হয়েছে।

(ঘ) মোট ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে শিলিগুড়ি ভেটেরিনারি পলিক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে।

(ঙ) বর্ধমান ও কোচবিহারে ভেটেরিনারি পলিক্লিনিকের নির্মানকাজ প্রক্রিয়াধীন স্তরে।

(চ) দৈনিক উৎপাদনক্ষমতা ৫০ হাজার লিটার করার লক্ষ্যে (দোহ উন্নয়ন অধিকার ভুক্ত) হরিণঘাটা দুগ্ধাগারের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন। এটি একটি ১৫ কোটি৫০ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা।

(ছ) কল্যাণীতে দৈনিক ১৫০ মেট্রিকটন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন ফিড্ প্ল্যান্ট তৈরির কাজ প্রক্রিয়াধীন স্তরে।

(জ) মোট প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে হরিণঘাটা ও শালবনীতে হিমায়িত গোবীজ কেন্দ্র (Frozen bull Semen station) তৈরির কাজ প্রক্রিয়াধীন স্তরে আছে। এর ফলে দৈনিক স্ট্র উৎপাদনের পরিমাণ ২৭.৫ লক্ষ ডোজ থেকে (dose) বেড়ে ৫৫ লক্ষ ডোজ অর্থাৎ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে।

(ঝ) ৩ কোটি টাকার ২০টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

(ঞ) ৮ কোটি ১২ লক্ষ টাকা মুল্যের নিবিড় দোহ উন্নয়ন প্রকল্প (IDDP) এবং পরিস্রুত দুধ উৎপাদন (CMP) প্রকল্পও প্রক্রিয়াধীন স্তরে।

(ট) দৈনিক ৪৭ হাজার লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ১৮টি বাল্ক কুলার স্থাপন করা হয়েছে।

অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় ৬৮% তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত। অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন দপ্তর রাজ্যের এইসব অনগ্রসর শ্রেণিগুলির সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। গত বছর এই বিভাগ পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু অভিনব পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তনের মুখ্য বিষয়গুলি হল কাজের দ্রুত নিষ্পত্তি, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন সমূহ দ্রুত জমা দেওয়া এবং তপশিলি জাতি/উপজাতি/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের কাছে সরাসরি পৌঁছে যাওয়া।

বিভাগের প্রধান প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে নিচে সামান্য আলোকপাত করা হলঃ-

- **সংরক্ষণ ঃ** পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণিসমুহ (তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি ছাড়া (চাকরি ও পদের ক্ষেত্রে শূন্যপদ সংরক্ষণ) আইন, ২০১২— প্রকাশিত হয়েছে। যাতে একদিন নির্বাহী আদেশনামার উপর নির্ভরশীল অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণের বিষয়টিকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা যায়। কড়া নজরদারির কারণে রাজ্য সরকারি বিভাগগুলির থেকে সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিধিসম্মত রিটার্ন দাখিল নিশ্চিত করা গেছে। এর ফলে সংরক্ষণের নিয়মকানুন মানার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে ৬০টি তপশিলি জাতি, ৪০টি উপজাতি তপশিলি উপজাতি, ৬৫টি শ্রেণি ওবিসি-ক এবং ৭৮ শ্রেণি ওবিসি-খ হিসাবে চিহ্নিত। ওবিসি শ্রেণির তালিকায় ৯৮টি সংখ্যালঘু শ্রেণি আছে যাদের মধ্যে ৮৬টিই হল মুসলিম সংখ্যালঘু।

- **জাতি শংসাপত্র প্রদান ঃ** প্রতি মাসে জাতি শংসাপত্র প্রদানের হার ৫০ হাজার থেকে বেড়ে ৬০ হাজার হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে যেখানে এই শংসাপত্র বিতরণের হার ছিল ৬,০০,২১০ সেটি ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে ৭,০৬,৭১টি।

- **শিক্ষাবিষয়ক প্রকল্পের রূপায়ণ ঃ** বিভিন্ন শিক্ষামুলক প্রকল্পে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ৩৭.৭৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ৪৪২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা এবং ২০১১-১২ বর্ষে ৩২.৫৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ৪১৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। নতুন চালু হওয়া প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রকল্পে ৩ লক্ষ তপশিলি ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দারিদ্রসীমার দ্বিগুণ নীচে অবস্থানকারী তপশিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের ইঞ্জিনিয়ারিং/ ডাক্তারি/এম বি এ/নার্সিং-এ উচ্চশিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম থেকে শিক্ষামুলক ঋণও পাওয়া যাচ্ছে। ২০১১-১২ বর্ষে ৮৪জন তপশিলি জাতি এবং ৩৬জন তপশিলি উপজাতি ছাত্রছাত্রী যথাক্রমে ২ কোটি ১০ লক্ষ এবং ১৯ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। ২০১২-১৩-তে ৯৮জন তঃ জাঃ এবং ৬ জন তঃ উঃ জাঃ ছাত্রছাত্রী যথাক্রমে ২ কোটি ৮ লক্ষ ও ৫ লক্ষ ৯ হাজার টাকা শিক্ষাখাতে ঋণ নিয়েছেন। ৫৪ জন এবং ৪২ জন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ও বি সি) ভুক্ত ছাত্রছাত্রী ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ১৮ হাজার এবং ২৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা শিক্ষামূলক ঋণ নিয়েছেন।

- **নতুন স্কুল স্থাপন ঃ** বীরভুমে একটি এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে অপর একটি একলব্য আদর্শ আবাসিক স্কুল ২০১২-১৩ বর্ষে চালু হয়েছে এবং পঠনপাঠন শুরু হয়ে গেছে। ৩টি পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

- **ডব্লু বি টি ডি সি সি লিমিটেড পরিচালিত উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প ঃ** ডব্লু বি টি ডি সি সি লিমিটেড ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পে ৯০০টি এবং ৪২১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য যথাক্রমে ৯ কোটি এবং ৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে কেন্দু পাতার সহায়ক মুল্য চাটাপিছু ৩৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে চাটা (২.৫ কি. গ্রা) পিছু ৭৫ টাকা করা হয়েছে। ২০১১ এবং ২০১২ শস্যবর্ষে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে যথাক্রমে ৬০,৩০৩টি এবং ১,৯০,৬২৮টি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে।

- **অর্থনৈতিক অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ঃ** ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ বর্ষে ১,৩০,৪৬৩ জন তঃ উঃ জাঃ এবং ১,৩০,৪৬৩ জন তঃ উঃ জাতির মানুষের জন্য এই খাতে যথাক্রমে ১২৭ কোটি এবং ১৬৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

- **ব্যক্তিগত সুবিধাদান প্রকল্প ঃ** পশ্চিমবঙ্গ তঃ জাঃ, তঃ উঃ জাঃ উন্নয়ন এবং বিত্ত নিগম ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ৪৭,৩০০ জন তঃ জাঃ শ্রেণিভুক্ত মানুষকে স্বনিযুক্তি, দক্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতি খাতে মোট ৪৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করেছেন। এই খাতে এই একই বছরে ১৮,৭০২ জন তঃ উঃ জাতির মানুষকে তাঁরা মোট ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। ২০১২-১৩ বর্ষে বিভিন্ন স্বনিযুক্তি প্রকল্পে এবং আর্থিক সহায়তাদান প্রকল্পে ৬৬,৬৯৬ জন উঃ জাঃ ও ১৯,২৩০ জন তঃ উঃ জাতি ভুক্ত মানুষকে যথাক্রমে ১০০ কোটি ০৪ লক্ষ

টাকা এবং ৩২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত আর্থিক উন্নয়ন খাতে ১,৭৭২ জন ওবিসি শ্রেণিভুক্ত মানুষের জন্য আয়ও ২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

- **তঃ জাঃ/তঃ উঃ জাতি অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ** এস সি এ থেকে এস সি এস পি, এস সি এ থেকে টি. এস পি এবং ২৭৫ (১) ধারায় ক্ষুদ্র সেচ (গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, পুকুর খনন/পুনর্খনন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ বসানো, রাস্তা, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়/হস্টেল ভবনের নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/মেরামতি ও সংস্কার, কমিউনিটি হল নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির রূপায়ণে ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে যথাক্রমে মোট ৭৪ কোটি ৯৫ লক্ষ এবং ১৮৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

- **তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির ছেলেমেয়েদের জন্য বাবু জগজীবন রাম ছাত্রাবাস যোজনার অধীনে ছাত্রাবাস স্থাপন:**

বাবু জগজীবন রাম ছাত্রবাস যোজনার অধীনে ২০১১-১২ বর্ষে ৬টি তঃ জাতির ছেলেদের ছাত্রাবাস এবং ৬টি উপজাতির মেয়েদের ছাত্রী আবাস নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০১২-১৩ সময়কালে তপসিলি জাতির ছেলেমেয়েদের জন্য ৪টি ছাত্রাবাস এবং ১৩টি ছাত্রী আবাস নির্মাণের কাজ গৃহীত হয়েছে। জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে মোট ৪০০ ছাত্রীর জন্য ৪টি ছাত্রী আবাস নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

- **বর্তমানে চালু আবাসগুলির অবস্থার উন্নতিসাধন ঃ** ২০১১-১২ সময়কালে, ২১৩টি আবাসের মেরামতি/সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০১২-১৩ বর্ষে দপ্তর এই ধরনের সমস্ত মেরামতি কাজের পরিসমাপ্তি সুনিশ্চিত করেছে এবং তঃ জাতি/তঃ উঃ জাতিদের জন্য আরও ১৪১টি আবাসের মেরামতির ব্যবস্থা করেছে।

- **আম্বেদকর উৎকর্ষ কেন্দ্র ঃ** ২০১১-১২ অর্থবর্ষে রাজ্যের সব জেলার তপসিলি জাতি, তপসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের সঙ্গে শিক্ষামূলক, সামাজিক-অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পেশাগত এবং দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কাজকর্মের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সরকার সব জেলায় শাখাসহ, কলকাতায় আম্বেদকর উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

- **মায়েল ল্যাং লেপচা উন্নয়ন পর্যদ ঃ** এই বাংলার লেপচাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে 'মায়েল ল্যাং লেপচা উন্নয়ন পর্যদ' স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

- **পি ও এ এবং পি সি আর আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ঃ** কর্মশালা, ফ্লেক্স বোর্ড, লিফলেট প্রভৃতির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে পি ও এর আইনের আওতায় অনেক বেশি অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। বিবাহ প্রোৎসাহন, দম্পতি পিছু ৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা হয়েছে। ২০১২-১৩ বর্ষে ১১৮টি ঘটনাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

- **উত্তরবঙ্গ সেচ সমবায় প্রকল্প (ইউ বি এস এস পি) ঃ** ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক তঃ জাতির কৃষকদের জন্য জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ হাজার টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ১ হাজার টি ইউনিটের মধ্যে ৭৫০টি ইউনিটের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

- **প্রাক-আই এ এস/ডব্লু বি সি এস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ** ২০১১-১২ সময়কালে দরিদ্র অথচ মেধাবী তঃ জা/তঃ উ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রাক আই-এ-এস/ডব্লু বি সি এস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৪জন ছাত্রছাত্রী নতুন দিল্লিতে ভর্তুকিপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেন।

- **তঃ জাতি/তঃ উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ঃ** ২০১১-১২ বর্ষে রাজ্যের ৬৬টি কেন্দ্রে ২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ই সি আই এল-ই সি আই টি (ECIL-ECIT)-র 'ও' লেভেল কম্পিউটার পাঠ্যক্রমের প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। ২০১২-১৩ সময়কালে ডি ও ই এ সি সি (DOEACC) 'ও' লেভেল কম্পিউটার পাঠ্যক্রমও চালু করা হয়েছে। ১৪টি কেন্দ্রে মোট ৭০০ জন ছাত্রছাত্রী এই পাঠ্যক্রমের পড়াশোনা করছেন।

- **কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ** তঃ জাতি/তঃ উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের চাকরির যোগ্যতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। দশম শ্রেণি এবং তারও কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন বেকার যুবক যুবতীদের এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে, 'নতুন যুগের নিরাপত্তারক্ষী' শাখায় প্রশিক্ষিত ১,৩৪৫ জন তঃ জাতি/তঃ উপজাতিভুক্ত যুবক যুবতীর মধ্যে, ১,০৪৩ জনকে কর্মসংস্থানের সুবিধা দেওয়া গেছে এবং ২০১২-১৩ সময়কালে ১,২৫৭ জন প্রশিক্ষিত প্রার্থীর মধ্যে ১,০১৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ সময়কালে প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি শিল্পে হলদিয়ায় সি আই পি ই টি-র মাধ্যমে ৩০০ জন তঃ জাতি/তঃ উপজাতির যুবক যুবতীদের দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং ২৭০ জনকে সাফল্যের সঙ্গে এই শিল্পে নিয়োগ করা গেছে।

- ২০১২-১৩ সময়কালে ৬৯৬জন মুসলিম ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে ৭৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৮ শত ৮০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

জৈবপ্রযুক্তি বিভাগ

এই রাজ্যে সামাজিক উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানমনস্ক পরিবেশ রচনার কথা বিবেচনা করে এই দফতর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরাও আছেন। এছাড়া কৃষি জৈব প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় জৈবপ্রযুক্তি ও পরিবেশ বান্ধব জৈবপ্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র এই সাহায্য পাবে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২৮টি বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক প্রকল্প এবং অন্যান্য জৈবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রকে এই বিভাগ আর্থিক অনুদান দিয়েছে।

"১৪টি অত্যাধুনিক যন্ত্র সহযোগে ডঃ বি. সি. গুহ সেন্টার অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেক্নোলজির সহযোগিতায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জ্ঞানচর্চার সন্ধানে ই-এন-২৪, সল্টলেক, সেক্টর-৫, কলকাতা ৭০০০৯১-এ 'কলকাতা বায়োটেক পার্ক'-এর নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এখানে একটি অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত জিওনমিক্স ল্যাবরেটরি আছে"।

"পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ৪টি জৈব প্রযুক্তির কিয়স্ক তথা ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের চেষ্টা চলছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের সেন্টারটি প্রায় শুরু হওয়ার অপেক্ষার রয়েছে। ঐ জেলার কৃষক ও অন্যান্য সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্প খরচে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার বহু সমস্যার সমাধান করবে। জৈবপ্রযুক্তির প্রচারের এটি একটি অনুপম প্রচেষ্টা"।

"টিসু কালচার ফেজ ২এ ওয়োমেন্স্ টেকনোলজি পার্ক, সাগর আইল্যান্ড" প্রকল্পে বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট এফ বায়োটেকনোলজি, নীমপিঠে, ৩০ জন মহিলাকে উদ্ভিজ্জ তন্তু বিশ্লেষণে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে। এক একজন মহিলাকে ১২ জন কৃষককের সঙ্গে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। ৩৬০ জন কৃষক এই "টিসু কালচার" পদ্ধতির সুফল লাভ করেছেন।

"এ বায়োটেকনোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন ইন ব্যারেন ল্যান্ড অফ গোপিবল্লভপুর-১ ডেভেলপমেন্ট ব্লক অফ পশ্চিম মেদিনীপুর ফর সাসটেনেবল লাইভলিহুড অফ ট্রাইবাল পিউপিল" প্রকল্পের অধীনে ৩ মৌজা এবং ৫ হাজার আদিবাসী সক্রিয়ভাবে এই সামাজিক উন্নয়ন অভিযানে যুক্ত। এইভাবে এ পর্যন্ত ২৫ হাজার শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। এই প্রকল্প পশ্চিম মেদিনীপুরের দারিদ্রসীমার নীচে থাকা প্রান্তিক মহিলা ও পুরুষদের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে"।

রূপায়ণমুখী প্রকল্প ঃ (নতুন উদ্যোগ)

(ক) বর্ধমান জেলায় বর্ধমান ডেভলপমেন্ট অথরিটির অধীনস্থ জমিতে একটি বায়োটেক-হাব তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(খ) দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের কাছে একটি মেরিন বায়োলজি এবং একটি বায়োটেকনোলজি হাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

(গ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বায়োটেকনোলজি স্নাতক/স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি 'ফিনিসিং স্কুল অফ ইনডাসট্রিয়াল বায়োটেকনোলজি' স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

শিশুদের বিকাশ, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও যত্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাজ্যের শিশুবিকাশ বিভাগ বিভিন্ন প্রগতিশীল পরিকল্প ও কর্মসূচি রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছে।

(১)সুসংহত শিশুবিকাশ পরিকল্প (আই সি ডি এস)

- ০-৬ বছরের শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন এবং গ্রামস্তরের অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী মায়েদের স্বার্থে এই পরিকল্পটি বিশেষ কার্যকর।
- **নতুন প্রকল্প:** ভারত সরকার অতিরিক্ত ১৬০টি সুসংহত শিশুবিকাশ পরিকল্পের মঞ্জুরি দেওয়ায় শিশুবিকাশ বিভাগ ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ বর্ষের মধ্যেই ওই সমস্ত প্রকল্পগুলিকে কার্যকর করে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- **নজরদারি কমিটি:** ২০১২-১৩ বর্ষে সুসংহত শিশুবিকাশ পরিকল্পগুলির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত নজরদারি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- **শূন্যপদ পূরণে উদ্যোগ:** জঙ্গলমহলের ৩টি বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত জেলার ২৩টি অনুরূপ ব্লকে সরকারি শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় ২০১৩-১৪ বর্ষের প্রথম তিন মাসের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে।

ভারতীয় জীবনবীমার (এল আই সি) অঙ্গনওয়ারি কার্যকর্ত্রী বিমা যোজনা:

২০১১ সাল থেকেই অঙ্গনওয়ারি কর্মী ও অঙ্গনওয়ারি সহায়িকাদের এই সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

অঙ্গনওয়ারি কর্মী ও সহায়িকাদের পোশাক:

২০১১-১২ বর্ষ থেকেই অঙ্গনওয়ারি কর্মী ও অঙ্গনওয়ারি সহায়িকাদের নির্দিষ্ট পোশাক (প্রত্যেককে দুটি করে শাড়ি) এবং ব্যাজ প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত জেলাগুলিতে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

পুষ্টিসমীক্ষা:

বিদ্যালয়ের পুষ্টি কার্যসূচি উন্নততর ও বৈচিত্রময় করে তোলার জন্য জাতীয় পুষ্টি সংস্থার (ন্যাশনাল ইন্সিটিউট অব নিউট্রিশন) মাধ্যমে পুষ্টি সমীক্ষার বিষয়টি শিশুবিকাশ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে 'খিচুড়ি'র পরিবর্তে বিদ্যালয় পুষ্টি কার্যসূচি প্রকল্পের অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলিতে দৈনিক খাবারের তালিকায় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

লক্ষ্যপূরণের পদ্ধতি:

অপুষ্টি প্রতিরোধ ও অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের সংখ্যা ১০% কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বিভাগ নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করেছে। এর সঙ্গেই রয়েছে ৩ থেকে ৬ বছরের শিশুদের আশুবিকাশ ও শিক্ষার পরিসরের সুযোগ বৃদ্ধি। কন্যাসন্তান ও মহিলাদের মধ্যে রক্তাল্পতার প্রকোপ ২০% কমিয়ে নিয়ে আসাও বিভাগের অন্যতম অগ্রাধিকার।

অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র গঠন:

শিশুবিকাশ বিভাগ বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্প যেমন, আর আই ডি এফ -১৩/১৪/এফ সি -১৩/ এম এস ডি পি/ বি আর জি/ বি এ ডি পি/ এম পি এল এ ডি পি/ বি ইউ পি/ পি অ্যান্ড আর ডি প্রভৃতির অধীনে ২০১১-১২ বর্ষে ১,০৮৭টি ও ২০১২-১৩ বর্ষে ১,৯১৬টি অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র গঠন করেছে।

শিক্ষা:

৬ বছরের শিশুদের অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র থেকে সরাসরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়টি বিভাগের বিবেচনাধীন হওয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

(২)সুসংহত শিশু সুরক্ষা পরিকল্প (আই সি পি এস)

সুসংহত পথশিশু কর্মসূচি, সংশোধন পরিষেবা পরিকল্প ও দত্তকগ্রহণ পরিষেবার বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে ২০০৯-১০ বর্ষ থেকেই এই নতুন পরিকল্পটি রূপায়ণ করা হচ্ছে।

- কেন্দ্রীয় সরকারও রাজ্যসরকার সূচিত ওয়েব ভিত্তিক নিখোঁজ ও প্রাপ্ত শিশু এবং মহিলাদের অনুসন্ধান সহায়ক "ট্র্যাক চাইল্ড ১.০" পরিকল্পটি অবলম্বন করেছে এবং দেশের সমস্ত রাজ্যে এই পরিকল্পটির প্রসার ঘটিয়ে এটিকে একটি সর্বজনীন পরিকল্পের চেহারা দেওয়া হয়েছে।
- ২০১২-১৩ বর্ষে শিশু অধিকার সুরক্ষায় একটি রাজ্য আয়োগ গঠন করা হয়েছে এবং দ্রুতগতিতে রাজ্য শিশু সুরক্ষা সমিতি ও জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতির শূন্যপদগুলি পূরণ করা হচ্ছে।
- ২০১১-১২ বর্ষ থেকে জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিকদের দপ্তর এবং পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া ও বালুরঘাটের অন্যান্য হোম চত্বরে প্রশিক্ষণ ও সম্পদকেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারসাধনের কাজ চলছে।

(৩)নিঃস্ব শিশুদের জন্য কল্যাণ ও কুটির পরিকল্প

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের মাধ্যমে নিঃস্ব শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়াই এই পরিকল্পটির লক্ষ্য।

- ২০১২-১৩ বর্ষ থেকে হোমের আবাসিকদের রক্ষণব্যয় বৃদ্ধি করে প্রতি মাসে মাথাপিছু ১,২৫০ টাকা করা হয়েছে।
- **হোমগুলির মেরামত ও সংস্কারসাধন:** বিভাগের অধীনস্থ ২৮টি দুর্দশাগ্রস্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, পূতিগন্ধময় হোমের মেরামত, সংস্কারসাধন ও পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
- **হোমগুলিতে নতুন পদসৃষ্টি:** সরকারি হোমগুলিতে উন্নততর পরিষেবার লক্ষ্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ২০১২-১৩ বর্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৩৩৫টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ২০১৩-১৪ এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সময়কালের মধ্যে এই পদগুলি পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৪)দত্তক গ্রহণ কার্যসূচি:

অবাঞ্ছিত ও দাবিহীন শিশুদের অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্দেশীয় দত্তকগ্রহণে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ১৭টি অসরকারি সংগঠন (এন জি ও) কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

(৫)রাজ্যস্তরের পরিদর্শন দল:

'পশ্চিমবঙ্গ নাবালক ন্যায়বিচার (শিশু যত্ন ও সুরক্ষা) ২০০৯' নিয়মাবলির বিধি-৬৩ অনুসারে হোমগুলি পরিদর্শন ও সেখানকার দৈনন্দিন কর্মকান্ড পর্যালোচনা করার জন্য ২০১২-১৩ বর্ষে রাজ্যস্তরের পরিদর্শন দল গঠন করা হয়েছে।

(৬)রূপায়ণমুখী প্রকল্প:

- বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের বয়ঃসন্ধির ছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ব্যক্তি স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সহায়তায় অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পরামর্শদান, শিশু এবং স্তন্যদায়িনী ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য প্রতিরোধমূলক ও প্রতিকারমূলক ঔষধ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।
- শিশু, বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্তা মেয়ে এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী মায়েদের নানা সচেতনতামূলক ও প্রতিরোধমূলক ক্ষেত্র-সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ, জনশিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগ এবং শ্রমবিভাগের সহায়তা ও মেলবন্ধনে একটি কার্যসূচি তৈরি করে তা ফলপ্রসূ করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।
- এন আই সি-র সহায়তায় বিভাগের সচিবালয় এবং অধিকারের দপ্তরগুলিতে ই-গভর্ন্যান্স-এর সুবিধা-সহ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা প্রয়োগের কাজ চলছে।

অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের অধীনে আছে চারটি স্পষ্টত পৃথক সংস্থা।

এগুলো হচ্ছেঃ

১) অসামরিক প্রতিরক্ষা
২) গৃহরক্ষী বাহিনী
৩) পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী
৪) জাতীয় সমরশিক্ষার্থী দল বা এন সি সি

অসামরিক প্রতিরক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের অসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থাকে পুরোপুরি ঢেলে সাজানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও স্থানে সংঘটিত বিপর্যয় বা দুর্যোগ তা সে প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট যাই হোক না কেন, তার মোকাবিলা করার সামর্থ্য এই সংস্থার রয়েছে।

• সেন্ট্রাল সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উন্নতিসাধন হয়েছে।

• জেলা প্রশাসন যাতে বিপর্যয়ে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতে পারে তা নিশ্চিত করতে অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কে সিভিল ডিফেন্স টাউন কেন্দ্রিকের পরিবর্তে জেলা কেন্দ্রিক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম।

• সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৩,০০০-এর বেশি নুতন স্বেচ্ছাসেবী তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং তাদের প্রাথমিক তথা বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

• অক্সিলিয়ারি ফায়ার ফাইটার হিসেবে কাজ করার জন্য রাজ্যব্যাপী ১৫৫০ জন অসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়োজিত করা হয়েছে।

• ১৯টি ভারী উদ্ধারযান এবং ২৫টি ছোট উদ্ধারযান এবং এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক উদ্ধারকাজের সরঞ্জাম এবং পি পি ই অ্যান্ড সি সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। একটি করে ভারী উদ্ধারযান এবং একটি করে ছোট উদ্ধারযান প্রত্যেক জেলায় নিয়োজিত থাকবে যাতে প্রতিটি জেলাই কার্যকরভাবে বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য নিজেদের কুইক রেসপন্স টিম নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে।

• বিপর্যয়োত্তর পরিস্থিতি সামাল দিতে অসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে। কলকাতার সূর্যসেন মার্কেটের অগ্নিকাণ্ডে তাদের তৎপরতার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২০ জন অসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীকে শংসাপত্র ও ৫,০০০ টাকা করে নগদ পুরস্কার প্রদান করেছেন।

২০১৩-১৪ বর্ষের লক্ষ্যমাত্রা

• বর্ধমান জেলার আসানসোলে বহুমুখী উদ্ধারকার্য ও সম্পদকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ করা।

• নদিয়া জেলার কল্যাণীতে অসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার জলবাহিনীর সদর কার্যালয় নির্মাণের কাজ শেষ করা।

• সমস্ত জেলা সদরে কুইক রেসপন্স টিমের ব্যারাক নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা।

• কলকাতায় বেতার-চালিত ও স্বয়ংক্রিয় দুর নিয়ন্ত্রিত সাইরেন ব্যবস্থার পত্তন।

গৃহরক্ষী বাহিনী

সাফল্য ঃ

• জঙ্গলমহলের বেকার যুবক যুবতীদের জীবিকার সংস্থান করার লক্ষে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগের অংশ হিসাবে জঙ্গল মহল থেকে ১,২১২ জন গৃহরক্ষী স্বেচ্ছাসেবীদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে মোতায়েন করা হয়েছে।

• বাম চরমপন্থা সমর্থক ৩২জন আত্মসমর্পণকারীদেরও কলকাতা গৃহরক্ষী সংস্থায় গৃহরক্ষী স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে

তালিকাভুক্ত করে প্রশিক্ষণ শেষে কাজে মোতায়েন করা হয়েছে।

- পশ্চিমবঙ্গ গৃহরক্ষী সংস্থায় ২,২৬৮ জন গৃহরক্ষী স্বেচ্ছাসেবক তালিকাভুক্তির কাজ চলছে।

- বিধাননগরে পশ্চিমবঙ্গ গৃহরক্ষী সংস্থার সদর কার্যালয় নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

২০১৩-১৪ বর্ষের লক্ষ্যমাত্রা

- গৃহরক্ষী স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য দিঘায় হলিডে হোম নির্মাণ। এরজন্য ইতিমধ্যেই জমি অধিগৃহীত হয়েছে।

- উত্তর দিনাজপুরের গুটলুতে গৃহরক্ষী প্রশিক্ষকদের জন্য ব্যারাক নির্মাণ।

- জলপাইগুড়ি, উত্তর চব্বিশ পরগণা ও পুরুলিয়া জেলায় গৃহরক্ষী স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য ব্যারাক নির্মাণ।

পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী (ডব্লিউ বি এন ভি এফ)

সাফল্য ঃ

- জঙ্গলমহলের বেকার যুবকযুবতীদের জীবিকা সংস্থানের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদোগের অংশ হিসাবে ৪,০৮১ জনকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কাজে মোতায়েন করা হয়েছে।

জাতীয় সমরশিক্ষার্থী দল বা এন সি সি

সাফল্য

- পশ্চিমবঙ্গের এন সি সি ক্যাডেটেরা ২০১২ সালের জি ভি মবলঙ্কর শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় দুটি স্বর্ণপদক অর্জন করেছে।

- পশ্চিমবঙ্গের এন সি সি ক্যাডেটেরা নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করেছিল এবং পশ্চিমবঙ্গ বায়ুসেনা ক্যাডেট ভূপিন্দর সিং ২০১৩ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসের ক্যাম্পে শ্রেষ্ঠ বায়ুসেনা ক্যাডেট ঘোষিত হন।

২০১৩-১৪ বর্ষের জন্য ধার্য লক্ষ্যমাত্রা

- পশ্চিমবঙ্গের এন সি সি নির্দেশনালয় যাতে সারা বছর ধরে এন সি সি ক্যাম্প সংঘটিত করতে পারে সেজন্য কল্যাণীর এন ভি এফ ক্যাম্পাসে এন সি সি নগরের পত্তন করা।

শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ

১। রাজ্য সরকারের কাছে এ পর্যন্ত উৎসাহী শিল্পোদ্যোক্তাদের থেকে ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত কর্মসংস্থানের পরিমাণ ৩ লক্ষাধিক। যেসব সংস্থা রাজ্যে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সেইল(এস এ আই এল), ভারতীয় রেল, বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড, ট্রাকটরস ইণ্ডিয়া লিমিটেড, এইচ পি সি এল, ম্যাট্রিকস্ ফার্টিলাইজারস, অম্বুজা সিমেন্ট, আই টি সি, আল্ট্রা ট্রেক সিমেন্ট প্রভৃতি।

২। শিল্প অধিকর্তা 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিল্প সহায়তা পরিকল্প, ২০০৮'-এর অধীনে বড় ও মাঝারি শিল্প পরিকল্পে ২০১২ সালে এবং ২০১৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১৩৬টি ইউনিট নথিভুক্ত করেছেন। এই প্রকল্পগুলির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১০,১৭৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে রয়েছে এমন ৩৫টি প্রকল্প যা 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিল্প সহায়তা পরিকল্প, ২০০৮'-এর অধীনে 'মেগা প্রজেক্ট', (যেগুলির স্থায়ী মূলধন ৫০ কোটি টাকা বা তার বেশি) হিসাবে নথিভুক্ত। বর্তমান অর্থবর্ষে (২০১২-১৩) প্রায় ৬,৬৪১ কোটি টাকার (আনুমানিক) বিনিয়োগ অর্জিত হয়েছে।

এর মধ্যে, ২০১২-১৩ অর্থ বর্ষে বিনিয়োগের প্রাথমিক সমাহার অনুযায়ী, বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সূত্র থেকে সমাহৃত বিনিয়োগগুলিও অন্তর্ভুক্ত।

৩। এই বিভাগ সিঙ্গুরের জমিহারা পরিবারগুলিকে এবছরও অনুদান দেওয়া অব্যাহত রেখেছে। ২০১২-১৩ বর্ষে মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত ১০.৪৯ কোটি টাকার সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

৪। বিনিয়োগের সহায়তার উদ্দেশ্যে, সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ডব্লু বি আই ডি সি এবং ডব্লু বি আই আই ডি সি কর্তৃক শিল্প এস্টেটের উন্নয়ন, আইন নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত জমি রাখার সুপারিশ, চালু পরিকল্পের অধীনে প্রোৎসাহনের ব্যবস্থা, অন্যান্য পরিকাঠামো সৃজনে সহায়ক ক্লাস্টার-ভিত্তিক শিল্প এস্টেট ইত্যাদি।

৫। এই দপ্তর বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন বেঙ্গল লিডস, ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, প্রগতি উৎসব, মাটি উৎসব, চেম্বারস অব কমার্সের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠনের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী গত ১৭ ডিসেম্বর, ২০১২ নয়া দিল্লিতে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার উদ্দেশ্যে এক বৈঠকে মিলিত হন।

৬। কলকাতায় বেঙ্গল লিডস, ২০১২ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বেঙ্গল লিডস, ২০১৩ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে হলদিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এই অনুষ্ঠানে প্রথম সারির শিল্পপতি, চেম্বারস অব কমার্স অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধি, শিল্পের বরিষ্ঠ আধিকারিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মোট ৭২টি মন্ডপ তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়াও, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন শক্তি ক্ষেত্রের সুযোগ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পেট্রোকেমিক্যালস, অন্যান্য পরিকাঠামো ইত্যাদির উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় অংশ নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা এবং শিল্প ও বাণিজ্যের বিভিন্ন প্রতিনিধিবর্গ।

৭। সরকার অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ডাক-এর মাধ্যমে স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নিজের শেয়ার বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে ইউনিটের পুনরুজ্জীবনে সক্ষম কোন সংস্থা দায়িত্ব পেতে পারে। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অন্তে ইতিমধ্যেই একজন লেনদেন বিশেষজ্ঞকে (ট্রানজাকশন অ্যাডভাইসর) নিয়োগ করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্য সরকার এবং হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে ও তাদের সহায়তা নিয়ে কোম্পানির পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট।

৮। ইতিমধ্যেই ৭টি (সাতটি) নতুন প্রকল্পকে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত জমি রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, বিভাগ নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত জমি রাখার অপর ১৪টি প্রস্তাবেরও সুপারিশ করেছে। যেসব শিল্পোদ্যোক্তা নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত জমি চাইবেন, তাদের কাছ থেকে বিশেষ কিছু তথ্য জানার জন্য বিভাগ একটি প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট করেছে, যেমন প্রার্থিত পরিমাণ জমি চাওয়ার যৌক্তিকতা, (কারখানা তৈরির জন্য) বিশেষ একটি জায়গা কেন পছন্দ ইত্যাদি। এই সব তথ্য বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (DPR) জমা দেওয়ার সময়ে জানাতে হবে যাতে প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হতে পারে।

৯। সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমি নীতিতে নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের দ্বারা উন্নীত বিভিন্ন শিল্প-পার্কে জমি বরাদ্দ করাও শুরু করেছে। তদনুযায়ী, জমি সংক্রান্ত, জমির সুলভতা ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার ওয়েবসাইটে আপ-লোড করা হচ্ছে এবং শিল্প প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য জমির আবেদন আহবান করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি জমির মাসিক বন্টনও চালু করেছে। পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ইতিমধ্যেই ৪০টিরও বেশি ইউনিটকে জমির লীজ দলিলের বন্টন/স্বত্ব হস্তান্তরণ/সম্পাদন অনুমোদন করেছে।

১০। এই বিভাগ ধারাবাহিক পর্যালোচনার মাধ্যমে ক্লাস্টার-ভিত্তিক প্রকল্পগুলির, যেমন ফাউন্ড্রি ক্লাস্টার ও রাবার ক্লাস্টার প্রকল্পগুলির দ্রুত নির্মাণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এছাড়া, নতুন ক্লাস্টার ভিত্তিক প্রকল্পগুলি যেমন জেমস এবং জুয়েলারি পার্ক সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলির কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। হাওড়ায় জরি পার্ক এবং হোসিয়ারি পার্ক সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির দ্রুত রূপায়ণের জন্যও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রসুলপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর সম্পর্কিত প্রস্তাবটি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কুলপি অপ্রধান বন্দর প্রকল্পটির ব্যাপারে আরও এগোনো যায় কিনা সেই সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখার জন্যও আলোচনা হয়েছে।

১১। রপ্তানি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, পরিকাঠামো প্রকল্প সৃজনের জন্য ২০১২-১৩ বর্ষে প্রায় ২৬ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে নতুন দু'টি প্রকল্প যেমন তসর রেশম-তন্তু এবং ফেব্রিক উৎপাদন কেন্দ্র, তাঁতি পাড়া, বীরভূম এবং জলপাইগুড়িতে টম্যাটো পাউডার-এর জন্য ইউনিভার্সাল সজ্জী প্রক্রিয়ণ কেন্দ্র। এছাড়া, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফুলবাড়িতে ল্যান্ড কাস্টম স্টেশনও ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে কাজ শুরু করেছে। আরও কয়েকটি প্রস্তাব যেমন পাইন্যাপল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার-এ কঠিন বর্জ্য পরিচালন এবং দার্জিলিং-এ ফুলের চাষের প্রকল্পও সক্রিয় বিবেচনার মধ্যে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গুরুত্বপ্রাপ্ত ক্ষেত্র যেমন চর্ম, বস্ত্র ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে রপ্তানি উন্নয়নের পরিকাঠামো সৃজনের মাঝারি থেকে বৃহৎ পরিকল্পনা বিকাশের একটি প্রকল্পও, এফআই ই ও-র সক্রিয় অংশগ্রহণসহ, শুরু হয়েছে।

১২। পি এন জি আর বি, জি সি জি এস সি এল - কে কিছু শর্ত সাপেক্ষে কলকাতা শহর এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির অংশ বিশেষে সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক-এর (২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩-র অনুমোদন দ্রষ্টব্য) স্থাপন, নির্মাণ, চালু করা এবং বিস্তার ঘটানোর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, গত ১৭ নভেম্বর ২০১১ এইচ পি সি এল, জি এ আই এল লিমিটেড, জি সি জি এস সি এল -এর মধ্যে একটি এম ও ইউ সম্পাদিত হয়েছে। প্রস্তাবিত যৌথ উদ্যোগের অংশীদারদের মধ্যে পি এন জি আর বি কর্তৃক প্রেরিত লেটার অব-অথরাইজেশন -এ পি. এন জি আর বি-র উল্লিখিত চুক্তি এবং শর্তাবলীর ভিত্তিতে বিশদে আলোচনা শুরু হয়েছে।

১৩। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড বাঁকুড়ার বড়জোরায় ট্রান্স দামোদর কোল মাইন প্রজেক্ট এবং অন্যান্য খনিতে যেমন বীরভূমের পঞ্চমীতে ব্ল্যাক স্টোন মাইনিং প্রজেক্ট, বীরভূমের হাটগাছা-জেঠিয়ায় ব্ল্যাক স্টোন মাইনিং প্রজেক্ট, পুরুলিয়ার পালসারা-১-এ ব্ল্যাক স্টোন মাইনিং প্রজেক্ট ইত্যাদিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করে তার কাজকর্মের বিস্তার অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য, ট্রান্স দামোদর কোল প্রজেক্ট ৩,১৮,০০০ টন কয়লা উৎপাদন করেছে। কর্পোরেশন পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে ক্ষতি স্বীকারের পর ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ৬৯৪ লক্ষ টাকা (আনুমানিক) লাভ করেছে।

উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ

উপভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করাই এই বিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রাজ্য আয়োগ ও জেলা ফোরাম

● ক্রেতা-সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রায় ১০ হাজার (৯,৪৯৫) মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। মে ২০১১-এর শুরুতে রাজ্য আয়োগ ও জেলা ক্রেতা ফোরামে জমে থাকা বকেয়া মামলার পরিমাণ ছিল ৫,৬২৪। মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৩ পর্বে ১০,৪৪০টি মামলা রুজু করা হয়েছে।

● মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২ পর্বে জেলা ফোরামগুলিতে ২,৮২৩টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এপ্রিল ২০১২ - মার্চ ২০১৩ পর্বে এই সংখ্যা ৭০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৮৫৩ ছুঁয়েছে। রাজ্য আয়োগের মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে।

● বিভাগের দ্বারা গৃহীত উপভোক্তা সচেতনতা কর্মসূচির সাফল্য জেলা ফোরামগুলিতে রুজু মামলার সংখ্যা থেকে প্রমাণিত হয়। উপরে উল্লিখিত পর্বে এই মামলার পরিমাণ ৩,১৩৩ থেকে চমকপ্রদভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৬৩৪টি হয়েছে।

বৈধ পরিমাপন অধিকার

● বৈধ পরিমাপন (সাধারণ) আইন ২০১১-তে কেন্দ্রীয় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করেছেন। এই সংশোধনে বছরে দু'বার বা পাঁচ বছর অন্তর যাচাইকরণ ও স্ট্যাম্পিং করিয়ে নিতে হবে। সংশোধনের আগে তা বার্ষিক ভিত্তিতে করতে হত। এই সংশোধন সত্ত্বেও বৈধ পরিমাপন অধিকার এপ্রিল ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত পরিদর্শন ও জরিমানা বাবদ ১৩ কোটি ৪১ লক্ষ ৯৭৬ টাকা এবং এপ্রিল ২০১২ থেকে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত ১২ কোটি ১৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৬৫০ টাকা আদায় করেছে।

● বৈধ পরিমাপন অধিকারের চারটি অপ্রধান মানক ল্যাবরেটরি কাঁকুড়গাছি, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪-তে স্থাপিত হচ্ছে।

উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার

● এই অধিকার ক্রেতা সচেতনতা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বার্তা প্রচারের জন্য শতাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত সেমিনার, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা-সহ ১৩ হাজার ৩২০টি কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী বছরে ২০১২-১৩ পর্বে সারা রাজ্য জুড়ে আয়োজিত এ জাতীয় কর্মসূচির সংখ্যা ১৫ হাজার ১১৮টি।

সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উৎসবে এবং মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সারা রাজ্য জুড়ে বার্তা প্রচার করা হচ্ছে।

● নিয়মিতভাবে উপভোক্তা সচেতনার উপর অল ইন্ডিয়া রেডিও-র এফ এম 'জ্ঞানবানী'তে লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠান এবং দূরদর্শনে 'কেনাকাটার সাত সতেরো' অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

● এফ এম রেডিও চ্যানেলগুলিতে উপভোক্তা সচেতনতা বিষয়ক বার্তা প্রচারিত হচ্ছে।

● ২৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী উপভোক্তা হেল্পলাইন উদ্বোধন করেন। টোল-ফ্রি নম্বরটি হল ১৮০০-৩৪৫-২৮০৮। সেই সময় থেকে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত ৯,০৯৯ জন উপভোক্তা এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে পরামর্শ পেয়েছেন।

● ই-গভর্ন্যান্সের জন্য সংশোধিত ও পুনর্বিন্যস্ত বিভাগীয় ওয়েবসাইট — **www.wbconsumers.gov.in**-এর উদ্বোধন করা হয়েছে। উপভোক্তারা এখন তাঁদের অভিযোগ বা দুর্দশার কথা অনলাইনে জানাতে পারবেন। এই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আন্তর্বিভাগীয় ও বিভাগমধ্যস্থ যোগাযোগ তৈরি করা হচ্ছে।

বিগত দু'বছরে টোল-ফ্রি হেল্প লাইন, অভিযোগের অন-লাইন নথিভুক্তি ও জন অভিযোগ নিষ্পত্তি বিভাগের কার্যকরী কর্মতৎপরতা নিশ্চিত করে এই বিভাগ ক্রেতা সচেতনতা ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। এখন এই বিভাগের বিপুল সংখ্যক অভিযোগের সহজেই নিষ্পত্তি করতে পারার সামর্থ্য আছে।

সমবায় বিভাগ

বিগত ২ বছরে রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির সদস্যপদ/ঋণ গ্রহীতা সদস্যপদ

- ২০১১-১২ বর্ষে ১,৬৮,০০২ জন নতুন সদস্য নথিভুক্ত হয়েছেন এবং ঋণগ্রহীতা সদস্যপদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১,১২৫টি।
- ২০১১-১২ বর্ষের অন্তে সদস্যসংখ্যা ও ঋণগ্রহীতা সদস্যসংখ্যো ছিল যথাক্রমে ৩৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ও ২১ লক্ষ ৫৩ হাজার।
- ৩১ ডিসেম্বর,২০১২ পর্যন্ত সদস্যপদের ও ঋণগ্রহীতা সদস্যপদের সংখ্যাবল বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৭১ হাজার ও ৭৫ হাজার। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২-এ সদস্য ও ঋণগ্রহীতা সদস্যদের মোট সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ও ২২ লক্ষ ২৮ হাজার।

গ্রামীণ কৃষকের ক্ষমতায়ন কিষাণ ক্রেডিট কার্ড

- ২০১১-১২ বর্ষে ৯৮ হাজার নতুন কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১২-১৩ বর্ষে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ১ লক্ষ ১০ হাজার কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হয়েছে। ২০১২-১৩ বর্ষে ১,৯৫১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার শস্যঋণ প্রদান করা হয়েছে।

সম্পদ সমাবেশ

- ২০১১-১২ বর্ষে ১,২৯০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার সংযোজন-সহ স্বল্পমেয়াদি সমবায় ঋণ কাঠামোর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৫,৬৬০ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা।
- ২০১২-১৩ বর্ষে এই খাতে ২,১৯৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার সংযোজনসহ মেয়াদ অন্তে মোট আমানতের পরিমাণ হয়েছে ১৭,৮৫৯ কোটি ১ লক্ষ টাকা।

স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী

- ২০১১-১২ বর্ষে ৭,৫৭৬টি অতিরিক্ত স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হওয়ায় স্বল্পমেয়াদি সমবায় ঋণ ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা হয়েছে ১,৬৭,২৬৬টি।
- ২০১১-১২ বর্ষে ৫,৩০১টি নতুন স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হওয়ায় মেয়াদশেষে মোট স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৭২,৫৬৭টি।

ব্যবসার বৈচিত্রসাধন

- ২০১১-১২ বর্ষে ৪২২টি প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি সারের ব্যবসা, ১৮৮টি বীজের ব্যবসা এবং ১৭১টি কৃষি পণ্যের বিপণন শুরু করেছে।
- ২০১২-১৩ বর্ষে ২৩০টি নতুন প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি সার বন্টন, ৬৮টি নতুন প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি বীজের ব্যবসা ২১টি সমিতি কৃষির প্রয়োজনে বৃষ্টির জলের সংরক্ষণ, ১৮টি প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি জৈবসার (ভার্মিকম্পোষ্ট) কেন্দ্র তৈরি প্রকৃতি কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষির স্বয়ম্ভরতা

- ২০১১-১২ বর্ষে ২২২টি নতুন বীজগ্রাম তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে মোট বীজগ্রাম-এর সংখ্যা হয়েছে ৫৯৫।
- ২০১২-১৩ বর্ষে ১৬৭টি নতুন বীজগ্রাম তৈরি হওয়ায় মেয়াদ শেষে মোট বীজগ্রামের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৭৬২।

বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

- ২০১১-১২ বর্ষে বিভাগের অধীনে মোট গুদামজাত করার ক্ষমতা ছিল ৬.৩ লক্ষ মেট্রিকটন। সমবায় ক্ষেত্রে হিমঘরের মোট ধারণ ক্ষমতা ছিল ৩.২ লক্ষ মেট্রিক টন।
- ২০১২-১৩ বর্ষে গ্রামীণ সমবায়গুলির মোট ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন। একইভাবে হিমঘরগুলির মোট ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

সমবায় ক্ষেত্রে ধান সংগ্রহ

- ২০১১-১২ বর্ষে বেনফেড ১০৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার এবং কনফেড ৫২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার ধান সংগ্রহ করেছে।
- ২০১২-১৩ বর্ষে বেনফেড ২৭৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার এবং কনফেড ১০৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার ধান সংগ্রহ করেছে।
- নূন্যতম সহায়ক মুল্যে ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য পরিকল্পনার মাধ্যমে বেনফেডকে সহায়তা করে আসছে। ২০১১-১২ বর্ষে ও ২০১২-১৩ বর্ষে বেনফেডকে এইখাতে যথাক্রমে ১৫ কোটি ও ৭০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

উপভোক্তা ক্ষেত্র

- ২০১১-১২ বর্ষে পাইকারি উপভোক্তা সমবায় সমিতিগুলির মোট ব্যবসামুল্য ছিল ২৯১ কোটি ২০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা।
- ২০১২-১৩ বর্ষে সমিতিগুলির মোট ব্যবসামুল্য ছিল ৩২৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

রাজ্য পরিকল্পনার রূপায়ণ

সামগ্রিকভাবে রাজ্য পরিকল্পনার অধীনে ২০১১-১২ বর্ষে সমবায় বিভাগের মোট ব্যয় ৬২ কোটি ৮৮ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার থেকে দ্বিগুনের অধিক বৃদ্ধি করে ২০১২-১৩ বর্ষে ১৩০ কোটি ৮৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা করা হয়েছে।

সংশোধন প্রশাসন বিভাগ

সংশোধন প্রশাসন বিভাগের লক্ষ্য হল সংশোধন সংস্কার ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করে তোলা এবং পুনরায় দপ্তরতি শুধুমাত্র 'কারা দপ্তর' হিসাবে চিহ্নিত না করা।

কাজ ও সাফল্য

রাজ্যের সংশোধনাগারগুলিকে সংস্কার, পুনর্গঠন, বৈদ্যুতিকীকরণ, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও চিকিৎসাজনিত সুযোগ সুবিধা প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বহু উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং প্রায় ৩৮ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

- **দুটি নতুন উপসংশোধনাগার স্থাপিত হয়েছে। এই সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপ :**

উপসংশোধনাগারের নাম	মহকুমার নাম	জেলার নাম	অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	উদ্বোধনের তারিখ
রঘুনাথপুর উপসংশোধনাগার	রঘুনাথপুর	পুরুলিয়া	৩,২৮,৪৫,৬৪৩	১১.০১.১২
তেহট্ট উপসংশোধনাগার	তেহট্ট	নদিয়া	৪,৪৮,৫৩,২৭৩	২১.০১.১২

'আবাসিক কল্যাণ তহবিল' আবাসিকদের ও তাঁদের পরিবারের দুরবস্থায় ও উচ্চতর শিক্ষার কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। আবাসিকদের নিয়ে গঠিত 'স্ব-নির্ভর গোষ্ঠি' দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে এবং নিয়মিতভাবে তাদের পরিবারের লোকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

- ২০১০ সালের অগষ্ট মাসে আঞ্চলিক সংশোধন প্রশাসন সংস্থা আর আই সি এ (RICA) গঠিত হওয়ার পর থেকেই এই সংস্থাক পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সংশোধন পরিষেবায় যুক্ত কর্মী ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- সংশোধনাগারগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালি করার জন্য ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে দমদম, জলপাইগুড়ি ও বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এক্স-রে ব্যাগেজ স্ক্যানার বসানো হয়েছে।

পুনরুদ্ধারের পথ—একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা

কারাগারের অন্ধকারে ক্লিষ্ট হতে থাকা নিগেল আক্কারা এবং তাঁর সহ-আবাসিকরা নুতন জীবনরসের সন্ধান পান যখন তাঁরা প্রখ্যাত নৃত্যব্যক্তিত্ব অলকনন্দা রায়-এর সংস্পর্শে আসেন। তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার পরিদর্শন করেন এবং আবাসিকদের দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্মীকিপ্রতিভা নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ করেন। পরে একটি চলচ্চিত্র রূপায়িত হয়, যাতে নিগেল কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিভাগ

নতুন সরকার প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিপর্যয় মোকাবিলার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে এবং এ কারণেই বিপর্যয় মোকাবিলা, অগ্নি নির্বাপণ ও আপৎকালীন পরিষেবা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা — এই তিনটি বিভাগকে একই মন্ত্রীর অধীনে নিয়ে আসা হয় যাতে সংকটকালে তিনি কার্যকরভাবে সমন্বয় সাধন করতে পারেন এবং বিপর্যয় মোকাবিলার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে পারেন। এরই প্রত্যক্ষ ফল হল মহাকরণের বছরের প্রতিটি দিন সর্বক্ষণের জন্য একটি 'স্টেট কন্ট্রোল রুম' চালু করা যেটি বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মিদের নিয়েই গঠিত হয়েছে।

সাফল্য : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য অনুদান, আর্থিক পুনর্বাসনজনিত অনুদান, ত্রাণের জন্য আশ্রয় শিবির নির্মাণ এবং ত্রাণ বিপণি নির্মাণ প্রভৃতির জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বিগত বছরগুলির তুলনায় গত এক বছরে অনেকগুণ বেড়েছে।

বিপর্যয় মোকাবিলায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ বর্ষে নিম্নলিখিত সামগ্রীগুলি বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়েছে :

বর্ষ		ত্রিপল জি আর চাল	বিশেষ	ধুতি	শাড়ি	লুঙ্গি পোশাকের সেট	ছোটদের কম্বল	পশমের কামিজ	সালোয়ার পায়জামা	পাঞ্জাবি	চাদর
২০১১-১২	পরিমাণ	৭,২৪,০০০ টি	৪৯৮২ মেট্রিক টন	২,৯২,০০০ টি	২,৫৯,৫০০ টি	২,২৬,৫০০ টি	২,৫৯,০০০ টি	২,৩২,০০০ টি	২,৫৬,৪০০ টি	৭৬,৪০০ টি	২,২০,০০০ টি
	অর্থমূল্য	৪১.২২ লক্ষ	৮.৭১ লক্ষ	৪.২৫ লক্ষ	৫.৯৬ লক্ষ	২.৭১ লক্ষ	৬.৫৩ লক্ষ	৪.৮৭ লক্ষ	৫.১৩ লক্ষ	১.৭৪ লক্ষ	৪.২২ লক্ষ
২০১২-১৩	পরিমাণ	৪,৯৪,০০০ টি	৬,৭৫৫ মেট্রিক টন	৫৩,০০০ টি	৭১,০০০ টি	৬৮,০০০ টি	৯০,০০০ টি	৪০,০০০ টি	২৮,০০০ টি	২১,০০০ টি	১৫,০০০ টি
	অর্থমূল্য	২৮.২৪৮৮ লক্ষ	১৩৮৩.০০ লক্ষ	৭৬.৮৫ লক্ষ	১৭০.৯০ লক্ষ	৮০.৪০ লক্ষ	২৫৫.৬০ লক্ষ	৬৬.৪০ লক্ষ	৬০.৪০ লক্ষ	৪৮.৬৮ লক্ষ	২৬.৫৫ লক্ষ

ভূমিকম্প সংক্রান্ত স্মারকলিপি : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ দক্ষিণ সিকিমের ভূমিকম্পে দার্জিলিং জেলার পাহাড়ি এলাকায় যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, সে ব্যাপারে জাতীয় বিপর্যয় তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের জন্য ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছিল।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১-এ সংঘটিত ভূমিকম্পের জন্য সিকিমকে আর্থিক সহায়তা প্রদান :

২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর উত্তর সিকিমে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারের সাহায্যে চিঁড়ে, গুড়, পাঁউরুটি-বিস্কুট সংবলিত ২ হাজার খাবারের প্যাকেট, দেশলাই, বাদাম, মোমবাতি এবং ছোট আকারের ওষুধের কিট বিবরণ করা হয়।

আইলা : গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদানের অর্থ (১) আইলার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসককে ৮৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এবং (২) উত্তর ২৪ পরগণার জেলাশাসককে আয়লায় ক্ষতিগ্রস্তদের সমস্ত দাবি মেটানোর জন্য ৩৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

গৃহ নির্মাণ বাবদ অনুদান : (১) দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির জেলাশাসকদের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহনির্মাণ বাবদ যথাক্রমে ২০ কোটি এবং ৫ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। (২) বর্ধমানের জেলাশাসককে কয়লাখনি অঞ্চলে ধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহনির্মাণ বাবদ ৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা এবং (৩) অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহনির্মাণ বাবদ দার্জিলিং, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, কোচবিহার, বর্ধমান, দক্ষিণ দিনাজপুর, নদিয়া এবং পুরুলিয়া — এই আটটি জেলার জেলাশাসকদের মোট ১ কোটি ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

এককালীন অনুদান ঃ

মানুষের অনবধানজনিত দুর্যোগ/ বিপর্যয়

● **আমরি ঃ** আমরি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৯১টি পরিবারকে ২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার আমরি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারপিছু একজন ইচ্ছুক সদস্যকে গ্রুপ সি অথবা গ্রুপ ডি পদে সরকারি চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্ধমান, হুগলির জেলাশাসক এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের অধিকর্তার সুপারিশসহ বেশ কিছু চাকরির প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এরূপ ৫৪টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া বৈধ আবেদনপত্রের মধ্যে থেকে ৩৪ জন আবেদনকারীকে ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে।

● **সাঁইথিয়া রেল দুর্ঘটনা ঃ** পূর্বতন সরকার ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছিল কিন্তু অর্থ মঞ্জুর করেনি। বর্তমান সরকার সাঁইথিয়া রেল দুর্ঘটনা ক্ষতিগ্রস্থ ৬২টি পরিবারের জন্য মোট ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে।

● **গঙ্গাসাগর মেলায় দুর্ঘটনা ঃ** ২০১১-১২ বর্ষে গঙ্গাসাগর মেলার তীর্থযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন তাঁদের ৩টি পরিবারকে ৬ লক্ষ টাকা এবং ২০১০-১১ বর্ষের একটি দুর্ঘটনার জন্য ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

● **বাংলাদেশি জলদস্যুদের হাতে ভারতীয় মৎস্যজীবীর মৃত্যু ঃ** বাংলাদেশি জলদস্যুদের হতে খুন হয়ে যাওয়া ৩ জন মৎস্যজীবীর পরিবারকে ৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

● **চোলাই মদ খেয়ে মৃতদের পরিবারকে সাহায্য ঃ** দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসককে চোলাই মদ খেয়ে মৃত সংগ্রামপুরের ১৭২টি পরিবারের জন্য ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

● **প্রাকৃতিক দুর্যোগ/দুর্ঘটনার জন্য এককালীন অনুদান ঃ** বাঁকুড়া, ভৈরব বাঁকী নদীতে বাস পড়ে যাওয়ার ঘটনায় মৃত ৮ জনের নিকটাত্মীয়দের ১৬ লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করা হয়। কোন্নগরে গঙ্গায় নৌকাডুবিতে মৃত ৬ জনের নিকটাত্মীদের ৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার নুলিয়াখালির দাঙ্গা দুর্গতদের পরিবার গুলিকে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সূর্য সেন মার্কেটের অগ্নিকাণ্ডে মৃত ২১ জনের নিকটাত্মীয়দের ৪২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। উলুবেড়িয়ার জাপানি ঘাটে নৌকাডুবিতে মৃত ৩ ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। দার্জিলিংয়ের চকবাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১২ জন ব্যক্তিকে ৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

২০১২-১৩ অর্থবর্ষে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত ২৪৫ জনের পরিবারকে এককালীন ৪ কোটি ৯২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা দেওয়া হয়, সাপের কামড়ে মৃত ২৯৬ জনের পরিবারকে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। বাঁকুড়া জেলার ভৈরবী নদীতে একটি বাস পড়ে যাওয়ার ঘটনায় মৃত ৮ ব্যক্তির পরিবারকে ১৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত ১৯৯ জনের পরিবারকে ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং ভূমিকম্প দুর্গত ১১টি পরিবারকে ২২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

বিধায়ক কোটার টাকার ত্রাণের পোশাক বিতরণ ঃ ঈদ এবং দুর্গোৎসবের আগে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় সদস্যদের বিতরণ করার জন্য ১,৭৫,২০০ টি ধুতি, ৮৭,৬০০ টি লুঙ্গি। ২,৬২,৮০০ টি শাড়ি, ৬৫,৭০০ সেট ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক, ৭৩,০০০ সেট সালোয়র ও কামিজ, ১,৭৫,২০০ টি চাদর, ৬৫,৭০০ সেট হাতকাটা, পাঞ্জাবি ও পায়জামা এবং ১,৪৭,৫০০ টি ত্রিপল জেলাশাসকদের হাতে দেওয়া হয়।

নতুন দরপত্র প্রক্রিয়া এবং তৃতীয় পক্ষকে দিয়ে ত্রাণ সামগ্রীর পরীক্ষা নিরীক্ষা ঃ বর্তমান সরকার বিশেষত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণের পোশাকর গুণমানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তদনুসারে, ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহের নতুন ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। গুণমান বজায় রেখে ত্রাণের পোশাক সংগ্রহের কাজকে সঠিকভাবে সম্পাদিত করার লক্ষ্যে ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। ত্রাণের পোশাক তৃতীয় পক্ষকে দিয়ে পরীক্ষা করানোর কাজটি ইন্ডিয়ান জুট ইন্ডাস্ট্রিজ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (আই জে আই আর এ)-এর মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে।

রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুরি ঃ রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে আপৎকালীন ভিত্তিকে রাস্তা সারানো, বাঁধ নির্মাণ, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করা, পানীয় জলের প্রকল্পের রূপায়ণ, ভর্তুকি প্রদান, শুকনো খাবারের সংস্থান, অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংক্রান্ত সরঞ্জাম ক্রয়, পূর্ত বিভাগের বিপর্যয় মোকাবিলা নেটওয়ার্ক পরিষেবার আধুনিকীকরণ প্রভৃতি কাজের জন্য বিভিন্ন দপ্তরকে অর্থ সাহায্যের লক্ষ্যে স্টেট এক্সিকিউটিভ কমিটির মাধ্যমে ১৫৯ কোটি ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ১১ কোটি ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এই তহবিলের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে।

বিপর্যয় মোকাবিলা ক্ষেত্র —

● **এস এম এসের মাধ্যমে অগ্রিম সতর্কবার্তার ব্যবস্থা ঃ** তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সাহায্য নিয়ে এস এম এস-নির্ভর অগ্রিম সতর্কবার্তা জারির ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আসন্ন সাইক্লোন, সুনামি, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে রাজ্যের সব জেলায় মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের পূর্বেই সতর্ক করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারীদলের ক্ষমতাবৃদ্ধি ঃ

(১) এস ডি আর এফ থেকে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার জন্য ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে কলকাতা পুলিশের নগরপালকে ৫০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলকে ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। (২) উত্তর ২৪ পরগণার জেলাশাসককে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্যের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার জন্য ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের অনুদান থেকে ২৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। (৩) কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা এবং নদিয়া জেলায় মোট ৬৫২ জন যুবককে জল বিপর্যয় মোকাবিলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের অনুদান থেকে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রীয় লাইফ সেভিং সোসাইটি। (৪) ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের অনুদান থেকে সব জেলাশাসকদের ২৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা দেওয়া হয় যাতে তাঁরা আগাম সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে মাইক্রোফোন সেট কিনতে পারেন।

সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্যোগ —

বহুমুখী সাইক্লোন আশ্রয় শিবির নির্মাণ ঃ

● প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল (পি এস এন আর এফ) ঃ প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিলের অর্থে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (১) ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং (২) হিন্দুস্থান স্টিল ওয়ার্কস কনট্রাকশন লিমিটেড নামের দুটি কেন্দ্রীয় সরকারি পি এস ইউকো নিয়োগ করেছেন। যাতে তার ৫০ টি বহুমুখী সাইক্লোন আশ্রয় শিবির নির্মাণ করতে পারে। এই আশ্রয় শিবিরগুলির ১৫টি হবে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সমুদ্রতীরবর্তী ব্লকগুলিতে এবং ২০টি হবে পূর্ব মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূলবর্তী ব্লকগুলিতে। তিনটি জেলায় ১৫টি ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের নির্মাণকাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এইসব সাইক্লোন শিবিরের জন্য অত্যাধুনিক উপকরণ সংগ্রহের কাজ চলছে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ৪৫টি সাইক্লোন শিবিরে নির্মাণকাজ এগিয়ে চলেছে। ২০১২-১৪ অর্থবর্ষের মধ্যেই এই কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। প্রকৌশলগত সমস্যার কারণে ৫টি শিবিরের কাজ বিলম্বিত হতে পারে।

● **জাতীয় সাইক্লোনের ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প (এন সি আর এম পি) ঃ** বিশ্বব্যাঙ্ক-এর সাহায্যপ্রাপ্ত 'এন সি আর এম পি' প্রকল্পের অধীনে সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ১৫০টি সাইক্লোন আশ্রয়শিবির নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই বিষয়ে তাদের অনুমোদনও দিয়ে দিয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ধার্য হয়েছে আনুমানিক ৫৫০ কোটি টাকা। মাটি পরীক্ষা এবং নকশা বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

● দপ্তরে অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর প্রস্তুতি হিসাবে ৫০ জন ব্লক বিপর্যয় মোকাবিলা অধিকারিকের জন্য ৫০টি কম্পিউটার কেনার লক্ষ্যে জেলাশাসকদের অর্থ দেওয়া হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা বিভাগ

*সরকার, নীতিগত বিষয়ে সাহসী পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়াও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ করছে যাতে পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতা ভারতের বৌদ্ধিক রাজধানী হওয়ার গৌরবদীপ্তি পুনরায় লাভ করতে পারে। রাজ্যের নব উদ্যোগের মূলমন্ত্র হলো **বিস্তার** (কলকাতার বাইরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে) **সাম্য** (সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে) ও **গুণমান** (উৎকর্ষের সংস্কৃতি অনুশীলন করে)।*

সাফল্যসমূহ

● ২০১৩ সালের মার্চে **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভরতি-তে সংরক্ষণ) বিল, ২০১৩'** পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হয়েছে। এই বিলের উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও সহায়তাপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাদপদ শ্রেণির কাছে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করতে তফসিলি জাতির ছাত্রদের জন্য (২২%) তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য (৬%) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ('ক' বর্গের ক্ষেত্রে ১০% ও 'খ' বর্গের ক্ষেত্রে ৭%) সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

● **কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়:** কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১২ বিধিবদ্ধ হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম শুরু করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। উপাচার্য ও অন্যান্য মুখ্য পদাধিকারীরা নিযুক্ত হয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ্যক্রম চালু করবে।

● **কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়:** 'কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১২' বিধিবদ্ধ হওয়ার পর আসানসোলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম শুরু করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। উপাচার্য ও অন্যান্য মুখ্য পদাধিকারীরা নিযুক্ত হয়েছেন এবং ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু করবে।

● **ডায়মন্ড হারবারে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়:** 'ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১২' পাশ হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম শুরু করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। প্রথম উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া এখন চলছে। আশা করা যায় ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে এখানে পঠনপাঠনের কাজ শুরু হবে। এটি হবে রাজ্য ও পূর্ব ভারতের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়।

● **পরিষেবাবিহীন ও অপ্রতুল পরিষেবাপ্রাপ্ত অঞ্চলে ৪২টি ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগ শুরু হয়েছে।**

এইগুলি হলো:—

ভাতার, গোতান (রায়না), বর্ধমানের মঙ্গলকোট ও কালনা-১, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর-২, কেশিয়ারী চন্দ্রকোনা-১, দাঁতন-২, খড়গপুর-২, মোহনপুর, বেলদা। পূর্ব মেদিনীপুরের শ্যামসুন্দরপুর (পাটনা) ও তমলুক; উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি, গোয়ালপোখর, ইটাহার, রায়গঞ্জ, চোপরা; দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি, কুমারগঞ্জ, কুশমন্ডি; পুরুলিয়ার মানবাজার, পারা ও পুরুলিয়া-১; বাঁকুড়ার রানিবাঁধ ও মেজিয়া; নদিয়ায় নাকাশিপাড়া, মুড়াগাছি, চাপরা, কালীগঞ্জ, তেহট্ট; জলপাইগুড়ির বানারহাট, ধুপগুড়ি ও ফালাকাটা; কোচবিহারের নিশিগঞ্জ ও খোকসাডাঙা; দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নামখানা, হুগলীর সিঙ্গুর; উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা ও রাজারহাট; দার্জিলিঙের পেডং এবং গরুবাথান; কলকাতার হেস্টিংস, আলিপুর।

● পুরুলিয়া ও কোচবিহার জেলায় নতুন **সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের জন্য প্রশাসনিক কাজকর্ম** শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে জমি পাওয়া গেছে এবং বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

● **জঙ্গলমহল অঞ্চলে** (পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়) লালগড়, শালবনি ও নয়াগ্রাম এলাকায় সরকারি কলেজ স্থাপনের জন্য ভবন নির্মাণের কাজ জুলাই, ২০১২-তে শুরু হয়েছে এবং আশা করা যায় ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ হবে। এখন পর্যন্ত ৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে পঠনপাঠনের কাজ শুরু হবে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে মহিলা বিভাগ খোলার জন্য নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে জুলাই ৭, ২০১২-তে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে পঠনপাঠনের কাজ শুরু হবে।

● শালবনি, লালগড়, নয়াগ্রামে এবং ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের মহিলা বিভাগের জন্য যে সরকারি কলেজগুলো গড়ে উঠতে চলেছে, সেখানে **৬৬টি নতুন শিক্ষক পদ ও অশিক্ষক কর্মচারিদের জন্য ৩৮টি পদ** সৃষ্টি করা হয়েছে।

● **পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত নীতি:** রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আগত ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট সুযোগসুবিধা দানের ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে সরকার এই মর্মে তার নীতিসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে একটি স্থিতিশীল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ব্যবস্থা রাখতে উচ্চশিক্ষায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া হবে, তবে অবশ্যই বিস্তার, অন্তর্ভুক্তি ও উৎকর্ষের মূল নীতিগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ বিষয়ে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে বেশকিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলি এখন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার অধীনে আছে।

● ২০১২ সালের অগস্ট মাসে রাজ্যের **প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়** 'টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপিত হয়েছে এবং ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে তার পঠনপাঠনের কাজ শুরু হবে।

● সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে সহ-অধ্যাপক এবং গ্রন্থাগারিকদের জন্য, **সরকার সংশোধিত নিয়োগবিধি প্রকাশ করেছে।** দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের পর সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে শিক্ষাকর্মী নিয়োগ আবার শুরু হয়েছে। ১,৪৩৫টি সহ-অধ্যাপকের শূন্যপদ, বি-এড কলেজগুলিতে ২০টি সহ-অধ্যাপকের শূন্যপদ এবং ৯১টি গ্রন্থাগারিকের শূন্যপদ পূরণের জন্য **পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন** নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

● **'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি (সংশোধন) আইন, ২০১১'** বলবৎ হয়েছে। এর ফলে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলির কাজকর্মে আরো গতি আসবে এবং এর মধ্যে একটি সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য মনোনয়নের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত।

● **'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি (সংশোধন) আইন, ২০১২'**-ও বলবৎ হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যাপারে আরো স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার বিধিব্যবস্থা এই আইনে রাখা হয়েছে। একটি কমিটির মাধ্যমে ডিন্ মনোনয়নের বিষয়টিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

● **প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ২০১৩:** বিশ্ববিদ্যালয়টিকে উৎকৃষ্ট শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০'-এর সংশোধন পাশ হয়েছে। এই আইনের বলে কর্তৃপক্ষকে আরো অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যাতে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়গুলি সুষ্ঠুভাবে চালনা করতে পারেন।

● স্বামীজির ১৫০তম জন্মজয়ন্তী পালন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারি 'মেধা-তথা-অবলম্বন বৃত্তি' পরিকল্পের নতুন নামকরণ হয়েছে 'স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিমবঙ্গ সরকারি মেধা-তথা-অবলম্বন বৃত্তি পরিকল্প'। ২০১২-১৩ সময়কালে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণির ৩৯,২৯৪ জন মেধাবি ছাত্রছাত্রীকে এই বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়েছে, অর্থমূল্যে যার পরিমাণ ২৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা।

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

রাজ্যের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা, গবেষণাগার ও লাইব্রেরির অনুদান দেওয়া, শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি (ICT) কর্মসূচির অধীনে কমপিউটার, প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ও তৎসহ প্রশিক্ষক দেওয়া, জঙ্গলমহল অঞ্চলে ৩৪টি ছাত্রী নিবাস নির্মাণের কাজ শেষ করা এবং ওই অঞ্চলের বসবাসকারী ছাত্রীদের জন্য সাইকেল বিতরণ। অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর ব্লকগুলিতে মডেল স্কুল নির্মাণ, ১০৫টি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হস্টেল, ২৩টি নূতন বিদ্যালয় ভবন তৎসহ জঙ্গলমহল অঞ্চলে ছাত্রাবাস, সুন্দরবনের নদীবহুল অঞ্চলে ৬টি নূতন বিদ্যালয় ভবন ও ছাত্রাবাস, ১১টি পি টি টি আই, ১১টি অনগ্রসর জেলায় BRGF তহবিলের অধীনে ১১টি নূতন বিদ্যালয় ভবন ও তৎসহ ছাত্রাবাস নির্মাণ শেষের মুখে।

- **বিদ্যালয়ের উন্নীতকরণ (উচ্চ থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে) :** ৯০৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে।
- **অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষের নির্মাণ (প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে) :** ৩৯,৬১৩ টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।
- **নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ (প্রাথমিক/ উচ্চ প্রাথমিক/এস এস কে/এস এস এ-র অধীনে এম এস কে) :** মোট ২,৮৩৬ টি নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে (প্রাথমিক-১৬৫, উচ্চ প্রাথমিক-১,০০৩, এস এস কে-১,৫৬৮, এম এস কে-১০০)।
- **শৌচাগার নির্মাণ :** ছাত্রদের জন্য ২,৫৭০টি এবং ছাত্রীদের জন্য ৬,৬৮৯টি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে।
- **পানীয় জল সরবরাহ :** ৮৭৩টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে।
- **প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ :** ২০১২-১৩ বর্ষে ৩,৯৪২ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। আরো ৩৪,৫৫৯ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।
- **মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ :** ২০১১-১২ বর্ষে ১০,৬৯৮ জন মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং ২০১২-১৩ বর্ষে ৪৫,৬১৮ জন মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।
- **পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ :** ২০১১-১২ বর্ষে ৭ কোটি ৩ লক্ষ এবং ২০১২-১৩ বর্ষে ৭ কোটি ৪৬ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামুল্যে বন্টন করা হয়েছে।
- **আই সি টি কর্মসূচির অধীনে মাধ্যমিক বিদ্যালয় :** ২,৬০০টি বিদ্যালয়কে আই সি টি কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে কম্পিউটার, প্রিন্টার, প্রোজেকটার, ব্রডব্যান্ড যোগাযোগ সহ প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- **প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা :** ৫০,৮৭৮টি প্রাথমিক ও ১০,৭১৭টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সরবরাহের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই বছর থেকেই যাতে মডেল বিদ্যালয়গুলি কার্যকর হতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে।
- **মডেল বিদ্যালয় নির্মাণ :** ১৮টি মডেল বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ চলছে। এর মধ্যে গোপীবল্লভপুর, ওন্দা, ছাতনা ও মেজিয়াতে ৪টি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- **অনগ্রসর এলাকার জন্য অনুদান তহবিলের অধীনে শিক্ষা-পরিকাঠামো :** এই প্রকল্পের অধীনে ১১টি অনগ্রসর জেলায় ১০৫টি ছাত্রী আবাস, বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত এলাকায় ২৩টি নতুন বিদ্যালয় ভবন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার নদী তীরবর্তী এলাকায় ৬টি নতুন বিদ্যালয় ভবন এবং ১১টি অনগ্রসর জেলায় ১১টি নতুন বিদ্যালয় ভবন ও ১১টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ

করা হয়েছে। ১৫৬টি প্রকল্পে [এর মধ্যে ৭২টি পি ডব্লু (সি বি) ও ৮৪টি এইচ আর বি সি এর দ্বারা নির্বাহ করা হবে]। নির্মাণকাজের জন্য পি ডব্লু (সি বি) ও এইচ আর বি সি কে ১৯৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

● **বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত ব্লকে ৩৪টি ছাত্রী আবাস নির্মাণ :** ৩টি বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত জেলায় (পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৭টি, বাঁকুড়ায় ৯টি, পুরুলিয়ায় ৮টি) ৩৪টি ছাত্রী আবাস নির্মাণের কাজ চলছে। ৫টি আবাস তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং ২০১৩ এর মধ্যেই বাকী কাজগুলিও সম্পন্ন হবে।

● **শিক্ষার অধিকার আইনের (RTE) রূপায়ণ :** 'শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯' বলবৎ করার উদ্দেশ্যে রাইট টু এডুকেশন প্রোটেকশন অথরিটি (REPA) এবং রাজ্য উপদেষ্টা সংসদ (SAC) গঠন করা হয়েছে। শিক্ষার অধিকার আইনের নিয়মাবলি প্রকাশ করা হয়েছে।

● **জঙ্গলমহল এলাকার ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ :** জঙ্গলমহল এলাকার নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে ৪১,১১১টি বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগকে প্রয়োজনীয় খাতে ১১ কোটি ৮২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

● **দরিদ্র ছাত্রীদের প্রোৎসাহন :** ২০১২-১৩ বর্ষে দরিদ্র ছাত্রীদের উৎসাহ ও সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে ৯ কোটি ১০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

● **অলচিকি-সাঁওতালি পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগ :** জঙ্গলমহল এলাকার বিদ্যালয়গুলি মসৃণভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এখনও পর্যন্ত ৮৮৪ জন পার্শ্বশিক্ষক (পশ্চিম মেদিনীপুরে ৩৩৫ জন, বাঁকুড়ায় ২৬৫ জন, পুরুলিয়ায় ২৮৪ জন) নিয়োগ করা হয়েছে।

● **মিড-ডে-মিল কর্মসূচি :** ২০১১-১২ বর্ষে ৭৭ লক্ষ ৮২ হাজার ১৩২ জন (৮৭.৩১%) প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীকে এবং ২০১২-১৩ বর্ষে ৭৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭৮১ জন (৯১%) প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। একই ভাবে ২০১১-১২ বর্ষে ৩৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৬০ জন (৮২%) উচ্চ প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীকে এবং ২০১২-১৩ বর্ষে ৪১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮২৭ (৮৭%) ছাত্রছাত্রীকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

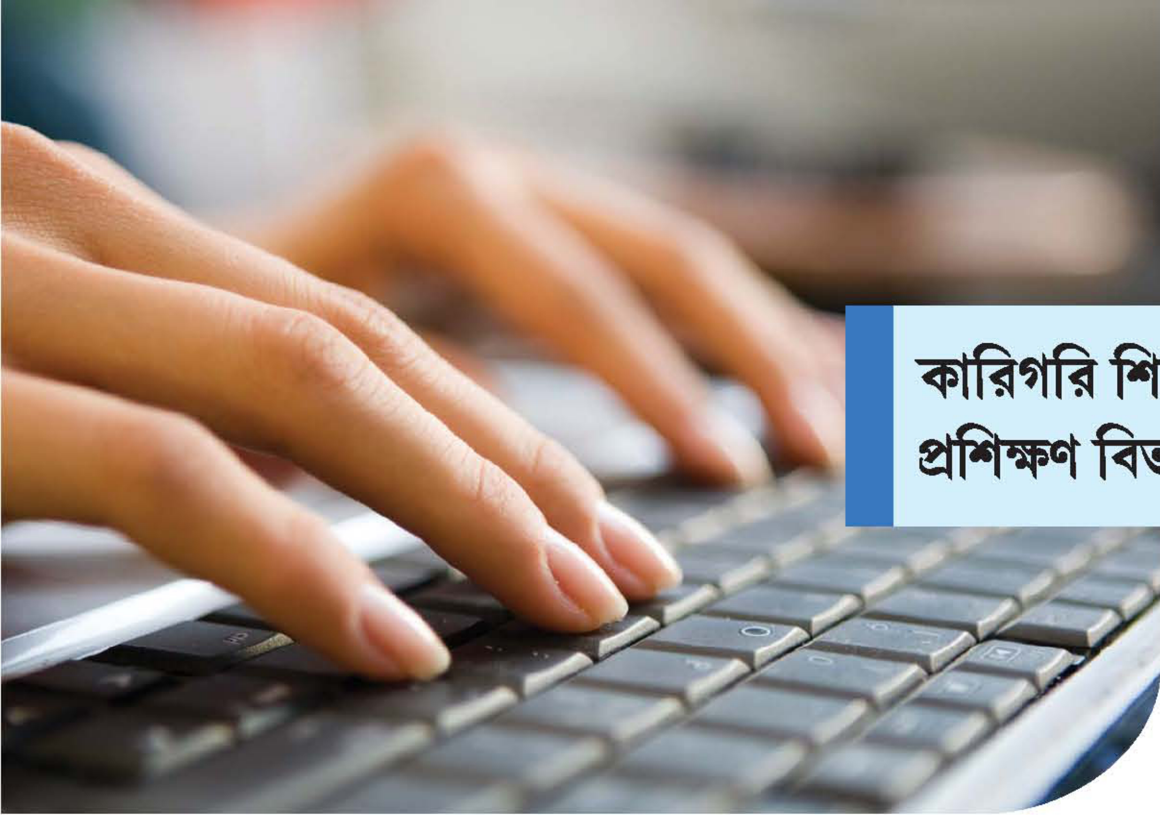

কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

১। **কারিগরি শিক্ষা বলতে বোঝায়**

ক) কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিকারের (ডি টি ই টি) অধীন পলিটেকনিকসমূহে ডিপ্লোমাস্তরের কারিগরি শিক্ষা, সংক্ষিপ্ত বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের (এস টি ভি টি) ব্যবস্থা করে ওই অধিকার পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বৃত্তিগত প্রশিক্ষণেরও দেখভাল করে। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরি শিক্ষা পর্ষদ (ডব্লিউ বি এস সি টি ই) তাদের সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

খ) শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (আই টি আই) ও শিল্প প্রশিক্ষণ অধিকারের (ডিআইটি) অধীন শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (আইটিসি) মাধ্যমে হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ পর্ষদ (ডব্লিউবিসিভিটি) এক্ষেত্রে তাদের সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

গ) বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (ভি টি সি) মাধ্যমে বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিকারের (ডি ভি ই টি) মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক বৃত্তিগত পাঠ্যক্রম। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বৃত্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ (ডব্লিউ বি এস সি ভি ই টি) তাদের সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেয়।

২। **বাহ্যিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সময়কালে শিক্ষার্থী গ্রহণের বিষয়টি নিম্নলিখিত সারণিতে প্রতিফলিত হল:**

ক্রমিক সংখ্যা	শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ধরন		২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১	পলিটেকনিকসমূহ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৬৫	৭০	৮০
		মোট শিক্ষার্থী	১৬৬৫৫	১৭১৮৫	২০৮১৫
২	শিল্প শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৮৩	৮৬	১১২
	(আই টি আই)	মোট শিক্ষার্থী	১৬৬২০	১৭৬৩৬	২০৭৩৬

৩। অন্যান্য **উল্লেখযোগ্য কাজগুলি** হল :

ক) "রাজ্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"— রাজারহাটের নিউটাউনে একটি নতুন কেন্দ্র (নির্মিত এলাকা ২ লক্ষ ৫০ হাজার ব.ফু.) প্রায় ব্যবহারের উপযোগী।

খ) বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে একযোগে এন ভি ই কিউ এফ নামে একটি পাইলট প্রকল্প রাজ্যের ৯৩টি বিদ্যালয়ে কার্যকর করা হচ্ছে।

গ) প্রাইভেট সিকিউরিটি ইন্ডাস্ট্রিজের কেন্দ্রীয় সংগঠনের সঙ্গে একযোগে পুরুলিয়ার ঝালদায় প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিসেস্-সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম শুরু করা হয়েছিল। এক মাস ব্যাপী এই আবাসিক প্রশিক্ষণটি নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সংস্থাগুলিতে একশো শতাংশ চাকরির প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন। ৫টি ব্যাচে ১৩৩৮ জন শিক্ষানবিশ সাফল্যের সঙ্গে 'নিরাপত্তা পরিষেবা'-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন।

ঘ) বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণ-হীন কারিগরি সহায়তার (এন এল টি এ- ২ লক্ষ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার) দ্বারা রাজ্যে কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঙ) ২০১২ সালের জুন মাসে এন এস ডি সি-ও কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় কে পি এম জি কর্তৃক জেলা-ভিত্তিক দক্ষতা-সংক্রান্ত ঘাটতির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া সমাপ্তির স্তরে রয়েছে।

৪। সংশ্লিষ্ট সময়কালে রূপায়নমুখী প্রকল্পগুলি হল:

ক) দক্ষতার মানোন্নয়ন পরিকল্পনা: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে পশ্চিমবঙ্গে দক্ষতার মানোন্নয়ন পরিকল্পনা (ডব্লিউ বি এস ডি এম) শুরু হয়েছে। ডব্লিউ বি এস ডিএম একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উদ্যোগ যার লক্ষ্য হল পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের চাকরি লাভের সুযোগ বাড়িয়ে তোলার জন্য বর্তমান দক্ষতার মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অদক্ষ যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হল ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে একটি দক্ষ ব্যক্তিবর্গের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা।

খ) পলিটেকনিকসমূহ: কারিগরি শিক্ষার চিহ্ন আরও বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি মহকুমায় একটি করে পলিটেকনিক স্থাপন করার কথা ঘোষণা করেছেন। যে সকল পলিটেকনিক সম্পর্কে কাজ বিভিন্ন স্তর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে সেগুলির সংখ্যা হল ৩৬। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি থেকে এগুলির জন্য অর্থের সংস্থান করা হচ্ছে—

i) **রাজ্য পরিকল্পনাধীন:** ২৪টি। জায়গাগুলি হল– রামগড় (জঙ্গলমহল), মাথাভাঙা, জঙ্গিপুর, মুরারই, বোলপুর, আরামবাগ, নাকাশিপাড়া, কল্যাণী, রানাঘাট, তেহট্ট, রঘুনাথপুর, রায়গঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, বালুরঘাট, খাতড়া, মেমারি, হাওড়া, মেদিনীপুর, ক্যানিং, বনগাঁ ও বিধাননগর।

ii) এম এইচ আর ডি: ৭টি। কালিগঞ্জ, নলহাটি, ময়নাগুড়ি, বাঘমুণ্ডি, ইসলামপুর, ব্যারাকপুর ও কাকদ্বীপে।

iii) এম এস ডি পি (সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ) ৫টি। রামপুরহাট, উলুবেড়িয়া, কালিয়াচক, বসিরহাট ও ইটাহারে।

গ) শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আই টি আই-সমূহ): মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কারিগরি শিক্ষাকে সুদূরপ্রসারী করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিটি ব্লকে একটি করে আই টি আই গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন। আই টি আই-সমূহ যেগুলির জন্য কাজ বিভিন্ন স্তর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে, সেগুলির সংখ্যা ৬৬। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি থেকে এই বাবদ অর্থের সংস্থান হচ্ছে:

i) **রাজ্যের পরিকল্পনাধীন:** ৩৯টি। পূর্ব মেদিনীপুরের দুরমুঠ; দক্ষিণ ২৪পরগনার বাসন্তি, পাথরপ্রতিমা ও সাগর; হাওড়ায় উলুবেড়িয়া-২ ও শ্যামপুর; উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার; দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর, হিলি ও তপন; বাঁকুড়ায় সোনামুখি, খাতড়া, ইন্দপুর ও রানিবাঁধ; উত্তর ২৪পরগনায় হালিশহর, বাগদা, মিনাখা, হিঙ্গলগঞ্জ ও গাইঘাটা; কোচবিহারে দিনহাটা ও মেখলিগঞ্জ, জলপাইগুড়ির মেটেলি ও ময়নাগুড়ি; নদিয়ার রানাঘাট-২, কৃষ্ণনগর-২, তেহট্ট-১, হরিণঘাটা ও নাকাশিপাড়া; দার্জিলিঙে গরুবাথান ও মঙপু; পুরুলিয়াতে হুরা ও মানবাজার; পশ্চিম মেদিনীপুরে পিংলা, কেশপুর, বিনপুর-২ ও নয়াগ্রাম; মালদার চাঁচল-২-এ; বর্ধমানের পূর্বস্থলি-১-এ ও হুগলির পুরশুড়া।

ii) **এম এস ডি পি:** ১৮টি। বীরভূমের ইলামবাজার ও নানুর; বর্ধমানের মঙ্গলকোট ও ভাতার; মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ-২ ও রানিনগর-১; নদিয়ার কালিগঞ্জ ও চাপরা; উত্তর ২৪পরগনার আমডাঙা ও বারাসত-১; দক্ষিণ ২৪পরগনার ফলতা, ক্যানিং-১, জয়নগর ও কুলপি; উত্তর দিনাজপুরের চোপরায় ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমান্ডি ও কুমারগঞ্জ।

iii) **ও টি এ সি এ:** ৫টি। জায়গাগুলি হল— পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি, ডেবরা ও গড়বেতা-১, পুরুলিয়ার বলরামপুর ও সাঁতুরি।

iv) **বি আর জি এফ:** ৩টি। জায়গাগুলি হল— পূর্ব মেদিনীপুরের দেশপ্রাণ, বীরভূমের খয়রাশোল ও জলপাইগুড়ির কুমারগ্রাম।

v) **বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত এলাকা:** ১টি। জায়গাটি হল--- পশ্চিম মেদিনীপুরের বিনপুর-১।

ঘ) দক্ষতা বৃদ্ধি কেন্দ্র: ১৫টি জায়গায় স্থাপন করা হচ্ছে। এই জায়গাগুলি হল— হলদিয়া, হবিবপুর, সিউড়ি, বহরমপুর, ছাতনা, আলিপুরদুয়ার, আমতলা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, মেদিনীপুর, পুরুলিয়ার আইটিআই-গুলিতে ও কোচবিহার, মগরাহাট-২, বিনপুর ১ ও ২।

ঙ) কমিউনিটি কলেজ: ১৩টি স্থাপন করা হচ্ছে ৭টি পলিটেকনিক ও ৬টি ডিগ্রি কলেজে।

পরিবেশ বিভাগ

পরিবেশ দপ্তর তার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান ও পর্ষদগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

● পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ রবীন্দ্র সরোবরের সৌন্দর্যায়ন সাধিত করেছে এবং সরোবরে একটি চমৎকার সঙ্গীতধ্বনিময় ঝরনা স্থাপন করেছে। বিভিন্ন পরিবেশ ভাবনার বিষয়ে লেসার রশ্মির মাধ্যমে প্রদর্শনী জনসাধারণের জন্য আয়োজন করেছে।

● পরিবেশ দপ্তর ও পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জলাশয়ের সুসংস্কারকল্পে সেগুলিকে আগ্রাসী বহিরাগত জলজ উপাদান থেকে মুক্ত করে, সেগুলির পাড় সংস্কার ক'রে বসার ব্যবস্থা, ভ্রমণপথ ইত্যাদি তৈরি করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। এখন পর্যন্ত এইরকম ১৬টি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে।

এইপ্রকল্পগুলি হলো :—

(১) উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত পৌরসভার ২৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত শেঠপুকুর পুষ্করিণীর সৌন্দর্যায়ন। (২) পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর ১ নং ব্লকের অন্তর্গত পালপাড়া বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ পুকুরটির উন্নতিবিধান (৩) উত্তর ২৪ পরগণার ব্যারাকপুরের অন্তর্গত নিরঞ্জন নগরের পূর্ব ধাউরপাড়া রোডে অবস্থিত পুকুরটির সংস্কার ও তৎসংলগ্ন ভূমিখণ্ডকে পার্কে পরিণত করা। (৪) উত্তর ২৪ পরগণার নলহাটি পৌরসভা অঞ্চলে অবস্থিত ২৬নং ওয়ার্ডের জলাশয়টিকে সুন্দর করা (৫) উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ড নং ৬-এর অংশে বিনিময় পাড়ায় ভারতের খাদ্য নিগম (FCI)-এ গুদামের সম্মুখস্থ দিঘিটির পাড় বরাবর সৌন্দর্যায়ন (৬) নদীয়ার কৃষ্ণনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে সাধনপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত ধুবুলিয়ায় একটি জলাশয়ের সৌন্দর্যায়ন (৭) উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগর -কল্যাণগড় পুরসভার কালীতলা অঞ্চলের নিকটে ৮ নং ওয়ার্ডে পুষ্করিণী আরক্ষা প্রকল্প (বাস্তবায়নের পথে) (৮) মধ্যমগ্রাম পুরসভার অধীনে চন্দনপুকুর অঞ্চলে জলাশয়ের পুনরুদ্ধার ও সৌন্দর্যায়ন (৯) কলকাতা পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডে জলাশয় পুনরুদ্ধার ও তার সৌন্দর্যায়ন (১০) বিদ্যাসাগর হাসপাতালের জলাশয়-পরিশোধন, পুনরুদ্ধার ও সৌন্দর্যায়ন (১১) পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে লক্ষা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সতীশচন্দ্র সামন্ত উদ্যান ও পরিবেশবান্ধব পার্ক গড়ে তোলা (১২) পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল ব্লকে লক্ষা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিবেকানন্দ শিশু উদ্যান ও পরিবেশ পার্ক গড়ে তোলা (১৩) কোচবিহার জেলার দিনহাটায় পাথরসন মৌজার অধীনে মাধাইখাল পুকুরটির উন্নতিসাধন ও সামাজিক বনসৃজন (১৪) হুগলি জেলার পূর্ব কালিকাপুর মৌজার অধীনে ধনেখালি গ্রামীণ হাসপাতালের অভ্যন্তরস্থ পুকুরটির সংস্কারসাধন (বাস্তবায়নের পথে) (১৫) কলকাতা পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের ১/১ দমদম রোড, কলকাতা-২-এর অন্তর্গত পুকুরটির পুনরুজ্জীবন ও সৌন্দর্যায়ন (বাস্তবায়নের পথে) (১৬) মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ২৪ নং ওয়ার্ডে HAU বীরেশ পল্লীতে পুষ্করিণী পুনরুদ্ধার ও সৌন্দর্যায়ন।

● পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় শিল্পদূষণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রকল্প রূপায়িত করছে। এই প্রকল্পের অধীনে ধাপা পৌর কঠিন বর্জ্য স্তূপীকরণ অঞ্চলের উন্নতিসাধনের কাজ শুরু হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে হুগলি জেলার ৭টি পরিত্যক্ত খালি এবং স্বাস্থ্যহানিকর অবস্থায় পড়ে রয়েছে এমন অঞ্চলে একই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। একবার দূষণমুক্ত ও সংস্কার করা হলে এই অঞ্চলগুলি নাগরিক সমাজের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে। উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সক্ষমতা গড়ে তোলার সহায়ক।

● বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ইনস্টিটিউট অব্ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট-এর উদ্যোগে যে সুসংহত উপকূলাঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে, তার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। এই বিশেষ প্রকল্পের অধীনে অর্জিত সাফল্যের বিশদ বিবরণ নিচে দেওয়া হলো—

➢ সাগরদ্বীপে সামগ্রিক বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই সমস্ত পঞ্চায়েত অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৬০০ পরিবারকে গ্রিড পাওয়ারের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

➢ দীঘায় নিকাশি ব্যবস্থা ও নিকাশি পরিশোধন ব্যবস্থাদি গঠনের কাজ চলছে।

➢ দীঘা শহরে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ চলছে; সব মিলিয়ে ১৭০০ মিটার দীর্ঘ প্রণালীপথ নির্মিত হয়েছে।

➢ নন্দীগ্রাম ও খেজুরি অঞ্চলে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে বনসৃজন। কার্যক্রমের ফলে ১২০০ পরিবার উপকৃত হয়েছে।

➢ সুন্দরবনের জীবাণুসমূহকে চিহ্নিত ও তালিকাভুক্ত করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সুগঠিত জীবাণুবিষয়ক গবেষণাগারের বিকাশসাধন হয়েছে।

➢ দীঘায় পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য সামুদ্রিক জলজীবাধার আরো আধুনিক করা হচ্ছে।

➢ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মান নির্ধারণ ও গণনাকার্য চালানোর উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা ও কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ চলছে।

➢ জীবিকা বিকাশ কার্যক্রমের মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণীর সহস্রাধিক পরিবার উপকৃত হয়েছে।

➢ জাতীয় নদী সংরক্ষণ অধিকারের অধীনে গঙ্গা ও তার উপনদীগুলিতে বর্জ্য ফেলে এমন ৩১টি শিল্পকে এ রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ চিহ্নিত করেছে। দূষণের মাত্রাকে গ্রাহ্য সীমার মধ্যে রাখার জন্য এইসব বর্জ্যের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উপর নিয়মিত সমীক্ষা চালানো হয়।

● 'ইনস্টিটিউট অব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যাণ্ড ওয়েটল্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট' কর্তৃক একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। এই সমীক্ষার বিষয় হল মাছের পুকুর ও নালাগুলির বিভিন্ন স্থানে দূষিত জলের গুণমানের উপর লক্ষ্য রাখা। এই প্রকল্পটি প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এইসব পুকুর ও খালে যে সমস্ত মাছ ও খাদ্য উপাদান জন্ম নেয় ও বেড়ে ওঠে তা কলকাতার মানুষের পুষ্টিগত চাহিদা পূরণ করে।

● পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চলের আক্রমনোপোযোগী সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে পরিবেশ দপ্তর 'দ্য এনার্জি অ্যাণ্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট'-এর মাধ্যমে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে। এই সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে এবং তা এখন বিচারবিশ্লেষণের পর্যায়ে আছে। 'পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে কলকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চলে দ্রুত ঘনিয়ে আসা বিপদাশংকা'—এই শিরোনামে একটি সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। ভারতের যে কোনো শহরে এটাই প্রথম পরিবর্তনশীল জলবায়ুতে বিপদাশংকার পর্যালোচনা, যা এশিয়াতে চতুর্থ।

আবগারি বিভাগ

বিগত দু'বছর যাবৎ আবগারি ক্ষেত্রে বহু প্রতীক্ষিত সংস্কারের সঙ্গে বিবর্তনমূলক কার্যকলাপের উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে ইতিবাচক ফল পাওয়া গিয়েছে। স্বচ্ছতা ও ই-গভর্ন্যান্স গুরুত্ব দেওয়ায় তা সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রশংসা পেয়েছে। শক্তিশালী প্রশাসনিক নেতৃত্ব আবগারি সংস্থার কাজ কাঙ্খিত স্তরে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে আবগারি বিভাগের কাজকর্ম তুলে ধরা হল।

- **রাজস্ব আদায়ে সাফল্য :**

২০১১-১২ অর্থবর্ষে ২,১০১ কোটি টাকা আবগারি রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হয়েছিল, যা ছিল আগের বছরের আদায়কৃত পরিমাণের চেয়ে ১৮.১% বেশি। ২০১২-১৩ বর্ষে আবগারি রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৬০৯ কোটি টাকায় এবং তা আগের বছরের তুলনায় ২৪.৪% বেশি। আগের বছরে একই সময়কালে আদায় করা রাজস্বের তুলনায় মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত আদায় করা রাজস্ব ৫৩.৬% বেশি।

- **নিবারণমূলক কাজকর্মে সাফল্য :**

নিবারণমূলক কাজকর্ম এবং সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযানে বিশেষ জোর দেওয়ার ফলে আবগারি সংক্রান্ত অপরাধের জন্য গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৮,৫৪০ থেকে ৯,৭৬৮ হয়েছে, বাজেয়াপ্ত বেআইনী মদের পরিমাণ ১৮,৪২,৫৬০ লিটার থেকে ২১,০৭,৬৮৮ লিটার, বাজেয়াপ্ত বিদেশী মদের পরিমাণ ৫১,৯১০ লিটার থেকে বেড়ে ৮১,৮৭৩ লিটার এবং বাজেয়াপ্ত ফার্মেন্টেড স্পিরিট - এর পরিমাণ ১,০৬,৭৫,৮৬৬ লিটার থেকে বেড়ে দাড়িয়েছে ১,৫৯,৮৩,০৯২ লিটারে।

- **ই-গভর্ন্যান্স :**

১) আবগারি বিভাগের একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।

২) আবগারি অধিকার এন আই সি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

৩) বাল্ক স্পিরিট-এর জন্য আমদানি ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াকে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

বিভাগীয় ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিবারণমূলক কাজকর্মের দৈনিক প্রতিবেদন পেশ, মাসিক ভিত্তিতে রাজস্ব প্রতিবেদন মডিউলও চালু করা হয়েছে।

৪) পশ্চিমবঙ্গে আবগারি লাইসেন্স-সংক্রান্ত ব্যাপারে তথ্যসমূহের ডিজিটাইজেশন করা হচ্ছে।

● **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কঠোরতর হয়েছে :**

শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংস্থান কঠোরতর করার লক্ষ্যে 'বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট, ১৯০৯' সংশোধন করা হয়েছে (গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন নং ১১৩৭-এল, তাং- ২ আগস্ট, ২০১২)। ঐ আইনে একটি নতুন ধারা (সেকশন ৪৬ এ এ) সংযোজিত হয়েছে, যার দ্বারা মদ বা মাদক দ্রব্যে ভেজাল মেশানোর জন্য অপরাধীদের সাজা কঠোরতর করা যায়। ঐ ধরনের ভেজাল মিশ্রণ মানুষের পঙ্গুত্ব এবং মৃত্যুর কারণও হতে পারে। উক্ত কারণে অপরাধীদের সাজা বাড়িয়ে আজীবন কারাবাস বা দশ বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং জরিমানা অথবা উভয়ই করা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্র বাদ দিয়ে, বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্টে অধিকাংশ অপরাধই জামিন-অযোগ্য করা হয়েছে। এছাড়া, এই আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের শাস্তি হিসাবে জরিমানা ও কারাবাস বর্ধিত করা হয়েছে।

● **দেশি মদ (Country Spirit)-এর নতুন বট্‌লিং প্ল্যান্ট-এর জন্য লাইসেন্স :**

আলোচ্য সময়ের মধ্যে দেশি মদের ৫টি নতুন বট্‌লিং প্ল্যান্টের জন্য এই বিভাগ লাইসেন্স প্রদান করেছে। এর ফলে দেশি মদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সামাল দেওয়া যেতে পারে।

● **আবগারি প্রশাসন পুনর্গঠন :**

কার্যকরীভাবে আবগারি ঘটিত অপরাধ দমনে ও রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা যথাসম্ভব বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবগারি প্রশাসনের পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত ১ নভেম্বর, ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এর আগে ১৯৬৬-তে এই বিভাগের পুনর্বিন্যাস হয়েছিল। এই পুনর্বিন্যাসের ফলে :

● আবগারি জেলার সংখ্যা ২১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ হয়েছে (এর মধ্যে আবগারি জেলা সৃষ্টির বিষয়টিও আছে, - ১টি কলকাতায়, ১টি আলিপুরদুয়ারে, ১টি ঝাড়গ্রামে ও উত্তর ২৪ পরগণার ২ অঞ্চলে প্রতিটি এলাকা সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনারেটের অধিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

● রেঞ্জের সংখ্যা ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৮৭ করা হয়েছে (দুই বা তার বেশি সার্কেল নিয়ে গঠিত এক একটি রেঞ্জের কাজ হ'ল অধীন সার্কেলগুলির কাজকর্ম দেখাশোনা, আবগারি সংক্রান্ত অপরাধ দমন এবং এক্তিয়ারভুক্ত আবগারি সংস্থাগুলি পরিদর্শন করা। নিবারণমূলক কার্যধারা জোরদার করতে গড়ে ২-৪টি সার্কেলের দায়িত্বে থাকা প্রতিটি রেঞ্জের অধিক্ষেত্র কম করা হয়েছে)।

● সার্কেলের সংখ্যা ১৫৯টি থেকে বাড়িয়ে ২১৫টি করা হয়েছে। (৩-৪টি থানার এলাকা নিয়ে কর্তব্যরত সার্কেল হ'ল আবগারি প্রশাসনের নিম্নতম প্রশাসনিক ইউনিট। প্রতিটি সার্কেলের দায়িত্ব হল আবগারি সংক্রান্ত অপরাধ দমন ও রাজস্ব সংগ্রহ। গড়ে সাধারণত ৩-৪টি থানার অধিক্ষেত্রব্যাপী কর্মরত প্রতি সার্কেলের দায়িত্ব কিছুটা কমিয়ে আনা হয়েছে-এর উদ্দেশ্য এদের নিবারণমূলক কার্যকলাপ জোরগার করা)।

● এছাড়াও নিবারণমূলক বিভাগ (Division)-এর সংখ্যা ৩ থেকে বাড়িয়ে ৮ করা হয়েছে (প্রতিটি বিভাগের এক্তিয়ারে গড়ে তিনটি জেলা রয়েছে)।

● পুনর্গঠনকে কার্যকর করতে ৪৬২টি আবগারি কনস্টেবল, ১৩৭টি আবগারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর, ৮৮টি সাব ইনস্পেক্টর, ৩টি অপর আবগারি কমিশনারের পদ সহ পশ্চিমবঙ্গ আবগারি কৃত্যকের অধীন ৩৩টি পদ, কম্পিউটার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি সহ সিস্টেম অ্যানালিস্টের ২টি পদ নতুনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও প্রস্তাবিত নতুন দপ্তরগুলিতে নিয়োগের জন্য ১১২টি ঝাড়ুদার ও জলবাহকের নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপ্রকল্প

● **আবগারি কনস্টেবল পদে নিযুক্তি :**

নিবারণমূলক কাজকর্ম আরও তীব্রতর এবং পুনর্গঠন কার্যকরী করার জন্য ১,২৬৭টি আবগারি কনস্টেবলের পদে নিযুক্তির প্রক্রিয়া চালু করতে পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছে, যেন অগস্ট, ২০১৩-র মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

● **আবগারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ :**

২৪৬টি আবগারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়েগা প্রক্রিয়া চালু করতে ইতিমধ্যেই স্টাফ সিলেকশন কমিশনকে অনুরোধ করা হয়েছে।

● **হলোগ্রাম ও বার কোডভিত্তিক মদের তালিকা রাখার ব্যবস্থা :**

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হ'ল পশ্চিমবঙ্গে মদের উৎপাদন, বণ্টন ও বিক্রয়ের উপর নজর রাখা এবং রাজ্যব্যাপী যত ডিস্‌টিল্যারি, বিদেশি মদ ও কান্ট্রি স্পিরিট প্রস্তুতকারী সংস্থা, মদের গুদাম, মদের খুচরো বিক্রয় কেন্দ্রগুলি আছে, তাদের মাল-সংক্রান্ত তালিকার উপর নজরদারি করা। এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে যদি মদের বোতলের উপর বার কোড যুক্ত হলোগ্রাম বসানো থাকে এবং মদের বোতলের কার্টন, আবগারি অনুমতি পত্র বা ছাড়পত্রের উপর আই ডি লিনিয়ার বারকোর্ড লাগানো থাকে। রাজ্যে মদ-সরবরাহ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্থানে বারকোডগুলিকে তথ্য-অবগতির জন্য স্ক্যান করা যাবে এবং স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, ওয়েবভিত্তিক পরিষেবার দ্বারা আবগারি কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে যাবে।

● **আবগারি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যের ডিজিটাইজেশন-প্রকল্প :**

কার্যকরী নীতি প্রণয়ন ও রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সার্কেল স্তর পর্যন্ত আবগারি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যের ডিজিটাইজেশন প্রকল্প রূপায়ণের কথা ভাবা হচ্ছে।

অর্থ বিভাগ

নতুন সরকার কর-প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সহজ, সংবেদনশীল, স্বচ্ছ ও নাগরিক-কেন্দ্রিক করে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এর লক্ষ্য হল স্বেচ্ছায় কর-প্রদানে উৎসাহ দান করা ও ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে কর-প্রশাসনিক ব্যবস্থার সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। কর-প্রশাসনিক ব্যবস্থার সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। কর-প্রশাসনিক অধিকারের আওতায় বিভিন্ন পরিষেবাকে দিবারাত্র প্রদান করা হচ্ছে ও দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন মধ্যবর্তী স্তরগুলিকে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় ঢেলে সাজানো হয়েছে।

এই উদ্যোগগুলি করদাতাদের দ্বারা বিপুলভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং তার ফলাফল বর্ধিত কর-রাজস্ব পরিমাণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে।

গৃহীত মুখ্য সিদ্ধান্তসমূহ

(ক) অর্থ বিভাগ

- রাজ্যের কর ও করজাত নয় এমন রাজস্ব ও অন্যান্য আয় অন-লাইন ও অফ-লাইনে গ্রহণের জন্য গভর্নমেন্ট রিসিট পোর্টাল সিস্টেম (জি আর আই পি এস)-এর সূচনা। সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গ হল দ্বিতীয় রাজ্য, যারা এরূপ কেন্দ্রীয় পোর্টাল চালু করল।
- কর্ম সম্পাদন ও তদারকির কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য বিভাগে একটি কেন্দ্রীয় সার্ভার বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই সার্ভারটি বিভিন্ন অধিকারের আওতায় থাকা অফিসগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এম পি এল এস ব্যবস্থার আওতায় এই কাজের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে।
- 'কোসা' সফ্‌ট্‌ওয়্যারের সাহায্যে ই সি এস-এর মাধ্যমে রাজ্য সরকারি ও স্বশাসিত সংস্থার কর্মচারিদের বেতন প্রদান করা হচ্ছে।
- বিলম্ব পরিহার ও কাজে গতি আনার জন্য ভিডিও-র ভূমিকা অর্থ-বিভাগ থেকে অন্য সকল প্রশাসনিক বিভাগগুলিতে বিকেন্দ্রীকরণ।
- যাতে কর্মীরা ফাইলের হাল ও গতিবিধি জানতে সক্ষম হন, সেজন্য অর্থবিভাগে ফাইলের গতিবিধির অনুসন্ধান ও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার প্রবর্তন। ২ নভেম্বর ২০১২ থেকে সুবিধাটি চালু হয়েছে।
- প্রশাসনিক দপ্তরগুলির জন্য অর্থ উপদেষ্টার পদ সৃষ্টি করা এবং ওই দপ্তরগুলির আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- সরকারি তহবিলের কার্যকরী পরিচালনা ও সরকারি হিসাবপত্রের সুষ্ঠু তদারকির লক্ষ্যে সুসংহত আর্থিক পরিচালন ব্যবস্থা (আই এফ এম এস)-এর প্রবর্তন।
- গতি ও দক্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নতুন বিকেন্দ্রীকৃত ফাইল-পত্রাদি প্রেরণ ব্যবস্থার প্রণয়ন।
- রাজ্য-কর আদায়ের জন্য সকল সরকারি ব্যাঙ্ক ও কিছু বেসরকারি ব্যাঙ্ককে অধিকার প্রদান।
- ১০টি প্রধান রেজিস্ট্রেশন অফিসে প্রারম্ভিকভাবে ই-স্ট্যাম্পিং-এর সুযোগ চালু করা হয়েছে। ধাপে-ধাপে বাকি অফিসগুলিতেও চালু হবে।
- পরিষেবা প্রদানের জন্য মুখ্য রেজিস্ট্রেশন অফিস/বিভাগগুলিকে উন্নততর পরিষেবা প্রদানের জন্য ১৫টি ভাগে বিভক্ত করা।

(খ) বাণিজ্য কর

- তিনটি বিক্রয়কর ও ভ্যাট আইনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা রিটার্ন দাখিলের বদলে বিক্রেতারা যাতে একটিমাত্র সরলীকৃত 'ই-রিটার্ন' ফাইল করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে 'সিঙ্গল ট্যাক্স রিটার্ন' ই-সহজের প্রবর্তন।
- ই-রিটার্ন দাখিল করা সত্ত্বেও 'হার্ডকপি' জমা দেওয়ার ঝামেলা লাঘব করার জন্য 'ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র' (ডি এস সি)-এর প্রবর্তন।
- অনিবন্ধিত বিক্রেতাদের জন্য সরল এক পাতার 'ওয়েবিল'-এর সঙ্গে 'ই-ওয়েবিল'-এর প্রবর্তন।
- অনিবন্ধিত বিক্রেতারা যাতে তাঁদের ঘোষিত ক্রয়-বিক্রয়ের নামমাত্র শতাংশ হারে কর দিতে নিবন্ধিত হতে আগ্রহী হন, সেই উদ্দেশ্যে সর্বক্ষমা পরিকল্পের (Amnesty Scheme) প্রবর্তন।
- 'অডিটে' উঠে আসা বিষয়গুলি মেনে নিতে অক্ষম বিক্রেতাদের জন্য সরলীকৃত 'অডিট' পদ্ধতির প্রবর্তন। এই উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে 'অডিট রিপোর্ট' নির্দিষ্ট সময়সূচির পর আপনা থেকে 'নোটিশ অব ডিম্যাণ্ড'-এ পরিণত হবে। এই নতুন ব্যবস্থার লক্ষ্য রাজস্ব সংখ্যায়নের প্রক্রিয়াগুলির বিভিন্ন জটিল ধাপের সংখ্যা হ্রাস করা।
- অধিকাংশ করদাতাদের স্বস্তি দেওয়ার জন্য সরলীকৃত 'সেল্ফ-অডিট' পদ্ধতির প্রচলন।
- ই-পেমেন্টের মাধ্যমে বাণিজ্যকর আদায়ের জন্য গ্রাহক ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত।
- স্থানীয় করদাতাদের সুবিধার জন্য শিলিগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গ অ্যাপিলেট রিভিশনাল বোর্ডের ক্যাম্প পরিচালনা।
- করদাতাদের সহায়তা দেওয়ার জন্য ও

রাজ্যের বেকার স্নাতকদের স্ব-নিযুক্তিতে সাহায্য করার জন্য ভ্যাট রিটার্ন প্রস্তুতকারক নিয়োগের পরিকল্প চালু করা।

- যথোপযুক্ত আইনি সংশোধনদের দ্বারা কর ব্যবস্থায় সঙ্গতি সাধন।
- ভ্যাট এবং সি এস টি আইনের অধীনে ডি-মেটেরিয়ালাইড্ নিবন্ধীকরণ চালু করা।
- কম্পোজিশন স্কিমের জন্য অপশন দেওয়ার ক্ষেত্রে ১৬নং ফর্মের ই-সাবমিশন ব্যবস্থার প্রচলন।
- উৎস থেকে ভ্যাট/বিক্রয়কর কেটে নেওয়ার অন-লাইন পদ্ধতির প্রবর্তন।
- পশ্চিমবঙ্গ বিক্রকর আইন, ১৯৯৪-র অধীনে ই-রিটার্ন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(গ) নিবন্ধীকরণ ও স্ট্যাম্প ডিউটি

অধিকারগুলির পুনর্গঠন ১৫টি নিবন্ধীকরণ অফিসের বিভাজন করা হচ্ছে এবং উত্তর ২৪পরগণা জেলায় রাজারহাটে অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার-এর অফিস ২২নভেম্বর ২০১২-তে খোলা হয়েছে।

- রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলিতে জাল নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার ব্যবহার ব্যবহার করে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা রুখতে সম্পত্তি নিবন্ধীকরণের জন্য ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থার সূত্রপাত করা হয়েছে। ১০টি অফিসে নভেম্বর ১১, ২০১২ থেকে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। অনলাইন, জি আর আই পি এস ও ব্যাঙ্কের কাউন্টারের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা কাজ করছে।
- ই-সার্ভিস ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞদের ৫'টি নতুন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে ই-রিসার্চ ও বিশ্লেষণ কেন্দ্রের উন্নীতকরণ ঘটানো হয়েছে।
- কোম্পানির সংযুক্তি ও অন্তর্ভুক্তির সময় কোম্পানিগুলির দলিলের নিবন্ধীকরণের ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি ০১ ২০১২ থেকে স্ট্যাম্প আইনে সংশোধন আনা হয়েছে।
- ৩০ বছরের উর্দ্ধে লিজ-দলিলের জন্য বাজার মূল্যের ভিত্তিতে স্ট্যাম্প-ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি-র সংশোধন করা হয়েছে।
- স্ট্যাম্প-অ্যাক্ট -এ তফসিল-(IA)তে একটি নতুন ধারা যোগ করে 'উন্নয়ন চুক্তি'-র নিবন্ধীকরণের সময় নাগরিকদের থেকে সামান্য হারে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে নিবন্ধীকরণের সংখ্যা ও মিউটেশনের সংখ্যার মধ্যে ফারাক কমিয়ে আনার জন্য ভূমি নিবন্ধন আধুনিকীকরণ কর্মসূচির (NLRMP) অধীনে একটি প্রকল্পের প্রবর্তন করা হয়েছে; এর উদ্দেশ্য হল একইসাথে নিবন্ধীকরণ ও মিউটেশনের কাজ সম্পন্ন করা।
- দক্ষিণ ২৪পরগণার আলিপুরে রেজিস্ট্রি অফিসগুলিতে আগাম ক্রম পরিচালনা ব্যবস্থা (AQMS) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- অধিকারের ওয়েব-সাইট (www.wbregistration.gov.in) এর ২ নভেম্বর, ২০১২-তে শুভারম্ভ হয়েছে।
- রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলিতে পুরনো নথিপত্রের 'ডিজিটাইজেশন' করা হয়েছে।

(ঘ) বৃত্তিকর

- ***বেতনভোগীদের জন্য বৃত্তি করে ছাড়ের ব্যবস্থা***

নিম্ন আয়ভুক্ত বেতনভোগীদের বৃত্তিকরের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার জন্য, বৃত্তিকর প্রদানের মাপকাঠি মাসিক আয় ৩০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করা দেওয়া হয়েছে।

- ***বৃত্তিকরের ক্ষেত্রে বিবেচিত কর মূল্যায়নের সংস্থান***

৩১/০৩/২০১১ পর্যন্ত সময়কালে কর-রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর মূল্যায়নের সংস্থান রাখা হয়েছে।

সাফল্য

অর্থ বিভাগ

- অর্থবিভাগের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.wbfin.nic.in-এর মাধ্যম গভর্নমেন্ট রিসিট পোর্টাল সিস্টেমের সূচনা করা হয়েছে।
- এম পি এল এস ব্যবস্থার অধীনে অধিকারগুলির আওতাধীন বিভিন্ন অফিসগুলিতে সংযোগ চালু করতে ওয়ার্ক-অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে।
- অর্থদপ্তরে কার্যপ্রবাহ সম্পর্কিত ফাইল তল্লাশি ব্যবস্থা (WFTS) চালু হয়েছে। এরূপ ওয়েব-নির্ভর কেন্দ্রীভূত ফাইল তল্লাশি ব্যবস্থার ব্যাপারে পশ্চিমঙ্গ সারা দেশের মধ্যে অগ্রগামী বলে বিবেচিত হচ্ছে।
- ৪৩'টি বিভাগে ডিডিও-র কাজ বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।
- প্রথম পর্যায়ে ৬টি বিভাগে 'অর্থ-উপদেষ্টা' নিয়োগ করা হয়েছে।
- 'কোসা' ব্যবস্থা বাস্তবায়নে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে।
- বিকেন্দ্রীকৃত ফাইল-পত্রাদি প্রেরণ ব্যবস্থার প্রণয়ন।

বাণিজ্য কর ঃ

- বিক্রেতারা ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্রের জন্য অনলাইনে আবেদন করছেন।
- ভ্যাট রিটার্ন প্রস্তুত করার জন্য বাছাইকৃত এজেন্সিগুলি কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১,০০০ বেকার স্নাতককে বাছাই করা হয়েছে। ভ্যাট রিটার্ন প্রস্তুতকারকদের এবং 'মাস্টার' প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ডিসেম্বর ২০১২ থেকে শুরু হবে।
- পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইন ১৯৯৫ এর অধীনে ই-রিটার্ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা ২০ জুলাই ২০১১ থেকে চালু হয়ে গেছে।
- ই-সহজ, ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র ও সর্বক্ষমা (Amenesty) ব্যবস্থা সম্পর্কিত আইনের পরিবর্তন।
- জুলাই ৮, ২০১১ থেকে ই সি এস-এর মাধ্যমে ও অনলাইনে ভ্যাট প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা।
- জুলাই ৮, ২০১১ থেকে ই সি এস-এর মাধ্যমে শিল্প উন্নতিতে সহায়তা প্রদান।
- জানুয়ারি ২৪, ২০১২ থেকে শিক্ষা প্রসার সহায়তা পরিকল্পে অন-লাইন আবেদন গ্রহণ।
- সেপ্টেম্বর ১,২০১১ থেকে কম্পোজিশন স্কিমে ১৬নং ফর্মে অনলাইনে অপশন দেওয়ার ব্যবস্থা।
- সরলীকৃত অডিট ব্যবস্থার পরিবর্তন।
- ভ্যাট-আইন ও প্রক্রিয়ায় সেল্ফঅডিট ব্যবহার প্রবর্তন।
- বিবেচিত কর নিরুপণ ব্যবস্থার সুযোগের প্রসারণ।
- আপিল কেসগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি।
- আরও বেশি সংখ্যায় অনুমোদিত ব্যাঙ্ক মারফত ভ্যাট ও বিক্রয়করের ৭৫ শতাংশের বেশি '১১-'১২ বছরে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার মাধ্যমে জমা দেওয়া হয়েছে।
- কর আইনে সঙ্গতি আনার জন্য ওই আইনে সংশোধন।

নিবন্ধীকরণ ও স্ট্যাম্প ডিউটি

- রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলিতে ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থার সূত্রপাত করা হয়েছে। ১০টি অফিসে নভেম্বর ১১, ২০১২ থেকে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। অনলাইন, জি আর আই পি এস ও ব্যাঙ্কের কাউন্টারের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা কাজ করছে।
- হাওড়া রানীহাটিতে অতিরিক্ত সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে এন এল আর এম পি-এর অধীনে পাইলট স্কিম সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে সমাপ্ত হয়েছে।
- অধিকারের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.wbregistration.gov.in নভেম্বর ২, ২০১২-তে সাফল্যের সঙ্গে উদ্বোধন করা হয়েছে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগণার আলিপুরের শীতাতপ ব্যবস্থাযুক্ত জেলা রেজিস্ট্রি অফিসে আগাম ক্রম পরিচালনা ব্যবস্থা পাইলট প্রকল্প হিসাব চালু হয়েছে।
- নভেম্বর ২২, ২০১২-তে উত্তর ২৪ পরগণার রাজারহাটে একটি নতুন মডেল রেজিস্ট্রেশন অফিসের দ্বারোদঘাটন হয়েছে।
- স্ট্যাম্প-অ্যাক্ট এ তফসিল-IA-তে সংশোধন করে কোম্পানির সংযুক্তি ও অন্তর্ভুক্তির সময় স্ট্যাম্প-ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন-ফি-র ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ৩০ বছরের উর্দ্ধে লিজ-দলিলের জন্য সম্পত্তির বাজার মূল্যের ভিত্তিতে স্ট্যাম্প-ডিউটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতের অন্যান্য মুখ্য রাজ্যগুলির আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে।
- নতুন ধারা যোগ করে 'উন্নয়ন চুক্তি'-র নিবন্ধীকরণের সময় নাগরিকদের জন্য ন্যূনতম ব্যয়ে এরূপ চুক্তিতে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া গেছে।

অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ

(১) উপকরণ সংগ্রহ

২০১২-২০১৩ অর্থ বর্ষে ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের অনুদানের ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন অগ্নি নির্বাপক উপকরণ ক্রয়ের জন্য ১৮ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই প্রদান করা হয়েছে, যথা—

মোটর সাইকেল

মাহিন্দ্রা বোলেরো ক্যাম্পার গাড়ি

মাহিন্দ্রা বোলেরো গাড়ি

মাহিন্দ্রা স্করপিও গাড়ি

টাটা SFC 407/31 BS III চেসিস

ওয়ারলেস সেট (ওয়াকিটকি)

চেইন স (সরল করাত) ও সার্কুলার স (চক্রাকার করাত)

টাটা চেসিস

হাইড্রোলিক রেসকিউ টুল

বহনযোগ্য সার্চ লাইট

টাওয়িং ভেহিকল্‌স (বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়ার গাড়ি)

ব্রিদিং অ্যাপারেটাস (শ্বাস নেওয়ার যন্ত্র)

বহনযোগ্য পাম্প

এগুলি ছাড়াও, এই দপ্তর আনুমানিক ১২ কোটি টাকা মূল্যে **৫৪ মিটার** এবং **৪২ মিটার** উচ্চতা বিশিষ্ট **২টি এরিয়াল ল্যাডার** সহ **"হাইড্রলিক রেসকিউ প্ল্যাটফর্ম"** সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যে এগুলি সংগ্রহ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই দপ্তর, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বর্ষের ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন অনুদান থেকে নিম্নলিখিত উপকরণগুলি সংগ্রহ করার প্রস্তাব চূড়ান্ত করেছে-এর মূল্য নির্দ্ধারিত হয়েছে ৬৮ কোটি টাকা। উপকরণগুলি হল :—

ক্রম সংখ্যা	উপকরণ	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য (কোটিতে)
১.	বহনযোগ্য পাম্প	৭০	৩
২.	মাঝারি মাপের ওয়াটার টেন্ডার	৬০	১৪
৩.	উচ্চ ও নিম্ন পি. পি.'র ওয়াটার টেন্ডার	৫০	১৪.৫
৪.	বি এ সেট	৫০০	৩.৫
৫.	টাওয়িং ভেহিকল	১৫	১.৫
৬.	ওয়াটার বাউজার	২৫	৮
৭.	ওয়াটার কেরিয়ার	২৫	৬.৫
৮.	স্টেশন লেভেল ইকুইপমেন্ট	—	৩
৯.	হাইড্রলিক প্ল্যাটফর্ম/টি টি এল	২	৮
১০.	বহনযোগ্য কমপ্রেসার সেট	২০	৬
	মোট মূল্য		**৬৮ কোটি**

(২) নতুন ফায়ার স্টেশনসমূহ নির্মাণ

সাম্প্রতিক অগ্নি-সংক্রান্ত দুর্ঘটনাগুলির প্রেক্ষাপটে দপ্তর ২০১৩-১৪ বর্ষে কলকাতা ও অর আশেপাশে ১০টি ফায়ার ষ্টেশন নির্মাণের স্থান নির্বাচন করেছে। সেগুলি হল :

(১) প্রগতি ময়দান (পূর্ব কলকাতা বাইপাসের ধারে)
(২) খিদিরপুর (ট্রাম ডিপোর মধ্যে)
(৩) ট্যাংরা - ২ (WBSIDC শিল্প তালুকের ভিতরে)
(৪) নোনাডাঙা (রুবি-নোনাডাঙা রাস্তার ডানদিকে)
(৫) প্রিন্স আনোয়ার শা রোড (সাউথ সিটি মলের কাছে)
(৬) রাজারহাট (নিউটাউন) (অ্যাক্সিস মলের কাছে)
(৭) রাজাবাজার (GCGSC প্রাঙ্গনের মধ্যে)
(৮) বরানগর (সিঁথি মোড়ের কাছে)
(৯) মধ্যমগ্রাম (বাদু রোডে)
(১০) বাঁশদ্রোণী

এগুলির মধ্যে (ক) **প্রগতি ময়দান** (খ) **নোনাডাঙা** (গ) **রাজারহাট (নিউটাউন)** ফায়ার ষ্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যে এগুলির নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

পশ্চিমবঙ্গের নিম্নলিখিত গ্রামীণ অঞ্চলেও এই দপ্তর নতুন ফায়ার ষ্টেশন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যথা—

১) কাকদ্বীপ (দঃ ২৪ পরগণা)
২) সোনারপুর (দঃ ২৪ পরগণা)
৩) মিরিক (দার্জিলিং)
৪) লালবাগ (মুর্শিদাবাদ)
৫) বেথুয়াডহরি (নদিয়া)
৬) ডানকুনি (হুগলি)
৭) সাঁকরাইল (হাওড়া)
৮) সালুগাড়া (দার্জিলিং)
৯) শীতলকুচি (কোচবিহার)

এই স্থানগুলির মধ্যে (ক) **ডানকুনি**, (খ) **কাকদ্বীপ** এবং (গ) **সোনারপুর**-ইতিমধ্যেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। উল্লিখিত স্থানে নির্মাণকাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

সামগ্রিকভাবে উল্লিখিত ১৯টি অঞ্চল/স্থান-সহ এই দপ্তর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বর্ষে **২৬ থেকে ২৮টি** ফায়ার ষ্টেশন নির্মাণের জন্য প্রস্তুত এবং এগুলির জন্য চিহ্নিত জমি অধিকার গ্রহণ অথবা আন্তবিভাগীয় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

কমপক্ষে তিনটি বর্তমান ফায়ার ষ্টেশন যথা (ক) **হাওড়া ফায়ার ষ্টেশন**, (খ) **ব্যারাকপুর ফায়ার ষ্টেশন** এবং (গ) **ডালখোলা ফায়ার** ষ্টেশনকে জনসংখ্যা বর্ধিত এবং ঐ সব স্থানের নগরায়নের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নততর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) যথাযথ কর্মী নিয়োগ

সমস্ত ফায়ার ষ্টেশনগুলিতে যথাযথ কর্মী সরবরাহ করার লক্ষ্যে অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবীদের থেকে ২০০০ (দুই হাজার) সহায়ক অগ্নিনির্বাপক কর্মী, প্রাক্তন সেনাকর্মীদের মধ্যে থেকে ২০০ (দুই শত) সহায়ক, (রাজ্য সৈনিক বোর্ড থেকে নিযুক্ত করা হবে) এবং অধিকারের অবসর প্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট মোবিলাইজিং অফিসারদের মধ্যে থেকে ২০ (কুড়ি) জন অ্যাসিস্ট্যান্ট মোবিলাইজিং অফিসার নিয়োগের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

(৪) (ক) নতুন ফায়ার ষ্টেশন নির্মাণ (মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৩)

বিগত দু-বছর যাবৎ ১৮টি নতুন ফায়ার ষ্টেশন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে যার মধ্যে ৮টি স্থানে নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ১০টি অন্য স্থানে নির্মানের কাজ চলছে।

ক্রমিক সংখ্যা	অর্থ বর্ষ	বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ফায়ার ষ্টেশনের সংখ্যা
১.	২০১১-২০১২	৯.৮৫	১৬*
২.	২০১২-২০১৩	৬.৭৭	
	মোট	**১৬.৬২**	

***** এগুলির মধ্যে ৮টি সম্পূর্ণ নতুন ক্ষেত্র যাদের নির্মাণকাজ হয় সম্পূর্ণ হয়েছে, নয়ত প্রায় সম্পূর্ণ।

(খ) বর্তমান ফায়ার ষ্টেশনগুলির সংস্কার (মে' ২০১১ থেকে মার্চ' ২০১৩)

বিগত দুই বছর সময়কালে পুরানো ফায়ার ষ্টেশনগুলির মধ্যে অনেকগুলি ফায়ার ষ্টেশনের **সংস্কার** হয়েছে, যেগুলির জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ নিচের টেবিলে দেওয়া হল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	আর্থ বর্ষ	বরাদ্দ অর্থ (কোটি টাকার হিসাবে)	ফায়ার ষ্টেশনের সংখ্যা
১.	২০১১-২০১২	১০.৬৪	৩২
২.	২০১২-২০১৩	৪.৪৩	২৪
	মোট	**১৫.০৭**	**৫৬**

(গ) এই সময়কালে দুটি নতুন ফায়ার ষ্টেশন যথাক্রমে জলপাইগুড়ি জেলার (১) **ময়নাগুড়ি** এবং (২) **ফালাকাটায়** জনসাধারণকে পরিষেবা দানের জন্য চালু হয়েছে, যার ফলে ফায়ার ষ্টেশনের মোট সংখ্যা ১০৯ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১১ টি।

(৫) রাজস্ব সংগ্রহ

বিগত দুই বছরে এন ও সি প্রদান ও ফায়ার লাইসেন্স ফি থেকে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ নিচের টেবিলে দেওয়া হল

ক্রমিক সংখ্যা	অর্থবর্ষ	রাজস্বের উৎস (কোটি টাকায়)		মোট (কোটি টাকায়)
		এন ও সি	ফায়ার লাইসেন্স	
১.	২০১১-২০১২	১.৮৭	৩.৭৪	৫.৬১
২.	২০১২-২০১৩	২.৬৫	৪.৩৭	৭.০২
	সর্বমোট	**৪.৫২**	**৮.১১**	**১২.৬৩**

(৬) ফায়ার সেফটি অডিট কমিটি

সুউচ্চ বহুতল এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের স্থানে অগ্নিনিরাপত্তা বিধিগুলি মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা তদারক করার জন্য একটি **"ফায়ার সেফটি অডিট কমিটি"** ২০১২ সাল থেকে কাজ করে চলেছে। উক্ত কমিটি প্রায় ৪০টি হাসপাতাল পরিদর্শনান্তে অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়ে বিচ্যুতি চিহ্নিত করেছেন যার ফলে এগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। এই কমিটি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমগুলির জন্য অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক পথনির্দেশ নির্ধারণ করেছেন এবং তা ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপিত (Circulated) করেছেন। কমিটি দ্বারা পরিদর্শিত ৪০টি হাসপাতালের মধ্যে ২৩টি হাসপাতালকে যথাযথ নিরাপত্তা বিধি পূরণ করায় এন ও সি প্রদান করা হয়েছে।

(৭) অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়

'নগরোন্নয়ন বিভাগ" ইত্যাদির সঙ্গে নানান ধরনের বিপজ্জনক বিষয় সম্বলিত সুউচ্চ বহুতলগুলিতে অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়ে সমন্বয় সভার আয়োজন এবং যৌথ পরিদর্শনের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করে চলেছে।

(৮) বিধি এবং নিয়মাবলীর সংশোধন

"ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস অ্যাক্ট ১৯৫০" ও তৎসংক্রান্ত বিধিগুলি সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রদত্ত প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে বিধি এবং নিয়মাবলীর পরিবর্তন আনা হবে। বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ ছাড়াও; এই বিভাগ কলকাতা পৌর নিগম, পৌর বিষয়ক বিভাগ ও নগরোন্নয়ন বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করছে। এছাড়াও এই বিভাগগুলির সঙ্গে নিয়মিতভাবে শহরের বহুতল বাড়িগুলিতে অগ্নিসুরক্ষা নিশ্চিত করতে যৌথ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করছে।

মৎস্যপালন বিভাগ

কৃষিক্ষেত্রের পরেই এস ডি পি'র বিষয়ে মৎস্যক্ষেত্রের অবদান দ্বিতীয়। দেশের মৎস্য উৎপাদনের ২০ শতাংশ অন্তর্দেশীয় মৎস্য উৎপাদনের ৩০ শতাংশ এবং মাছের চারা উৎপাদনের ৪০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়।

বর্তমান মৎস্যচাষের ধারাকে আরও প্রসারিত করা, মাছ এবং চিংড়ির নতুন প্রজাতির উদ্ভাবন তথা বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

অন্তর্দেশীয় মৎস্য পালন এবং জলজচাষের বিকাশ

৪ কোটি ৩৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে, পাহাড় এলাকায় ১৫৬ ইউনিট শীতল জলের মৎস্যচাষ, ৮ ইউনিট রঙিন মৎসচাষ এবং ১ ইউনিট মৎস্যবীজ উৎপাদনের হ্যাচারি-সহ ২৪১৭.৯৬ হেক্টর অন্তর্দেশিয় জলাশয়কে মাছ চাষের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

সামাজিক মৎস্য পালনের বিকাশ

প্রাকৃতিক জলাশয়ে বিপন্ন বা বিলুপ্ত মৎস্য প্রজাতির ও দেশীয় মৎস্য প্রজাতির প্রজননক্ষেত্রের পুনরুদ্ধার করার জন্য ৭জেলায় ১১টি নদীতীরস্থ জায়গায় নদী খামার কর্মসূচির অধীনে, ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে ২.৮২ লক্ষ মাছের চারা ছাড়া হয়েছে। বড় জলাশয় গুলিতে ৯ লক্ষ মাছের চারা ছাড়ার কাজ চলছে।

উপজাতি জনসাধারনের আর্থিক উন্নয়ন

বিভিন্ন জেলার উপজাতি এলাকায় পরিকাঠামোগত সুবিধা নিবিড় মৎস্য পালন করতে জলাশয়গুলির পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ১১ লক্ষ ৯ হাজার টাকার আর্থিক অবদানে ৪৬৬ জন সুবিধাভোগিকে অন্তর্ভুক্ত করা গিয়েছে। আরও ২৭৬ জন সুবিধাভোগির জন্য পরিকল্প-মূলক কাজ চলছে।

আমার বাড়ি/গীতাঞ্জলি EWS আবাসন প্রকল্প

আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর সুবিধাভোগিদের আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য 'আমার বাড়ি'-র ২৫০টি গৃহ নির্মানের জন্য ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছে। এর কাজ চলছে। 'গীতাঞ্জলি'-র ৫,৭২২টি বাড়ি নির্মানের জন্য অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

জাতীয় মৎস্যচাষ বিকাশ বোর্ড (NFDB) পোষিত পরিকল্প

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য মৎস্য প্রজাতির প্রকারান্তর যথা পাউস মাছের প্রতিপালন শুরু হয়েছে।

NFDB পরিকল্পের অধীনে ৩ হাজার টাকা ব্যয়ে এ বিষয়ে ২ জন মৎসচাষীকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ২০১২-১৩ বর্ষে ১৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ব্যয় সম্বলিত আরও ১২টি ইউনিটকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে রঙিন মাছের খামার-এর বিকাশের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় ২টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) জন্য ০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২০১২-১৩ বর্ষে ২৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ব্যয়ে আরও কয়েকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে এই পরিকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

উপকূলের নিরাপত্তা এবং সমুদ্রগামী মৎস্যজীবিদের নিরাপত্তা

সমুদ্রগামী মৎস্যজীবিদের জন্য বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্র: মৎস্যজীবিদের নিরাপত্তা এবং কল্যান নিশ্চিত করার জন্য উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ২.৫৬ লক্ষ মৎস্যজীবীকে বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্র প্রদানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ১.৪৪ লক্ষ পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

বিপদসংকেত ট্রান্সমিটার (DAT) ঃ সমুদ্রগামী মৎস্যজীবিদের নিরাপত্তার জন্য ১০০০টি (৫০০টি কাঁথি এবং ৫০০টি ডায়মন্ড হারবারের নৌক্ষেত্রের জন্য) বিপদ সংকেত ট্রান্সমিটার, সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

● মৎস্য নৌযানের অনলাইন নিবন্ধীকরন

ভারত সরকারের সহায়তায়, পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে মৎস্য দপ্তর দ্বারা মাছ ধরার নৌকার ই-রেজিস্ট্রেশন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ই-রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৯২৮৩টি শংসাপত্রের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৮৯১৪টি প্রস্তুত হয়েছে এবং এর ৫০ শতাংশ বিতরণ করা হয়েছে।

মৎস্যচাষ ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্সের প্রচলন

সংশ্লিষ্ট নিয়মনীতি-সহ সরকারের সিদ্ধান্ত স্বচ্ছভাবে পরিজ্ঞাত করার উদ্দেশ্যে "ফিশারিজ ম্যাপিং প্রজেক্ট অফিস"-এর প্রকল্প ম্যানেজার-এর তত্ত্বাবধানে ই-গভর্ন্যান্সের কর্মসূচি শুরু হয়েছে

(ওয়েব সাইট ঃ **http://eservices-wb fisheries. gov.in**)।

ই-টেন্ডারিং

ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালু করার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে।

মৎস্য চাষের মানচিত্রায়ণ প্রকল্প

এটি কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের পরিকল্প এবং একাদশ যোজনা পর্বে গৃহীত হয়েছিল এবং দ্বাদশ যোজনাকাল পর্যন্ত কাজ চলেছে। কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ

- ৩২৮টি ব্লকে ছবি প্রক্রিয়াকরণ ও মানচিত্র প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে
- ১৪৩টি ব্লকে GIS মানচিত্রায়ণে সংগৃহীত তথ্য সংকলন সম্পূর্ণ হয়েছে
- ৪টি জেলায় GIS উন্নয়ন সম্পূর্ণ হয়েছে

অন্যান্য সাফল্য

১. ২০১১-১২ বর্ষে মৎস্য উৎপাদন ঃ ১৪.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন

২. ২০১২-১৩ বর্ষে মৎস্য উৎপাদন ঃ ১৪.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন (মোটামুটি)

৩. ২০১১-১২ বর্ষে মাছের বীজ (চারা) উৎপাদন : ১৩,৮৪৬ লক্ষ

৪. ২০১২-১৩ বর্ষে মাছের চারা উৎপাদন ছিল : ১৫,০০০ লক্ষ (মোটামুটি)

৫. ২০১১-১২ বর্ষে রপ্তানির পরিমাণ : ৬১,৯১৫ মেট্রিক টন
আর্থিক মূল্য : ১৭৩৭.৮৪ কোটি

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মূল কাজ হল খাদ্যশস্য সংগ্রহ, গুদামের সুযোগ সৃষ্টি তথা রক্ষণাবেক্ষণ, উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ ও রাজ্যে সার্বিক গণ-বন্টন ব্যবস্থা সচল রাখা।

(ক) কাজকর্ম ও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য

১। খাদ্যশস্য সংগ্রহ :

- ২০০৫ সালে ১৭.৬ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার জায়গায় যেখানে ৯.৪ লক্ষ মেট্রিক টন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল, ২০১১-১২ বর্ষে সেখানে ২০ লক্ষ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রার জায়গায় সংগ্রহের পরিমাণ ২০.৫ লক্ষ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। খরিফ মরশুমে ২২ লক্ষ মেট্রিক টন সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রার জায়গায় ১০ এপ্রিল, ২০১৩ পর্যন্ত ঐ পরিমাণ ১১ লক্ষ মেট্রিক টন অতিক্রম করেছে।
- দুরবস্থা-জনিত কারণে ধান বিক্রির কথা শোনা যায়নি এবং 'জিরো-ব্যালান্স' অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা ও অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে সরাসরি দাম দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ফলে মাঝের দালালচক্র দূর করা সম্ভব হয়েছে। দূরদর্শন, বেতার, সংবাদপত্র ও শিবির অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে গণ সচেতনতার প্রসার ঘটিয়ে কৃষকদের সতর্ক করে তোলা হচ্ছে। ২০১২-১৩ খরিফ মরশুমে এখনো পর্যন্ত ৭,৬২৫টি ধান-ক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে।
- ২০১১-১২ বর্ষে সংগ্রহ-জনিত বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ৫টি খেলাপকারি চালকলের বিরুদ্ধে বৈধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যে-সমস্ত কৃষকরা বিক্রয়-জনিত সঠিক দাম পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে তাঁদের উদারভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

২। গণ-বন্টন ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত পরিবারগুলির জন্য গণ-বন্টন ব্যবস্থার বিশেষ সুযোগ :

- **রাজ্যে গণ-বন্টন ব্যবস্থায়**

দারিদ্রসীমারেখার নিচে, দরিদ্রসীমার উর্দ্ধে বসবাসকারি, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার সুযোগ-প্রাপ্ত ও অন্নপূর্ণার উপভোক্তার সংখ্যা যথাক্রমে ২,০০,২০,০৬৮; ৬,৫৩,৮০,১৮৭; ৭৩,০০,৯৪৮ ও ৫৬,৮৮৩ জন, অর্থাৎ মোট উপভোক্তার সংখ্যা ৯,২৭,৫৮,০৮৬ জন।

- পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় বার্ষিক ৩৬ হাজার টাকার কম উপার্জনকারী ১৯,৭০,৭৮৯ জন উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত উপভোক্তাকে প্রতি সপ্তাহে ২ টাকা কিলো দরে ২ কি.গ্রা. করে চাল দেওয়া হচ্ছে।
- আইলা-দুর্গত অঞ্চলের ৩,২৪,৬৮৮টি পরিবার ও সিঙ্গুরে চেক গ্রহণে অনিচ্ছুক জমিহারা ৩,৫৬৯ জন কৃষক পরিবারকে স্বাভাবিক মাসিক বরাদ্দ ছাড়াও ২ টাকা কিলোদরে অতিরিক্ত ১৬ কি.গ্রা. করে চাল দেওয়া হচ্ছে।
- এইচ আই ভি ও কুষ্ঠ আক্রান্ত তথা অনাথ ও নিরাশ্রয় ৩৩,০২৬ জন অতিরিক্ত উপভোক্তাকে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার আওতায় আনা হয়েছে।
- কলকাতার ১,২০১টি গৃহহীন পরিবারের সাবালক ব্যক্তিরা প্রতি সপ্তাহে যথাক্রমে ২ টাকা ও ৩ টাকা কি.গ্রা. দরে ১ কিলো চাল ও ৭৫০ গ্রাম গম পাচ্ছেন।
- পার্বত্য এলাকায় বিশেষ গণ-বন্টন ব্যবস্থার আওতায় ১১,২৮,৬১৩ জন উপভোক্তার জন্য প্রতি সপ্তাহে লভ্য খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১,৭৫০ গ্রাম থেকে বাড়িয়ে ৩,৩০০ গ্রাম করা হয়েছে।
- জঙ্গল মহল অঞ্চলের গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছে রেশন দ্রব্যাদি সহজলভ্য করে তোলার জন্য সেখানে অতিরিক্ত ৪৯টি বিপণি খোলা হয়েছে।

৩। গুদামের ধারণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি :

২০১১ সালের মে মাসের আগে খাদ্যশস্য রাখার সরকারি গুদামের ধারণ-ক্ষমতা ছিল ৪০,০০০ মেট্রিক টন। এখন এই ধারণ-ক্ষমতা বাড়িয়ে ৬৫,০০০ মেট্রিক টন করা হয়েছে। কাশীপুর, শালিমার, খর্মতলা, পাণ্ডুয়া, বাঁকুড়া, রামজীবনপুর ও বালিচকে গুদামের ধারণ-ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৪। গণ-বণ্টন ব্যবস্থার সংস্কার :

- পরিবহণকালে খাদ্যশস্য পাচার রোধ করার উদ্দেশ্যে ন্যায্য মূল্যের দোকানের দ্বারপ্রান্তে খাদ্যশস্য পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নদীবহুল ও পার্বত্য অঞ্চল সহ রাজ্যের সর্বত্র গ্রহণ করা হয়েছে।
- ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, গুদাম, জেলায় খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কার্যালয় সম্পর্কিত তথ্যের ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এই দপ্তরের ওয়েবসাইট http//www.wbfood.gov.in -এ ঐ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।
- এই দপ্তর ট্রান্সপারেন্সি পোর্টাল কার্যকর করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে ১৭,০০০ ন্যায্য মূল্যের দোকানে খাদ্যশস্য সরবরাহ ও বন্টনের তথ্য এস এম এস-এর মাধ্যমে ২.৫ লক্ষ নিবন্ধিত মোবাইল ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে যাবে।
- টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫ প্রবর্তনের মাধ্যমে গণ-অভিযোগ দায়ের করার পদ্ধতি অধিকতর কার্যকর করা হয়েছে।

(খ) রূপায়নমুখী প্রকল্প

- গ্রামীণ পরিকাঠামো বিকাশ তহবিলের অধীনে ২.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন (১.৭৫ + ১.৪৫) ধারণক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে।
- প্রাইভেট আঁত্রেপ্রেনারশিপ গ্যারান্টি স্কিমে ৩০,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম নির্মানের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং ৩.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার গুদামের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
- বোলপুর, বাঁকুড়া, শালিমারে ৮,০০০ মেট্রিক টন ধারণ- ক্ষমতাসম্পন্ন গুদাম নির্মানের কাজ সমাপ্তির পথে।
- উপভোক্তাদের অভিযোগ ১২ × ৭ ঘন্টা নিষ্পত্তি করার জন্য তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতা বজায় রাখতে অন-লাইনের সুযোগ-সমন্বিত একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র প্রবর্তনের অপেক্ষায়।
- শহর ও গ্রামীণ উভয় এলাকাতেই গণ-বন্টন ব্যবস্থার রকমফেরের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গণ-বন্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনী আদেশ বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে।
- কলকাতা, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর এবং শিলিগুড়িতে আধুনিক গুণমান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার গড়ে তোলা হবে।
- রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে ৫৭টি গুদামে কম্পিউটার ও গুণমান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার সমন্বিত কার্যালয় গড়ে তোলার প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ

চলতি বছরগুলিতে এই বিভাগের অঙ্গীকার ছিল কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের তহবিল সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের সীমাবদ্ধ সম্পদসমূহের সর্বাধিক ব্যবহার, ক্ষমতায়িত কমিটিগুলির নিয়মিত বৈঠক, ক্ষেত্র স্তরে অধিকার এবং তৎসহ বিভাগীয় আধিকারিকদের দ্বারা কাজের তদারকি, কাজের রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং জনসাধারণকে আর্থিক, পরিকাঠামোগত এবং বিমার সহায়তা প্রদান করে তাদের সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য সমান্তরাল গুরুত্ব দেওয়া। এরই ফলে পরিকল্পনা খাতে তহবিল ব্যবহারের পরিমাণ ২০১১-১২ সালে ৪৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ সালে ৭২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা হয়েছে। এরই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে আচ্ছাদিত চাষ, জীবাণু সার গহ্বর এবং ফুড পার্কের জমি দিতে চাওয়ার পরিমাণ।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প অধিকার

১। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে জাতীয় মিশনের পথ চলা শুরু হয় ১/৪/২০১২ থেকে। সর্বস্তরেই সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তার লাভ করে এবং এই মিশনের নানাবিধ অঙ্গ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়।

১.১। এই অধিকার তিনটি রাজ্যস্তরের এবং চারটি জেলা স্তরের সেমিনার সংগঠিত করেছে যেখানে CFTRI, CIPHET, NRDC-এর মতো জাতীয় স্তরের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বণিক সভাগুলির সঙ্গে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সময় মত বিনিময় চালিয়ে যাওয়া হয়েছে।

১.২। পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে সমীক্ষা চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং বিভাগীয় ওয়েবসাইটে একে স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ইচ্ছুক উদ্যোগপতিদের সাহায্য করার জন্য এই বিভাগে একটি 'হেল্প-ডেস্ক'ও গঠন করা হয়েছে।

১.৩। এই অধিকার ভারত সরকার কর্তৃক বরাদ্দীকৃত অর্থের প্রথম কিস্তির তহবিল সদ্ব্যবহার করেছে এবং জাতীয় খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ মিশন (NMFP) প্রকল্পের অধীনে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ভারতের একমাত্র রাজ্য হিসাবে এই বাবদ দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছে।

১.৪। NMFP-এর অধীনে অনুমোদিত প্রস্তাবসমূহ:

১৭টি উদ্যোগপতি উন্নয়ন কর্মসূচি (EDP), ৫টি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (FPTC), ২ কলেজকে ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য সহায়তা প্রদান, কসাইখানায় ১টি রক্ত সংগ্রহের প্ল্যান্ট এবং ৪টি সেমিনার প্রভৃতি।

১.৫। পশ্চিমবঙ্গ ভারত সরকারের নিকট থেকে NMFP-এর অধীনে নতুন কার্যকলাপের অনুমোদন পেয়েছে। যথা মিনি ফুড পার্ক, ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। এগুলির রূপায়ণ প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় আছে।

২। নিরবচ্ছিন্ন ও ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ফলে মালদা ও জঙ্গিপুরে ফুড পার্ক চালু করা সম্ভব হয়েছে। বেশ কিছু ইউনিটে ইতিমধ্যে উৎপাদন শুরু হয়েছে। মালদা ফুড পার্কের জমির উন্নয়ন/নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। জঙ্গিপুর ফুডপার্কের ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

৩। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (RIDF)-এর প্রকল্পগুলির রূপায়ণে ব্যাপক আকারে তত্ত্বাবধান প্রয়াস চালানো হচ্ছে। যেমন বলা যায়, টাকি পৌরসভার হিমঘর। নিশ্চিতভাবে এর থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে প্রকল্প রূপায়ণের কাজকর্ম আবার শুরু হয়েছে।

উদ্যানপালন অধিকার

রাষ্ট্রীয় কৃষি-বিকাশ যোজনা (RKVY) -এর অধীনস্থ প্রকল্পগুলির ব্যাপক পর্যালোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বিগত প্রকল্পগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে কাঙ্খিত স্তরে তহবিল সদ্ব্যবহার করার লক্ষে নূতন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। হুগলি, মুর্শিদাবাদ, মালদা তে প্রযুক্তি প্রসার কেন্দ্র (Technology Dissemination Centre) প্রকল্প এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে শস্য উৎপাদনোত্তর প্রচার কেন্দ্র (Post Harvest Dissemination) স্থাপন করা হয়েছে।

২। বিগত বছরের পরিকল্পনার মূল্যায়ণ এবং জাতীয় উদ্যানপালন মিশন (NHM), শহুরে অঞ্চলের জন্য জাতীয় সব্জি উৎপাদন উদ্যোগ (NVIUC) প্রভৃতির অধীনে চাহিদার সম্ভাবনার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩। জাতীয় উদ্যানপালন মিশনের রাজ্যস্তরে একজিকিউটিভ কমিটির নিয়মিত বৈঠক করা হয়েছে যেখানে রাজ্য স্তরে ৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা প্রকল্পের আর্থিক লক্ষ থাকলেও ১১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন পেয়েছে।

৪। ২০১২-১৩ বর্ষে কয়েকটি প্রকৃত সাফল্য: ০৩টি বহু কক্ষ বিশিষ্ট হিমঘর,

০২টি বিপণন পরিকাঠামো, ১২৭৭০০ বর্গ মিটার পলি হাউসেস, ২১২৪০০ বর্গমিটার শেড নেট, ১৪৯০টি ভার্মিকমপোস্ট পিট, ২০টি পুকুর খনন, ১০টি ট্রাকটর, ২৬৫টি পাওয়ার টিলার, ৩৮টি মোটরচালিত ভেন্ডিং গাড়ি প্রভৃতি বণ্টন। বিগত বছরে (২০১১-১২) ওই একই কৃষি-সরঞ্জামের ক্ষেত্রে হিসেবটা হল: ০২-মাল্টি চেম্বার কোল্ড স্টোরেজ, ০৩ বাজার পরিকাঠামো, ১৩৪১০০ স্কোয়ার মিটার। পলি-হাউস, ১৯৪০০ স্কোয়ার মিটার শেড-নেট, ৯৪১২০টি জীবাণুসার গহ্বর ৩১টি পুকুর খনন, ৫টি পাওয়ার টিলার প্রভৃতি।

৫। ২০১২-১৩ বর্ষে আমের প্রজাতি -নবীকরণ ও সুরক্ষিত লঙ্কা-চাষ-এর মতো নির্দিষ্ট কিছু ফসল-এর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ নজরদারি।

৬। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম বারের জন্য ঋণগ্রহীতা বা অঋণগ্রহীতা কৃষকদের জন্য শস্যবিমা ১২টি ফসল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে ব্যাংক ও বীমা সংস্থাগুলি। ২৬৮১জন খরিফ চাষি ও ৩৮৯৭ জন রবিচাষিকে এই বিমার আওতায় (অস্থায়ী) আনা হয়েছে।

৭। কলকাতার বিভিন্ন বাজারে কৃষক সংগঠনগুলির দ্বারা সব্জি বিক্রয়ের স্থান-চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বাজারের সঙ্গে কৃষকের যোগসূত্র বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালু আছে।

৮। ২০১২-১৩ বর্ষে বাজারের সঙ্গে কৃষকের যোগসূত্র বাড়ানো চালু রাখতে এবং মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের ভূমিকা খর্ব করা জন্য ০৫টি কৃষক ফলনকারী সংগঠন নিবন্ধীকৃত হয়েছে এবং ৬৩৯টি কৃষক-স্বার্থ গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে।

৯। পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা ব্লকে ক্ষুদ্রচাষের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। ন্যাশনাল মিশন অন মাইক্রোইরিগেশন -এর অধীনে ১০২.৩৭ হেক্টর (২০১১-১২) এবং ২৫ হেক্টর (২০১২-১৩) জমিকে ক্ষুদ্র সেচের আওতায় নিয়ে আসা হয়।

সচেতনতা ও সম্পরপ্রসারণ কার্যক্রম

১. আরও বেশি সংখ্যক কৃষকদের কাছে পৌঁছতে ও পরিকাঠামো এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে যৌথ প্রচেষ্টায় এই বিভাগ 'কৃষি-উদ্যান খাদ্য উৎসব ২০১৩-এর আয়োজন করে। ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স-এর সহযোগিতায় কৃষি-বিভাগ, উদ্যান-পালন অধিকার ও NMFP-এর বিভিন্ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি বিবিধ সেমিনার, প্রচারপত্রের মাধ্যমে ও কৃষক এবং উদ্যোগপতিদের সঙ্গে মুখোমুখি জনসংযোগের মধ্যবর্তীতায় চার দিন ধরে প্রসারিত হয়।

এছাড়া এই প্রথম ব্লক, মহকুমা ও জেলা স্তরে মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলার আয়োজন রাজ্যস্তরে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

২. প্রগতি উৎসব, বেঙ্গল লিডস্ ২০১৩, মাটি-উৎসব, উত্তরবঙ্গে আনারস উৎসব এবং রাজ্য স্তরে অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বিভাগ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আয়োজন করে।

আসন্ন-প্রকল্প ঃ

১। প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

২। সম্প্রসারণ কার্যক্রম আরও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩-১৪ অথবর্ষে মহকুমা অফিসগুলিকে গতিশীল করতে সহ-অধিকর্তা নিয়োগ।

৩। নির্বাচিত শস্যের উপর বিশেষ নজর জারি; বিশেষত খরিফ শস্যের চাষের সম্প্রসারণ।

৪। NMFP-এর আওতায় উপকৃতদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র সংগ্রহ, প্রস্তাবের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, অনুমোদন ও তহবিল বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভাগীয় ওয়েব-সাইটটির বর্ধিত ব্যবহার।

৫। দিশারি প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে নির্বাচিত বণিক-সভাকে সম্পদ-সহযোগীর ভূমিকায় নিয়ে উদ্যোগপতি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে বর্ধিত যোগাযোগ।

৬। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ক্ষুদ্র ও ছোটো শিল্পক্ষেত্রে উদ্যোগপতিদের জন্য হাল-নাগাদ করে প্রকল্প-রূপরেখা প্রদান।

৭। উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য মিনি-ফুড-পার্ক ও গুচ্ছ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রসার।

বন বিভাগ

রাজ্যের মাত্র ১৩ শতাংশ জমি বনভূমি হিসাবে নথিভুক্ত থাকা সত্ত্বেও সামাজিক বনসৃজনে জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং যৌথ বন ব্যবস্থাপন কমিটি যুক্ত থাকায় রাজ্যের একটি বড় অংশ বনাঞ্চল ও গাছপালায় সমৃদ্ধ হয়েছে। ৬ টি জাতীয় উদ্যান, ১৪ টি অভয়ারণ্য, ২ টি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প, ১ টি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং চিহ্নিত জলাভূমি ও উপকূলভাগ সুরক্ষিত রাখার মাধ্যমে আমাদের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কৌশল গৃহীত হয়েছে।

- বন অধিকার এবং এর অধীনস্থ অফিসগুলিকে ১ এপ্রিল ২০১২ থেকে ট্রেজারি ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনের স্বার্থে ১ জুলাই ২০১২ থেকে এল ও সি (LOC) ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- ২০১১-১২ বর্ষে ১২০ কোটি ৯১ হাজার টাকা এবং ২০১২-১৩ বর্ষে ১৩৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা মোট বিক্রয়মূল্যযোগ্য কাঠের নিলাম হয়েছিল। বন সুরক্ষা কমিটিকে উল্লিখিত সময়সীমায় যথাক্রমে ১৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এবং ২৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যবিশিষ্ট বনজ সম্পদের ভোগ দখলের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

- পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (WBFDCL) সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করে ‘মৌবন’ ব্র্যান্ড নামে বিক্রয় করছে। সিট্রোনেলা, হলুদ ও অন্যান্য ওষধি গুল্মের পুষ্টিপোষকতার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। NTFP বিভাগ সিট্রোনেলা রোপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই সময়সীমায় ১৭টি নতুন ভেষজ দ্রব্য বাজারে ছাড়া হয়েছে।

- পশ্চিমবঙ্গে বন উন্নয়ন নিগম বর্তমানে উত্তরবঙ্গে ১৭ টি এবং দক্ষিণবঙ্গে ৩ টি করে ২০ টি পর্যটন রিসর্ট চালাচ্ছে, যেগুলির মোট শয্যা সংখ্যা ৩৮০ টি। এগুলি পরিবেশবান্ধব পর্যটনের প্রয়াস। এই সংস্থা বন অধিকারের (Directorate) ১৫ টি পরিবেশবান্ধব পরিচালনভার হাতে নিয়েছে। ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ বর্ষে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন খাতে বনবিভাগ যথাক্রমে ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা এবং ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে।

- ১৯৮৯ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্টল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড প্রতিষ্টা করা হলেও তখন থেকে এই সংস্থাটি নিষ্ক্রিয় ছিল। সম্প্রতি একে সক্রিয় করা হয়েছে। ২০১২-১৩ বর্ষে এই সংস্থাটি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় দরিদ্র চাষিদের মালিকানাধীন প্রায় ১২৬০ হেক্টর পতিত জমিতে বনসৃজনের পরিকল্প গ্রহণ করেছে। এই সংস্থাটি বন অধিকারের ১৫ টি উদ্যান পরিচালনার কাজেও যুক্ত।

- ৪০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এজেন্সি (JICA) অর্থ সাহায্য করেছে। উল্লিখিত অর্থ ৮ বছরে ব্যয় করা হবে। চুক্তি অনুসারে প্রকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সমিতিকে নিবন্ধভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক কাজকর্ম চালানোর জন্য ২০১২-১৩ বর্ষে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- লামাহাটা বন সুরক্ষা কমিটির অংশগ্রহণে দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের কাজকর্ম হাতে নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্পটির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।

- ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত দার্জিলিংয়ের ওল্ড টাকদা ক্লাবটি বন বিভাগ অধিগ্রহণ করেছে এবং সেটিকে একটি পরিবেশবান্ধব পর্যটন রিসর্ট-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে।

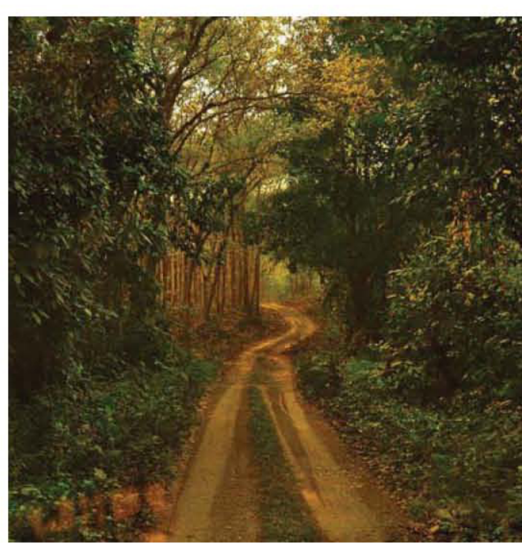

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ

আমরা যে ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে এসেছি তার মধ্যে ছিল তীব্রভাবে অপ্রতুল বাস্তব পরিকাঠামো, ব্যবস্থাপনা, যন্ত্রপাতি, প্রয়োগকুশলী এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। এই কারণেই স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিস্থিতির বদল ঘটানো ছিল নিতান্তই কঠিন কাজ। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সার্বিক ও সক্রিয় সহযোগিতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে আমরা তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি লাভ করতে পেরেছি। আমাদের উদ্দেশ্য হল একটি সুপরিকল্পিত ও যথোচিত উপায়ে প্রতিবন্ধকতাগুলিকে চিহ্নিত করা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের সমস্যাগুলিকে অতিক্রম করা এবং রাজ্যের সর্বত্র উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ প্রসারিত করা।

১) প্রসূতি এবং সন্তানের যত্ন :-

(ক) অসুস্থ নবজাতকের তত্ত্বাবধান কেন্দ্র (SNCU)

২০১০-১১ বর্ষে এস এন সি ইউ এর সংখ্যা ছিল ৬ টি। ২০১২-১৩ বর্ষে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৪ টি। ২০১৩-১৪ বর্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ আরো ১৬ টি নতুন এস এন সি ইউ স্থাপনের কথা চিন্তা ভাবনা করছে।

(খ) অসুস্থ নবজাতকের জন্য স্টেবিলাইজেশন ইউনিট (এস এন এস ইউ) ২০১০-১১ বর্ষে ১২৭ টি এস এন এস ইউ তৈরি হয়। এর আগে কোন এস এন এস ইউ ছিল না। ২০১৩-১৪ বর্ষে দপ্তর আরো ১৭৩ টি নতুন এস এন এস ইউ গঠন করার কথা চিন্তাভাবনা করছে।

(গ) ২০১২-১৩ বর্ষে ১১ টি প্রসূতি ও সন্তানের তত্ত্বাবধান কেন্দ্র **মাদার এণ্ড চাইল্ড কেয়ার হাব - (MCH)** তৈরির অনুমোদন মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ বর্ষে এইরূপ আরো দুটি কেন্দ্রের অনুমোদন দেওয়া হবে।

(ঘ) তীব্র অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য সমস্যাপীড়িত জেলাগুলিতে ২০১১-১২ বর্ষে ১০ টি ও ২০১২-১৩ বর্ষে ১২ টি পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র **(নিউট্রিশনাল রিহ্যাব সেন্টার - NRC)** তৈরি করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ বর্ষে দপ্তর এইরূপ আরো ১৩টি নতুন এন আর সি তৈরির চিন্তাভাবনা করছে।

২) চিকিৎসাবিদ্যায় আসন সংখ্যা বৃদ্ধি :

(ক) ২০১১-১২ বর্ষে ৩৯৫ টি এবং ২০১২-১৩ বর্ষে ১৫০ টি স্নাতকস্তরের আসন তৈরি করা হয়েছে (বর্তমানে আসনসংখ্যা : ১৯০০)।

(খ) ২০১১-১২ বর্ষে ৬৩ টি এবং ২০১২-১৩ বর্ষে ৪৪ টি স্নাতকোত্তর স্তরের আসন তৈরি করা হয়েছে (বর্তমানে আসনসংখ্যা : ৮০২)।

(গ) ২০১১-১২ বর্ষে ৬০ টি এবং ২০১২-১৩ বর্ষে ২৩ টি পোস্ট ডক্টরেট আসন তৈরি করা হয়েছে। (বর্তমানে আসনসংখ্যা : ১১৪)।

৩) প্রযুক্তির ব্যবহার :

(ক) সমস্ত মেডিকাল কলেজ ও জেলা রিজার্ভ স্টোর ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ভালোভাবে সুস্থভাবে মজুত সামগ্রী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি ওয়েব নির্ভর সফ্টওয়ার --- **"স্টোর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম"** তৈরি করে স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) ২০১২-১৩ বর্ষে উচ্চ-মূল্য চুক্তির জন্য **ই-প্রোকিওরমেন্ট** ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে।

(গ) ২০১১-১২ বর্ষে 'স্বাস্থ্যভবন'-এ এবং ২০১২-১৩ বর্ষে ৯টি

মেডিক্যাল কলেজ ও ৫টি জেলা হাসপাতালে **বায়োমেট্রিক হাজিরা** ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ বর্ষে বাকি জেলা হাসপাতালগুলিকেও এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে।

(ঘ) মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে **ই-কাউন্সেলিং প্রয়োগকৌশল** অবলম্বন করা হয়েছে।

৪) ন্যায্যমূল্যের দোকান ঃ

(ক) ২০১২-১৩ বর্ষে সারা রাজ্যে মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালগুলিতে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পি পি পি মডেল) ৩৩টি ন্যায্যমূল্যের ঔষধের দোকান চালু করা হয়েছে। এই দোকানগুলিতে ৪৮ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশ ছাড়ে (সর্বাধিক খুচরো বিক্রয়মুল্যের ওপর) ১৪২টি জীবনদায়ী) ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত ৭.৫ লক্ষের অধিক রোগী ও তাদের আত্মীয়স্বজন এই পরিষেবার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। ঔষধ বিক্রি হয়েছে ২২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার বেশি এবং ছাড় (Discount) দেওয়া অর্থের পরিমাণও ১৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার বেশি।

(খ) ২০১৩-১৪ বর্ষে নির্বাচিত কিছু মহকুমা হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালে এইরূপ আরো ৫২টি ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করা হবে।

৫) ন্যায্যমূল্যের রোগনির্ণয় কেন্দ্র ঃ

২০১৩-১৪ বর্ষে ন্যায্যমূল্যের ঔষধের দোকানের মতই একইভাবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পি পি পি মডেলে) রাজ্যের ৫২টি বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে (সমস্ত মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও নির্বাচিত এস ডি এইচ ও এস জি এইচ হাসপাতাল) ছাড়প্রাপ্ত (ডিসকাউন্টেড রেটস) ন্যায্যমূল্যে উচ্চমানের রোগনির্ণয় পরিষেবা পাওয়া যাবে। এই পরিষেবাগুলির মধ্যে অন্যতম হল ডিজিটাল এক্স-রে, সি টি স্ক্যান, এম আর আই, ডায়ালিসিস প্রভৃতি। ২০১২-১৩ বর্ষে ইতিমধ্যেই পি পি পি মডেলে ৩টি সি টি স্ক্যান, ১টি এম আর আই, ৭টি প্যাথলজি ল্যাব তৈরি করা হয়ে গিয়েছে।

৬) রোগীর নিজস্ব খরচ হ্রাস

২০১২-১৩ বর্ষে ঔষধ ক্রয়ের বাজেট বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে প্রায় দ্বিগুণ (বাজেট : ২৮৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা, ব্যয় : ২৬২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা)। ২০১১-১২ বর্ষে এই বরাদ্দ ছিল তুলনায় অনেক কম (বাজেট : ১৫৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা, ব্যয় : ১৩৯ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা)। এর ফলে সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে জরুরি ঔষধের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে এবং রোগীর ঔষধ ক্রয়জনিত নিজস্ব খরচ হ্রাস পাবে।

৭) রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা যোজনা (আর এস বি ওয়াই)

(ক) শ্রম বিভাগের সহায়তায় ২০১১-১২ বর্ষে ১টি ও ২০১২-১৩ বর্ষে ১৩ টি সরকারি হাসপাতালে **'রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা যোজনা'** কার্যসূচি চালু করা হয়েছে।

(খ) ২০১৩-১৪ বর্ষে আরো ২০টি সরকারি হাসপাতালে এই পরিকল্পটি চালু করা হবে। ২০১৩-১৪ বর্ষে এই পরিকল্পটি চালু করা হবে। ২০১৩-১৪ বর্ষে এই পরিকল্পের জন্য নোডাল প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্বভার শ্রমবিভাগের পরিবর্তে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

৮) ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্যকেন্দ্র (মোবাইল মেডিকাল ইউনিট)

(ক) বিভিন্ন অসরকারি সংগঠন তথা এন জি ও -র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে **জঙ্গলমহল, সুন্দরবন, উত্তরবঙ্গের চা-বাগান**-এর মতন নির্জন ও প্রত্যন্ত এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসা, রোগ নির্ণয় ও ঔষধ সরবরাহ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৩৭টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। নদীবেষ্টিত গ্রামগুলিতে পৌছানোর জন্য ভ্রাম্যমান নৌকা-ঔষধালয় ব্যবহার করা হচ্ছে।

(খ) বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে টার্সিয়ারি আই কেয়ার পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন অসরকারি সংগঠন কাজে লাগানো হয়েছে।

৯) স্বাস্থ্য কর্মচারিবৃন্দের নিয়োজন

(ক) ২০১১-১২ বর্ষে বিভিন্ন হাসপাতাল ও উপকেন্দ্রে ১০৬৩ জন স্বাস্থ্য আধিকারিক, ৩৭ জন বিশেষজ্ঞ এবং ৭৭০ জন নার্স নিয়োজিত হয়েছেন।

(খ) ২০১২-১৩ বর্ষে বিভিন্ন হাসপাতাল ও প্রশাসনিক কেন্দ্রে ৫৩৪ জন স্বাস্থ্য আধিকারিক, ১৭২ জন বিশেষজ্ঞ, ৮৩ জন জনস্বাস্থ্য আধিকারিক, ৬৬০ জন আয়ুষ (এ ওয়াই ইউ এস এইচ) চিকিৎসক, ৯৮৩ জন নার্স নিয়োজিত হয়েছেন।

(গ) সংকটকালে প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে ২০১২-১৩ বর্ষে ২০৯ জন স্বাস্থ্য আধিকারিককে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে।

(ঘ) ২০১১-১২ বর্ষে ৩১৭ জন ও ২০১২-১৩ বর্ষে ৬৯৫ জন চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শিক্ষক বিভিন্ন মেডিকাল কলেজে নিয়োজিত হয়েছেন।

(ঙ) স্বাস্থ্য কর্মচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১২-১৩ বর্ষে **'পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য নিয়োগ পর্ষদ' (ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড)** গঠন করেছে। ইতিমধ্যেই এই পর্ষদের সভাপতি ও সদস্যদের নিয়োগ করা হয়েছে।

১০) শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি ও বিশেষজ্ঞ পরিষেবা

(ক) ২০১১-১২ বর্ষে ৫,২৮৯টি এবং ২০১২-১৩ বর্ষে ৩,৫০৭টি **হাসপাতাল শয্যা** তৈরি করা হয়েছে (বর্তমান আসনসংখ্যা ঃ ৫৯,১৭৬)।

(খ) উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজ্যের ১১টি জেলার দূরবর্তী এলাকাগুলিতে ৩৪টি **মাল্টি স্পেশালিটি ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল** তৈরি করা হচ্ছে। ২০১২-১৩ বর্ষে প্রথম পর্যায়ের ১৩টি এইরূপ প্রকল্পের জন্য 'পরামর্শদাতা চিকিৎসক'দের নিয়োগ করা হয়েছে।

১১) গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতকরণ

(ক) ২০১১-১২ বর্ষে ৭২টি এবং ২০১২-১৩ বর্ষে ১০৮টি শয্যাবিহীন জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে **১০ শয্যাবিশিষ্ট**

জনস্বাস্থ্যকেন্দ্র-তে উন্নীত করা হয়েছে।

(খ) ২০১১-১২ বর্ষে ৬৮টি এবং ২০১২-১৩ বর্ষে ৭৬টি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (বি পি এইচ সি) কে **গ্রামীণ হাসপাতাল**-এ উন্নীত করা হয়েছে।

(গ) ২০১২-১৩ বর্ষে স্বাস্থ্য পরিষেবায় উন্নততর তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ৭টি নতুন অতিরিক্ত **'স্বাস্থ্যজেলা'** তৈরি করা হয়েছে।

(ঘ) ২০১২-১৩ বর্ষে ৬টি মহকুমা হাসপাতাল ও ১টি গ্রামীণ হাসপাতালকে জেলা হাসপাতালে উন্নত করা হচ্ছে।

১২) স্বাস্থ্য শিক্ষায় নতুন উদ্যোগ

এই প্রথম ২০১৩-১৪ বর্ষে ইংলন্ডের 'রয়্যাল কলেজ অব জেনারেল প্রাকটিসনারস' এর সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় (ডব্লু বি ইউ এইচ এস) এর অধীনে **'ফেলোশিপ ইন ফ্যামিলি মেডিসিন'** নামে একটি নতুন পাঠক্রম চালু হতে চলেছে।

১৩) সুপারিশি পরিবহন পরিকল্প

সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পি পি পি মডেল) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ২০১১-১২ বর্ষে ৪৭৭ টি ও ২০১২-১৩ বর্ষে ৪৪৮ টি বিনামূল্যে সুপারিশি পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধাযুক্ত **'নিশ্চয়যান'** এর তালিকাভুক্তি হয়েছে। এই পরিকল্পের অধীনে আরো কিছু যানের তালিকাভুক্তির কাজ চলছে।

১৪) হাসপাতাল পরিষেবা

(ক) হাসপাতালের বহির্বিভাগে হাজিরা ছিল নিম্নরূপ রোগীর সংখ্যা

২০১০	—	৯ কোটি ৬০ লক্ষ
২০১১	—	১০ কোটি ৫৩ লক্ষ
২০১২	—	১১ কোটি ৫৪ লক্ষ

(খ) হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ভর্তির সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ

সাল		রোগীর সংখ্যা
২০১০	—	৪০ লক্ষ
২০১১	—	৪৩ লক্ষ
২০১২	—	৪৫ লক্ষ

(গ) হাসপাতালে ল্যাব টেস্টের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ

সাল		ল্যাব টেস্টের সংখ্যা
২০১০	—	৯৮ লক্ষ
২০১১	—	১ কোটি ৩৪ লক্ষ
২০১২	—	১ কোটি ৮২ লক্ষ

(ঘ) হাসপাতালে এক্স-রে এবং ইউ এস জি করা হয়েছে নিম্নরূপ

সাল		রোগীর সংখ্যা
২০১০	—	১৭ লক্ষ
২০১১	—	২০ লক্ষ
২০১২	—	২৩ লক্ষ

পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ

দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি ফিরে এসেছে। পর্যটকদের সংখ্যা দিনকেদিন বেড়েই চলেছে। দার্জিলিং-এর পর্যটন শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে।

গত মার্চ ১৫, ২০১২-তে গোর্খাল্যাণ্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিধি, ২০১১ লাগু হয়েছে, জুলাই ২৯, ২০১২তে গোর্খাল্যাণ্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অগষ্ট ১৪, ২০১২-তে গোর্খাল্যাণ্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সভা (জি টি এ) গঠিত হয়েছে।

জি টি এ-র চিফ একজিকিউটিভ, ডেপুটি চিফ একজিকিউটিভ, চেয়ারম্যান এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং একজিকিউটিভ মেম্বার স্থির হয়েছে।

সচিব-কমিটির সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রায় প্রতিটি বিভাগই জি টি এ-তে তাদের অফিস ও এসট্যাবলিশমেন্ট স্থানান্তর করণের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এই উদ্দেশ্যে ২০১২-১৩ বর্ষে গোর্খাল্যাণ্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে ৬৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০১১-১২ বর্ষে জিটিএ-কে পরিকল্পনা খাতে ৬৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা এবং পরিকল্পনা বহির্ভুত খাতে ২৪৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ বর্ষে পরিকল্পনা খাতে ১৯৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ও পরিকল্পনা বহির্ভুত খাতে ৩৫১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

রাজ্য পরিকল্পনায় গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-কে যে তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে যোগাযোগ, শিক্ষা, গ্রামীণ বৈদুতিকীকরণ, সেচ ও জলপথ, মৎস্য, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ, পর্যটন, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, ক্ষুদ্রসেচ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা সেক্টর-এর অধীনে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এলাকায় বেশ কিছু বড় প্রকল্প যথা, ব্লক, মহকুমা ও জেলা সদরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ স্থাপনকারী রাস্তা নির্মাণ ও সারাই, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ ও কমিউনিটি হল-এর উন্নয়ন, নদীর পাড় ও ঝরণাগুলির সংরক্ষণ কাজ, গ্রামের ও শহরাঞ্চলে জলসরবরাহের উন্নয়ন, জেলা হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়ন, মিরিক লেকের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ট্যুরিস্ট লজের মেরামতি ও উন্নয়ন প্রভৃতির কাজ শুরু হয়েছে।

আর আই ডি এফ-এর অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প যেমন গ্রামীণ রাস্তার নির্মাণ, ক্ষুদ্র সেচ, নতুন স্কুল বাড়ি নির্মাণ বা পুরনো স্কুল বাড়ির পুনর্গঠন, সেতু নির্মাণ প্রভৃতির মত সামাজিক ক্ষেত্রের প্রকল্পগুলির কাজ শুরু হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র বিভাগ

উল্লিখিত সময়কালে রাজ্যে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। বেআইনি অস্ত্র সহ অপরাধীদের নিষ্ক্রিয় করার বিষয়ে সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছিল এবং প্রচুর পরিমাণে বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, বোমা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঈদ, দুর্গাপুজো, ঈদুজ্জোহা, কালীপুজো, দীপাবলি এবং অন্যান্য প্রধান উৎসব সহ ২০১১ ও ২০১২-র উৎসবের মরসুম মোটামুটি নির্বিঘ্নে কেটেছে এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই বিভাগ পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অধিকার

- মে, ২০১১-য় নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিম মেদিনীপুর (ঝাড়গ্রাম পুলিশ জেলা সহ) বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা নিয়ে সমগ্র বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়েছে। ৩৩ জন চরমপন্থী নেতা/কর্মী প্রশাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন মারণাস্ত্রও সমর্পণ করেছেন। এ ধরণের হিংসাশ্রয়ী ঘটনাবলির মূল কারণগুলি দূর করতে নতুন সরকার কিছু পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে। এগুলির মধ্যে আছে রাজনৈতিক তৎপরতার সূত্রপাত করা, স্থানীয় দরিদ্র জনজাতিগোষ্ঠীর জন্য চাকুরি ও রোজগারের উপায় বৃদ্ধি সহ প্রকৃত উন্নয়নমূলক কাজ। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি ছাড়াও উপদ্রুত এলাকা থেকে ১০,৭০০ স্থানীয় যুবককে জুনিয়র কনস্টেবল/এন ভি এফ/হোমগার্ড পদে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এর ফলে সরকার ও প্রশাসনযন্ত্রের উপর স্থানীয় দরিদ্র মানুষের আস্থা ফিরে এসেছে।
- এই সরকারের উদ্যোগে দার্জিলিং, পাহাড়ে একটি দীর্ঘকালীন সমস্যার নিষ্পত্তি হয়েছে। একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর নির্বাচনের দ্বারা গোর্খা আঞ্চলিক প্রশাসন (জিটিএ)-এর সৃষ্টি হয়। বর্তমানে দার্জিলিং পাহাড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ এবং গত বছরের চেয়ে এ বছরে দেশি, বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ৫টি নতুন পুলিশ কমিশনারেট, যেমন—আসানসোল-দুর্গাপুর, হাওড়া, বিধাননগর, ব্যারাকপুর এবং শিলিগুড়ি গঠিত হয়েছে। যান চলাচল ও যান পরিচালনায় সুবন্দোবস্তের কাজ অবাধ করার জন্য সরকার এই কমিশনারেটগুলিতে ৫ হাজার সিভিক পুলিশ স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। প্রত্যেক কমিশনারেট-এ পাঁচটি করে সাইবার-ঘটিত অপরাধ দমন থানা খোলা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষা অধিকার (পুলিশ ডাইরেকটোরেট)-এ সিভিক পুলিশ পদে আরও ১,৩৮,৪২১ জনকে নিযুক্তির অনুমতি দান করা হয়েছে।
- হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের অধীন বালি ও জগাছা থানার এলাকা পুনর্বিন্যস্ত করে বেলুড়, নিশ্চিন্দা, দাশনগর, শক্তিপুর ও সাঁতরাগাছি—এই পাঁচটি থানায় ভাগ করা হয়েছে।
- মহকুমা সদরগুলিতে ১০টি মহিলা থানা স্থাপিত হয়েছে। এর জন্য বিভিন্ন মর্যাদার ৫৫০টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ তে আরও ১০টি মহিলা থানা তৈরি করা হবে।
- জি আর পি জেলা এলাকাসহ প্রতিটি পুলিশ জেলা এলাকায় জেলা নিরুদ্দেশ ব্যক্তি অনুসন্ধান ব্যুরো (DMPB) ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন মর্যাদার ২০৭টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মর্যাদার অতিরিক্ত ৭৫০টি পদ ১৮টি জেলার সশস্ত্র পুলিশ ইউনিটের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। হাওড়া, বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি—এই ৬টি জেলার বিভিন্ন মর্যাদার ২১৯টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে ও ঝাড়গ্রাম পুলিশ জেলা এলাকা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত আরও ৬৬৮টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বিভাগে সৃষ্ট ৬ হাজার মহিলা কনস্টেবল পদের মধ্যে ৩ হাজার পদ পূরণের অনুমোদন দেওয়া

হয়েছিল। বাকি ৩ হাজার পদ পূরণের অনুমোদন মার্চ, ২০১৩-এ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অধীনে বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত এলাকার জন্য ৫ হাজার জুনিয়র কনস্টেবল পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

- গ্রামীণ পুলিশী ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি দূর করতে সরকার পঞ্চায়েতস্তরে ৩,৩৫১ জন গ্রামীণ পুলিশ স্বেচ্ছাসেবী পদের অনুমোদন দিয়েছে এবং তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। এখন তাদের প্রশিক্ষণ চলছে।
- অর্থাৎ মে, ২০১১-এ নতুন সরকার শাসনভার গ্রহণ করার পর পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষা অধিকারের অধীনে মোট ২২,৫১৫টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- উলুবেড়িয়া ও দিঘা রেলস্টেশনে নতুন সরকারি রেলওয়ে পুলিশ স্টেশন বসানো হয়েছে।
- **দোষ কবুল পদ্ধতি :** জেলা আইন কৃত্যক কর্তৃপক্ষ/রাজ্য আইন কৃত্যক কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আদালতে লঘু অপরাধ স্বীকারের মাধ্যমে গুরুতর শাস্তি থেকে নিষ্কৃতিদানের ব্যবস্থায় সংশোধিত ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী যেসব মামলার ক্ষেত্রে দোষ কবুল পদ্ধতি প্রযোজ্য সেইসব মামলার নিষ্পত্তির চেষ্টা হয়েছে। ১১টি মামলার মীমাংসা হয়েছে এবং আগামী মাসগুলিতে এই ধরণের আরও মামলার মীমাংসা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। লোক আদালতের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির জন্য পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। ১ নভেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত মোট ৩,৮৫২টি মামলা (জি আর এবং এন জি আর উভয়ত)-র মীমাংসা হয়েছে এবং ৫০ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৪৭ টাকা জরিমানা হিসাবে আদায় হয়েছে।
- মে, ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত মোট ৬,৮২৩টি বেআইনি বেওয়ারিশ অস্ত্র, ৩৩,০৮৩টি গোলা-বারুদ এবং ১৪,৭৫০টি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত এলাকা থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে আছে ৫টি এ কে ৪৭, ৬টি এস এল আর, ৫টি ইনসাস, ১৩টি রাইফেল, ২৬টি ম্যাগাজিন, ৬টি চার্জার, ২৬টি আই ই ডি, ১৪৬টি ডেটোনেটর, ৪৮টি জি. স্টিক।
- নারী ও শিশু পাচার নিয়ন্ত্রণে সি আই ডি তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। ৯জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ২১জন নাবালিকাকে নিয়ে মোট ৩০ জন নারী ও ৪ জন পুরুষকে এই রাজ্যে উদ্ধার করা গেছে এবং ৭৪ জনকে ২৬টি সুনির্দিষ্ট মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
- নেশার সামগ্রী ও বীরভূম জেলায় বেআইনি পোস্ত চাষের নিয়ন্ত্রণে বড় আকারের সাফল্য পাওয়া গেছে। ভারত সরকারের কাছ থেকে এ জন্য রাজ্য বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছে।
- পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অধীনে বিভিন্ন ইউনিটের জন্য ২৪টি নির্মীয়মান ভবন প্রকল্পের জন্য ৯ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা সরকার মঞ্জুর করেছে। বাহিনীতে গতিশীলতা বাড়াতে বিভিন্ন ধরণের ৮৮৩টি গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে, যার জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ১০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। আরও ১১৬টি যান-সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া চলছে। প্রাণঘাতী নয়, এমন অস্ত্রসহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এজন্য ৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। যান-চলাচল, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, প্রশিক্ষণ, অনুসন্ধান, টেলিকম ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত নানা ধরণের সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য সরকার ১৮ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে।
- পুলিশ বাহিনীর সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের আবাসনের প্রয়োজন মেটাতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আবাসন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কলকাতা পুলিশ

- নতুন সরকার দায়িত্ব নেবার পর কলকাতা পুরসভার ১৪১টি ওয়ার্ডের অধীনে সমগ্র ভৌগোলিক এলাকাকে কলকাতা পুলিশের অধিক্ষেত্রভুক্ত করা হয়েছে।
- এর ফলে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের অধীনে থাকা ৯টি থানা কলকাতা পুলিশের অধীনে এসেছে। ঐ ৯টি থানার ৮টিকে তাদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। নিচে এই ১৭টি থানার উল্লেখ করা হলো: বেহালা, পর্ণশ্রী, ঠাকুরপুকুর, হরিদেবপুর, যাদবপুর, পাটুলি, রিজেন্ট পার্ক, অরবিন্দ পার্ক, পূর্ব যাদবপুর, সার্ভে পার্ক, কসবা, গরফা, তিলজলা, প্রগতি ময়দান, নদিয়াল, রাজাবাগান এবং মেটিয়াবুরুজ।
- বেহালা ও যাদবপুর—এই দুটি নতুন ডিভিশনকে কলকাতা পুলিশের এক্তিয়ারভুক্ত করা হয়েছে।
- ১০টি ট্রাফিক গার্ড ও ২টি ট্রাফিক ডিভিশন তৈরি করা হয়েছে। নিরাপত্তার দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে ক্লোজ-সার্কিট টিভি সেট বসানো হয়েছে।
- পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিক সাহায্যদান ও হাসপাতালে স্থানান্তর করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আপৎকালীন সেবা সুবিধা সহ অ্যাম্বুল্যান্স ও ট্রানজিট ট্রমা কেয়ার ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।
- মে, ২০১১ পর্যন্ত কলকাতা পুলিশে ৩,৫৩৬টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মর্যাদার ৩,৭৫১টি পুলিশের পদ এবং কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে ১০৭ জন চিকিৎসা আধিকারিক ও হাসপাতাল কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া চালু আছে। ১ হাজার জন হোমগার্ড, ৭৬৪ জন পুলিশ স্বেচ্ছাসেবী (সিভিক) ও চুক্তিভিত্তিক কনস্টেবল পদে ৮৯১ জন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ইতিমধ্যেই নিযুক্ত হয়েছেন।
- সাইবার ঘটিত অপরাধ দমনের জন্য লালবাজারে একটি সাইবার গবেষণাগার খোলা হয়েছে। এর জন্য পুলিশ আধিকারিকদের 'সাইবার ফরেনসিকস্' বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার্থে 'কমিউনিটি পুলিশ উইং' কাজ করে যাচ্ছে।
- কলকাতা পুলিশকর্মী ও তাঁদের পরিবারবর্গের আবাসনের প্রয়োজন মেটাতে 'কলকাতা পুলিশ আবাসন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম,-এর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- ১৫ অগস্ট, ২০১২-এ কলকাতার ইতিহাসে এই প্রথম রেড রোডে সফলভাবে স্বাধীনতা দিবস কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ বাহিনীর সদস্য ও তাঁদের পরিবারের জন্য নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, 'জয় হে' আয়োজিত হয়েছিল যা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রশংসা অর্জন করে।
- কলকাতা পুলিশ ল ইনস্টিটিউট্ স্থাপন করা হয়েছে।

সৈকত নিরাপত্তা

- সমুদ্র সৈকত অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নজরদারি জোরদার করতে সমুদ্রসৈকত নিরাপত্তা পরিকল্পের ১ম পর্যায়ভুক্ত সৈকত থানা স্থাপন কর্মসূচি সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করতে রাজ্য সরকার দুই বছর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এর ফলস্বরূপ (১) দিঘা মোহানা (২) তালপাটিঘাট (৩) হলদিবাড়ি

(সুন্দরবন) (৪) মইপীঠ (৫) ফ্রেজারগঞ্জ ও (৬) হেমনগর পরিকল্পের প্রথম পর্যায়ে উল্লিখিত) ৬টি সৈকত থানা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে।

- ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ২০১১-১৬ বর্ষের মধ্যে রূপায়ণযোগ্য পরিকল্পের ২য় পর্যায়ের ঘোষণা করে ও সেইসঙ্গে আরও আটটি সৈকত থানা নির্মাণ অনুমোদন করে। এই থানাগুলি হলো: (১) জুনপুট, (২) মন্দারমণি, (৩) নয়াচর, (৪) গঙ্গাসাগর, (৫) গোবর্ধনপুর, (৬) ঝড়খালি, (৭) হারউড পয়েন্ট ও (৮) ডায়মণ্ডহারবার। এই আটটি সৈকত থানা নির্মাণের জন্য জমি সংগ্রহের কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলছে।
- তালপাটিঘাট ও সুন্দরবন সৈকত থানা নির্মাণের জন্য প্রশাসনিক ছাড়পত্র ও অর্থ সংক্রান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে।
- ২য় পর্যায়ের পরিকল্প রূপায়ণের জন্য জমি চিহ্নিতকরণ, নক্সা ও আনুমানিক খরচের হিসাব চূড়ান্ত করা, জমির আন্তর্বিভাগীয় হস্তান্তর, 'বনরক্ষা আইন'-এর আওতাভুক্ত বিধিনিষেধ দুর করা এবং পরিবেশ বিভাগের ছাড়পত্র পাওয়ার বিভিন্ন বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- হারউড পয়েন্ট, মন্দারমণি ও জুনপুর—এই তিনটি সৈকত থানার জন্য জমি ইতিমধ্যে ঠিক হয়ে গেছে এবং হারউড পয়েন্ট ও মন্দারমণি থানার জন্য নক্সা ও আনুমানিক খরচের হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশাসনিক ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।
- সৈকত নিরাপত্তা পরিকল্প স্থিরীকৃত হওয়ার দিন থেকেই, বিষয়টিতে নতুন মাত্রা যোগ করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিকল্পটির সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছে।

সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি (BADP) :

উত্তর ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং—এই ৯টি সীমান্ত জেলার ৬৫টি ব্লকে সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি সার্থকতার সঙ্গে রূপায়িত হচ্ছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন সড়ক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, জনস্বাস্থ্য কারিগরী, বিদ্যুৎ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান-এ 'সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন' কর্মসুচি দু বছরে রূপায়িত হয়েছে। প্রথম বছরে (২০১১-১২) ১৩৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা অর্থবরাদ্দে ৭১৮টি পরিকল্প এবং দ্বিতীয় বছরে (২০১২-১৩) ১৪৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা অর্থবরাদ্দে ৫৯৪টি পরিকল্প রূপায়িত।

ই-গভর্ন্যান্স পদ্ধতি

- ফাইল ও লেটার ট্র্যাকিং ব্যবস্থায় আরও দ্রুততা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা আনার জন্য বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদনের চূড়ান্তকরণ ও প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের কাজ এখন অন্তিম পর্যায়ে।
- এই প্রকল্পের আরও একটি অংশ হলো স্বরাষ্ট্র বিভাগের নথিপত্র 'ডিজিটাইজ্ড' উপায়ে সঞ্চিত রাখা ও তার ব্যবস্থাপন। এতে সংরক্ষণ ও সঞ্চয়, অভিগম্যতা, নিরাপত্তা, গোপনীয়তা এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা :

স্বরাষ্ট্র বিভাগ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ব্যবস্থা চালু করেছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয়সম্পন্ন যে কোনও বহুব্যাপ্তি বিশিষ্ট এবং প্রমাণসিদ্ধ প্রস্তাব অর্থ বিভাগে না পাঠিয়েই পাস করানো যাবে।

বিচার সহায়ক (ফরেনসিক) বিজ্ঞান গবেষণাগার :

- রাজ্য ফরেনসিক বিজ্ঞান গবেষণাগারে বহুদিন ধরে শূন্য থাকা পদগুলি পূরণের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ৬টি 'সিনিয়র সায়েনটিফিক অফিসার' পদ ইতিমধ্যে পুরণ করা হয়েছে।
- গবেষণাগারটির মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির যথাযথ সুপারিশক্রমে 'ভিশন-২০১৫' নামে একটি বড়ো প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি রূপায়িত হলে রাজ্য ফরেনসিক বিজ্ঞান গবেষণাগারটি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হবে।

বিদেশি শাখার অর্জিত সাফল্য :

- সমস্ত কেন্দ্রের বিদেশিদের (সার্কভুক্ত দেশগুলি ব্যতীত) ক্ষেত্রে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ১৩২টি ক্ষেত্রে 'ভারতে প্রত্যাবর্তনে বাধা নাই'—শীর্ষক শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।
- সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশের ১৫০০ জন নাগরিককে আই বি পি এবং এল টি ভি / এস টি ভি প্রদান করা হয়েছে।
- এই রাজ্যে ৪ হাজার জন বেআইনি অনুপ্রবেশকারীকে ফেরৎ পাঠানো এবং বিতাড়িত করা হয়েছে।
- ৫০টি এফ সি আর এ–র ফয়সালা হয়েছে।
- ১০০টি নাগরিকত্বের শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে

আবাসন বিভাগ

বিভাগের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি হল আর্থিকভাবে দুর্বল জনসাধারণের জন্য আবাসন-ইউনিট নির্মাণ করা যা ২০০৯-২০১০ সাল থেকে রূপায়িত হয়ে চলেছে। পরিকল্পটি "গীতাঞ্জলি" এবং "আমার ঠিকানা" নামে সর্বজনবিদিত। যদিও পরিকল্পটি ২০০৯-২০১০ সালে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তবুও ২০১১-২০১২ সাল থেকে এটি গতি লাভ করেছে এবং ২০১২-১৩ সালে উল্লেখযোগ্য উচ্চতায় পৌঁছেছে যা নিচের প্রতিবেদন থেকে অনুধাবন করা যায়।

ই ডব্লু এস (ইকোনমিকালি উইকার সেকশন) আবাসন প্রকল্পে "গীতাঞ্জলি" এবং "আমার ঠিকানা"-র আর্থিক অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবর্ষ	আর্থিক বরাদ্দ	সাফল্য (ব্যয়)
২০১০-১১	৫০০.০০	১১৩.২৫ (২২.৭%)
২০১১-১২	৫২৫.০০	১২৬.৯৮ (২৪.২%)
২০১২-১৩	৫২৯.১৮	৩৮৪.৯৩ (৭২.৭%)

দপ্তরওয়ারি অর্জিত সাফল্যের প্রতিবেদন

দপ্তরের নাম	সাফল্য (পরিকল্প সংখ্যার নিরিখে, ব্যয় কোটি টাকায়)					
	২০১০-১১		২০১১-১২		২০১২-১৩	
	পরিকল্প	আর্থিক	পরিকল্প	আর্থিক	পরিকল্প	আর্থিক
সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা	৯৫৮	৫.৫৬	৩৭২৩	৩৭.৩১	১৯৪৬৯	১৫৭.২৪
বন দপ্তর	২৩০৪	১৪.৫৮	শূন্য	২৯.৯১	৪৭২	২০.৭৩
মৎস্য (মীন পোষ)	শূন্য	১৩.২৬	শূন্য	শূন্য	৫৭২২	৪২.৯৫
পি ইউ এ	৯৩৬	৫.৪৩	শূন্য	শূন্য	৭৫৬১	৬৩.১৩
সুন্দরবন বিষয়ক	১০৩২	১৭.৩৩	শূন্য	শূন্য	২৮৪৩	২৭.৫৮
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন	১০১১৪	৩৯.৪১	৩৯১২	১৭.৮৫	১৩২৪৭	৫৬.১৬
অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ	শূন্য	১৪.০৬	শূন্য	২৩.৯০	৭৭৯	৬.৫০
জেলাশাসক দার্জিলিং	শূন্য	শূন্য	১৫০০	১৩.১৩	শূন্য	শুন্য
জেলাশাসক দঃ ২৪ পরগনা	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য	১৪৮	২.৮৭
গ্রামীণ (মোট)	১৫৩৪৪	১০৯.৬৩	৯১৩৫	১২২.১০	৫০২৪১	৩৭৭.১৬
আধা শহরে প্রাপ্তি	২৮৮	৩.৬২	শূন্য	৪.৮৯	শূন্য	৭.৭৭
মোট		১১৩.২৫	—	১২৬.৯৯	—	৩৮৪.৯৩

- **ফ্ল্যাট আবন্টনের ক্ষেত্রে সমস্ত কোটা-রীতির বিলোপ করা হয়েছে।**

- **"www.wbhousing.gov.in"** ঠিকানা সম্বলিত **বিভাগীয় ওয়েবসাইট** খোলা হয়েছে যেখান থেকে প্রত্যেকে আবাসন বিভাগের কাজকর্ম এবং কর্মসম্পাদন সম্পর্কে জানতে পারবে।

- এই পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে **ফ্ল্যাট বন্টন** (সরকারি কর্মচারীদের জন্য ভাড়াভিত্তিক আবাসন কেন্দ্রগুলি (আর এইচ ই) এবং নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চ আয় গোষ্ঠীর জন্য সরকারি ভাড়াভিত্তিক আবাসন কেন্দ্রগুলির) **সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড্ পদ্ধতিতে একটি সফটওয়্যার এর মাধ্যমে আগে এলে আগে পাবে এই নীতির ভিত্তিতে** সম্পন্ন হবে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শিল্প পুনর্গঠন বিভাগ

মুখবন্ধ

● *দপ্তরটি রাজ্যের সমন্বয়কারী বিভাগ। রাজ্যের 'বন্ধ', 'রুগ্ন' ও 'দুর্বল' মাঝারি/বৃহৎ ক্ষেত্রের শিল্প ইউনিটগুলির শিল্পগত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কাজ এই বিভাগের উপর ন্যস্ত।*

● *মে ২০১১-এ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের পর নতুন সরকার জানায় যে পূর্বতন সরকার শিল্পের রুগ্নতা দূরীকরণে যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করেছিল তা আদৌ ফলপ্রসূ হয় নি।*

● *নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সীমিত ক্ষমতার মধ্যে শিল্পের অবস্থা উন্নতিকরণের জন্য পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে সার্থক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে, তা কার্যকরী হয়েছে। সুসংহত একটি নীতি আরো বেশি মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং সমাজের দীর্ঘমেয়াদী উপকারে লাগে এমন কাজকর্ম আরো বেশি করে সম্পাদিত হচ্ছে।*

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

রাজ্যের 'রুগ্ন' 'বন্ধ' 'দুর্বল' শিল্প ইউনিট গুলির অধীনে যে পরিমাণ জমি আছে তার প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য শিল্প স্থাপনের জন্য তা ব্যবহার করার জন্য একটি ব্যাপক সমীক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই সমীক্ষার ফলাফল জানা যাবে।

● নব নির্বাচিত সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট জমির চরিত্র বদল করা যাবে না কিন্তু তা হস্তান্তর করা যেতে পারে একমাত্র শিল্পে ব্যবহারের জন্যই।

● শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট জমি যেন বাসস্থান নির্মাণ বা বাণিজ্যিক কারণে ব্যবহৃত না হয় তা নিশ্চিত করতে জুন ২০১২-তে ডব্লু বি এল আর আইন ১৯৫৫-এর ১৪ জেড ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী পাশ হয়েছে।

● সুপারিশ করা হয়েছে যে যদি কোনো লগ্নিকারী এ রাজ্যে লগ্নি করতে আগ্রহী হন, তবে তাঁকে তার নতুন প্রস্তাবের পাশাপাশি বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো একটি শিল্প-ইউনিট অধিগ্রহণের অনুরোধ জানানো হবে।

সম্পাদিত কাজ

● উপরিউক্ত সময়ের মধ্যে এই বিভাগ বি আই এফ আর অনুমোদিত পুনরুজ্জীবন প্যাকেজ রূপায়ণের মাধ্যমে ৩৬টি রুগ্ন ইউনিট (৭টি সি পি এস ইউ এবং ২৯টি বেসরকারি)-এর পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত অগ্রগতির পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বাবধান করেছে।

● এই বিভাগ যোগ্য ইউনিটগুলিকে উপযুক্ত ছাড়/বিশেষ সুবিধা দিয়েছে এবং তার ফলে বর্তমান/নতুন শিল্পোদ্যোগীদের কাছে ইউনিটগুলির পুনরুজ্জীবন/পুনর্বাসন প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

● সরকার কর্তৃক স্বীকৃত পুনরুজ্জীবন পরিকল্পের প্রয়োজনে কিছু ইউনিটকে বিক্রয় কর/ব্রিজ লোন মঞ্জুর করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ঋণখেলাপি ইউনিটগুলির কাছ থেকে ঋণের বকেয়া টাকা উদ্ধার করার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

● দুটি সি পি এস ইউ (CPSU)-মেসার্স ব্রেথওয়েট ও বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড-এর পুনরুজ্জীবনের যে প্রচেষ্টা ভারত সরকারের তরফে শুরু করা হয়েছে, তার সাহায্যার্থে রাজ্য সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে। দুটি সংস্থারই এ রাজ্যে ওয়াগন প্রস্তুতকারী ইউনিট আছে।

● ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর মেসার্স ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচার্স কোম্পানি লিমিটেড-এর অধীনে দুটি বন্ধ জুট মিল (খড়দা ও কিনিসন) চালু করা সম্ভব হয়েছে এবং এগুলিতে উৎপাদন শুরু হয়েছে।

● নতুন সরকারের অনুরোধে এবং ভারত সরকার দুর্গাপুর ও হলদিয়ায় হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড-এর বন্ধ ইউনিটগুলির পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

● দুর্গাপুরের বন্ধ MAMC ইউনিটটি পুনরুজ্জীবিত করা বা পুনরায় চালু করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যৌথ উদ্যোগের অংশীদারদের আনুষ্ঠানিকভাবে জমি হস্তান্তরিত করেছে। ইউনিটটি পুনরায় চালু হওয়া এবং তাতে উৎপাদন শুরু হওয়ার বিষয়টির অগ্রগতি নিয়মিতভাবে দেখাশোনা করছে এই বিভাগ।

● মহামান্য হাইকোর্ট ও ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে যেন আদালতে বিলোপ প্রক্রিয়ার অধীন আরো কিছু বন্ধ ইউনিট পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করা যায়।

● উপরিউক্ত সময়ের মধ্যে এই বিভাগ ৫টি রুগ্ন শিল্প ইউনিটকে 'ছাড়ের আওতায়' (Relief Undertaking)-বর্গাভুক্ত বলে ঘোষণা করেছে।

● এই বিভাগের সহায়তায় বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ (ডাকব্যাক)-এর বন্ধ ইউনিটটি পুনরায় চালু করা হয়েছে এবং তা বাণিজ্যিক উৎপাদনও শুরু করেছে।

● মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশমতো হুগলিতে সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানাটি পুনরায় খোলার ব্যাপারে সরকার তৎপর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

রূপায়ণমুখী প্রকল্প

'রুগ্ন' 'দুর্বল' অথচ পুনরুজ্জীবন সম্ভব, এমন শিল্প ইউনিটগুলিকে উপযুক্ত সহায়তাদানের বিষয়ে একটি নতুন নীতি চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিল্প রুগ্নতা রুখতে এবং যথাসময়ে সহায়তাদানের প্রশ্নে সরকারের হস্তক্ষেপ সম্ভব করতে একগুচ্ছ নতুন কর্মসূচি চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

সরকারি নীতির প্রচারযন্ত্রের চিরাচরিত ভূমিকার বাইরে গিয়ে বিগত দু'বছরে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এমন এক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের লালন, প্রসার ও বিকাশ-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মদিশাকে সুসংহত করেছে।

➢ তথ্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সরকারী নীতিগুলিকে সুসংহত করে রূপায়ণের জন্য কয়েকটি টাস্ক ফোর্স এবং ৩২টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এইসব কমিটি গঠিত হয়েছে। এইসব কমিটির নির্দেশানুযায়ী কাজ করার ফলে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মপদ্ধতি শুধু যে সংস্কৃতি জগতের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে তাই নয়, সম্পূর্ণ স্বচ্ছও হয়ে উঠেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এইসব টাস্ক ফোর্স ও কমিটিগুলি নীতিগত ক্ষেত্রে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

➢ মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যক্তিদের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কমিটি স্বচ্ছ যোগ্যতামান নির্ণয় করেছে। সেই অনুযায়ী প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ছাপা ও বিতরণ হয়েছে। সাংবাদিকদের দীর্ঘদিনের চাহিদা অনুযায়ী মহাকরণে একটি প্রেস কর্নার নির্মিত হয়েছে এবং সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটির পরিসর বাড়িয়ে নতুনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। দুঃস্থ সাংবাদিকদের সাহায্য করতে রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ, তাই 'জার্নালিস্টস বেনেভোলেন্ট ফান্ড' নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।

➢ কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্মের সংরক্ষণ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমি গঠন করেছে। এছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বীরসা মুণ্ডা আকাদেমি, রাজবংশী ভাষা আকাদেমি ও নেপালি আকাদেমি স্থাপিত হয়েছে। এ রাজ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য রাজ্য সরকার উর্দু, হিন্দি, নেপালি, ওড়িয়া, সাঁওতালি ও পঞ্জাবি (গুরুমুখি লিপিসহ) ভাষাগুলিকে, যেসব অঞ্চলে জনগণের ১০ শতাংশ এইসব ভাষাভাষী, সেখানে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উর্দু ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

➢ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি কল্যাণ, নারী ও শিশুর অধিকার ও পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে নিবিড় প্রচারাভিযান চালানোর জন্য গ্রামীণ জনসমাজের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার পদ্ধতি নিরূপণের উদ্দেশ্যে সামাজিক সংযোগ বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

➢ এই বিভাগের প্রকাশনা শাখা নিয়মিতভাবে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, সাঁওতালি ও ইংরেজিতে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকাটি প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া 'সরকারের নব্বই দিন' শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, যাতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে।

➢ আটমাসে সরকারের গৃহীত নীতি ও সম্পাদিত কার্যাবলী বিষয়ে 'কিছু কথা কিছু কাজ' নামে একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটি ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ও সাঁওতালি-তে অনুবাদ করেও প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারের একবছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলায় 'প্রত্যাশা থেকে প্রাপ্তি' ও ইংরেজিতে 'হোপ টু রিয়্যালিটি' নামে দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

➢ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের ভূমিকা এবং এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, শরৎ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে যোগসূত্রের কারণে রাজ্য সরকার এই প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা 'মাসিক বসুমতী সাহিত্য পত্রিকা' দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরে কলকাতা পুস্তক মেলায় পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। এটি এখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড এখন বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারি দপ্তরের নানা ধরণের মুদ্রণের কাজ করছে। ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে এই সংস্থা ৫ কোটি টাকা আয় করেছে।

➢ প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, নাট্য ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব এবং সংস্কৃতি দুনিয়ার অন্যান্য বিশিষ্টজনেদের অবদানকে স্বীকৃতি দানের লক্ষ্যে সরকার কিছু বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়া এই বিভাগের মাধ্যমে সরকার কিছু বিশেষ প্রকল্পের সূচনা তথা পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে। এইসব প্রকল্প মারফৎ লোকশিল্পীসহ দুঃস্থ সংস্কৃতিকর্মীদের ভাতা, পেনসন ও সাংস্কৃতিক সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি নানাভাবে অর্থসাহায্য করা হয়ে থাকে। এছাড়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই বিভাগ দুঃস্থ শিল্পী তথা অভিকরণ শিল্পীদের এককালীন আর্থিক সহায়তাও প্রদান করে থাকে।

➢ অভিকরণ শিল্প ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এমন দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য এই বিভাগ 'লিটারারি অ্যাণ্ড কালচারাল পেনসন স্কিম' পরিচালনা করে থাকে। পেনসন প্রাপকদের তালিকাটি জেলাশাসকগণ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ নিয়মিতভাবে নিরীক্ষণ ও অদ্যতন করে থাকেন। ২০১৩-র মার্চ মাস থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ পেনসন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে দুঃস্থ লোকশিল্পীদের বার্ষিক ৭০০০ টাকা হারে পেনসন দেওয়া হয়। ১১৫ জনকে এই প্রকল্পে পেনসন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই বিভাগ অভাবী থিয়েটার গ্রুপগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেবার প্রকল্পটিকে ঢেলে সাজিয়েছে। এই বার্ষিক সহায়তা প্রদানের জন্য সারা রাজ্য থেকে ১০০টি থিয়েটার গ্রুপকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

➢ শিল্প, সংগীত, চলচ্চিত্র, সাহিত্য ও ক্রীড়াজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই বিভাগ সম্মাননা জ্ঞাপন করে থাকে। এই পদ্ধতিটিকে স্বচ্ছ ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার একটি অ্যাওয়ার্ড কমিটি গঠন করেছে। বরেণ্য ব্যক্তিদের অবদানকে স্বীকৃতি দেবার জন্য ২০১১ সাল থেকে রাজ্য সরকার 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মান প্রবর্তন করেছে। ২০১১-তে মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মান্না, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, সুপ্রিয়া দেবী, অমলা শংকর ও আমজাদ আলি খান-কে এই সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছিল। ২০১২-তে দ্বিতীয় 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মান ১৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে জ্ঞাপন করা হয়। এঁরা হলেন লেসলি ক্লডিয়াস, সুচিত্রা সেন, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, যোগেন চৌধুরী, আলি আহমেদ হুসেন খান, রঞ্জিত মল্লিক, শাঁওলি মিত্র, গৌতম ঘোষ, অজয় চক্রবর্তী ও জয় গোস্বামী। ঐ বছর বঙ্গভূষণ প্রাপক ছিলেন রশিদ খান, বিক্রম ঘোষ ও নচিকেতা চক্রবর্তী। রাজ্য সরকারের আগামী মে ২০, ২০১৩-তে পরবর্তী বঙ্গবিভূষণ প্রদান করবার পরিকল্পনা আছে।

➢ শিল্প, সংস্কৃতি ও জনজীবনের বরেণ্য ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার তাঁদের জন্মদিবস পালনের প্রথা শুরু করেছে। যথোপযুক্ত মর্যাদায় মহাকরণে এই অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে পালিত হয়ে থাকে। শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপনের এইসব অনুষ্ঠানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক সময়েই উপস্থিত থাকেন।

➢ রাজ্য জুড়ে নিয়মিতভাবে রাজ্য সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকেন। স্থানীয় শিল্পের প্রসার ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীদের সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানও এইসব অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। রাজ্য জুড়ে নিয়মিতভাবে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ ছাড়াও এই প্রথমবার রাজ্য সরকার স্বাধীনতা দিবসেও কুচকাওয়াজের আয়োজন করেছিল। এছাড়া মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু, রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সিস্টার নিবেদিতা, শহীদ ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়-বাদল-দীনেশ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্রীমা সারদাদেবী, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী, মাদার টেরিজা, আবুল কালাম আজাদ, মাস্টারদা সূর্য সেন, ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও ডঃ নীলরতন সরকার প্রমুখের জন্মদিন প্রতিবছর বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়ে থাকে।

➢ কলকাতা ও হাওড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গেও নাট্যমেলার আয়োজন করা হয়েছিল। সারা দেশ থেকে আসা ১০০-র বেশি নাট্যগোষ্ঠী এতে অংশগ্রহণ করে এবং নাটকের প্রায় সবকটি আঙ্গিকই রূপায়িত হয়।

➢ ভারতীয় নৃত্যের কিংবদন্তী শিল্পী উদয়শংকরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রতিবছর উদয়শংকর নৃত্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ থেকে আসা নৃত্যগোষ্ঠী ও শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করে।

➢ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলন যথারীতি অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রবীণ উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। বিগত বছরে দেশের প্রথিতযশা শিল্পীদের সঙ্গে পাকিস্তানের উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীরাও এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এইসব নৃত্য/উচ্চাঙ্গ সংগীতের উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি; এগুলি গুণীজনেদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে থাকে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনায় রাজ্য সংগীত আকাদেমির পুরনো বাড়িটির আগাগোড়া সংস্কার করা হয়েছে। আকাদেমি নিয়মিতভাবে সংগীত ও নৃত্যের উপর সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

রবীন্দ্রসদন-নন্দন চত্বরে এবং গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় নিয়মিতভাবে রাজ্য চারুকলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সারাদেশ থেকে আসা প্রখ্যাত শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। গগনেন্দ্র শিল্প

প্রদর্শশালায় বরেণ্য শিল্পীদের উল্লেখ্যযোগ্য শিল্পকর্মগুলি প্রদর্শিত হয়।

➢ এক বিপুলসংখ্যক জনতার উপস্থিতিতে বারাসাতের কাছারি ময়দানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২০১২-১৩-র যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করেন। এই উৎসবের অপর অংশটি ২০১২-১৩ বর্ষে আমুল সংস্কৃত ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে এই অনুষ্ঠানের পরিসর বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

➢ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০-তম জন্মার্বিকী সারা রাজ্য জুড়ে উপযুক্ত মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। এই সরকার ২৫শে বৈশাখ-এর কবিপ্রণাম অনুষ্ঠানটিকে রবীন্দ্রসদন-এর সংকীর্ণ পরিসর থেকে বাইরে আনার উদ্যোগ নেয়। ২০১২ সালে ক্যাথেড্রাল রোড-এর উপর একটি বিশাল মঞ্চ নির্মিত হয় এবং এক বিপুল জনসমাবেশে বহু শিল্পী, গুণী ও বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয়। কবিপক্ষের অন্যান্য অনুষ্ঠানও যথারীতি হয়।২০১৩-তেও রাজ্য সরকার পঁচিশে বৈশাখ-এর অনুষ্ঠান একইভাবে আয়োজন করেছে।রবীন্দ্রনাথের জন্ম-সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে এই বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বইটির সবকটি কপি বিক্রয় হয়ে গেছে।

➢ সারা রাজ্যজুড়ে বাইশে শ্রাবণও পালন করা হয়।২০১২-তে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সমাজের সব স্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন।

➢ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৭খণ্ডে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ করছে। এর প্রথম খণ্ডটি মাননীয় রাজ্যপাল, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অন্যান্য বিদগ্ধজনের উপস্থিতিতে প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটিই উচ্চ প্রশংসিত।

➢ রাজ্য সরকার কর্তৃক যথোপযুক্ত মর্যাদায় স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামীজীর চিন্তা ও বাণী ছড়িয়ে দেবার জন্য রাজ্য সরকার এই উপলক্ষ্যটিকে গ্রহণ করেছিল। যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের বিবেক মেধা পুরস্কার ও বিবেক সাহসিকতা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। গত জানুয়ারি ১২, ২০১৩ তারিখে বিপুল জনতা, বিশিষ্ট ও গুণীজনের উপস্থিতিতে বিধাননগর স্টেডিয়ামে (যার নতুন নামকরণ হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণ) বিশ্ব যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

➢ সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মরণে রাজ্য-সরকার যথাযোগ্য মর্যাদায় 'হুল দিবস' পালন করে থাকে। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূমিহীন আদিবাসীদের মধ্যে সরকার জমির পাট্টা বিলি করেছে, এছাড়া এই বিদ্রোহের নায়ক সিদো ও কানহু-র পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হয়।

➢ ২০ বছর পরে ২০১১ সালের ১৩ জুলাই দার্জিলিং, কালিম্পং ও শিলিগুড়িতে নেপালি কবি ভানুভক্তের জন্মদিবস পালন করা হয়। এছাড়া উত্তরবঙ্গ উৎসবের আয়োজন করার ক্ষেত্রে এই বিভাগ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগকে সহায়তা প্রদান করেছে।

➢ বাংলা সংগীতমেলা এখন অনেক বড় আকারে আয়োজিত হচ্ছে। এই সংগীতমেলার উদ্দেশ্য যেমন একদিকে বাংলা গানের বিভিন্ন ধারার প্রচার তেমনি অন্যদিকে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার প্রতিভাবান নবীন শিল্পীদের জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশের সুযোগ প্রদান। ২০১২ ও ২০১৩ সালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। এই অনুষ্ঠানে সংগীতক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বিশিষ্ট শিল্পীদের সংগীত মহাসম্মান ও সংগীত সম্মান প্রদান করা হয়। প্রতিবছর বাংলা সংগীতমেলা কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবছর বহুজনের উপস্থিতিতে সমাপ্তি অনুষ্ঠানটি হয়েছিল নজরুল মঞ্চে।

➢ শিশুকিশোর আকাদেমি গত দুবছর আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছে এবং প্রথমবছরে এই উৎসবে বিভিন্ন দেশের মোট ১৬০টি ছবি দেখানো হয়েছিল।

➢ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি দুটি নতুন অনুষ্ঠানের সুচনা করেছে। এগুলি হল 'গদ্যের গল্প স্বল্প' ও 'কবির সঙ্গে দেখা'।

➢ পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমি কাজ শুরু করেছে এবং তাদের প্রকাশিত 'বিদ্রোহী' গুণীজনের প্রশংসা লাভ করেছে।এই আকাদেমি বাংলাদেশের বিশিষ্ট নজরুল বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কয়েকটি সেমিনার-এর আয়োজন করেছে।

➢ রাজ্যজুড়ে লোকশিল্পীদের পরিচয়পত্র প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ টেলি আকাদেমি গঠিত হয়েছে এবং কাজ শুরু করেছে। নতুন সরকারের একবছর পূর্তি উপলক্ষে মিলনমেলা ও রবীন্দ্রসদন চত্বরে এক সপ্তাহব্যাপী 'প্রগতি উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম-সার্ধশতবর্ষ কলকাতা ও কৃষ্ণনগরে পালন করা হয়। ৭দিন ব্যাপী 'মাটি উৎসব'-এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

➢ ২০১১ সালে নয়াদিল্লিতে ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার-এ পশ্চিমবঙ্গ প্রথমবার 'অংশগীদার রাজ্য' হয়। এই উপলক্ষে দেশ-বিদেশের দর্শকদের সামনে এই রাজ্য নিজের শক্তি, সামর্থ্য ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে। এছাড়া ভিন রাজ্যের শিল্পপতি, উদ্যোক্তা ও বিদেশি লগ্নিকারীদের সামনে 'রাইজিং বেঙ্গল' নামে নিজেকে তুলে ধরে।

➢ ২০১১ সালের ১৭তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব বিপুলসংখ্যক চলচ্চিত্রপ্রেমীর সামনে পেশাদারি দক্ষতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অনেক বেশি সংখ্যায় জনগণ যাতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও উদ্বোধনী চলচ্চিত্রটি দেখতে পান সেজন্য নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। ৫০টি দেশের ১৫০টি ছবি দেখানো হয়েছিল। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য উৎসব সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ওয়েবসাইটে দেওয়া হয় যাতে জনগণের তথ্য পেতে কোনো অসুবিধা না হয়।

➢ ১৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নভেম্বর ১০-১৭, ২০১২ অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ৬২টি দেশের ২০০টি ছবি দেখানো হয়। নভেম্বর

১০,২০১২ নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জীবন্ত কিংবদন্তী অমিতাভ বচ্চন এর সূচনা করেন। অনুষ্ঠানের তথা মিডিয়ার অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন ২০ জন বিদেশি ও ২০জন জাতীয় প্রতিনিধি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকার কর্তৃক এ রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যামবাসাডর হিসাবে নির্বাচিত শাহরুখ খান।

➢ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনস্থ চলচ্চিত্র ও সামাজিক সংযোগ প্রতিষ্ঠান এবং একটি স্বীকৃত সোসাইটি রূপকলা কেন্দ্র, মার্চ ১৪-১৬, ২০১২ নন্দনে ১১তম আন্তর্জাতিক সমাজ সংযোগ চলচ্চিত্র সম্মেলনের প্রথম পর্যায়ের আয়োজন করে। এই সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে ডেলিগেটদের দ্বারা নির্বাচিত বিভিন্ন ছবি পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় দেখানো হবে। এই সম্মেলনে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এবং জেলা পর্যায়ের ডেলিগেট যাদের এক বিরাট অংশ আবার বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী, সমবায় সংস্থা, সিনে ক্লাব, জেলাভিত্তিক সংবাদমাধ্যম প্রভৃতির সদস্য, অংশগ্রহণ করেন। ৮৫ জন জেলাভিত্তিক ডেলিগেট এতে অংশগ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে রূপকলা কেন্দ্র আয়োজিত আন্তর্জাতিক সমাজ সংযোগ চলচ্চিত্র সম্মেলনের ইতিহাসে এই প্রথমবার জেলার ছোট ছোট চ্যানেলের পরিচালকরা প্রতিনিধি হিসাবে নন্দন-১-এ আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই কেন্দ্র এবার নন্দনে হিন্দি ও উর্দুভাষী জনগণের জন্য বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে।

➢ রাজ্যে আগত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট অতিথি এবং গুরুত্বপূর্ণ ডেলিগেটদের আতিথ্য পরিষেবা প্রদান ও প্রোটেকল সংক্রান্ত চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে এই বিভাগের আতিথেয়তা ও প্রোটোকল শাখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০১১-১২ বর্ষে প্রায় ১৪০০ বিশিষ্টজন এই রাজ্য ঘুরে গেছেন।

➢ পরিশেষে বলা যায় এই বিভাগ এমন কিছু 'ক্যাপিটাল স্কিম' গ্রহণ করেছে যাতে, বিনোদন, সংস্কৃতি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে শুধু সাংস্কৃতিক নয় অর্থনৈতিক কাজকর্মেরও পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায়। জেলার প্রতিভাবান শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান ও জেলায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সারা রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা ৩২টি রবীন্দ্রভবনকে, ভারত সরকারের অধীন টেগোর কালচারাল কমপ্লেক্সেস স্কিম-এর আওতায় ৭৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেরামত করা হচ্ছে। এরমধ্যে রাজ্যসরকার দেবে ৩০কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকার রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত মংপু ভিলার সংস্কার করেছে। রাজ্য সরকারের পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি-স্থিত রথীন্দ্র মঞ্চ-এর সংস্কার চলছে।

➢ কলকাতা শহরের, শুধু যে দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী হয়ে ওঠার সমস্ত সম্ভাবনাই আছে তা-ই নয়, সারা পৃথিবীর সাংস্কৃতিক মানচিত্রে নিজের অনন্যতার ছাপ রাখতেও সক্ষম এই শহর। এই বিষয়টি অনুধাবন করে এই সরকার রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত রবীন্দ্রসদন চত্বরটিকে বিশ্বমানের অত্যাধুনিক এমন একটি সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত করা হবে, যেখানে দৃশ্যশিল্প, অভিকরণ শিল্প দুইই প্রদর্শিত হবে। একই সঙ্গে বিশিষ্ট কাজগুলির সংরক্ষণের জন্য একটি আর্কাইভও থাকবে।

➢ চলচ্চিত্র শিল্পকে বাংলায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রয়াসে যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাতে বাংলার চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিভা অর্থাৎ কৃৎকৌশলী, প্রযোজক ও পরিচালকরা উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে এখানেই কাজ করতে আগ্রহী হতে পারেন। এতে অর্থনীতিও প্রভাবিত হবে।

➢ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে টালিগঞ্জে অবস্থিত ১০০ বছরের পুরনো টেকনিসিয়ানস স্টুডিওকে পুনর্গঠিত করে আধুনিক স্টুডিওতে পরিণত করার কাজ শুরু হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগম—'রূপায়ণ'-এর উন্নয়নের কাজ চলছে। বেসরকারি অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষিণবঙ্গের উত্তরপাড়ায় এবং উত্তরঙ্গের ডাবগ্রামে দুটি ফিল্ম সিটি উন্নয়নের কাজ চলছে। চলচ্চিত্রশিল্পে জীবনব্যাপী অবদানের জন্য 'উত্তমকুমার অ্যাওয়ার্ড ফর একসেলেন্স ইন সিনেমা' নামে একটি সম্মান পুরস্কার চালু করা হয়েছে ও প্রদান করা হচ্ছে।

➢ হেরিটেজ কমিশন এবং পূর্ব ভারত প্রত্নতত্ত্বীয় পাঠ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পুনর্গঠিত হয়েছে। জনসাধারণ তথা ছাত্রছাত্রী ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সচেতনাতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, তাদের নিয়মিত কাজ অর্থাৎ আওতায় থাকা রাজ্য কর্তৃক সংরক্ষিত ১০৮টি পুরাকীর্তির রক্ষণাবেক্ষণ, বাংলায় 'জেলার পুরাকীর্তি' প্রকাশনা প্রভৃতিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২০০র বেশি বাড়িকে 'ঐতিহ্যবাহী' বলে ঘোষণা করেছে।

➢ পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন, পূর্ত বিভাগ ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব যৌথভাবে স্মারকগুলির সংরক্ষণের কাজ করেছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, পূর্ত বিভাগ-এর সহযোগিতায় কিছুদিন পূর্বে হুগলীর আঁটপুরে রাধাগোবিন্দ জীউ মন্দিরের সংরক্ষণের কাজ করেছে। ২০১২-১৩ বর্ষে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে জেলা সংগ্রহালয়, মালদা জেলা সংগ্রহালয়, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট সংগ্রহালয়, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ সংগ্রহালয় এবং হাওড়ার বাগনানে অবস্থিত আনন্দনিকেতন কীর্তিশালাকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। নতুন ক্ষেত্রীয় সংগ্রহালয়ের পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং গ্রামীণ সংগ্রহালয়গুলিকেও আরও সমৃদ্ধ করা হবে।

➢ অন্যান্য সংরক্ষণ কাজের সঙ্গে আঁটপুরের দুর্গা মন্দিরের সামনের স্তম্ভ সমন্বিত ভোগমন্ডপটির সংরক্ষণ কাজও সম্পন্ন হয়েছে। এই বছরে ব্যান্ডেল চার্চ চত্বরে অবস্থিত প্রাচীন পর্তুগীজ কাঠের মাস্তুলটির সংরক্ষণের কাজ করা হবে। রাজ্য সংরক্ষিত স্মারক, অসংরক্ষিত স্মারক এবং পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন কর্তৃক সংরক্ষিত ঐতিহ্যমন্ডিত ভবনের সংরক্ষণ ও উন্নয়ণের জন্য ৩৩টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১২-১৩ বর্ষে বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত আরা গ্রামে অবস্থিত সাঁওতালডাঙ্গায়, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড়ে এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে প্রত্নতত্ত্বীয় উৎখননের কাজ হয়েছে।

➢ ২০১৩-১৪ বর্ষে ন্যাশনাল মিশন অন মনুমেন্টস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ-এর সহযোগিতায় ঐতিহ্যমন্ডিত ভবন ও পুরাবস্তুর ডকুমেন্টেশন এবং নথির ডিজিটাইজেশন-এর কাজ করা হবে।

দেশপ্রিয় পার্কে ভাষাদিবসের অনুষ্ঠান

সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে বাংলা সঙ্গীতমেলা, ২০১৩-এর অনুষ্ঠান

মহাকরণে কাজী নজরুল ইসলামের ছবিতে মাল্যদান করছেন মুখ্যমন্ত্রী

২০১২-র উত্তমকুমার স্মরণ অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র পুরস্কার ও মহানায়ক সম্মান প্রদান

নন্দনে ২য় কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্‌বোধন

নজরুল মঞ্চে নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রথম খণ্ডের উদ্‌বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লিতে আই আই টি এফ, ২০১২-তে পশ্চিমবঙ্গ মণ্ডপ

লোক ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান

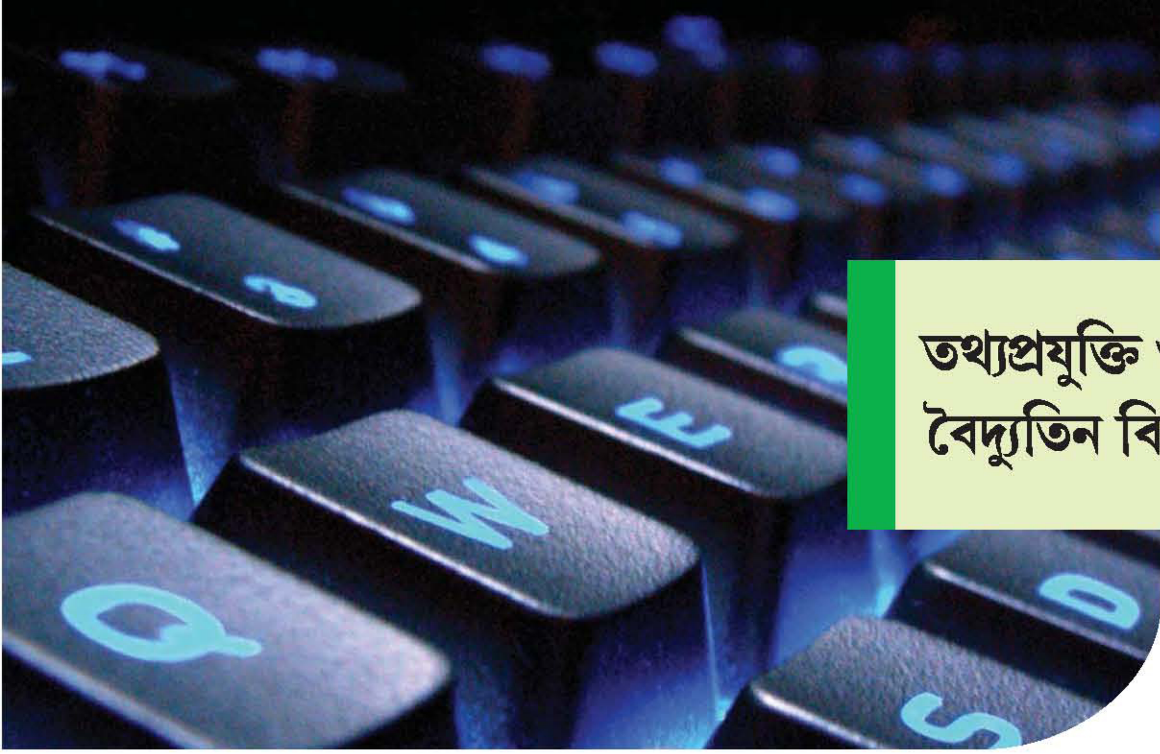

তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ

প্রথম অংশ: তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্য, অগ্রগতি ও রূপায়ণমুখী প্রকল্পসমূহ

সময়কাল	রূপায়িত ও রূপায়ণমুখী প্রকল্প
মে ২০১১ — মার্চ ২০১৩	১) ২০১২ সালে প্রকাশিত **নতুন তথ্যপ্রযুক্তি নীতি-তে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার এই দুটি** ক্ষেত্রকেই আয়ত্তাধীন করা হয়েছে ও সেই সঙ্গে উৎসাহ প্রদানকারী কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই নতুন উৎসাহ প্রদানকারী কর্মসূচিতে এস এম ই-দের জন্য রাজ্যের অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া এই কর্মসূচিতে উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন, পেটেন্ট গ্রহণ ও মান্যতা আনয়ন, অ্যানিমেশন ও গেমিং-এর উপরও উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ২) ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল **প্রতি জেলায় একটি তথ্যপ্রযুক্তি হাব** স্থাপন করা হবে। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ক) দুর্গাপুর আই টি পার্ক পর্যায় - ২, শিলিগুড়ি আই টি পার্ক পর্যায় - ২ — কাজ শুরু হয়েছে খ) পুরুলিয়া, আসানসোল, বরজোড়া, রাজারহাট — দরপত্র পদ্ধতি চূড়ান্ত পর্যায়ে গ) খড়গপুর, বোলপুর, বানতলা — পরামর্শদাতা নিয়োগ করা হয়েছে ঘ) কৃষ্ণনগর (পি পি পি মডেল) — জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। হস্তান্তর বিশেষজ্ঞদের বিষয়টিও চূড়ান্ত হয়েছে। ঙ) অন্যান্য জেলায় — উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ৩) **সোনারপুর হার্ডওয়্যার পার্ক** — পরামর্শদাতা নিয়োগ করা হয়েছে ৪) **ফলতা ও নৈহাটিতে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উৎপাদকদের ক্লাস্টার** — জমি চিহ্নিত করা হয়েছে হস্তান্তর বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য আর এফ পি জারি করা হয়েছে ৫) **কল্যাণী-তে আই আই আই টি** — জমি চিহ্নিত করা হয়েছে, শিল্প অংশীদার নির্বাচিত হয়েছে এবং বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

- **ই-জেলা — জেলার ভিতর অনলাইনে জন পরিষেবা প্রদান (অগ্রণী ভূমিকায় জলপাইগুড়ি ও বাঁকুড়া)**

সময়কাল	অনলাইনে সম্পাদিত কাজ	বিশেষ উদ্যোগ	যে সব উদ্যোগ রূপায়ণের পথে
মে ২০১১-মার্চ ২০১৩	১৪,০৯৬	জাতিগত শংসাপত্র প্রদানের বিষয়টিকে অনলাইনে সংযোজিত করা হয়েছে।	সর্বমোট ২৫টি পরিষেবা-সহ বিষয়টি রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতি।

- **ই-দপ্তর** — এই রাজ্যে ২০১১-র আগস্ট থেকে কাগজের পরিবর্তে ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে কাজ চালানোর প্রথা শুরু হয়েছে।

সময়কাল	যে সব দপ্তরে প্রয়োগ করা হয়েছে	যে সব উদ্যোগ রূপায়ণের পথে
মে ২০০১-মার্চ ২০১৩	উত্তর ২৪ পরগণার জেলাশাসকের দপ্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসক দপ্তর	তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগে প্রয়োগের কাজ শেষ পর্যায়ে

- এই রাজ্যে নভেম্বর ২০১১ থেকে **পত্র ও নথিপত্র সূত্রানুসন্ধান** পদ্ধতির প্রয়োগ

সময়কাল	যে সব দপ্তরে প্রয়োগ করা হয়েছে	যে সব উদ্যোগ রূপায়ণের পথে
মে ২০১১- মার্চ ২০১৩	তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদুতিন বিভাগ, নগরোন্নয়ন বিভাগ, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, এন কে ডি এ ও এস সি আর বি।	স্বরাষ্ট্র, হিডকো ও ডব্লু বি আই ডি সি দপ্তরে প্রয়োগ

- **মোবাইল গভর্ন্যান্স**-এর ক্ষেত্র

সময়কাল	যে সব ক্ষেত্রে মোবাইলভিত্তিক পরিষেবা প্রযুক্ত হয়েছে	যে সব উদ্যোগ রূপায়ণের পথে
মে ২০১১- মার্চ ২০১৩	বোতাম-টেপা প্রযুক্তিতে বিপর্যয় সংক্রান্ত সতর্কবার্তার প্রচার, নাগরিকদের ৮ কোটিরও বেশি জিটুসি এস এম এস প্রেরণ এবং পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত আধিকারিকদের সঙ্গে এস এম এস-ভিত্তিক জিটুজি যোগাযোগ, ই-জেলা পরিষেবার সঙ্গে সংগতি রেখে মোবাইল সার্ভিস ডেলিভারি গেটওয়ে (এস এস ডি জি)-র পরীক্ষণ।	i) চালকলের ধান সংগ্রহ ও লেভির যোগ্যতার ক্ষেত্রে এশ এম এস ভিত্তিক প্রযুক্তির প্রয়োগের উন্নয়ন ঘটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। বর্ধমান জেলাকে সামনে রেখে সারা রাজ্যে ছড়ানোর পরিকল্পনা। ii) এস এম এস-এর মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র ও নির্বাচন সংক্রান্ত উপাত্ত অনুসন্ধানের বিষয়টির উন্নয়ন ঘটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

- **স্টেট ডেটা সেন্টার (এস ডি সি)**, রাজ্য সরকারের উপাত্তসংগ্রহ ও প্রয়োগকেন্দ্র

সময়কাল	আবেদন গ্রহণ	রূপায়ণের পথে
মে ২০১১- মার্চ ২০১৩	ই-জেলা, বাংলার মুখ, এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক, তথ্য বাংলা, খাদ্য ও সরবরাহ ওয়েবসাইট, এস এ এস পি এফ ইউ ডব্লু, বাণিজ্যকর ও সি সি টি এন এস প্রয়োগ।	এম জি এন আর ই জি এস, এস এস ডি আই এবং এস পি ও এস এস ডি জি গ্রহণ

সেচ ও জলপথ বিভাগ

বন্যা ও ওই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া আর কোনো সময় যে বিভাগের নাম সাধারণত: জনসাধারণের আলোচনায় স্থান পেত না, আজ সেচ উন্নয়ন, বন্যার থেকে সুরক্ষা ও গ্রামীন যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সেই বিভাগের স্বীকৃতি জন-প্রতিনিধি ও জনসাধারণের বহুলাংশের মুখে মুখে। গত এক বছর এবং ১১ মাসে সংক্ষেপে বলতে গেলে সাম্প্রতিক অতীতে এটাই এই বিভাগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

● গত দুই বছর ধরে ৬৮,৪৭১ একর ব্যাপি বড় ও মাঝারি প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে শক্তিশালী সেচ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয় যা সেচের ক্ষেত্রে নির্মাণ/কার্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বলে পরিগণিত হয়। এর পূর্ববর্তী ছয় বছরে (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১) মোট যে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল, আজকের সাফল্য তার ৬৮ শতাংশ।

● আলোচ্য সময়কালে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প থেকে খালের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা দ্বারা রবি/বোরো চাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭০০ একর, যা এই প্রকল্প কার্যকর হবার সময় থেকে সর্বাধিক। ২০১৩-১৪ সালে এই প্রকল্পে আরো ২৪ হাজার ৭১০ একর যোগ করার লক্ষ্য রয়েছে।

● মে ২০১১-মার্চ ২০১২ পর্বে খালগুলির উন্নতি ঘটিয়ে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে নির্মিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি জলসেচ প্রকল্পগুলি, যেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাতিল হয়ে পড়েছিল, হৃত সেচ ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা গেছে। ফলে, প্রায় দুই দশক পরে বর্ধমান, বীরভুম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলায় সেচের জল পাঠানো সম্ভব হয়।

● আলোচ্য সময়ে জলদ্বার-সমন্বিত ১২টি জলধারা নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো প্রস্তুত করা হয়, যার ফলে অধিকতর ফলপ্রসু সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

● গত দুই বছরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ২১টি আর সি সি গ্রামীণ সেতু তৈরি করে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১ সালে গড়ে ওঠা এরকম সেতুর সংখ্যা মাত্র ১৬টি। হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও পশ্চিম মেদিনীপুরে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বার্থে আরো ৪৩টি সেতু নির্মানের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে — গত তিন দশকে এরকম কাজের কোনো জুড়ি নেই। কংসাবতী নদীর ওপর লালগড় সেতুর (নির্মাণ খরচের হিসাব ৫০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা) উল্লেখ সবিশেষ প্রয়োজন। ২০১৪ সালের জুন মাসের মধ্যে এই সবক'টি সেতুরই নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফুলাহার ও মহানন্দা নদীর বাঁধের ওপর তিন মাসের (২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ) মধ্যে পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হয়। এটাও এক অনন্য সাফল্যের নজির।

● বন্যা ও সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজ্যের ১৮টি জেলায় ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০১৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে প্রায় ৮২টি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এর জন্য গড় ব্যয়ের পরিমাণ ২২৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা বলে হিসাবে ধরা হয়েছে।

● বর্তমানে প্রধান চলতি প্রকল্পগুলির জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৩৫৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। অন্যান্য গুলির মধ্যে 'আয়লা'-য় ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন অঞ্চলের বাঁধগুলির নির্মাণ ও 'কালিয়াঘাই -কপালেশ্বরী-বাঘাই বেসিন ড্রেনেজ স্কিম' রয়েছে। পরের প্রকল্পটির ক্ষেত্রে গত এক বছরে ১৩০.৬৩ কিলো বিস্তৃত চ্যানেল গত এক বছরে গড়ে ওঠে এবং ২০১৩ সালের জুন মাসের মধ্যে আরো ৩৬.৫ কিলোমিটারের কাজ সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা হয়। এত কম সময়ে এত দীর্ঘ চ্যানেলের কাজ সমাধা হওয়ার বিষয়টি সত্যই অভূতপূর্ব।

● সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া ও চলতি প্রকল্পগুলি ছাড়াও এই বিভাগ ১৭টি জেলায় ৮৯টি ব্লকে ও কলকাতা পৌরনিগম ও অন্য দুটি পুরসভার এলাকাধীন অঞ্চলে ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৬০২ কোটি টাকা ধার্য করা

হয়েছে। এগুলি ছাড়াও ২০১২-১৩ সালের একেবারে শেষ লগ্নে অনুমোদিত আরো ৫টি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য দরপত্র ডাকা হয়েছে, যার গড় ব্যয় ৪০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এতগুলি কাজে একসঙ্গে হাত দেবার নজির এই বিভাগের ইতিহাসে ইতিপূর্বে নেই। ২০১৪ সালের জুন মাসের মধ্যে এইগুলির কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হল —

➢ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি তথা দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় মহানন্দার মূল খালটি সংস্কার (হিসাবকৃত ব্যয়ের পরিমাণ : ২২.১৫ কোটি টাকা)।

➢ জলপাইগুড়ি জেলায় কারালা নদীর সংস্কার সাধন (হিসাবকৃত ব্যয়ের পরিমাণ : ১৫.৯৮ কোটি টাকা)

➢ জলপাইগুড়ি জেলায় করতোয়া-টালমা সেচ প্রকল্পের

বৃদ্ধি তথা দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় মহানন্দার মূল খালটি সংস্কার (হিসাবকৃত ব্যয়ের পরিমাণ : ২২.১৫ কোটি টাকা)।

➢ জলপাইগুড়ি জেলায় কারালা নদীর সংস্কার সাধন (হিসাবকৃত ব্যয়ের পরিমাণ : ১৫.৯৮ কোটি টাকা)

➢ জলপাইগুড়ি জেলায়

➢ হাওড়া ও হুগলি জেলায় বাইগাছি ও নয়াবাজ খালকে পুনরায় কার্যক্ষম করে তোলা (হিসাবকৃত ব্যয়ের পরিমাণ : ২২.০৯ কোটি টাকা)

➢ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় 'আয়লা' দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের বাঁধগুলির সংস্কার সাধন (গুচ্ছ প্রকল্প, হিসাবকৃত গড় ব্যয়ের পরিমাণ ৮৮.৬৩ কোটি টাকা)

➢ মালদা জেলায় ফুলাহার নদীর ওপর বাঁধ দ্বারা সুরক্ষার ব্যবস্থা (হিসাবকৃত ব্যয়ের পরিমাণ ২৪.৫৪ কোটি টাকা)

➢ কলকাতার পয়ঃ প্রণালীর চ্যানেলগুলিকেও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হাতে নেওয়া হয়েছে। আপার বাগজোলা খাল সংস্কারের কাজ (সর্বশেষ হিসাবকৃত ব্যয়ের পরিমাণ-৬৭ কোটি টাকা)

বাঁধ দ্বারা সুরক্ষার ব্যবস্থা (হিসাবকৃত ব্যয়ের পরিমাণ ২৪.৫৪ কোটি টাকা)

➢ কলকাতার পয়ঃ প্রণালীর চ্যানেলগুলিকেও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হাতে নেওয়া হয়েছে। আপার বাগজোলা খাল সংস্কারের কাজ (সর্বশেষ হিসাবকৃত ব্যয়ের

পরিমাণ ছিল ১৮৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। এর থেকে বরাদ্দের ক্ষেত্রে সটান উর্ধ্বগতি লক্ষ্যনীয়

● গৃহীত প্রধান প্রকল্পগুলি, ভারত সরকার অর্থ বরাদ্দ করা সাপেক্ষে ২০১৩-১৪ সালে যেগুলি শুরু হতে পারে,

সেগুলি হল :—

➢ কান্দি এলাকার জন্য প্রকল্প (হিসাবকৃত ব্যয়ের পরিমাণ : ৪৩৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা)

➢ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান (হিসাবকৃত ব্যয়ের পরিমাণ : ১৯৬০ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা)

➢ উত্তরবঙ্গে বাঁধ সংরক্ষণ প্রকল্প (হিসাবকৃত ব্যয়ের পরিমাণ : ১৪৭ কোটি টাকা)।

● গত দুই দশকে এই প্রথমবার রাজ্যের

৯৪ লক্ষ টাকা)

➢ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান (হিসাবকৃত ব্যয়ের পরিমাণ : ১৯৬০ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা)

➢ উত্তরবঙ্গে বাঁধ সংরক্ষণ প্রকল্প (হিসাবকৃত ব্যয়ের পরিমাণ : ১৪৭ কোটি টাকা)।

● গত দুই দশকে এই প্রথমবার রাজ্যের

জঙ্গলমহল

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজ

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একাধিক বিভাগ জঙ্গলমহলের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্প হাতে নিয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো যোজনা বিভাগের অপর মুখ্য সচিব এই সমস্ত পরিকল্পের কাজ নিয়মিত দেখাশোনা করছেন।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ১১টি ব্লক (মেদিনীপুর সদর, গড়বেতা-২, শালবনি, ঝাড়গ্রাম, বিনপুর-১, বিনপুর-২, সাঁকরাইল, জামবনি, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর-১ ও গোপীবল্লভপুর-২), পুরুলিয়ার ৯টি ব্লক (আর্ষা, বাঘমুন্ডি, বলরামপুর, বরাবাজার, বান্দোয়ান, ঝালদা-১, ঝালদা-২, মানবাজার-২ ও জয়পুর), এবং বাঁকুড়া জেলার ৪টি ব্লক (রাণীবাঁধ, সিমলাপাল, রায়পুর ও সারেঙ্গা) নিয়ে গঠিত জঙ্গলমহল-এর উপজাতিভুক্ত জনসংখ্যার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থকে এই প্রথমবারের জন্য এতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে।

● ক্ষেত্রানুযায়ী গৃহীত কিছু উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

শিক্ষা

(ক) ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে একটি পৃথক ছাত্রী বিভাগ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে লালগড়, শালবনি ও নয়াগ্রামে তিনটি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করছে উচ্চশিক্ষা বিভাগ।

২০১৪-২০১৫-থেকে উপরি উল্লিখিত কলেজগুলিতে শিক্ষাবর্ষ চালু হবে।

(খ) বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ ২৪৫টি বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করেছে। ৫০টি আসন-সম্বলিত ৩৪টি বালিকা-আবাস গড়ে তোলা হচ্ছে। এগুলির মধ্যে ২৬টি আবাসন মে ২০১৩-র মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। বুনিয়াদি স্তরে উপজাতিভুক্ত শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদেবার জন্য ১০২৭ জন সাঁওতালি শিক্ষককে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতি অসুবিধামুক্ত করতে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৪৮ হাজার ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হয়েছে।

(গ) সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর বাঁকুড়া জেলার সিমলাপালে একটি উচ্চ মাদ্রাসা গড়ে তুলেছে।

(ঘ) পশ্চিম মেদিনীপুরের রামগড়ে নতুন পলিটেকনিক নির্মাণের কাজ চলছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি, বাঁকুড়ার খাতরায় আই টি আই গঠনের ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রগতি হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর আই টি আই গঠনের কাজ শুরু হয়েছে।

স্বাস্থ্য

ঝাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম, শালবনি, গোপীবল্লভপুর ও পুরুলিয়ার ৫টি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল নির্মাণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। ঝাড়গ্রামের মহকুমা হাসপাতালিটিকে জেলা হাসপাতালে উন্নীত করা হচ্ছে। খাতরায় ব্লাড-ব্যাঙ্ক তৈরির কাজ শেষের মুখে। জঙ্গলমহলে রুগ্ন সদ্যোজাত পরিচর্যা ইউনিট (SNCU)-র রুগ্ন সদ্যোজাত সুস্থিতিকরণ ইউনিট (SNSU) গড়ে তোলা হচ্ছে।

লালগড়ে যে এ এন এম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠছে, আশা করা যায় যে প্রশিক্ষণে চাহিদার অনেকটা অংশ তা মেটাতে পারবে। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তায় স্বাস্থ্য দপ্তর জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে। জুলাই ২০১১-এ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যে ভ্রাম্যমান ট্রমা পরিষেবা, অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার সূচনা করেছিলেন, এ উদ্যোগ তারই ফলশ্রুতি।

জল

(ক) পানীয় জল

জঙ্গলমহল এলাকা খরাপ্রবণ। জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগ নলবাহিত জল সরবরাহ পরিকল্প হাতে নিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ৪১টির মধ্যে ৩৯টি পরিকল্প সুসম্পন্ন হয়েছে এবং বড়সুখজোড়া ও ধেরুয়ার প্রকল্পগুলি শীঘ্রই শেষ হবে। পুরুলিয়ার মানবাজার-২ ও আর্ষা ব্লকে ৫টি পানীয় জল সরবরাহ পরিকল্প এবং বাঁকুড়ার সারেঙ্গা, রায়পুর ও সিমলাপাল ব্লকে ৪টি পানীয় জল সরবরাহ পরিকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক।

(খ) সেচ

পশ্চিম মেদিনীপুরের ৭৯টি, বাঁকুড়ার ৬০টি ও পুরুলিয়ার ৩৭টি পরিকল্পে সেচের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা মেটাবে জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ।

যোগাযোগ

পঞ্চায়েত ও গ্রাম-উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে লালগড় ও নেতাই-এর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী যে রাস্তা গড়ে তোলা হচ্ছে তা জুলাই, ২০১৩-র মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। পূর্ত বিভাগের উদ্যোগে নয়াগ্রামে সুবর্ণরেখা নদীর পর এবং সেচ ও জলপথ বিভাগের উদ্যোগে লালগড়ে কংসাবতী নদীর উপর সেতুনির্মাণ—যোগাযোগ ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিক প্রয়াসকে সূচিত করে।

খাদ্য

উপজাতিভুক্ত মানুষদের খাদ্য-নিরাপত্তার দাবি মেটানোর জন্য তাদের উপার্জন নির্বিশেষে কেজি প্রতি ২ টাকা মূল্যে চাল-সহ দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থানকারী পরিবারকে যে হারে খাবার দেওয়া হয়, সেই একই হারে তাদের খাবার সংস্থান করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত এলাকায় সরবরাহের জন্য ২৯টি ন্যায্যমূল্যের দোকান (MR Shops) নির্মাণ করা হচ্ছে।

ছটা প্রতি (২,০০০ পাতা) ৭৫ টাকা দরে পশ্চিমবঙ্গ উপজাতি উন্নয়ন নিগমকে কেন্দুপাতা বিক্রয় করার জন উপজাতিভুক্ত মহিলাদের সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ক্রীড়া

এই অঞ্চলের উপজাতিভুক্ত মানুষদের স্বাভাবিক প্রতিভাকে উৎসাহ ও প্রেরণাদানের জন্য ক্রীড়া কর্মসূচির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আসল সংখ্যা ১৫০ থেকে বাড়িয়ে ২০০০ করে তেলার মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামের মানোন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে এবং বাঁকুড়ার খড়িডুংরিতে স্পোর্টস একাডেমি গড়ে তোলার কাজ অনেকখানি এগিয়েছে। পুরুলিয়ার বর্তমান স্পোর্টস আকাডেমিটির উন্নয়নসাধন করা হচ্ছে। শালবনি ও নয়াগ্রামে নতুন স্টেডিয়াম তৈরির জন্য ক্রীড়া বিভাগকে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান

হোমগার্ড/এন ডি এফ/জুনিয়র কনস্টেবল পদে জঙ্গলমহলের তরুণদের জন্য ১০ হাজার ৭০০টি কর্মনিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং বর্তমানে কর্মরত।

পশ্চিম মেদিনীপুরে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত বিশেষ প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত পরিকল্পগুলির আলোকচিত্র

গড়বেতা-২ ব্লকে গোয়ালতোড় উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন নির্মীয়মান দ্বিতল বালিকা-আবাস

ঝাড়গ্রাম ব্লকে মানিকপাড়া বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন নির্মীয়মান দ্বিতল বালিকা-আবাস

কেশিয়াড়ি ব্লকে সিধু কানু বিরসা পলিটেকনিক কলেজের নির্মীয়মান বালিকা-আবাস

সুবর্ণরেখা নদীর উপর বিশেষ প্যাকেজের অধীনে ভাসরা ঘাট সেতু-র কাজ চলছে

নয়াগ্রাম ব্লকের বালিগেড়িয়ায় নতুন সরকারি কলেজে নির্মীয়মান

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় শালবনিতে নতুন আই টি আই ভবন নির্মীয়মান

প্রকল্পের নাম-লালগড়ে কংসাবতী নদীর উপর নির্মীয়মান দুইটি সরণী-বিশিষ্ট সেতু, মৌজা -লালগড় ও আসকোলা প্রকল্প ব্যয় - ৫০ কোটি টাকা

প্রকল্পের নাম - বিনপুর - ১ পি এইচ সি ক্যাম্পাসের মধ্যে নির্মীয়মান এ এন এম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রকল্প ব্যয় - ৬ কোটি টাকা

সুসংহত কর্মযোজনা (Integrated Action Plan)

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী উপরি-উক্ত কর্মসূচিগুলি ছাড়াও জঙ্গলমহল এলাকায় আরো ৩৮৯৮টি পরিকল্পকে সুসংহত কর্মযোজনার অধীনে ২০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে অর্থসাহায্য করা হচ্ছে।

ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্র	মোট কাজের সংখ্যা
১	সেচ	৩৯০
২	শিক্ষা	২৬৬
৩	সুসংহত শিশুউন্নয়ন পরিষেবা কেন্দ্র	৩৭৫
৪	পানীয় জল সরবরাহ	১৫৭৪
৫	স্বাস্থ্য	২৬
৬	সড়ক যোগাযোগ/গ্রামীণ যোগাযোগ	৯০৫
৭	গোষ্ঠী পরিকাঠামো	৫
৮	কমিউনিটি হল	৬০
৯	জীবিকা	৫৭
১০	স্বাস্থ্যবিধান	৩০
১১	উপজাতিভুক্ত মানুষদের জন্য ঘর	৯০
১২	বাজার পরিকাঠামো	৪১
১৩	কৃষি কারিগরী যন্ত্র হার	২
১৪	হোস্টেল	২৭
১৫	জনউপযোগমূলক কাজ	২০
১৬	নদনদীসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	১
১৭	খাদ্য নিরাপত্তা	২৯
	মোট পরিকল্প সংখ্যা	৩৮৯৮

৩৮৯৮টি পরিকল্পের মধ্যে ৩০৩৬টি সম্পূর্ণ হয়েছে (৭৯%)।

বিশেষ পশ্চাদপদ অঞ্চল অনুদান তহবিল

জঙ্গলমহল এলাকার জন্য পশ্চাদপদ অঞ্চল অনুদান তহবিল থেকে ২০০০ কোটি টাকার কিছু বেশি খরচ করা হচ্ছে। এর মধ্যে আছে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ৮০টি ৫০-আসন সম্বলিত বালিকা আবাস ও ২৩টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক গৃহ নির্মাণ; বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগস্থাপন; অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং বস্ত্র বিভাগ কর্তৃক ন্যাচরাল ফাইবার মিশন-এর পরিকল্প রূপায়ণ ও গ্রামীণ কুটির নির্মাণ; জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগ কর্তৃক বাঁকুড়ার পানীয় জল সরবরাহ পরিকল্প; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক হাসপাতাল নির্মাণ; পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগ কর্তৃক রাস্তার সম্প্রসারণ ও নির্মাণ; সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ এবং সেচ ও জলপথ বিভাগ কর্তৃক আর সি সি সেতু নির্মাণ।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, প্রণালীবদ্ধ বিভাগীয় পরিচালনায় সম্পাদিত নিয়মিত পরিকল্পগুলি ছাড়াও জঙ্গলমহলে ২৬৩৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত পরিকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, এদের মধ্যে প্রায় সবগুলিই ২০১৩-১৪-র মধ্যে সম্পূর্ণ হবে।

বিচার বিভাগ

● ১৯ টি জেলার প্রত্যেকটিতে একটি করে মানবাধিকার আদালত স্থাপিত হয়েছে

● কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকুল্যে ১৫১টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু ছিল। ০১.০৪.২০১১ থেকে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে এই ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টগুলি রাজ্যের তহবিল থেকেই চালানো হচ্ছিল। পরবর্তীকালে ব্রিজ মোহন লাল মামলায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট অস্থায়ী ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট বন্ধ করে দিয়ে স্থায়ী ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি এবং ১০ শতাংশ অতিরিক্ত আদালত তৈরির নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ মেনে নিম্নলিখিত নতুন আদালত তৈরি করা হয়েছে:

(ক) ২৪টি মহকুমায় জেলা জজ কোর্ট মর্যাদার ২৪টি আদালত (প্রবেশিকা স্তরে)।
(খ) ৮৮টি স্থায়ী ফাস্ট ট্র্যাক আদালত।
(গ) ২৯টি জেলা জজ (প্রারম্ভিক স্তরে) পদ সৃষ্টি।
(ঘ) ৩৪টি দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন/এ সি জে এম ক্যাডারভুক্ত) পদসৃষ্টি।
(ঙ) ৩১টি দেওয়ানি বিচারক (জুনিয়ার ডিভিশন/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ক্যাডারভুক্ত) পদ সৃষ্টি।

● সহায়তাকারী পর্যায়ের কর্মীর উপযুক্ত সংখ্যক পদও সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬টি অতিরিক্ত সি বি আই আদালত তৈরি করা হয়েছে।

● জেলা বিচারব্যবস্থায় বিচারকেরা সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করা হয়েছে। বর্তমান শূন্যপদগুলি পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ লোকসেবা আয়োগের বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

● মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী সার্কিট বেঞ্চের জন্য যাবতীয় পরিকাঠামোর কাজ করা হয়ে গেছে। জলপাইগুড়িতে স্থায়ী সার্কিট কোর্টের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে।

● রাজারহাট, নিউটাউন, অ্যাকশন এরিয়া-৩ অঞ্চলে পাঁচ একর জমির উপর জুডিশিয়াল আকাডেমির বিল্ডিং কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ পুরোদমে চলছে।

● খড়গপুর, ব্যারাকপুর, তুফানগঞ্জ, কালনা, বারাসাত এবং চাঁচল এই স্থানগুলিতে নতুন আদালত ভবন নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের মুখে। ডায়মন্ডহারবার, তমলুক, বহরমপুর, দার্জিলিং, গরুবাথান, কাকদ্বীপ ও বিষ্ণুপুরে নতুন আদালত ভবন নির্মাণের কাজ অগ্রসর হয়ে চলেছে।

● শিলিগুড়ি, কার্সিয়াং, কল্যাণী, রাণাঘাট, গোলাপবাগ, চাঁচল, কৃষ্ণনগর, কেন্দুয়াডিহি, নবদ্বীপ এবং আসানসোলে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের আবাসন কোয়ার্টার নির্মাণের কাজ চলছে।

● মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের ১০ তলা ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং ভবনটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

● কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ডক লেবার হাসপাতালের একটি বাড়ি সংস্কার করে কলকাতা হাই কোর্টে একটি নুতন রেকর্ড রুম চালু করা হয়েছে।

● চাঁচলে মহকুমা আদালত ২০১২-র অক্টোবর থেকে কাজ শুরু করেছে।

● ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডভোকেট ওয়েলফেয়ার কর্পোরেশন অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলসকে কার্যকর করা হয়েছে। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আধিকারিকদের নিয়োগ করা হয়ে গিয়েছে এবং এই নিগম পুর্ণোদ্যমে কাজ করেছে। উপরি উল্লিখিত আইনের সংস্থান অনুসারের নতুন তালিকাভুক্ত তিন শতাধিক অ্যাডভোকেট, যারা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ণয়ক শর্তাবলি পূরণ করেছেন, তাদের স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়েছে।

● অ্যাডভোকেট ওয়েলফেয়ার ফান্ড ট্রাস্ট কমিটিকে সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় করা হয়েছে এবং আইন অনুযায়ী তহবিল সংগ্রহ করার জন্য ষ্ট্যাম্প ছাপিয়ে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

● রাজ্য সরকার যেখানে পক্ষ হিসাবে যুক্ত, সেই ধরণের বকেয়া মামলা তদারকির জন্য শীঘ্রই একটি বিশেষ 'সেল' গঠন করা হবে।

● মহিলাদের প্রতি সংঘটিত অপরাধের বিচার করার জন্য ৪৫টি বিশেষ আদালত গঠন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় আছে এবং এই প্রক্রিয়া খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হবে।

● রাজ্যের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রশাসন সঠিকভাবে চালাতে বিচারের মান উন্নত করার লক্ষ্যে বহু সরকারি কৌঁসুলি ও সহকারি সরকারি কৌঁসুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

● ২০১২-র ১ জানুয়ারি থেকে ৩১শে ডিসেম্বর (২০১২) পর্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৪৯টি বিবাহ নিবন্ধীকৃত হয়েছে। প্রাক-বিবাহ পরামর্শের মাধ্যমে মানুষ বাধ্যতামুলক বিবাহ নিবন্ধনের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। জনসাধারণকে প্রকৃত পরিষেবা দেওয়ার জন্য মহকুমা স্তরে ম্যারেজ অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বিবাহ নিবন্ধনে কমপিউটার ব্যবস্থার প্রবর্তন সরকারের বিবেচনাধীন।

শ্রম বিভাগ

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যই নয়, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য শিল্পকেন্দ্রিক কার্যকলাপের স্বাভাবিক প্রবহমানতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই বিভাগ বিগত দুই বছর ধরে "কর্মী বাঁচাও—শিল্প বাঁচাও" নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

এই প্রচেষ্টার ফল—

ধর্মঘট জনিত কারণে নষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা হ্রাস

বছর	ধর্মঘট ও লক আউটের কারণে নষ্ট শ্রমদিবস	মন্তব্য
২০০৭-২০০৮-২০০৯-২০১০	৩০৫৭০০০০ (তিন কোটি পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার)	বছরে গড়ে ৭৬.৮ লক্ষ
২০১১-১২	৬০০০০	শ্রমদিবস নষ্ট হওয়ার সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস
২০১২-১৩	৫২০০	

চা ও পাট শিল্পে স্থিতাবস্থা

অতীত	বর্তমান	মন্তব্য
পাট শিল্পে লক আউট এবং ধর্মঘট ছিল নিয়মিত ঘটনা	২০১১-১৩ সময়পর্বে পাট শিল্পে কোনো ধর্মঘট হয় নি।	৫৯ টির ভেতরে মাত্র দু'টি পাট কল বন্ধ।
২০০৭-২০১০ সময়পর্বে চা শিল্পে গড়ে ৮-৯ টি লকআউটের ঘটনা ঘটেছিল	বর্তমানে ২৭৮টি চা বাগানের ভেতরে মাত্র চারটি বাগান বন্ধ।	চা শ্রমিকদের মজুরি ৩৪% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ব্যতিক্রমী ঘটনা (০৪.১১.১১ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী)। চা শ্রমিকেরা এবছরে ২০% বোনাস পেয়েছে।

১. শ্রমজীবী শ্রেণীর সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮ এর অধীনে বেশিরভাগ তালিকাভুক্ত কাজে সরকার ন্যূনতম মজুরি সংশোধন অথবা নির্দিষ্ট করেছে। ৩৪টি তালিকাভুক্ত কাজে ন্যূনতম মজুরির হার ২০১১-১২ সময়পূর্বে সংশোধিত/নির্দিষ্ট হয়েছে এবং ১১টি তালিকাভুক্ত কাজে এই কাজ হয়েছে ২০১২-১৩ সময়পূর্বে যেখানে ২০১০-১১ এবং ২০০৯-১০ সময়পূর্বে কোনো সংশোধন/ নির্দিষ্ট কারণ হয় নি।

অতীত	বর্তমান	মন্তব্য
আগে উপভোক্তা মূল্য সূচক অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি নির্দিষ্ট করা হত।	বর্তমানে ন্যূনতম মজুরি নির্দিষ্ট করা হয় বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করে যেখানে ২৭০০ ক্যালোরিকে গণ্য করা হয়। গত দুই বছর ধরে ৪৫টি নথিবদ্ধ কাজে ন্যূনতম মজুরির হার সংশোধন করা হয়েছে।	সাম্প্রতিক অতীতে এত সংশোধন কখনই করা হয় নি। গড় বৃদ্ধি ঘটেছে ২১% (দড়ি শিল্পে) থেকে ৪৮% (কৃষিতে)।

২. জীবনধারণের স্বীকৃত মানের ব্যবস্থা করা এবং জীবনযাত্রার মানের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার এই বিভাগ দ্বারা পরিচালিত এক গুচ্ছ সামাজিক সুরক্ষামূলক পরিকল্পনাকে প্রভূত গুরুত্ব প্রদান করছে। নিম্নে প্রদত্ত সাফল্যের খতিয়ান থেকে সরকারের উদ্যোগের প্রমাণ পাওয়া যায়।

অসংঘটিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সহায়তায় ভবিষ্যনিধি প্রকল্প পরিকল্পের আওতায় উপকৃতদের নিবন্ধীকরনের কাজের সাফল্য

অতীত	বর্তমান	মন্তব্য
২০০১-২০১১ সময়পূর্বে মাত্র ২২ লক্ষ মানুষ নথিভুক্ত হয়েছেন। **গড়ে প্রতি বছরে ২.২ লক্ষ।**	এপ্রিল ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৩ সময়পর্বে ১৩ লক্ষেরও বেশি মানুষ নথিভুক্ত হয়েছেন। **গড়ে প্রতি বছরে ৫.৫ লক্ষ।**	**দেড় বছরে ২.৫ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি।**

বি ও সি ডব্লু এ (গৃহ এবং অন্যান্য নির্মাণকর্মী আইন) পরিকল্পের আওতায় উপকৃতদের নিবন্ধীকরণের কাজে সাফল্য

অতীত	বর্তমান	মন্তব্য
২০০৬-২০১১ সময়পর্বে মাত্র ২৭১৮৭০ জন নথিভুক্ত হয়েছিলেন। **গড়ে ৪০ প্রতি বছরে ৪৫০০০।**	এপ্রিল, ২০১১ থেকে মার্চ, ২০১৩ সময়পর্বে ৬.৫ লক্ষ মানুষ নথিভুক্ত হয়েছেন। ***গড়ে প্রতি বছরে ৩.২৫ লক্ষ।***	বর্তমান সরকারের শাসনকালে ছয় গুণেরও বেশি বৃদ্ধি।
এই সময়পর্বে বিতরিত তহবিলের মোট পরিমাণ **৭৫৮৪ জন উপকৃত মানুষের *জন্য* ১.৫৬ কোটি টাকা।**	এই সময়পর্বে বিতরিত তহবিলের মোট পরিমাণ **১,৮৬,৬৯২ জন উপকৃত মানুষের জন্য ৪৭.৭৫ কোটি টাকা।**	বর্তমান সরকারের শাসনকালে চল্লিশগুণেরও বেশি বৃদ্ধি।

কর্মীদের উপকারার্থে এস এ এস পি এফ ইউ ডব্লু পরিকল্পের পুনর্গঠন

সুযোগ সুবিধা	অতীত	বর্তমান (০১.০৪.২০১২ থেকে কার্যকরী)
সরকারের অবদান	২০ টাকা	৩০ টাকা
চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা	৫০০০ টাকা	১০০০০ টাকা
স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য অর্থ মঞ্জুরি	কিছু না	৫০০০০ টাকা
দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জন্য অর্থ মঞ্জুরি	কিছু না।	১,৫০,০০০ টাকা
চাকুরি সংক্রান্ত সুবিধা	৪২ বছরের (১৮ থেকে ৬০ বছর) বয়স পর্যন্ত পূর্ণ মেয়াদ কালের জন্য কর্মী কর্তৃক ১০,৫০০ টাকা জমা রাখার পরিবর্তে ১,৫২,০০০ টাকা।	৪২ বছরের (১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত) পূর্ণ মেয়াদকালের জন্য কর্মী কর্তৃক ১২,৬০০ টাকা জমা রাখার পরিবর্তে ২,৫৩,০০০ টাকা।

নির্মাণ ও পরিবহণ কর্মীদের নিজ নিজ সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনাগুলিতে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি

সুযোগ সুবিধা	অতীত	বর্তমান (০১.০৪.২০১২ থেকে কার্যকরী)
বিবাহ	৩০০০ টাকা	৫০০০ টাকা
মাতৃত্বজনিত সুবিধা	৫০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
কারিগরিবিদ্যা ও/চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদেয় শিক্ষামূলক অনুদান।	১০,০০০ টাকা	৩০,০০০ টাকা
স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য অনুদান	৩০,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা
দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জন্য অনুদান	৫০,০০০ টাকা	১,৫০,০০০ টাকা

নির্মাণ ও পরিবহন কর্মীদের দেয় প্রতিমাসে ২০ টাকা থেকে বছরে ৩০ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে পরিবহনকর্মী সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সমস্যা অনেকটা মিটেছে।

সামাজিক মুক্তি কার্ড

সামাজিক মুক্তি কার্ড এই উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে যাতে কার্ডধারী সহজেই তাঁর অ্যাকাউন্টে কত টাকা মোট রয়েছে এবং তার পাশাপাশি কী কী সুবিধা তিনি পেতে পারেন সে ব্যাপারে এক নজরেই অপহিত হতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক এই কার্ড ২৬.০৭.২০১২ তে চালু হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত এস এ এস পি এফ ইউ ডব্লু-র অধীনে থাকা ৭৪ হাজার অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক মুক্তি কার্ড দেওয়া হয়েছে।

৪. লাভজনক কর্মসংস্থান তৈরি করার পাশাপাশি নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে এই বিভাগ যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেছে। এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক পোর্টাল, যা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত, এই লক্ষ্যে অর্জনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি পারস্পরিক যোগাযোগ মাধ্যম যেখানে—

ক. কর্মপ্রার্থীরা

খ. নিয়োগকর্তা এবং প্লেসমেন্ট সংস্থাগুলি

গ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানকারী সংস্থাগুলি

ঘ. পরিষেবা প্রদানকারী ও পরিষেবা প্রত্যাশী ব্যক্তিগণ

নিজেদের ভেতরে অনলাইনে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারবেন। কর্মপ্রার্থী এবং নিয়োগকর্তাদের অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করার সুবিধাসহ এই ব্যবস্থাটির উদ্‌বোধন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ২৬ জুলাই ২০১২তে হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮ লক্ষ ৫০হাজার বেকার যুবক-যুবতী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম নথিভুক্ত করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে আর এস বি ওয়াই (২০১২-১৩)

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (আর এস বি ওয়াই) হচ্ছে একটি কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ ব্যয়বহনকারী সামাজিক সহায়তা পরিকল্পনা। এর উদ্দেশ্য দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থিত পরিবারগুলির জন্য স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা করা। ২০০৯-১০-এ মাত্র ৪ টি জেলায় শুরু হয়ে ২০১২-১৩-র শেষে ১৮ জেলার সবকটিই আর এস বি ওয়াই পরিকল্পের আওতায় এসে গেছে।

- এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫৫ লক্ষ পরিবারকে আর এস বি ওয়াই কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১১-১২ থেকে এস জি এন আর ই জি এস জব কার্ডধারীরাও আর এস বি ওয়াই পরিকল্পের আওতায় এসেছে।
- চালু হওয়া থেকে ৪,২৯,৩২২ জন মানুষ হাসাপাতালে ভর্তি হওয়ার সুবিধা লাভ করেছে, টাকার অঙ্কে যার মূল্য ২৫৬.৫ কোটি।
- এখনও পর্যন্ত ৫১১টি হাসপাতাল আর এস বি ওয়াই পরিকল্পের প্যানেলভুক্ত হয়েছে যার ভেতরে ১১টি সরকারি হাসপাতাল এবং ৫০০টি বেসরকারি হাসপাতাল/নার্সিং হোম।

আর এস বি ওয়াই পরিকল্পের অধীনে পরিষেবা দাবিকর আর্থিক বছর অনুযায়ী খতিয়ানঃ—

আর্থিক বছর	জেলা	নাম নথিভুক্তিকরণ	হাসপাতালে ভর্তি	উত্থপিত দাবি (কোটি টাকায়)	দাবি নিস্পত্তি (কোটি টাকায়)	দাবি নিস্পত্তি %	হাসপাতালের সংখ্যা
২০০৯-১০	৪	৪১৯৩০২	১০৩৫৫	৪.৮৮	৪.৩১	৪৪	৯৯
২০১০-১১	১৪	৩৭৩৯৯৫৩	৭৮৩৯৮	৪৪.২৩	৩৩.১৯	৬৫	৩০৮
২০১১-১২	১৫	৪৩৩৫০০০	১৩৪৪৫৪	৭৭.৯৪	৭১.৯৫	৭৪	৩৭৬
২০১২-১৩	১৮	৫১৫০০০০	২০৬১১৫	১২৯.৫০	১১২.৭৭	৮৯	৫১১
মোট			৪২৯৩২২	২৫৬.৫৫	২২১.৫২	৮৭	

ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ

*ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ ও অন্যান্য সরকারি পাওনা আদায় **লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।** ২০১০ সাল পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের বার্ষিক পরিমাণ ছিল মোটামুটিভাবে **২৩০ কোটি টাকা।** ২০১১-১২ অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় **৩৮০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা** এবং ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আদায় হয়েছে **৩১৯ কোটি ১৫ লক্ষ** এবং আশা করা যাচ্ছে ১৫ই এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ হবে **৪০০ কোটি টাকা।** ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয় ২০১১-১২ অর্থবর্ষে।*

নিজ গৃহ নিজ ভূমি—নিজ গৃহ নিজ ভূমি (নতুন প্রকল্প যেটি চালু হয় ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে) প্রকল্পের অধীনে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত গৃহ নির্মাণের জন্য জমি প্রদান করা হয় **৬০,১৯৩টি পরিবারকে।** জমির পরিমাণ **২,৪২১ একর।** ২০১১-১২ অর্থবর্ষে কৃষি জমি প্রদান করা হয় **৭,৯১২টি** পরিবারকে এবং ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে কৃষি জমির পাট্টা বন্টনে উপকৃত হয় **৩৫,৪৬১টি** পরিবার।

মিউটেশন : ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে যথাক্রমে **১২,৮২,৮৩০** এবং **১২,১৪,৭৭২টি** মিউটেশনের আবেদনের নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

জমির চরিত্র পরিবর্তন :

২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবর্ষে যথাক্রমে **৬৭,০৫০** এবং **৫৩,০৬৬টি** জমির চরিত্র পরিবর্তনের আবেদনের নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান :

২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে যথাক্রমে **১৭,৪৭,৩৩২** এবং **১৯,৪৯,২০৬ টি আর ও আর**-এর প্রত্যয়িত প্রতিলিপি প্রদান করা হয়েছে।

উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য গৃহীত উদ্যোগ (২০১১-১২ ও ২০১২-১৩)

কাউন্টার পরিষেবা :

২৮৭টি বি এল অ্যান্ড এল আর ও অফিসে কাউন্টার পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এখন ৫ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যেই আর ও আর-এর প্রত্যয়িত নকল ও প্লট সংক্রান্ত তথ্য পেয়ে যাবেন।

জমি তথ্য নিবন্ধনের এবং সমন্বয় সাধন :

হাওড়া জেলায় জমির তথ্য সংরক্ষণের ও সম্পত্তি নিবন্ধীকরণের মধ্যে সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি ই-ইন্টিগ্রেটিং দিশারি প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। আগামী অর্থবর্ষে এই সুবিধা সমগ্র রাজ্যেই পাওয়া যাবে। এই ব্যবস্থার ফলে রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে সঙ্গেই মিউটেশন করা সহজ হবে।

মানচিত্র ও নথি ডিজিটাইজেশন ও একত্রীকরণ

৬৮,৩২৮টি গ্রাম মানচিত্রের মধ্যে ৬০,৬৬৫টি মানচিত্র ডিজিটাইজ করা হয়েছে এবং ৪২,০৪২টি মৌজার মধ্যে ৪০,১৯৬টি মৌজা ডিজিটাইজড করা হয়েছে। মানচিত্রগুলি ও ROR একত্রীকরণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গই প্রথম রাজ্য যেখানে ডিজিটাইজড ক্যাডেস্ট্রাল জমিজরিপ মানচিত্র সংশ্লিষ্ট ROR-এর সঙ্গে একত্রীকরণ করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা ভারত সরকারের ভূমি সম্পদ বিভাগ কর্তৃক মডেল হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

জমি অধিগ্রহণ :

বিগত ২ বছরে কেবলমাত্র জনসাধারণের প্রয়োজনেই সরকারের তরফে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কোনওভাবেই কোথাও জোর করে জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। কৃষি জমি, সেচের কাজে ব্যবহৃত জমি ও ঘনবসতিপূর্ণ জমি অধিগ্রহণ যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে। কোনও

প্রাইভেট কোম্পানীর জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। জাতীয় নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সেচের মতো জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত জমি অধিগ্রহণ করা হয় নি। বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য মে, ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ আইন মোতাবেক ১,০৬৫ একর এবং ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ১,৪৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

আইলা প্রকল্পে পুনর্বাসন/ জমির পুনর্বন্দোবস্তের ক্ষতিপুরণ বিষয়ে নতুন নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০১২ সালের মে মাসে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট পলিসি তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি জমির বন্দোবস্ত ও বরাদ্দের কাজ সর্বত্র একইভাবে হবে এবং এই কাজে সমতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

মে ২০১২ থেকে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে দীর্ঘমেয়াদি কর নির্ধারণ, আন্তঃ বিভাগীয় হস্তান্তর ও রাজ্য সরকারের খাস জমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হস্তান্তর সংক্রান্ত হিসাব—

হস্তান্তর পদ্ধতি	ক্ষেত্র	জমির পরিমাণ (একর হিসাবে)	অর্থমূল্য (টাকায়)
দীর্ঘ মেয়াদি করনির্ধারণ	১১০	৩৮২.৭৯	২৩,৮২,৯৭,৯০০
আন্তঃ বিভাগীয় হস্তান্তর	১৫৯	৭১৭.৬৮	প্রযোজ্য নয়
কেন্দ্রীয় সরকারকে জমি হস্তান্তরণ	১০	১১৭.১১	৬৭,১৮,৮৭,১৯৪
মোট	২৭৯	১,২১৭.৫৮	৯১,০১,৮৫,০৯৪

ই-গভর্ন্যান্স

গত ১৯.০৫.১২ তারিখে মিলনমেলা প্রাঙ্গনে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দপ্তরের ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন। এই ওয়েবসাইটের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বাংলায় 'KNOW YOUR PROPERTY' নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্প সংক্রান্ত নানা বিষয় নাগরিক কেন্দ্রিক পরিষেবা, BHUCHITRA সফটওয়্যার BHU ADHI GRAHAN সফটওয়্যার ও বিভিন্ন সরকারি আদেশনামা, সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি এখানে পাওয়া যাবে। উন্নত পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই দপ্তর কর্তৃক LFMS এবং WFTS - Workflow based File & Letters Tracking System' সফটওয়্যার চালু করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বিধি বিভাগ

মে ২০১১ — মার্চ ২০১৩ পর্বে এই বিভাগ বিভিন্ন আইন/বিধেয়ক গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এগুলি হল

- দি সিঙ্গুর ল্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০১ (ওয়েষ্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট IV, ২০১১)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট VI, ২০১১)
- দি ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস (কনজারভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট) অ্যাক্ট ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট IX, ২০১১)
- দি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যামেন্ডম্যান্ট অ্যাক্ট, ২০১১) (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট X, ২০১১)
- দি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেমব্লি (মেমবারস এমলিউমেন্টস) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XI, ২০১১)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনির্ভাসিটি লজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XII, ২০১১)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনান্স কমিশন (মিসলেনিয়াস প্রভিশনস) অ্যাক্ট, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XIII, ২০১১)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XIV, ২০১১)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হেলথ্ সার্ভিস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XV, ২০১১)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XVI, ২০১১)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন অ্যাক্ট, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XVII, ২০১১)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেচার (রিমুভাল অব্ ডিসকোয়ালিফিকেশন) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XVIII, ২০১১)
- দি গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XX, ২০১১)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন লজ (অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যান্ড ভ্যালিডেশন) অ্যাক্ট, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXI, ২০১১)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি লজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্ডার III, ২০১১)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালওন্সেস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্ডার IV, ২০১১)
- দি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি (মেমবারস এমোলিউমেন্ট) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্ডার V, ২০১১)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাক্স অন এন্ট্রি অব্-গুডস-ইনটু লোকাল এরিয়া অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট V, ২০১২)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডভোকেটস ওয়েলফেয়ার কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট I, ২০১২)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট VI, ২০১২)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল (টেমপোরারি সাসপেনশন) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট VII, ২০১২)
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট VIII, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (অ্যামেন্ডমেন্ড) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট IX, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটিস কমিশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট X, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেচার (রিমুভাল অব্ ডিসকোয়ালিফিকেশন) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XI, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্‌চিটস অ্যান্ড ফরফিচারস অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XIV, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সাইজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XVI, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XVII, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডিশনাল ট্যাক্স অ্যান্ড ওয়ানটাইম ট্যাক্স অন মোটর ভেহিকেল্‌স (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XVII, ২০১২)

● দি কাজি নজরুল ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XIX, ২০১২)

● দি টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, ওয়েস্ট বেঙ্গল, অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XX, ২০১২)

● দি কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXI, ২০১২)

● দি হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXII, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত ইলেকশনস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXIII, ২০১২)

● দি বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (টেম্পোরারি সাসপেনশন) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXIV, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXV, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত ইলেকশনস (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXVI, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ সার্ভিস কমিশন অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXIX, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি লজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXX, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXXI, ২০১২)

● দি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXXII, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিডিউল কাস্টস্ অ্যান্ড সিডিউল ট্রাইবস (আইডেন-টিফিকেশন) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXXI, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXXVI, ২০১২)

● দি ডায়মন্ডহারবার উইমেনস্ ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXXVII, ২০১২)

● দি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXXVIII, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (আদার দ্যান সিডিউল কাস্টস অ্যান্ড সিডিউল ট্রাইবস) (রিজারভেশন) ভ্যাকেন্সিস ইন সার্ভিসেস অ্যান্ড পোস্ট) অ্যাক্ট, ২০১২ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XXXIX, ২০১২)

● দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিনান্স, ২০১৩

মে ২০১১ - ৩১ মার্চ ২০১৩ পর্বে, ৮৭৩টি আইন-প্রণয়ন ও উপ আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত অপত্রিত-উল্লেখ-সূত্র এই বিভাগের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে।

এছাড়াও অন্যান্য বিভাগের অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত এবং খসড়া রচনা/কমিশন অব এনকোয়ারি অ্যাক্ট, ১৯৫২ দ্বারা তদন্ত কমিশন গঠন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তির পরীক্ষা সম্পর্কিত ১৬৫টি গোপনীয় অপত্রিত-উল্লেখ-সূত্র পর্যালোচনা এই বিভাগ করেছে।

এগুলি হল -

❐ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য মোস্তাফা বিন কাসেমের অস্বাভাবিক মৃত্যু।

❐ বর্ধমানে ১৯৭০ সালে সাঁইবাড়ির ঘটনা।

❐ পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিডিও কল্লোল শূরের মৃত্যু।

❐ কাশীপুর-বরানগরের হত্যাকান্ড।

❐ মরিচঝাঁপির ঘটনা।

❐ পশ্চিম মেদিনীপুরে হুল উৎসবকালে বহু সাঁওতালের রহস্যজনক মৃত্যু।

❐ ২১ শে জুলাই মহাকরণ অভিযানের সময় পুলিশের গুলিচালনায় ১৩ জনের মৃত্যু।

❐ দক্ষিণ ২৪পরগনার মগরাহাটে পুলিশের গুলিচালনার অভিযোগ।

❐ চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িত সারদা গ্রুপের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

❐ ১৯৯১-৯৩এর ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের আইনগুলি এই সময়ে যা রাজ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে তার বাঁধানো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

❐ ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ৩৭ জন আইন

আধিকারিকদের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে; এবং এই আধিকারিকদের বিভিন্ন বিভাগ, অধিকার, জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন অফিসে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

❑ জেলা স্তরে আইন আধিকারিকদের কাজে গতি আনার জন্য বিভিন্ন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অধিকারের অফিসগুলিতে ২৮ জন নতুন আইন আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে।

❑ পশ্চিমবঙ্গ আইন কৃত্যক পরীক্ষার মাধ্যমে ৫০ জন আইন আধিকারিকের শূন্যপদ পুরণের জন্য রাজ্য লোকসেবা আয়োগকে অনুরোধ করা হয়েছে।

❑ পশ্চিমবঙ্গ আইন কৃত্যকের অধীনে আইন আধিকারিকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসুচির আয়োজন করা হয়েছে।

❑ ভারত সরকারের আইন ও বিচার মন্ত্রকের অধীনে ছ'জন আইন আধিকারিক নয়া দিল্লিতে 'বিধান-বিষয়ক মুসাবিদা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

❑ এই দপ্তরের সরকারি ভাষা বিভাগের অধীনে ১১টি কেন্দ্রীয় আইন ও ভারতীয় সংবিধানের (৫৫ ও ৪৯তম সংশোধনী) আইন বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৩৫টি কেন্দ্রীয় আইন, ৮২টি রাজ্য আইন বাংলাতে অনুবাদ করা হয়ে গেছে।

❑ বঙ্গীয় সংহিতাকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সন্নিবেশিত করার জন্য ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্পের আওতায় এই বিভাগের কাজকর্মকে কম্পিউটারাইজেশন করার জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

২০১২-১৩ বর্ষে বিভাগের দ্বারা গৃহীত প্রধান কাজগুলি—

২০০২ ও ২০০৩-এর বার্ষিক খণ্ডগুলির সংকলন ও প্রকাশনার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ২০০৪ থেকে ২০১২-এর বার্ষিক খণ্ডগুলির সংকলন ও প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে।

❑ পশ্চিমবঙ্গ সংহিতা, ত্রয়োদশ খণ্ড, সংকলন ও প্রকাশনার কাজ করা হবে।

❑ ই-গভর্ন্যান্স নীতির আওতায়, বাংলার ই-কোড রচনার কাজে হাত দেওয়া হবে।

❑ ইতিমধ্যে এই বিভাগের সরকারি ভাষা শাখা (বাংলা)-য় শূন্যপদ পূরণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

❑ ভারতীয় সংবিধানের বাংলা অনুবাদ হালনাগাদ করা ও পুনর্মুদ্রণের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

❑ বিভিন্ন বিভাগীয় অফিস, অধিকার, জেলাশাসকের অফিস, জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ইত্যাদি অফিসের চাহিদা পূরণের জন্য 'পশ্চিমবঙ্গ আইন কৃত্যক'-এর অধীনে ২৮টি আইন আধিকারিকের পদ সৃষ্টি করার জন্য পদক্ষেপ করা হবে।

❑ 'পশ্চিমবঙ্গ আইন কৃত্যক'-এর অধীনে আইনাধিকারিক-দের পদোন্নতি ও চাকরির অন্যান্য শর্তের বিষয়ে একটি পরিকল্প চূড়ান্ত নিস্পত্তির স্তরে আছে।

❑ বিভাগের বহুপ্রাচীন গ্রন্থাগারটির সংস্কারের জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শেষ অধিবেশনে পাশ হওয়া বিলগুলির একটি তালিকা উল্লেখ করা হল।

ক্রমিক সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	বিল নং
১	দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হেলথ্ সার্ভিস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ১
২	দি ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন অ্যান্ড কানট্রি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট) (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ২
৩	দি কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ৩
৪	দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ৪
৫	দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ৫
৬	দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হায়ার এডুকেশনাল ইনস্টিটিশনস (রিজার্ভেশন ইন অ্যাডমিশন) বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ৬
৭	দি প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ৭
৮	দি সিটি সিভিল কোর্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ৮
৯	দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ৯
১০	দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ১০
১১	দি ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু পাবলিক সার্ভিস বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ১১
১২	দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনান্স বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ১২
১৩	দি ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাপ্রোপিয়েশন বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ১৩
১৪	দি ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাপ্রোপিয়েশন (ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট) বিল, ২০১৩	২০১৩ এর ১৪

জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ

জনশিক্ষা প্রসার পরিষেবা

সমাজকল্যাণ আবাস (হোম)

দুঃস্থ শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই বিভাগ ৫৪টি সমাজ কল্যাণ আবাস (হোম) পরিচালনা করে। এদের মধ্যে ১১টি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত, ১টি পোষিত এবং বাকিগুলি অ-সরকারি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

- ২০১২-১৩ অর্থ বর্ষে এই বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের মধ্যে আছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রাম মহকুমার জঙ্গলমহল এলাকায় দুধকুন্তিতে একটি নতুন রাজ্য কল্যাণ আবাস (হোম)-এর উদ্বোধন।
- ২০১২-১৩-বর্ষে প্রত্যেক আবাসিকের মাসিক ভরণপোষণের হার ৯৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,২৫০ টাকা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে যোগ্যতাসূচক আয়ের ঊর্ধ্বসীমা বার্ষিক ১১ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

২০১১-১২ অর্থবর্ষে ভিন্নরূপে সক্ষম শিশুদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক চাহিদার কথা মনে রেখে বিশেষ বিদ্যালয় পরিকল্পের অধীনে ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ১৪৭টি পোষিত এবং শিক্ষাগতভাবে স্বীকৃত বিশেষ বিদ্যালয়ে উন্নততর পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা সৃষ্টি, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের সংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিকীকরণের ব্যাপক উদ্যোগ এই বিভাগ গ্রহণ করেছে।

নবম শ্রেণি থেকে উপরের শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

সাক্ষরতা কর্মসূচি

নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বসহ 'সাক্ষর ভারত কর্মসূচি' কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তাপুষ্ট। সেপ্টেম্বর, ২০০৯ থেকে রাজ্যের ৯টি জেলা (জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভুম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া)-য় এই কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে।

- অগষ্ট, ২০১১-র পর থেকেই এই কর্মসূচি রাজ্যে প্রসারলাভ করেছে। ২০১০-১১-বর্ষে মূল্যায়ণকৃত ১,৯৩,৫০৫ জন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০১১-১২-বর্ষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১,৩৫,৫৬২।
- ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭.৫৫ লক্ষ, সেক্ষেত্রে মূল্যায়ণকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬.৬৫ লক্ষে।
- ২০১১-১২ বর্ষ থেকে রাজ্য সরকারের পরিসম্পদ ব্যবহার করে অ-'সাক্ষর ভারত 'জেলাগুলিতে সাক্ষরতা কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে।

রূপায়ণমুখী প্রকল্প

- ২০১৩-১৪-বর্ষে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে ও পুরুলিয়ায় একটি করে মোট দুটি সমাজ কল্যাণ আবাস গড়ে তোলা। এগুলির জন্য ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগ থেকে জমি পাওয়া গেছে। পূর্ত বিভাগ নক্সা ও আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করছে।

গ্রন্থাগার পরিষেবা

১২টি সরকারি গ্রন্থাগার এবং ২,৪৬০টি সরকার পোষিত গ্রন্থাগার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি বিস্তার আছে। স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি এই ব্যবস্থার শীর্ষে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

২০১২-১৩-বর্ষে গ্রন্থাগার পরিষেবার পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে ২০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। ২০১১-১২-বর্ষে খরচ করা ১৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার তুলনায় এটি একটি বিশাল উল্লম্ফন বলা যায়। দুইটি অর্থবর্ষেই জঙ্গলমহলের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং গুরুত্ব দেওয়া হয় সেই সমস্ত এলাকাতেই যেখানে তপশিলি জাতি/উপজাতির মানুষের বাস।

রূপায়নমুখী প্রকল্প

- ২০১৩-১৪ বর্ষ থেকে দিশারি প্রকল্প হিসেবে সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত একান্তভাবে মহিলাদের জন্য পর্যায়ক্রমে গ্রন্থাগার স্থাপন।
- ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কিং (WAN)-এর মাধ্যমে নেটওয়ার্কিংয়ের **সুবিধা** ১৭০টি নগর/মহকুমা গ্রন্থাগারগুলিতে প্রসারিত করা হবে।

ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোগ এবং বস্ত্র বিভাগ

ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোগ, হ্যান্ডলুম, পাওয়ারলুম এবং কীটপোষ ক্ষেত্র রাজ্যের সামগ্রিক শিল্প-অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি শীর্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই সব ক্ষেত্রের অধিক বৃদ্ধি এক বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজন। রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ।

- মে, ২০১১ থেকে মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ স্থাপিত হয়েছে ২২,৬২৭টি এবং এই সব উদ্যোগে কর্মসংস্থান হয়েছে ২০,৭২,৮৯ জনের। সেই তুলনায় এপ্রিল, ২০০৯ থেকে মার্চ, ২০১১-এই সময়কালে নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র ৭৮০৪টি এবং এতে কর্মসংস্থান হয়েছিল মাত্র ৫১,৩১৯ জন ব্যক্তির। প্রথমোক্ত সময়কালে এই বিভাগ ২০১৫১টি উদ্যোগ স্থাপন করার প্রস্তাব পেয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রায় ১,৫৯,২১৭ জন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ/ পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হবে আশা করা যায়। বিগত দুই বছরের ৩২২০ জনের তুলনায় মে, ২০১১ থেকে মার্চ, ২০১৩ সালে ৮০০০ জনের বেশি সম্ভাব্য উদ্যোগপতিকে 'উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসুচি'তে (EDP) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- 'প্রধানমন্ত্রীর কর্মসৃষ্টি কর্মসূচি' (PMEGP)-র অধীনে সম্মিলিত প্রকল্প ব্যয় ৩৮৩ কোটি টাকা-সহ ১০৮৮৬টি উদ্যোগকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। চালু হলে এই সব ইউনিটগুলিতে প্রায় ৮৬ হাজার জন ব্যক্তির কর্মসংস্থান হবে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রোৎসাহন (Incentive) কর্মসূচির অধীনে আগের দুই বছরে প্রদত্ত ৬৫কোটি টাকার তুলনায় এই সময়কালে ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোগ-কে ভর্তুকি হিসাবে ১১৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- 'গুচ্ছ উন্নয়ন কর্মসুচির' (MSE-CDP) অধীনে, ২০১০-১১ বর্ষে গুচ্ছের সংখ্যা ২৬টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত হয়েছে ৪৮টি। ১৭টি নতুন গুচ্ছ নমনীয় হস্তক্ষেপ (Soft Intervention) গ্রহণ করার জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে। অন্য ৬টি গুচ্ছের সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দৃঢ় হস্তক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ বর্ষে আরও ১০টি গুচ্ছে দৃঢ় হস্তক্ষেপ (Hard Intervention) নেওয়া হবে।
- ২০১২ বর্ষে, ২৫৭ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে, রাজ্যের তন্তু-নির্ভর উদ্যোগ সমুহের জন্য একটি নতুন প্রকল্প 'ন্যাচারাল ফাইবার মিশন' উপস্থাপিত করা হয়েছে। রাজ্যের ১১টি অনগ্রসর জেলায় বিস্তৃত এই প্রকল্পে তন্তু নির্ভর উদ্যোগগুলিতে নিয়োজিত ১৭ হাজার জনের অধিক কারিগরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং টুল কিট্ প্যাকেজ প্রদান করা হবে।
- ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে সাহায্য করার জন্য জেলাগুলিতে ৮টি 'সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র' (CFC)/'সাধারণ উৎপাদন কেন্দ্র' (CPC) স্থাপন করা হচ্ছে। খড়গপুরের 'বিদ্যাসাগর শিল্পতালুকে' প্রকল্পটির অধীনে, ৪০ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে 'সাধারণ প্রাকৃতিক তন্তু কেন্দ্র' (CNFC) স্থাপন করার জন্য ২৫ একর জমি নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের রেশম শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য ৪০ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে মালদায় একটি নিবিড় সিল্ক পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। এই পার্কের জন্য জমির উন্নয়নকাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের গুটি-পরবর্তী (Post Cocoon) এবং সুতো-পরবর্তী (Post Yarn) সহায়তাদানের জন্য এই পার্কে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।
- হস্তশিল্প এবং বস্ত্রকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোগ ক্ষেত্রের উদ্যোগপতিদের আন্তর্জাতিক মানের বৃহৎ মার্কেটিং উইন্ডো প্রদানের লক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে ৫০ একর পরিমাণ জমিতে 'বিশ্ব ক্ষুদ্র-শিল্প বাজার' স্থাপন করা হচ্ছে।
- হস্তশিল্প কারিগরদের বিপণন সুবিধা দানের জন্য দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, বোলপুর, এবং কলকাতায় 'আরবান হাট' তৈরি করা হচ্ছে। দুর্গাপুর হাট ২০১২ সালে কাজ শুরু করেছে। অন্য হাটগুলি ২০১৩-১৪ বর্ষের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। একই উদ্দেশ্যে ৪টি রুরাল হাট স্থাপন করা হচ্ছে। বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং আলিপুরদুয়ার অঞ্চলে অবস্থিত এই হাটগুলি ২০১৩-১৪ বর্ষে চালু হয়ে যাবে আশা করা যাচ্ছে।
- এই বিভাগ, ২৬টি রাজ্য স্তরের; ১৩টি জাতীয় স্তরের এবং ৩টি আন্তর্জাতিক হস্তশিল্প মেলায় ১২,৫০০ জনের অধিক কারিগরকে অংশগ্রহণ করার সুযোগদান করেছে, যেখানে মোট বিক্রয়/বরাত সংগ্রহের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৫ কোটি টাকা।
- এই সময়কালে ৩,৮৭,৪৯৬ জন হস্তশিল্প কারিগরকে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে।
- ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোগের জন্য প্রত্যক্ষ (Physical) জরিপের মাধ্যমে জেলাভিত্তিক 'রিসোর্স ডাইরেক্টরি' তৈরি করা হয়েছে। এই ডাইরেক্টরিতে রাজ্যের

প্রতিটি মৌজার কাঁচামাল এবং প্রাপ্তযোগ্য পরিকাঠামো, সচল আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুতের সরবরাহ, জলাশয়, জমির প্রকৃতি ও খালি জমি, রাস্তার পরিকাঠামো চালুর উদ্যোগ সমূহ এবং স্থাপন যোগ্য সম্ভাব্য শিল্প ইত্যাদির সমস্ত প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই ডাইরেক্টরিটি ওয়েব-এ দেওয়া হলে মাউসের একটি ক্লিকেই এই সমস্ত তথ্য জন সাধারণ পেয়ে যাবেন।

● ৪৬ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে ১১,১৫৩ জন তন্তুবায়কে নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় একটি ব্যাপক 'হস্ততাঁত বিকাশ প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে, ২০১২-১৩ বর্ষে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষতা-উন্নয়ন এবং টুল-কিট বিতরণ করা হয়েছিল। 'হস্ততাঁত-গুচ্ছ প্রকল্প' যেটি ২৮টি গুচ্ছকে নিয়ে ২০০৮-০৯ বর্ষে শুরু হয়েছিল, ২০১২-১৩ বর্ষে ৩৯টি গুচ্ছকে এর আওতায় আনা হয়েছে। হস্ততাঁত ক্ষেত্রে ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সময়কালে পুনরুজ্জীবন, সংস্কার এবং পুনর্গঠন প্যাকেজের অধীনে ২৯৭টি তন্তুবায় সমবায় এবং ১৪০৭ জন তন্তুবায়কে নিয়ে আসা হয়েছে।

● ক্ষুদ্র তন্তুবায়দের ঋণ গ্রহণ করার সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে ৪৯৬৬ জন তন্তুবায়কে 'তন্তুবায় ক্রেডিট কার্ড' দেওয়া হয়েছে। এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তন্তুবায়গণ মোট ১১ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ পেতে পারেন।

● ২০১২-১৩ বর্ষ পর্যন্ত ৩,৮১,৭৩৪টি তন্তুবায় পরিবারকে 'স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পে'র আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রায় ৬৭০০ কারিগরকে বার্ধক্য পেনশন প্রকল্প এবং ৪৩ হাজার জনকে 'মহাত্মা গান্ধি বুনকর বিমা যোজনার' আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। একটি হ্যান্ডলুম অফিস এবং তন্তুবায়দের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কার্শিয়াং-এ খোলা হয়েছে। হস্ততাঁত ক্ষেত্রের প্রাথমিক এবং শীর্ষ সমবায় সমিতিগুলিকে ১৮ কোটি টাকার বিপণন ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে।

● আগের ২ বছরে তন্তুজ-র গড় বিক্রয় ৫০ কোটি টাকার তুলনায় বর্তমান সময়কালে বৃদ্ধি পেয়ে বছর-প্রতি গড়ে ৭৫ কোটি টাকা হয়েছে।

● রেশমচাষ (কীটপোষ) ক্ষেত্রে ৪৫৫৫ একর জমি 'প্রসার পরিকল্পের' (extension Scheme) আওতায় আনার ফলে ২০১১-১৩ সময়কালে ২৬,৯৬০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কীটপোষ খামারগুলির জন্য ১১কোটি টাকার পরিকাঠামো উন্নীতকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের জঙ্গলমহলে তসরের নীরোগ পলুর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে সফলভাবে শস্য সংগৃহীত হয়েছে (পলু পিছু ৫০-৫৫টি গুটি) যার ফলে গুটির মূল্য ১৮০০ টাকা থেকে শুরু করে ২৪০০ টাকা পর্যন্ত লাভজনক-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা সারা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ লাভজনক মূল্য। কীটপোষ (Sericulture) সম্পর্কিত খামারের সমস্ত কাজকর্মে চাষিদের সাহায্য করার জন্য এই অঞ্চলে সংস্থানকারী ব্যক্তি (Resource person) হিসাবে 'সিল্ক বন্ধু', 'তসর বন্ধু'র মতো পরিকল্প উপস্থাপিত করা হয়েছে। রাজ্যে ২,৩১,২০২টি গ্রামীণ শিল্প ইউনিট এবং ৩১২টি খাদি ইউনিট চলছে যেখানে কর্মসংস্থান হয়েছে যথাক্রমে ১৪ লক্ষ এবং ৭৩ হাজার জনের।

● এই সময়কালে ১২কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭টি শিল্পতালুকের পরিকাঠামোর উন্নীতকরণ হয়েছে। দুর্গাপুর-এর "উদয়ন শিল্পতালুকের" উন্নীতকরণের জন্য ১৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। ২০১৩-১৪ বর্ষে কলকাতার ৯টি শিল্পতালুকে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।

● পাট, তৈরি পোশাক, কৃষিজ-প্রক্রিয়াকরণ এবং লঘু যন্ত্রবিদ্যা (Engineering)র উপর আলোকপাত-সহ রেজিনগর এবং মুর্শিদাবাদের শিল্পতালুক ২০১৩-১৪ বর্ষে শিল্পক্ষেত্র প্রাপ্ত হবে আশা করা যাচ্ছে। ৬৬ কোটি টাকার পরিকাঠামো ব্যয় সম্বলিত ১৮৩ একর জমি নিয়ে স্থাপিত এই তালুক দুটি এই সব শিল্পকে প্রায় ১২০০টি প্লট দিতে পারবে। একইভাবে, জলপাইগুড়ির অম্বরি-ফালাকাটায় আর একটি শিল্পতালুক ২০১৩-১৪ সালের মধ্যে কাজ শুরু করবে। ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে, ১১৮ একর জমি সম্বলিত এই শিল্পতালুকে ৭০০টি প্লট যে সমস্ত সম্ভাব্য শিল্প ব্যবহার করবে তাদের মধ্যে রয়েছে, কৃষিজ প্রক্রিয়াকরণ, কাঠ ও বেতের আসবাব, বনজ উৎপাদ প্রক্রিয়া-করণ, স্টোরেজ ব্যাটারি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি।

সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

রাজ্যে সংখ্যালঘুদের মধ্যে রয়েছেন মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পার্সি এবং জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ এবং এঁদের সংখ্যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৬.২৭ শতাংশ। নতুন সরকার সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে। সাচার কমিটির সুপারিশ মতো গত ২ বছরে সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেশকিছু কাজ হয়েছে। ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ভাতা প্রদান, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির সংখ্যালঘু ছাত্রীদের সাইকেল প্রদান, ৫০ শতাংশের কম নম্বর পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদান ইত্যাদি বেশ কিছু কাজ গত ২ বছরে সম্ভব হয়েছে। উন্নয়নের নানা প্রকল্পের এক ঝলক তুলে ধরা হল—

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

২০১১-১২ সালে নতুন সরকার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের জন্য রাজারহাটে ২০ একর জমি বরাদ্দ করেছে এবং ২৩৬ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, কাজও শুরু হয়ে গেছে। এছাড়াও গোরাচাঁদ রোডে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস তৈরির কাজ অগ্রগতির পথে। ২.৪ একর জমিতে এই ক্যাম্পাস তৈরি হচ্ছে এবং এজন্য ৬২ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই অনুমোদন করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রী আবাস

৯৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১১টি হোস্টেল (৬৮টি এম এস ডি পি প্রকল্প এবং ৪৩টি রাজ্য প্রকল্পের আওতায়) তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও পার্ক সার্কাসের দিলখুসা স্ট্রিটে ছাত্রী আবাস তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। এজন্য ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। তৈরি শেষ হলে ৭১ জন ছাত্রী এখানে থাকতে পারবেন।

তৃতীয় হজ ভবন

রাজারহাট নিউটাউনে তৃতীয় হজ ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। এজন্য ৫ একর জমি বরাদ্দ হয়েছে। সমস্ত ধরণের অত্যাধুনিক পরিষেবা এখানে থাকবে। এজন্য ইতিমধ্যেই ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ২০১২ সালে ১১,৬৫৮ জন হজ তীর্থযাত্রী পশ্চিমবঙ্গ থেকে সৌদি আরব গিয়েছিলেন তাঁদের অবশ্যপালনীয় হজতীর্থ যাত্রা করতে। ২০১০ ও ২০১১ সালে যথাক্রমে রাজ্য থেকে হজতীর্থ যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৯,৫৮৯ এবং ৯,৭৮৩ জন।

মাল্টি সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প)

রাজ্যের ১২টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় এম এস ডি পি প্রকল্প চালু হয়েছে। উন্নয়নের অগ্রগতি এখনও যাঁদের কাছে পৌঁছয়নি, তাঁদের আর্থসামাজিক পরিকাঠামো প্রদান এবং ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়া এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ৭৫,১৮৯ টি প্রকল্পের মধ্যে ৬২,৫৬০ টি (২০০৮ থেকে ২০১১ মধ্যে ২৪,৯১৫টি এবং শেষ ২ বছরে ৩৭,৬৪৫ টির কাজ শেষ হয়েছে) ইউনিটের কাজ শেষ হয়েছে।

আই টি আই ও পলিটেকনিক

সংখ্যালঘু যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান মুখী প্রযুক্তিগত ট্রেনিং দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২৪টি আই টি আই এবং ৭টি পলিটেকনিক কলেজ গড়ে তোলা হচ্ছে। এম এস ডি পি প্রকল্পের পরিকাঠামোগত সহায়তায় এগুলি দেখাশোনা করা হবে এবং রাজ্য সরকারের প্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ এগুলি পরিচালনা করবে।

ইনটিগ্রেটেড মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সুসংহত সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প)

রাজ্যের যে সমস্ত জেলায় এম এস ডি পি প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ চলছে না, সেই সমস্ত ৭টি জেলায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ চলছে। গত ২ বছরে এম এস ডি পি প্রকল্পের মতো ৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪১টি ইউনিটের কাজ শুরু হয়েছে।

গোরস্থানে সীমানা প্রাচীর

গোরস্থানগুলির জবরদখল বন্ধ করতে এবং দূষণমুক্ত করতে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত ২ বছরে ৭৩৬টি গোরস্থানের সীমানা প্রাচীর তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যাতে ব্যয় হচ্ছে ৪০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা।

সংখ্যালঘু ভবন

রাজ্যের সমস্ত জেলার সংখ্যালঘু বিষয়ক সুযোগসুবিধা প্রদানের জন্য সংখালঘু ভবন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর

ফলে সংখ্যালঘু মানুষেরা এক জানালা থেকে সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা ও সুযোগ সুবিধার কথা জনতে পারবেন। ইতিমধ্যেই উত্তর ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর, সংখ্যালঘু ভবন তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং পরিষেবা প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে।

ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের ভাতা

মুসলিম সমাজে ইমাম ও মোয়াজ্জিনরা বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে রয়েছেন। আবশ্যিক প্রার্থনা পরিচালনা করা ছাড়াও সংখ্যালঘুদের ইমাম ও মোয়াজ্জিনরা শৃঙ্খলাবদ্ধ আচার আচরণ ও জীবনযাপনের পথ দেখান। স্বাস্থ্য ও শৌচসহ সরকারের নানা প্রকল্পের কথা তাঁদের সমাজে তুলে ধরতে তাঁরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ওয়াকফ্ বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিমাসে ইমামদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ২৫০০ টাকা এবং মোয়াজ্জিনদের ১০০০ টাকা করে সম্মানদক্ষিণা দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ২৭,১৫৪ জন ইমাম এবং ১৬,৮৯৮ জন মোয়াজ্জিন অর্থাৎ মোট ৪৪,০৫২ জনকে ৯৭ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা সম্মানদক্ষিণা প্রদান করা হয়েছে।

উর্দুভাষার প্রচার ও প্রসার

এই সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ (অ্যামেডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০১২ বিজ্ঞাপিত করেছে এবং ২০১২-র ডিসেম্বর থেকে এটি কার্যকরী হয়েছে। যেসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণের ১০ শতাংশের বেশি মানুষ উর্দুভাষী সেখানে উর্দুকে সরকারি ভাষা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আইন সরকারি অফিসে উর্দুভাষী জনসাধারণের মাতৃভাষায় কাজকর্ম চালু করার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করেছে। এছাড়াও যারা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সাঁওতালি, গুরুমুখি ভাষাভাষীর মানুষ, তাঁদেরকে ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মাদ্রাসার ছাত্রীদের সাইকেল প্রদান

সংখ্যালঘু ছাত্রীদের শিক্ষার বিষয়ে উৎসাহ দিতে এবং তাঁদের মধ্যে স্কুলছুটের হার কমাতে (পরিবার সংস্কারসহ) ২০১২-১৩ সালে রাজ্য সরকার এই নতুন প্রকল্প নিয়েছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির সংখ্যালঘু ছাত্রীদের মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ২ জনকে ইতিমধ্যেই সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ৪৬ কোটি টাকা। নবম শ্রেণিতে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি নজরকাড়া।

বৃত্তিমূলক/দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ

যেহেতু মুসলিম কর্মীদের বেশিরভাগই স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাঁদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ সংক্রান্ত উদ্যোগ ভীষণ প্রয়োজন। এই বিষয়টির কথা মাথায় রেখে এই দপ্তর সংখ্যালঘু যুবক যুবতীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেছে যাতে তাদের কর্মসংস্থান বাড়ে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের বিনা ব্যয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। গত ২ বছরে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৬১ জনকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৪০ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।

স্কলারশিপ ও ঋণপ্রদান

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, ওয়াকফ বোর্ড, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও উর্দু আকাদেমির সঙ্গে একযোগে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা পুরণ করার মাধ্যমে বহুমানুষের উপকার সাধন করছে। গত ৫ বছরে সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের হার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও স্ব-নিযুক্তি

সংখ্যালঘু যুবক-যুবতীদের মধ্যে কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি লক্ষ্য রেখে এই ক্ষেত্রটি আধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম পরিকল্পগুলি হাতে নিয়েছে।

		২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১		২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩	
ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প	সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (কোটিতে)	সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (কোটিতে)
১	প্রাক-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক উত্তর, ট্যালেন্ট সাপোর্ট,মেধা তথা অবলম্বন বৃত্তি, শিক্ষাঋণ, রাজ্যসরকারি আর্থিক সহায়তা প্রদান, ওয়াকফ, উর্দু আকাডেমি /শিক্ষা ঋণ ইত্যাদি	৮,৬৮,৮৫৬	১৯২.৮৮	৩৪,৩৬,১৫১	৫৭৭.৪২

		২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১		২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩	
ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প	সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (কোটিতে)	সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (কোটিতে)
১	বৃত্তি মূলক প্রশিক্ষণ ও ফ্রি কোচিং	২৭,৫৮৩	৩২.২৬	২,৪৪,১৬১	৪০.২১
২	ঋণপ্রদান, ক্ষুদ্র আর্থিক সহায়তা এবং এম ডব্লিউ ই পি	১,৩০,৬৬৬	২৫৬.১২	১,৫৭,৮৫১	২৭০.৫৮
	মোট	১,৫৮,২৪৯	২৮৮.৩৮	৪,০২,০১২	৩১০.৭৯

মুসলিম কর্মিদের বেশিরভাগ ক্ষুদ্র মালিকানাধীন কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং বড় শিল্পে তাদের আনুপাতিক অংশগ্রহণ বেশ কম। এই বিভাগ তাঁদের কর্মসংস্থান বাড়াতে মেয়াদী ঋণ, ক্ষুদ্র আর্থিক সহায়তা এবং সংখ্যালঘু মহিলা সাহায্য প্রদান প্রকল্পে ২৭০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। গত ২ বছরে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৫১ জন সংখ্যালঘু যুবক ও মহিলাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আবাসন : দরিদ্র মানুষের সামাজিক জীবনের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহ তথা আশ্রয় প্রদান এই বিভাগের অন্যতম লক্ষ্য। নতুন ৪টি গৃহ প্রকল্পের কাজ চলছে। গীতাঞ্জলি প্রকল্পের অধীনে সংখ্যালঘুদের আবাসগৃহ নির্মাণের কাজ রূপায়িত হচ্ছে এজন্য ২৯৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৮ হাজার ৫৬৫ টি গৃহ তৈরি করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সঙ্গে প্রান্তিক সংখ্যালঘু মহিলাদের গৃহ পুনর্বাসন প্রকল্প, বিশেষ বি আর জি এফ ও এম এস ডি পি প্রকল্পের আওতায় আই এ ওয়াই প্রকল্প ইত্যাদি যুক্ত করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকার -এর আওতায় নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে—

১) প্রাথমিক স্তরে শিশুদের জন্য ৮০ হাজার জাতীয় পাঠ্যক্রমভিত্তিক বই ছাপা হয়েছে। ২০১১-১২ সালে এই সংখ্যা ৫২,৩৫০।

২) ২০১২-১৩ সালে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮৭০ জন প্রাথমিক স্কুল ছাত্রীদের পোষাক ভাতা দেওয়া হয়েছে। ২০১১-১২ সালে এই সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫০০।

৩) ২০১২-১৩ সালে মাধ্যমিক স্তরে ৪২৪টি স্কুলে বিজ্ঞানের গবেষণাগারের আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। ২০১১-১২ তে এই সংখ্যা ছিল ১৫৮।

৪) এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প যেমন পাঠাগারের উন্নয়ন, রিডিং রুম, মহিলাদের কমন রুম, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচাগার, মাদ্রাসার জন্য বিশেষ আসবাব ও উপকরণ, জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ তৈরি ইত্যাদির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মাদ্রাসার মানোন্নয়ন

গত ২ বছরে ৪টি জুনিয়ার হাই থেকে হাই মাদ্রাসা, ১৭টি হাই মাদ্রাসা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ৬টি আলিম থেকে ফাজিলে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়াও ৬টি নতুন মাদ্রাসা তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন মাদ্রাসা

সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এরূপ মাদ্রাসা প্রকল্পে, রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিকে মূলস্রোতে নিয়ে আসতে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। মূল উদ্দেশ্য এই মাদ্রাসাগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধি। এজন্য ইতিমধ্যেই উল্লিখিত তারিখ পর্যন্ত ১৪০০টি আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১৫০টির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

রূপায়ণমুখী প্রকল্প

(১) কারিগর এবং কৃষকদের জন্য বিপণনের সুযোগসুবিধা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে রাজ্য পরিকল্পনার অধীনে প্রতিটির নির্মাণ খরচ ৩ কোটি হিসাবে ২৯টি জায়গায় গ্রামীণ হাট শেড। বহুক্ষেত্রিক উন্নয়নপ্রকল্প (এম এস ডি পি) পরিকল্পনার অধীনে ১৬টি গ্রামীণ হাট শেড তৈরির কাজ চলছে। প্রত্যেকটির জন্য খরচ হবে ১ কোটি টাকা। এছাড়াও, ১২১টি নতুন বিপণন হাব নির্মাণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

(২) দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়-এর নালমুনি মৌজায় একটি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল সহ একটি সংখ্যালঘু মেডিকেল কলেজ তৈরি হচ্ছে। ৭৫০ শয্যা বিশিষ্ট ঐ মেডিকেল কলেজে ১৫০ জন এম বি বি এস ছাত্রছাত্রীর পঠনপাঠনের ব্যবস্থা থাকবে।

এই বিভাগ এই সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে বদ্ধপরিকর। বস্তুত, বিগত দুই বছরে নতুন সরকারের চালু করা পরিকল্পগুলির প্রভাব রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের জীবনযাপনের মানোন্নয়নে সুদূরপ্রসারী হবে।

পৌর বিষয়ক বিভাগ

'পৌর বিষয়ক বিভাগ' কেবলমাত্র নাগরিকদের অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাত্রার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাই শুধু নয় শহরাঞ্চলকে বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছে দিতে পানীয় জল থেকে নিকাশি, আবাসন ও পরিবহণ থেকে শহরাঞ্চলের সৌন্দর্যায়ন এবং শহরের সবুজ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থাবর ও সামাজিক পরিকাঠামো সৃষ্টি ত্বরান্বিত করতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত বিভাগ যাতে উদ্যোগ নেয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

প্রধান সাফল্য

ছোট ও মাঝারি শহরগুলিতে জল সরবরাহ

- ইউ আই ডি এস এস এম টি-র অধীনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহরে আরও নয়টি জল সরবরাহ প্রকল্প।
- কৃষ্ণনগর, তমলুক, নলহাটি, কাঁথি, খাড়ার ও তারকেশ্বরে ৬টি (ছয়টি) জলসরবরাহ প্রকল্পের কাজের সূত্রপাত করা হয়েছে।
- বিশেষ BRGF প্রকল্পের আওতায় শুখা অঞ্চলে ৫টি শহরের জন্য ২১০ লক্ষ ৮৭ কোটি টাকা প্রকল্পব্যয় বিশিষ্ট জল সরবরাহ পরিকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা ও পৌর বিষয়ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে সকল পৌর শহরগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করার জন্য একটি ব্যাপক দিকনির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

নগরের সৌন্দর্যায়ন

- রাজ্যের নগরোন্নয়ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে পৌর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট ৫২টি স্থানীয় নগর শাসন সংস্থায় শোভাবর্ধক পথবাতি বসানোর কাজ শেষ করেছে।
- বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের সম্পূর্ণ অংশ, উল্টাডাঙ্গা থেকে বারাসত পর্যন্ত পথের অংশ (যার দৈর্ঘ্য ২০ কিলোমিটার-এর বেশি), যশোর রোডের একটি অংশ (আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং কলকাতা বিমান বন্দরের ১নং গেটের মধ্যবর্তী অংশ) শোভাবর্ধক পথবাতির সাহায্যে আলোকিত হয়েছে।
- কলকাতা পৌর নিগম প্রিনসেপ ঘাট থেকে রিভার ট্রাফিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পর্যন্ত ১.৬ কিমি দীর্ঘ নদীতীরের সৌন্দর্যায়নের কাজ শেষ করেছে।
- গঙ্গার ১৪টি নদীঘাটের সংস্কারসাধনের কাজ শেষ করা হয়েছে।
- ১৬টি রাস্তার সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যায়নের কাজ শেষ করা হয়েছে।
- কালীঘাট রোডে তোরণ নির্মাণের কাজ শেষ করা হয়েছে।
- নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ তাদের এক্তিয়ারভুক্ত অঞ্চলে ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ স্থাপন ও অন্যান্য সৌন্দর্যায়নের কাজ শেষ করেছে।

ছোট ও মাঝারি শহরের জন্য শহর পরিকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্প (UIDSSMT)

- ন'টি নূতন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
- এই সময়সীমার মধ্যে ৭টি প্রকল্প শেষ হয়েছে।

সুসংহত আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচি (IHSDP)

শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের জন্য অনুমোদিত ৫২,৫৯১টি বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে এবং বস্তি অঞ্চলে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০১২-এর মার্চ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে ৪০,৪২৭ টি বাসগৃহ নির্মাণের কাজ। ৫,৬৪৬টির ক্ষেত্রে কাজ চালু আছে।

শহরাঞ্চলে দরিদ্রদের আবাসনের জন্য রাজ্যের পরিকল্প

● এক্ষেত্রে প্রথম ধাপের কাজ হিসাবে ১০৩টি স্থানীয় নগর শাসন সংস্থার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। ৩৯৫৮টি নূতন নির্মাণ এবং ৮০১০টি মানোন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত।

● ১৩৭৫টি বাসগৃহের মান উন্নীত করা হয়েছে। এবং ৯৮২টি নূতন বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ৩৫৩৪টি বাসগৃহের মান উন্নীত করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং অন্য ৯৯৫টি নূতন বাসগৃহ নির্মাণের কাজ চলছে।

স্বর্ণ জয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা (SJSRY)

● দারিদ্রসীমার নিচে বসবারকারী মহিলাদের মধ্যে থেকে ১৬৮০০ জন সদস্য নিয়ে ৩২৭১টি মিতব্যয়িতা ও ঋণদান গোষ্ঠী।

● ২০০৫টি ডি ডব্লিউ সি ইউ এ গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে।

● এই সময়সীমার মধ্যে দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলি মধ্যে থেকে প্রায় ৭০,০০০ জন যুবক/যুবতী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

ই-গভর্ন্যান্স

● কে ইউ এস পি-এর অধীনে কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকার ৪০টি স্থানীয় নগর শাসন সংস্থার সবগুলিতেই আর্থিক হিসাব রক্ষণ ব্যবস্থা সহ একটি ব্যাপক ই-গভর্ন্যান্স মডিউল তৈরি করা হয়েছে। বাদবাকি স্থানীয় নগরশাসন সংস্থার ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ৩১টি স্থানীয় নগর শাসন সংস্থায় এই কাজ শেষ হয়েছে।

ভি ডি ও কনফারেন্সের সুবিধা

৪২টি কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকার স্থানীয় সংস্থা ছাড়াও বাদবাকি কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকার স্থানীয় নগর শাসন সংস্থা নয় এরূপ ৮২টি স্থানীয় নগরশাসন সংস্থার মধ্যে ৭৭টিতে এই ব্যবস্থার পত্তন হয়েছে। সমস্ত ডেভেলপমেন্ট অথরিটি নামক সংস্থা, পৌর বিষয়ক ও নগর উন্নয়ন বিভাগের রাজ্যস্তরের কার্যলয়েও একে প্রসারিত করা হয়েছে।

প্রধান রূপায়ণমুখী উদ্যোগ

জল সরবরাহ

ভারত সরকারের সি পি এইচ ই ই আরও ছয়টি শহরের বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদনের (DPR) খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করেছে এবং রাজ্য সরকার ছোট ও মাঝারি শহরের পরিকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পের (UIDSSMT) আওতাধীনে অর্থমঞ্জুরি অপেক্ষায় রয়েছে।

অনুমোদিত ২২টি জলসরবরাহ প্রকল্পের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। আশা করা যাচ্ছে আরও ছটি জলসরবরাহ পরিকল্প ২০১৩ সালের জুন মাসের মধ্যে শেষ হবে এবং অন্যান্য ৪টি প্রকল্পের কাজ ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশেষ বি আর জি এফ প্রকল্পের অধীনে ৫টি শহরের সবগুলির কাজ আংশিকভাবে শেষ হয়েছে এবং মনে করা হচ্ছে ২০১৪ সালের মার্চ-এর মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে।

নগর সৌন্দর্যায়ন

কলকাতা পৌর নিগম রিভার ট্রাফিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত আরও ৪০০ মিটার দীর্ঘ অঞ্চলে নদীতীরবর্তী সৌন্দর্যায়নের কাজ হাতে নিয়েছে।

নিমতলা মহাশ্মশান এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি ঘাট-এর সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক পদক্ষেপ

বিদ্যমান বিল্ডিং রুলস্-এর সংস্থান খতিয়ে দেখা এবং তার পরিবর্তন সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে প্রস্তাব পেশ করার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিল্ডিং রুলস সংশোধন

কলকাতা পৌর নিগমের বিল্ডিং রুলস সংশোধনের জন্য একটি সুসংহত প্রস্তাব রাজ্য স্তরের টেকনিকাল কমিটির কাছে তাদের অভিমতের জন্য পাঠানো হয়েছে। এরপর সংশোধনের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

অস্বাস্থ্যকর শৌচাগারগুলিকে স্বাস্থ্যকর শৌচাগারে পরিণত করা

৫২০০টি স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। আরও ৬৯,০০০টি নূতন ইউনিটের জন্য ডি পি আর তৈরির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় আছে এবং সংশোধিত আই এল সি এস কর্মসূচির অধীনে অনুমোদনের জন্য শীঘ্রই পেশ করা হবে।

এস ইউ ডি এ-এর অধীনে শহরাঞ্চলের জন্য আর্থ-সামাজিক ও জাত ভিত্তিক জনগণনার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ১২৬টি শহরে সমীক্ষার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। এ রাজ্যের শহরাঞ্চলে এধরণের কাজ এটাই প্রথম।

১২৫টি স্থানীয় নগর শাসন সংস্থায় মাথায় মল বহন কারার অমানবিক প্রথাকে নির্মূল করার এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য কায়িক ঝাড়ুদারদের চিহ্নিত করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার চিহ্নিত করে সেগুলিকে স্বাস্থ্যকর শৌচাগারে পরিণত করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৫০টি শহরে রাজীব আবাস যোজনার কাজ সম্প্রসারিত হয়েছে। ১১টি শহরে দিশারি প্রকল্পের (pilot Project) ডি পি আর তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২টি ডি পি আর প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজীব আবাস যোজনা মিশন এবং রাজ্যস্তরে অনুমোদন ও তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। আরও কয়েকটি দিশারি প্রকল্প এবং শহর গুলির জন্য এস এফ সি পি ও এ তৈরির কাজ চলছে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

২০১১-র ৮ জুলাই তারিখে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের শাখা সাঁচবালয় কাজকর্ম শুরু করেছে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ণ পর্যদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে সুচিত ৩৬১টি স্বল্প প্রগতিযুক্ত চলমান প্রকল্প/পরিকল্প সমুহের নিবিড় তদারকির ফলে ২৬৩টি প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। বাকি ৯৮টি প্রকল্পের মধ্যে জেলাশাসকের সুপারিশে ৩৩টি প্রকল্প শেষ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ণ বিভাগ।

- উত্তরবঙ্গের নিম্নোক্ত ট্যুরিস্টি লজের মেরামতি ও নবীকবণের কাজ শেষ হয়েছে -
  - ❖ মৈনাক ট্যুরিস্ট লজ
  - ❖ মরগ্যান হাউস, কালিম্পং
  - ❖ জলপাইগুড়ির মুর্তিতে 'টেন্টেড অ্যাকোমোডেশন'
  - ❖ জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ
  - ❖ দার্জিলিঙের লামাহাটাতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ণ বিভাগ এবং পর্যটন ও বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে একটি পর্যটন 'হাব' স্থাপিত হয়েছে।
- জলপাইগুড়ির দাবগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর মিনি সচিবালয় নির্মাণ করার কাজ শুরু হয়েছে এবং তা ২০১৪-র জানুয়ারি নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- অনুমিত ১৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জলপাইগুড়িতে 'মাল্টি ফেসিলিটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স' নির্মাণের লক্ষ্যে বিশদ প্রজেক্ট রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এটি ২০১৩-১৪ বর্ষে শেষ হবে।
- **৭টি নতুন সরকারি কলেজ** (ধুপগুড়ি, ঘোকসাডাঙা, নিশিগঞ্জ, বানারহাট (হিন্দি), চোপড়া, মাণিকচক এবং কুমারগঞ্জ) নির্মাণের জন্য অর্থ দপ্তরের কাছ থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে এবং ঘোকসাডাঙা, নিশিগঞ্জ, কুমারগঞ্জ ও চোপড়া কলেজের নির্মাণকার্য শুরু হয়েছে।

গৃহীত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ণ কর্মপরিকল্পনার বিবরণ

- জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি (ভায়া ইস্টার্ন বাইপাস - সাহুডাঙ্গি-অম্বরি ফালাকাটা) যাওয়ার বিকল্প সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে এবং উক্ত কাজের ৭০ শতাংশ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।
- কোচবিহারের খাপাইডাঙা .বোচামারি রোড (হেরিটেজ রোড) উন্নয়ণের কাজ শুরু করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ। চলমান এই কাজের প্রকল্প ব্যয় হবে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। প্রায় ৫০ শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের অর্থানুকুল্যে, পূর্ত দপ্তর (সড়ক) দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের দুটি গ্রামীণ সড়ক (ত্বরিগচ ও বাঙ্গাভিটা) নির্মাণের কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। এটি ২০১৩ সালের মার্চ মাস নাগাদ শেষ হওয়ার কথা।

নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ সেতুসমূহের

নির্মাণকার্য শুরু হয়েছে এবং সেগুলি অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

- *জলপাইগুড়ি জেলার সালুগাড়ায় খোলাচাঁদ ফাফরি গ্রামে সাহু নদীর উপর আর সি সি সেতু নির্মাণ।*
- *জলপাইগুড়ি জেলার সালুগাড়ায় ছোট ফাপরি গ্রামে সাহু নদীর উপর আর সি সি সেতু নির্মাণ।*
- *পাহাড়িপুরে সুই নদীর উপর স্প্যান সেতু নির্মাণ।*
- *উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকে কাছুয়া হাই মাদ্রাসার নিকট গমরি নদীর উপর সেতু নির্মাণ।*
- *হেমতাবাদে কাহালাই-এ সেতু নির্মাণ।*
- *উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে পাতাপুরে সিরিয়ানি নদীর উপর সেতু নির্মাণ।*
- *দার্জিলিঙের বিজনবাড়িতে বেইলি সেতুর নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে।*
- *চোপড়া ব্লকে ভাটনালা সেতুর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে।*
- *চেপানি চৌপাঠিতে শামুকতলা থেকে জাতীয় সড়ক-৩১ পর্যন্ত সড়কে ধারসি নদীর উপর ৬×১২ মি. স্প্যান সেতুর সংস্কার ও নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে।*
- *আদাবাড়ি ঘাটে দিনহাটা ও সিতাই-এর সংযোগকারী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজটি রূপায়ণের দায়িত্ব পূর্ত বিভাগকে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৫ শতাংশ বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে।*
- *কোচবিহারের তুফানগঞ্জে শালবাড়িতে মারা রাইডাক নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ চলছে।*
- *চোপড়া হাঁসখালিতে সেতু নির্মাণ।*
- *দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে পুনর্ভবা নদীর উপর সেতু নির্মাণ (দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে)।*
- *১০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে, মালদার মাণিকচকের ভুতনি সেতু (২ কিমি দীর্ঘ) নির্মাণের জন্য প্রাথমিক প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের নিকট তা পাঠানো হয়েছে।*
- *শিলিগুড়ির সমরনগরে সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।*

● জলপাইগুড়ির আলিপুরদুয়ারে ইন্‌ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ সমাপ্তির মুখে। এই কর্মপরিকল্পনার প্রকল্প ব্যয় ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা।

● নকশালবাড়ির হাতিঘিসায় বহুশাখাসমৃদ্ধ অসামরিক প্রতিরক্ষা কেন্দ্রটির নির্মাণকাজ ২০১৩-র এপ্রিলে শেষ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

● হরিরামপুর, বুনিয়াদপুর, হেমতাবাদ, বালুরঘাট (এন বি এস টিসি) এবং মালদায় বাস টার্মিনাস তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

● জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের দাবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে শান্তিনগরে জলনিকাশি প্রকল্পের নির্মাণকার্য শুরু হয়েছে। এটির প্রকল্প ব্যয় ১৬ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। প্রকল্পটির কাজ শেষ হলে সমগ্র এলাকাটিতে বর্ষাকালে জল জমে থাকার সমস্যার সমাধান হবে এবং লক্ষাধিক অধিবাসী এই প্রকল্পে উপকৃত হবেন।

● অনুমিত ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, গঙ্গারামপুরে 'মার্কেট কমপ্লেক্স' (১ম দফা) নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

● বিগত ২০১২ সালের মতই ২০১৩ সালে মহা সমারোহে উত্তরবঙ্গ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। সমাজে বিভিন্ন অবদানের স্বীকৃতি জ্ঞাপনের লক্ষ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে 'বঙ্গ রত্ন' সম্মান প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্লাবকে ও দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মেধাবি ছাত্র ছাত্রীদের অর্থসাহায্য দান করা হয়েছে। বন্ধ চা বাগানের উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল প্রদান করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

২০১২ সালে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে মহিলাদের জন্য পদ ও আসনসংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ থেকে বৃদ্ধি করে অর্ধেক করার জন্য ("এক-তৃতীয়াংশের কম নয়" থেকে "অর্ধেকের বেশি নয়") পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১২ পাশ হয়। একইভাবে তপশিলি জাতি উপজাতি -সহ প্রতিস্তরে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য আসন সংরক্ষণ চালু করা হয়, যা সবমিলে সর্বাধিক পঞ্চাশ শতাংশ।

মহাত্মা গান্ধী ন্যাশানাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম (MGNREGS) :

- রাজ্যের ১০টি জেলায় ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারিতে MGNREGS চালু হয় এবং পরে গোটা রাজ্যে তা সম্প্রসারিত হয়। ২০১০-১১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত এই কর্মসূচি বাবদ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬,৯৪৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। পরের দুই বছরে (২০১১-১২ ও ২০১২-১৩) ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,৮৩৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। ২০১২-১৩-এ রাজ্য ৩,৯০৯ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পেরেছিল এবং এই অংশটা ছিল রাজ্যের কাছে এই খাতে থাকা অংশের ৯৪ শতাংশ। এক্ষেত্রে উপযোগিতার শতাংশের বিচারে সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে। বস্তুত, বিগত অর্থবর্ষে সম্পাদিত কাজ বাবদ প্রতিশ্রুত ব্যয় এবং অর্থের অভাবে যে ব্যয় করা যায়নি, এসব কিছু একত্রিত করলে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াত ৪,৪৮০ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা যা এই খাতে থাকা অর্থের পরিমাণের ১০৯ শতাংশ।
- ২০১১-১২-র শেষ তিন মাসে ১,৬৮৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছিল, ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৪৭ হাজার পরিবারকে কাজ দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ পরিবার পিছু ৩৩ দিনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
- ২০১২-১৩-এ কাজের ধারাবাহিক উৎকর্ষ সাধনের ফলে ভারত সরকারের কাছ থেকে রাজ্য শ্রম-যোজনার পুনঃ সংশোধন নিশ্চিত করতে পেরেছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মোটামুটি ১৮.৩৩ কোটি ব্যক্তি শ্রম সৃষ্টির কথা কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করে নিয়েছে।
- মার্চ, ২০১৩-র শেষে বিভিন্ন জেলা থেকে ১৯.৯৭ কোটি শ্রম-দিবস সৃষ্টির খবর এসেছে। বিগত যে কোনো বছরের শ্রম-দিবস সৃষ্টির হারের চেয়ে এই হার অনেকখানি বেশি এবং অনুমোদিত শ্রম-যোজনার ১০৯ শতাংশ।
- চলতি অর্থবর্ষে রাজ্যের কাজকর্মের ভিত্তিতে ২০১৩-১৪-র রাজ্য শ্রম-যোজনা বাড়িয়ে ২২ কোটি ৬১ লক্ষ করা হয়েছে। আর্থিক মাপকাঠিতে বিচার করলে এর অর্থ দাঁড়ায় ৬,০৩১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ৫,৬৬২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় বরাদ্দ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY) :

PMGSY এর অধীনে ২০০৫-০৬ এবং ২০১১-১২ আর্থিক বছরের মধ্যে মোট ৮,৩৭৫ কিলোমিটার প্রসারিত ২,০১৮টি সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাবদ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক মোট ৪,৬২৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। ঐ সময়ের বার্ষিক গড় অনুমোদিত বরাদ্দ অনুসারে ৬৬০ কোটি ৫৬ লক্ষ প্রকল্প ব্যয়ে ১,১৯৬ কিলোমিটার প্রসারিত ২৮৮টি সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুধুমাত্র ২০১২-১৩ অর্থবর্ষেই মোট ৩,৪৮৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার প্রকল্প ব্যয়ে ৬,১৪৪ কিলোমিটার প্রসারিত ১,৪২৫টি সড়ক নির্মাণের অনুমোদন পাওয়া গেছে যা কিনা নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্যযোগ্য কৃতিত্ব।

- ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে আনুমানিক ৩,১৭১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬,১৭৭ কিলোমিটার প্রসারিত ১,১০১টি সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে।

● শুধুমাত্র IAP জেলাতেই সুসংহত জেলা পরিকল্পনাতেই ১,৪৯১ কোটি ২০ লক্ষ প্রকল্প বরাদ্দ পাওয়া গেছে, মোট ২,৬২৬ কিমি প্রসারিত ৫৮২টি সড়ক নির্মাণের জন্য। আরো অতিরিক্ত ১,৬২৩ কিমি দীর্ঘ ৪৭৮টি সড়ক নির্মাণ বাবদ আনুমানিক ৮৬৬ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা অনুমোদনের জন্য গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আশা করা যায় যে ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে এই অনুমোদন পাওয়া যাবে।

● ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ২৪৩টি জনবসতিকে যুক্ত করে মোট ১,১৫৪ কিমি পাকারাস্তা তৈরি হয়েছে। প্রাপ্ত তহবিলের মোট ৮৫.৬৭% খরচ করা হয়ে গিয়েছে। এই হার গতবছরের তুলনায় ১৮% বেশী।

● ২০১২-১৩ বর্ষে রাজ্য ১ হাজার এর বেশী জনসংখ্যা বহুল ২০৩টি জনবসতি, ৫০০ এর বেশী জনসংখ্যা বহুল ২৩৩টি জনবসতি এবং ২৫০ এর বেশী জনবহুল ১০২টি জনবসতিকে সংযুক্ত করে মোট ১,২৫০ কিমি পাকা রাস্তা তৈরি করতে পেরেছে।

● ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে রাজ্য ৫,১৬০ কিমি দীর্ঘ ১,১৩৪টি সড়ক তৈরি করতে বদ্ধপরিকর।

স্বর্ণজয়ন্তী স্বরোজগার যোজনা/ ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন (SGSY/NRLM)

● গ্রামীণ মানুষের জীবিকার সংস্থান করে দেওয়ার জন্য রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশ্রন স্থাপন ও কার্যকর করা হয়েছে।

● SGSY এর অধীনে ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ৩৪,৭৬১টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী (Self help group) গঠিত হয়েছে, ৪০,৯৩৮টি গোষ্ঠী 'গ্রেড-১' উত্তীর্ণ হয়েছে, ২৯,৬০৫টি গোষ্ঠী 'গ্রেড-২' উত্তীর্ণ হয়েছে, ২৭,৯১৭টি গোষ্ঠী 'গ্রেড-১' উত্তীর্ণ হবার পর অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিযুক্ত হয়েছে এবং ৮,৪৬৩টি গোষ্ঠী 'গ্রেড-২' উত্তীর্ণ হবার পর অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিযুক্ত হয়েছে। ঋণের লক্ষ্যমাত্রার ১২৮% দেওয়া হয়েছে এবং মাথাপিছু বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৩,৫৭০.৪৯ টাকা।

● ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ২৬,৮১০টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী স্থাপন করা হয়েছে, ২৩,১৯৫টি গোষ্ঠী 'গ্রেড-১' উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯,৯৯৫টি গোষ্ঠী 'গ্রেড-২' উত্তীর্ণ হয়েছে, ২২,৩৪২টি গোষ্ঠী 'গ্রেড-১' উত্তীর্ণ হয়ে আর্থিক কাজকর্মে যুক্ত হয়েছে, ৬,২১৬টি গোষ্ঠী 'গ্রেড-২' উত্তীর্ণ হয়ে আর্থিক কাজকর্মে যুক্ত হয়েছে। ঋণের লক্ষ্যমাত্রার ৬০.৮০% দেওয়া হয়েছে এবং মাথাপিছু বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৩,৯৩২ টাকা

●রাজ্যের সবকটি জেলায় রাজ্য বিপণন

সাল	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ (ফেব্রুয়ারি-১৩ পর্যন্ত)
বন্টিত ঋণ (লাখে)	৩,৩৩৮.৯৮	২,২৫২.৩৯	৩,১৬১.১০	১৩,৬৮৪.৬১	১৭,৬৯১.১১	৩১,৯১০.২৪	৩৭,৪০০.৩২	৫২,৩২৫.৬০	৩৩,৫২৬.৩২

(State marketing hub) ও জেলা বিপণন কেন্দ্র (District marketing hub) প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন চালু করার প্রস্তুতি চলছে সব জেলাতেই। জেলাস্তরে হাট চালু করার জন্য সব জেলাতেই জমি চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ন্যাশানাল সোস্যাল অ্যাসিস্টেন্স প্রোগ্রাম (NSAP) :

● NSAP র অধীন বিভিন্ন 'পেনশন' প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ১০.৬৮ লক্ষ দারিদ্রসীমার নিচে থাকা বার্ধক্যভাতা প্রাপক, ৭.৩৯ লক্ষ দারিদ্রসীমার নিচে থাকা বিধবা মহিলা এবং ০.৩৮ লক্ষ প্রতিবন্ধী-ভাতা প্রাপককে সাহায্য করা যাবে। বার্ধক্যভাতা প্রাপ্তির সর্বনিম্ন স্বীকৃত বয়সসীমা ৬৫ থেকে কমিয়ে ৬০ করা হয়েছে।

● শহরাঞ্চলে বার্ধক্যভাতা প্রাপক, বিধবাভাতা প্রাপক এবং প্রতিবন্ধীভাতা প্রাপকদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩.৪২ লক্ষ, ২.১১ লক্ষ এবং ৯ হাজার।

● অক্টোবর ২০১২ থেকে বিধবা ও প্রতিবন্ধীভাতা প্রাপকদের জন্য আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে মাসিক ৬০০ টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজ্যের দেয় অর্থের পরিমাণও ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়েছে।

● জাতীয় পরিবার সুবিধা পরিকল্প এর অধীনে সুবিধাভোগী (benificiary) দের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে। এই প্রথম রাজ্যও সুবিধাভোগীদের জন্য মাথাপিছু ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে এবং এর ফলে মোট অর্থসাহায্যের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০ হাজার টাকা।

ইন্দিরা আবাস যোজনা—IAY

ইন্দিরা আবাস যোজনার অধীনে ২০১১-১২ বর্ষে ৯২৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে (২০১০-১১ বর্ষে এই খরচ ছিল ৭৫১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা) এবং ১,৯৫,৭৭০টি বাড়ি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে (২০১০-১১ বর্ষে বাড়ি তৈরির সংখ্যা ছিল ১,৮০,৫২০টি)। মোট প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১২-১৩ বর্ষে ১,৯২,২৮৫ সংখ্যক বাড়ি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং পঞ্চায়েতের সাথে যুক্ত আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং নিম্নলিখিত সারণিতে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে রাজ্যের কাজকর্মের বছরভিত্তিক খতিয়ান দেওয়া হয়েছে।

সাল	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ (জানুয়ারি -১৩ পর্যন্ত)
মোট প্রশিক্ষিতের সংখ্যা	১৯০৮০	৭২১৪৪	৮৫৭৫৩	১০৭৮৮৬	১৩১৬৯৯	১৩৬১২৮	১৩৮১৬৩	১৪০৮৪৬

টোটাল স্যানিটেশন ক্যাম্পেন/নির্মল ভারত অভিযান (TSC/NBA) :

সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি প্রসার অভিযানের অধীনে ২০১১-১২ বর্ষে মোট ৮,০০,৯০০ সংখ্যক পরিবার ভিত্তিক শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ২০১৩-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্মিত পরিবার ভিত্তিক শৌচাগারের সংখ্যা ৫,০৬,৯০০ এবং নির্মিত বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়ারি শৌচাগারের সংখ্যা যথাক্রমে ১৬,২৬৭ এবং ১০,৯৪২টি।

● সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য সচেতন গ্রাম পঞ্চায়েতের (নির্মল গ্রাম) সংখ্যা ১,০৪১ থেকে বেড়ে ১,০৭৭ হয়েছে।

● MGNREGS এর থেকে সমকেন্দ্রী সাহায্যের মাধ্যমে (convergence support) উপযুক্ত জব-কার্ড ধারকদের ক্ষেত্রে পরিরভিত্তিক শৌচাগার নির্মাণের প্রকল্প ব্যয় বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

● কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শেষে (SLWM) প্রতিটি জেলায় একটি করে গ্রামপঞ্চায়েতের জন্য একটি পাইলট (SLWM) প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মোট ১৯টি Pilot SLWM প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেনদেনিং অব্ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রজেক্ট (ISGPP) :

● রাজ্যের মোট ৯টি জেলার ১০০০টি নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প ISGPP অর্থাৎ গ্রামপঞ্চায়েতগুলির প্রতিষ্ঠানিক বুনিয়াদ মজবুত করার প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মোট খরচ ২৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এরমধ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA)র ঋণ ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং রাজ্য সরকারের তরফে অনুরূপ অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

● প্রকল্পটি কার্যকর করা হয়েছে ৩সেপ্টেম্বর ২০১০ থেকে এবং ৩১ডিসেম্বর ২০১৫তে এই কাজ শেষ করার দিন ধার্য করা হয়েছে।

● ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ আর্থিক বছরে ৪৮৩টি গ্রামপঞ্চায়েত এই প্রকল্পের মোট ব্যয়বরাদ্দের দুটি কিস্তির টাকা পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩৫৯টি গ্রামপঞ্চায়েত ১ কিস্তি করে টাকা পায় মোট ৮৪২টি গ্রামপঞ্চায়েত ২০১১-১২ অর্থবছরে মিলিত অনুদান (block grant) পায় এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ৭৯৪টি গ্রামপঞ্চায়েত 'block grant' পায়।

● মিলিত অনুদানের (block grant) মোট বরাদ্দ ২০১০-১১ অর্থবছরের ৪৪.০৯ কোটি টাকা থেকে ২০১১-১২ অর্থবছরে বাড়িয়ে ১০৮.৯৪ কোটি টাকা করা হয়েছে। মোট ৭৯৪টি গ্রামপঞ্চায়েতের জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ১৪৭.৭১ কোটি অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯২টি গ্রামপঞ্চায়েতের জন্য ২০২.৮৫ কোটি টাকার অর্থবরাদ্দের আদেশ দেওয়া হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য ২০১২ সালে পরিচালিত 'APA' র ভিত্তিতে এই গ্রামপঞ্চায়েত গুলিকে বাছা হয়েছে।

● গ্রামপঞ্চায়েত পিছু অর্থবরাদ্দের পরিমাণ ২০১০-১১ সালের ৯.৫ লাখ টাকা থেকে বেড়ে ২০১১-১২ সালে হয়েছে ১২.৯৬ লাখ টাকা।

● রাজ্য ও জেলাস্তরে প্রকল্প সমন্বয়সাধন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত এবং 'RDD' গুলিকে সাহায্য করার জন্য এই কেন্দ্রগুলি আশানুরূপ কাজ করে চলেছে।

● ISGPP সেলে (cell) ও জেলা সমন্বয় সাধন কেন্দ্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের প্রক্রিয়ার সিংহভাগই সম্পূর্ণ।

● ISGP প্রকল্পে নিযুক্ত সব কর্মচারীই পূর্ণসময়ের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

পরিষদ বিষয়ক বিভাগ

(১) মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত মাননীয় রাজ্যপাল ৮ বার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

(২) ১৫ তম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ৮টি অধিবেশনে মোট ৬৮টি বিল পেশও পাশ করা হয়েছে।

(৩) অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়ঃ

- দ্য সিঙ্গুর ল্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিল, ২০১১
- দ্য গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল, ২০১১
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন বিল, ২০১১
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাক্স অন্ এন্ট্রি অব গুডস ইনটু লোকাল এরিয়াজ বিল, ২০১২
- দি ইনডিয়ান স্ট্যাম্প (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১০
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (নম্বর ২) বিল, ২০১২
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (আদার দ্যান সিডিউলড কাস্টস অ্যান্ড সিডিউলড ট্রাইবস) (রিসার্ভেশন অব ভ্যাকেনসিস ইন সার্ভিসেস অ্যান্ড পোস্টস) বিল, ২০১২
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস বিল, ২০১৩
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনান্স বিল, ২০১৩
- দি ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল, ২০১৩

(৪) খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অধিবেশনে ১৬৯-তম বিধির আওতায় আলোচনার জন্য গৃহীত হয়।

(৫) মে ২০১১-মার্চ ২০১৩ পর্বে বিধানসভার সদস্যদের স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত সভার সুপারিশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাস্তবায়িত হয়েছে—

- বিধানসভায় সদস্যদের দৈনিক ভাতার পরিমাণ পূর্বের দৈনিক ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করা হয়েছে।
- প্রতি মাসে একজন সদস্য টেলিফোন ও ইন্টারনেট খরচ বাবদ থেকে ৫০০০ টাকা ভাতা পাবার অধিকারী হয়েছেন।
- পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যদের জন্য চশমা কেনার ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যয়পূরণের সর্বোচ্চ সীমা ৫০০০ টাকায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।
- যুব সংসদ প্রতিযোগিতা এবং বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'কুইজ' অনুষ্ঠানের আয়োজন সংসদ বিষয়ক বিভাগের দিশারি অনুষ্ঠান।

যুব সংসদ প্রতিযোগিতা এবং বিদ্যালয় ও কলেজ স্তরে 'কুইজ' অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে সংসদ বিষয়ক বিভাগের স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর সংসদীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি যৌথ দৃঢ় পদক্ষেপ। নৈতিক ও নীতিনিষ্ঠ মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয় ও কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে পারস্পারিক আদান প্রদানের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও বোঝাপড়া নির্মাণ করাই-এর লক্ষ্য রাজ্যের নাগরিক বিশেষত নবীন প্রজন্মের মধ্যে ভারতের প্রাণোচ্ছল গণতান্ত্রিক আদর্শ বিষয়ে সচেতনতা প্রসারের জন্য যুব সংসদের পরিচালনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, মানব-সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও-এর তাৎপর্য অসীম।

- ২০১১-১২ বর্ষে রাজ্যের ২,৪১০টি বিদ্যালয় ও ৪১২টি কলেজ যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।
- ২০১২-১৩ বর্ষে যুব সংসদ প্রতিযোগিতা এবং বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা কলকাতায় বিধানসভা ভবনের নৌসের আলি হল-এ ৯অক্টোবর, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- জেলাগুলিতে ব্লক/ মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাস্তরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- এছাড়াও বিদ্যালয় ও কলেজে পাঠরত নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেমের বোধ ও গণতান্ত্রিক মানসিকতা সঞ্চার করতে প্রবন্ধরচনা প্রতিযোগিতা ২০১২-তে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়গুলি থেকে প্রাপ্ত ৬৫৯টি ও কলেজগুলির থেকে প্রাপ্ত ১২৪টি প্রবন্ধের মূল্যায়ন করা হয়।

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ

সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলোর মধ্যে থাকা ব্যবধান দূর করার মধ্যে দিয়ে বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার ৭৪টি ব্লকের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম জোরদার করতে ২০০৬ সালের জুলাই মাসে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের জন্ম হয়। গত অর্থ বর্ষে পরিকল্পনা খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৫১.২৬ কোটি টাকা, যা গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (RIDF)-এর ৬০.০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত। কার্যত, বিগত বছরগুলোর তুলনায় বাজেট বরাদ্দ এই বিভাগে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিভাগ সেচ, কৃষি, স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, জল ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাজগুলিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

● ২০১১-১২ অর্থবর্ষের বাজেট বরাদ্দ পূর্ববর্তী বছরের (২০১০-১১) তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি করে ১৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৭০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ২০১০-১১ অর্থবর্ষে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬০ কোটি টাকা।

● জেলায় জেলায় জেলাশাসক, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির মিলিত বৈঠকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বৈঠকের ফলাফল, গত ২২ মাসে (২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে) ৪৭০১ টি প্রকল্প' রূপায়ণের জন্য ২৬৪ কোটি টাকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৭৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০০৫ টি প্রকল্পের কাছে সম্পন্ন হয়েছে। বাকি প্রকল্পগুলির কাজ চলছে।

উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকল্প

১) পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি, ঝালদা-১, বান্দোয়ান ও মানবাজারে লাক্ষা চাষের জন্য খরচ ধরা হয়েছে ১ কোটি টাকা।

২) পুরুলিয়া বরাকর রোডের ঝারুখামারে কংক্রিটের সেতু নিমার্ণের জন্য ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে আনুমানিক ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।

৩) পুরুলিয়া জেলার বারি, বান্দোয়ান এবং সিরকাবাদ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তিনটি পুষ্টি পুনবার্সন কেন্দ্র চালু করার জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৪৭ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ায় আরও তিনটি পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে।

৪) পশ্চিম মেদিনীপুরের ১১ টি বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত এলাকায় পানীয় জল প্রকল্পের কাজ চলছে। মোট অনুমিত ব্যয় আনুমানিক ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা।

গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য

বাঁকুড়ার সারেঙ্গা, রানীবাঁধ, সিমলিপাল এবং রায়পুরের ৪টি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কেয়াকুল, মোহনপুর, চাঁদড়া, তপসিয়া এবং চিলকিগড়ের ৫টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৩৫ টি ব্লকের বাসিন্দারা।

❖ পুরুলিয়ায় দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালের প্রসুতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগ এবং সদ্যোজাত অসুস্থ শিশুদের তত্ত্বাবধান কক্ষের সম্প্রসারনের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা।

❖ বীরভূম জেলার পাঁচটি সড়কপাথের মানোন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১১ কোটি ১ লক্ষ টাকা। সড়কগুলি হল

(১) রামপুর—দুমকা সড়ক
(২) সিউড়ি—মহম্মদবাজার সড়ক
(৩) খাগড়া—জয়দেব সড়ক
(৪) বোলপুর—ইলামবাজার সড়ক
(৫) সিউড়ি—রাজনগর সড়ক। (একটি সড়কের কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে)

❖ গোপিবল্লভপুর-নয়াগ্রাম এবং ঝাড়গ্রাম -জামবনি এই সড়ক দুটি চওড়া ও উন্নত করার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৯ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা।

❖ পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯টি এবং বাঁকুড়ায় ৭ টি আর এল আই পুনর্নবীকরনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা।

❖ পশ্চিম মেদিনীপুরের শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা।

❖ বীরভূম জেলার বোলপুর ব্লকে কানা অজয় নদীতে ক্ষুদ্র বাঁধ নির্মানের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৮৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা।

❖ পারাতে লোকেশ্বরানন্দ আই ফাউন্ডেশন (সুপারিশি চক্ষু হাসপাতাল) -এর সম্প্রসারণ ও মনোন্নয়নকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। চিকিৎসা সরঞ্জাম ও একটি মেডিকেল ভ্যান ইতিমধ্যে কেনা হয়েছে।

❖ পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় নিয়মিত চিকিৎসা শিবির পরিচালনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ অর্থের পরিমান ৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকা।

❖ বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে ব্লাড ব্যাঙ্ক নির্মিত হয়েছে। ৭৫ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

❖ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ধেরুয়া, মেদিনীপুরের (সদর) মৌজা ব্লকের এলাকায় কংসাবতী নদীর বাম তীরে নদী ভাঙ্গন রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা।

❖ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিনপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির অধীন দহিজুড়িতে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি গোরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মানের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা।

কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ

ভূমিকাঃ কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার (পি এন্ড এ আর) দপ্তর আই এস এস, ডব্লু বি সি এস (নির্বাহী), পশ্চিমবঙ্গ সচিবালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সচিবালয়ের সহকারী ও টাইপিস্ট কর্মীবৃন্দের নিয়ামক কর্তৃপক্ষ। এই দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলি ঃ ১) প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ২) পশ্চিমবঙ্গ রেসিডেন্ট কমিশনার, নতুন দিল্লি, ৩) ভিজিল্যান্স কমিশন, ৪) পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কমিশন এবং ৫) পশ্চিমবঙ্গ লোকায়ুক্ত। এই দপ্তরের আরেকটি প্রধান কাজ জেলা ও মহকুমা স্তরে পরিকাঠামো উন্নয়নখাতে অর্থ বন্টন। 'তথ্যের অধিকার ২০০৫', যা একটি কেন্দ্রীয় আইন এবং 'পশ্চিমবঙ্গ লোকায়ুক্ত আইন', ২০০৫ এই দু'টি গুরুত্বপুর্ণ আইন কার্যকর করার বিষয়ে নোডাল দপ্তর হিসাবে এই দপ্তর কাজ করে থাকে।

দপ্তরের প্রধান সিদ্ধান্ত ও অর্জিত সাফল্য

- সরকারি চাকরিতে 'সি' ও 'ডি' বর্গভুক্ত কর্মীদের নিয়োগক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা সাধারণ শ্রেণিভূক্তদের জন্য ৩২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৪০ বছর, তফসিলিভুক্ত জাতি ও আদিবাসীদের জন্য ৪৫ বছর এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিদের জন্য ৪৩ বছর করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকার আঞ্চলিক কার্যালয়গুলিতে পি এস সি বহির্ভূত আধিকারিক ও কর্মী নিয়োগের জন্য 'স্টাফ সিলেক্শন্ কমিশন' গঠন করেছেন;২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ বিজ্ঞপ্তি নং ৩২০-পি এ আর (জেনারেল) দ্রষ্টব্য। ১ মার্চ ২০১২ থেকে কমিশনের কাজ শুরু হয়েছে।
- ৩ অগষ্ট ২০১১ ও ১৯ অগষ্ট ২০১১ অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সর্বদলীয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্যসরকার জলপাইগুড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান ও উত্তর ২৪ পরগনা-এই ৪টি জেলা দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছেন। প্রস্তাবটি উচ্চ-আদালতের সম্মতির অপেক্ষায় আছে।
- বিভিন্ন নাগরিক কেন্দ্রিক পরিষেবাগুলির মান উন্নততর করার জন্য এবং একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে ঐ পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি পৃথক নাগরিক প্রশাসনিক 'ইউনিট' গঠনের প্রস্তাব রাজ্য সরকার অনুমোদন করেছে। প্রস্তাবটি কলকাতা হাইকোর্টের সম্মতি পেয়ে গেছে।
- উন্নয়নকার্যে ও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যে অধিকতর সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে মহকুমাগুলির সীমাবদ্ধ পুনর্নির্ধারণের এবং পুরুলিয়া জেলার ঝালদা, মানবাজার নামে দু'টি নতুন মহকুমা গঠনের প্রস্তাবে রাজ্য সরকার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছেন। প্রস্তাবটি কলকাতা হাইকোর্টের সম্মতির অপেক্ষায় আছে।
- ভিজিল্যান্স কমিশন যাতে আরও কার্যকর ও দায়বদ্ধ হয়ে ওঠে সেজন্য এক

ব্যক্তির কমিশনকে তিন ব্যক্তির কমিশনে পরিণত করে এই সংস্থাকে আরও মজবুত করা হয়েছে। ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি বিরোধী আইনের নিয়মাবলীর বিচার্য বিভিন্ন অভিযোগগুলি অনুসন্ধান করে দেখা, এই কমিশনের কর্মকান্ড গুলির অন্যতম।

• রাজ্য সরকারের দুর্নীতি বিরোধী ব্যবস্থাকে মজবুত করার লক্ষ্যে এই দপ্তরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনাধীনে একটি দুর্নীতি নিরোধক শাখার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে [০২ অগষ্ট ২০১২-এর তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ৬৫৫ পি এন্ড এ আর (ভিজ) দ্রষ্টব্য]।

• পে এ্ন্ড অ্যাকাউন্টাস্ বিভিন্ন কার্যাবলীর মসৃন ও দ্রুত সম্পাদনের জন্য গণনাধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ সচিবালয় থেকে পৃথগীকরণের মাধ্যমে ১ডিসেম্বর, ২০১১য় সচিবালয় প্রতিষ্ঠানের জন্য ১১টি দপ্তর পৃথকভাবে আহর্তা ও ব্যয়ন অধিকারিক (ডিডিও) লাভ করেছে। ০১ এপ্রিল ২০১২ থেকে আরও ৩৪টি দপ্তরকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

• ই-কার্যালয় ও ই-শাসন পদ্ধতি অগ্রণী ভিত্তিতে এই দপ্তরে গৃহীত হয়েছে। প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ বিভাগ, ভারত সরকার উন্নতমানের পরিচালন ব্যবস্থা, "সেবোত্তম" এর রূপায়ণের জন্য উত্তর ২৪ পরগণাকে বাছাই করেছে।

• ফিডার পদগুলি থেকে ডব্লু বি সি এস (নির্বাহী) পদে পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ 'জন-পালন কৃত্যক (নির্বাহী) নিয়োগ বিধি, ১৯৭৮' সংশোধন করা হয়েছে।

• এখন থেকে ডব্লু বিসি এস (নির্বাহী) আধিকারিকদের জ্যেষ্ঠতা শুধুমাত্র পি এস সি পরিচালিত নিয়োগ পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করবে না। পদাভিষেকের স্তরে প্রশিক্ষণ কালে আধিকারিকরা ২০০ নম্বরের মান নির্ধারণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হবেন। চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রস্তুত করার সময় পি এস সি ও প্রাক-নিয়োগ প্রশিক্ষণকালীন পরীক্ষায় অর্জিত উভয় নম্বর বিচার্য হবে।

• পশ্চিমবঙ্গের সফরে আগ্রহী পর্যটকদের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রেসিডেন্ট কমিশনার 'অনলাইন' সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেছে। তথ্য বিনিময়ের জন্য বঙ্গভবনে একটি গণমাধ্যম কেন্দ্র খোলা হয়েছে। মুদ্রণ মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদগুলি সংগ্রহ ও বিভাগের উদ্দেশ্যে 'মিডিয়া রিফ্লেকসন' নামক একটি 'ওয়েব পেজ' তৈরি করা হয়েছে। এই কেন্দ্রের জরুরি যোগাযোগ নম্বর (নিঃশুল্ক) ১৮০০-১১-৩৩০০।

• ১১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার অনুমিত ব্যয়ে 'এ টি আই'-র জন্য একটি নতুন বৃহৎ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও পুস্টেল নির্মাণের পক্ষে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

• দার্জিলিং, কোচবিহার ও হাওড়া জেলায় তিনটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

• রাজ্য সরকারি মহিলা কর্মচারিদের জন্য দু'বছরের সন্তান লালন-পালনের ছুটির ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ

কার্য পরিচালনার বিধি অনুসারে পুনর্গঠিত পরিকল্পনা বিভাগ (পূর্বতন উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ) রাজ্য সরকারের অন্যান্য বিভাগ ও ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে রাজ্যের বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করে।

বার্ষিক পরিকল্পনা — ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪।

পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে ২২,২১৪ কোটি, ২৫,৯১০ কোটি এবং ৩০, ৩১৪ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ বর্ষে পরিকল্পনার পরিসর ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পুরস্কার — ২০১২ মার্চে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ও ইউ এন ডি পি-র নিকট থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সারা ভারত্রে ৪৪ টি জেলা মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হয়ে পুরস্কার লাভ করেছে।

জেলা মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন	পর্যায়	লব্ধ স্থান
জেলা - মালদা	লিঙ্গ ও অন্তর্ভুক্তি	সারা দেশে প্রথম
জেলা - হুগলি	উদ্ভাবন ও পরিমাপন	সারা দেশে দ্বিতীয়
জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা	গুণমান বিশ্লেষণ	সারা দেশে দ্বিতীয়

২০০৭ থেকে পেশ করা জেলা মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন রচনায় সামগ্রিক উৎকর্ষের নিরিখে এবং পেশ করা জেলা মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের সংখ্যার নিরিখে পরিকল্পনা কমিশন এবং ইউ এন ডি পি পশ্চিমবঙ্গকে মানব বিকাশ পুরস্কার ২০১২, প্রদান করেছে। একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এই পুরস্কার পেয়েছে।

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বি ই ইউ পি)

স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা অনুসারে এলাকা উন্নয়নের কাজ করার জন্য প্রতি বছর বিধায়ক পিছু ৬০ লক্ষ টাকা হিসেবে ২৯৫ জন বিধায়কের মধ্যে ২০১১-১২ বর্ষে ১৭৭ কোটি টাকা বন্টন করা হয়েছে।

২০১২-১৩ বর্ষে এ বাবদ ১৬৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ২৮৯ জন বিধায়ক প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছেন ২৫৮ জন বিধায়ক।

সংসদ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (এম পি ল্যাডস) : ২০১২-১৩ বর্ষে প্রদত্ত ১ কোটি ৯৮১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ১ কোটি

জেলা মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে সার্বিক উৎকর্ষের জন্য ২০১২-র মানব বিকাশ পুরস্কার সারা দেশের মধ্যে এই রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে

৮৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

সুসংহত কর্ম পরিকল্পনা (আই এ পি) ঃ বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত অঞ্চলে উপ-জাতিভুক্ত জনসাধারণের কল্যাণে সুসংহ কর্মপরিকল্পনার (আই এ পি) অন্তর্গত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১০-২০১১ বর্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সুসংহত কর্মপরিকল্পনার সূত্রপাত ঘটে। এ বাবদ পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১১টি বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত ব্লকের জন্য ২৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। মোট ৬৩৫টি পরিকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সবগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

২০১১-১২ বর্ষে পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিম মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলা তিনটির প্রত্যেককে ৩০ কোটি টাকা করে মঞ্জুর করেছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১১টি বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত ব্লকগুলির মধ্যে আছে বিনপুর-১, বিনপুর-২, গড়বেতা-২, গোপীবল্লভপুর-১, জামবনি, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর সদর, নয়াগ্রাম, শালবনি এবং সাঁকরাইল। বাঁকুড়া জেলার ৪টি বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত ব্লকগুলি হচ্ছে রায়পুর, রানিবাঁধ, সারেঙ্গা এবং সিমলিপাল। পুরুলিয়া জেলার ৯টি বাম চরমপন্থা অধ্যুষিত ব্লকগুলি হল আড়শা, বলরামপুর, বাঘমুন্ডি, বরাবাজার, বান্দোয়ান, ঝালদা-১, ঝালদা-১, মানবাজার-২, জয়পুর।

২০১১-১২ বর্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জন্য মোট ৮৬৯টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। সবগুলির কাজই সম্পূর্ণ হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৩৯৩টি। এখানেও সব কাজ সম্পূর্ণ। পুরুলিয়ার মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৮২৪টি। এর মধ্যে ৮০৫টিতে প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে (৯৭ শতাংশ প্রকল্প রূপায়িত)।

২০১২-১৩ বর্ষে পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা— ৩টির প্রত্যেকটিকে ৩০ কোটি টাকা করে অনুমোদন করেছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মোট ৬৪০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৭৩টি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার জন্য গৃহীত হয়েছিল ১৯৫টি প্রকল্প, যার মধ্যে ৭৭টি রূপায়িত হয়েছে। পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা ৩২২, যার মধ্যে ১৮৪টি রূপায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট সবগুলি প্রকল্পই ২০১৩ সালের মে মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

সুসংহত কর্ম পরিকল্পনার (আই এ পি) অধীনে সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা কেন্দ্র, কমিউনিটি হল, রাস্তা, পানীয় জল পরিকল্প, বাজার, কালভার্ট, আশ্রম হস্টেল, শ্রেনি কক্ষ, রেশন দোকন প্রভৃতি নির্মিত হচ্ছে। জেলা শাসক, জেলার পুলিশ সুপার এবং জেলার ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারকে নিয়ে গঠিত কমিটির প্রত্যাক্ষ তদারকিতে প্রকল্পগুলি রূপায়িত হচ্ছে।

২০১২-র জুলাই মাসে পরিকল্পনা কমিশনের দেওয়া বিবরণে জানা যায় যে, সুসংহত কর্ম পরিকল্পনার (আই এ পি) অধীনে উভয় প্রকার অগ্রগতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সুসংহত কর্ম পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস বিভাগ

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে রাজ্য সমস্ত চাহিদা সফলভাবে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই সাফল্যের মূলে আছে বিশেষত কয়লা সংগ্রহ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সংবহন এবং বন্টনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথাযথ পরিকল্পনা ও দক্ষ-উৎপাদনমুখী প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। উপভোক্তার প্রয়োজনকে দক্ষতার সঙ্গে সামাল দেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে উপভোক্তা ভিত্তিক পরিষেবার গুণমানের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে। গ্রামীণ বিদ্যুদয়নের কর্মসূচিকে চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে আগামী দুই বছরে সমগ্র রাজ্যের গার্হস্থ্য বিদ্যুদয়ন ১০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।

- সাঁওতালডিহিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ২৫০ মেগাওয়াট (৬ নম্বর) ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গঠনের কাজ শেষ হয়েছে। ২০১১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে এটি বাণিজ্যিকভাবে কাজ শুরু করেছে।

- WBSEDCL মুড়িগঙ্গা নদীর উপর দিয়ে বিদ্যুতের লাইন টানার কাজ সম্পূর্ণ করেছে। মূল ভূখণ্ড থেকে সাগরদ্বীপে গ্রিড-বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়ার কাজ ১৯ অক্টোবর ২০১১-তে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, সাগরদ্বীপে গ্রামীণ বিদ্যুয়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

- সুন্দরবনের গোসাবা দ্বীপে গ্রিড-বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। (১৬ এপ্রিল ২০১২তে চালু)।

- জন-অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়কাল ন্যূনতম করতে দপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগটির আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

- সহ-উৎপাদন ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই প্রথম নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

- শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ও সায়েন্স ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার অচিরাচরিত শক্তি ক্ষেত্রে একটি নতুন 'উৎকর্ষ কেন্দ্র' গড়ে তুলবে। এই বিষয়ে WBREDA ও 'বেসু'-র মধ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৩-তে একটি 'সমঝোতাপত্র' স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- জামুরিয়ায় WBSEDCL-এর গ্রিডযুক্ত সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা ১ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ মেগাওয়াট হয়েছে।

- অচিরাচরিত শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য পথের আলো হিসেবে ১০০০টি সৌর বিদ্যুতের আলোকস্তম্ভ বসানো হয়েছে এবং বর্তমান ব্যবস্থার অতিরিক্ত হিসাবে ৩৩৭৫টি পরিবারের ঘরে সৌরবিদ্যুৎ প্রণালীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সংরক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

WBPDCL-এর অধীনে সাগরদীঘি-তে ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৩ ও ৪ নম্বর ইউনিট ও দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডের ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রের ৮ নম্বর ইউনিটের নির্মাণকাজ পুরোদমে চলছে।

- ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২১০ মেগাওয়াট (৫ নম্বর) সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ শুরু হয়েছে (বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যপ্রাপ্ত)। এছাড়াও, ২০১২-১৩-তে 'দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড'-এর ৬ নম্বর ইউনিটটির সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

- WBSEDCL-এর গ্রাহকসংখ্যা মার্চ ২০১৩-তে ১ কোটির মাইলফলক ছাপিয়ে ১.২৫ কোটি ছুঁয়েছে।

- WBSEDCL-এ অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার চালু করা হয়েছে, যা ভারতে প্রথম।

- সমস্ত ধরনের উপভোক্তাকে পরিষেবার আওতায় আনতে বিশেষ অনগ্রসর অঞ্চল অনুদান তহবিল (BRGF)-এর অধীনে ১১টি পশ্চাদপদ জেলায় ব্যাপক গ্রামীণ বিদ্যুদয়নের জন্য বরাত দেওয়া হয়েছে।

- রাজ্য সরকার গ্রাহক সন্তুষ্টির লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; এগুলি হল—১৩/১১ এভি সাব-স্টেশনগুলির যন্ত্রাংশের নিবিড় রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি; ১১০০টি হাই টেনশন অ্যাণ্ড লো টেনশন ভ্রাম্যমান রক্ষণাবেক্ষণ ভ্যানের বন্দোবস্ত; গ্রাহকদের অভিযোগ নিবন্ধনের জন্য

'ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স সিস্টেম' (আইভিআরএম) ব্যবস্থার সূচনা। কিছু নির্বাচিত গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে ই-পেমেন্ট, অটোমেটেড টেলার পেমেন্ট, স্পট-বিলিং ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

- WBSEDCL ২০১২-১৩ বছরে রাজ্য জুড়ে ২৪টি নতুন ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন ও ১২,০০০-টির বেশি বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন বন্টন ট্রান্সফরমার নির্মাণ করেছে।

- ২০১২-১৩-তে ৮'টি নতুন নতুন বিভাগীয় অফিস, ১৪টি নতুন গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র চালু হয়েছে। গ্রাহকদের আরও উন্নত পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৫০টি গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের আধুনিকীকরণের কাজ হয়েছে।

- বিদ্যুৎ সংযোগের নতুন পরিকল্প খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই পরিকল্পে বিপিএল গ্রাহকেরা বিদ্যুৎ পরিকাঠামো ও সংযোগ বিনামূল্যে পাওয়ার অধিকারি। এপিএল গ্রাহকেরা (২০০ ওয়াট লোড চাহিদা অবধি) ৩৭৯ টাকার বিনিময়ে নতুন সংযোগ পেতে পারেন। **২০১২-১৩ -তে রাজ্যে ১৪ লক্ষ নতুন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, এটি একটি সর্বকালীন রেকর্ড।**

- অগভীর নলকূপের সংযোগের জন্য আবেদনপত্রগুলির দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি অভিনব পদক্ষেপ ২০১২-১৩-তে গ্রহণ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় দ্রুত স্বল্প-মেয়াদি সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ১২৫ দিন অবধি সংযোগ পেতে গ্রাহককে এককালীন ১৪০০ টাকা/অশ্বশক্তি হিসাবে জমা করতে হচ্ছে। গত বোরো মরশুম পর্যন্ত এইরকম প্রায় ৩০ হাজারটি সংযোগ দেওয়া গেছে।

- WBSEDCL সাফল্যের সঙ্গে ৩৫ বছরের পুরনো জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ শেষ করেছে। এক্ষেত্রে একটি ৯ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন ইউনিট স্টেজ-১-এ যুক্ত করা হয়েছে এবং এটি অগস্ট ২০১২-তে কাজ শুরু করেছে।

- লোধামা নদীর জল ব্যবহার করে শুখা মরশুমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘাটতি পুরণের জন্য লোধামা আন্তঃ সংযোগ পরিকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; এই পরিকল্পে লোধামা নদীর সঙ্গে বিদ্যমান রাম্পাস সুড়ঙ্গের সংযোগ ঘটানো হয়েছে; পরিকল্পটি ২৯ জানুয়ারি ২০১৩-তে চালু হয়েছে। বর্ষা বাদে অন্য শুখা মাসগুলিতে এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩০ মেগাওয়াট বাড়ানো সম্ভব হবে।

- WBSETCL-এর সাব স্টেশন চালু হয়েছে ডালখোলা (২২০ কেভি), কালনা (১৩২ কেভি), খাতরা (১৩২ কেভি), কাকদ্বীপ (১৩২ কেভি), কার্শিয়ং (১৩২ কেভি), হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ফুড পার্ক (১৩২ কেভি) এবং খড়্গপুর (৪০০ কেভি) অঞ্চলে। দুটি গ্যাস নিরোধক সাব-স্টেশন (জি আই এস)—একটি সল্টলেকে (১৩২ কেভি) ও অন্যটি বাগনানে (১৩২ কেভি) চালু করা হয়েছে যা সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে প্রথম। এর জন্য জমি প্রয়োজন হয় যথেষ্ট কম ও এর জন্য বেশি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না।

- WBSETCL রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ই.এইচ.ভি. সাব-স্টেশন নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। এই সমস্ত জায়গাগুলি হল—হাওড়ার ফাউন্ড্রি পার্ক (২২০ কেভি), পুরুলিয়ার হুড়া (২২০ কেভি), হাওড়ার ফুড পার্ক (১৩২ কেভি), দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শিরাকোল (১৩২ কেভি), মুর্শিদাবাদের কুলি (১৩২ কেভি, জিআইএস), মালদার খেজুড়িয়া, কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা ও নদীয়ার নাজিরপুর ২০১৩-১৪-র মধ্যে এই প্রকল্পগুলি শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে; এছাড়াও ১২৯২ এমইভএ. ক্ষমতার পরিবর্ধন সম্ভব হবে। ২০১৩-১৪-এর জন্য সারা রাজ্যে ৫৬৮ সি.কে.এম. বণ্টন লাইন যোগ করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

- ২২০ কেভি জিআইএস স্থাপনের কাজ বিদ্যাসাগর পার্ক (পশ্চিম মেদিনীপুর), ধরমপুর (নদিয়া) ও ১৩২ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণের কাজ উজানু (দার্জিলিং)-এ ২০১৪-১৫-তে শেষ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। গোকর্ণ (মুর্শিদাবাদ) ও চন্ডীতলা (হুগলি)—এই দু'টি স্থানে ৪০০ কেভি সাব-স্টেশন তৈরির কাজ ২০১৩-১৪-তে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- গ্রামীণ বিদ্যুদয়নের সম্প্রসারণ কার্যে ৭টি নতুন ৩৩ কেভি সাব-স্টেশন যুক্ত হয়েছে।

- **মে ২০১১—মার্চ ২০১৩ সময়কালে WBSETCL দ্বারা সামর্থ্য বৃদ্ধি :**

  ক) বণ্টন সামর্থ্য : ৩৪৪১ এমভিএ

  খ) বণ্টন লাইন : ৫৫৯ সি কে এম

- **পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে WBSETCL -এর সদা-তৎপর ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রক 'পাওয়ার লাইন অ্যাওয়ার্ড, ২০১২' সম্মান দিয়ে WBSETCL-কে সম্মানিত করেছে।** ভারতের বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানরূপে 'বেস্ট পারফর্মিং ট্রান্সমিশন কোম্পানি' বিভাগে WBSETCL-কে ১৫ মে ২০১২ নয়া দিল্লিতে এই সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

- **'পাওয়ার ফিনান্স কর্পোরেশন' ICRA ও CARE-এর সহযোগিতায় সর্বভারতীয় স্তরে ভারতের বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানিগুলির মূল্যায়নের ভিত্তিতে যে ক্রমতালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে মার্চ, ২০১৩-র পর্বে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে আছে।**

রূপায়ণমুখী প্রকল্প

- সাগরদিঘি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প (ফেজ-২)-এ আনুমানিক ৩ হাজার ৫১৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা অর্থ ব্যয়ে ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পঞ্চম ইউনিটটি নির্মাণে রাজ্য সরকার নৈতিক ছাড়পত্র দিয়েছে।

- WBSEDCL পুরুলিয়া জেলায় ১,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 'তুরগা পাম্পড স্টোরেজ প্রজেক্ট'-র জন্য প্রাক-প্রকল্প কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি পুরুলিয়া জেলাতেই ৯০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 'বন্দু পাম্পড স্টোরেজ' প্রকল্পের বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) তৈরির কাজ করছে।

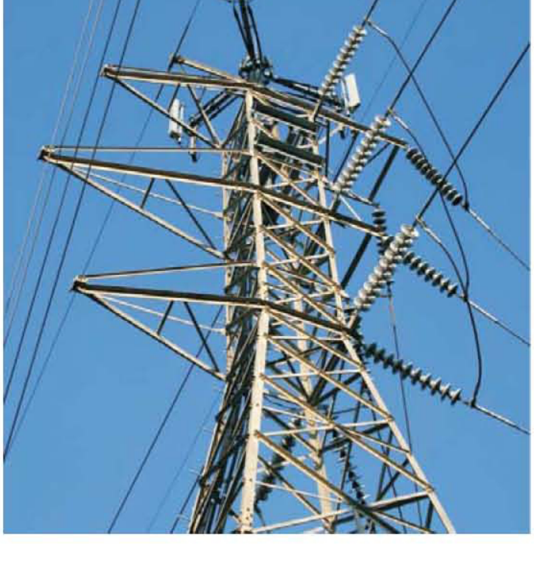

রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বিভাগ

রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন ১৩ টি রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগক্ষেত্র আছে। এগুলির মধ্যে দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড,ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, গ্লুকোনেট হেলথ লিমিটেড, ওয়েস্টিং হাউস স্যাক্সবি ফার্মার লিমিটেড এবং শালিমার ওয়ার্কস লিমিটেড পুর্নগঠিত হয়েছে এবং কয়েকবছর লাভজনক ছিল। কিন্তু ৫ম বেতন কমিশনের সুযোগসুবিধাগুলি দেওয়ার পর থেকেই এগুলি আর্থিক অনটনের কবলে পড়ে এবং টিকে থাকার জন্য প্রবল চেষ্টা চালাচ্ছে। ন্যাশনাল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড, লিলি প্রোডাক্টস লিমিটেড এবং নিও পাইপ এবং টিউবস কোঃ লিমিটেড-এই তিনটিতে গত পাঁচ বছর ধরে কোন উৎপাদনই হয় না। ইলেক্ট্রোমেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যালায়েড ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড এর ব্লাড ব্যাগ শাখাতেও ২০০৯ সাল থেকে উৎপাদন প্রায় স্তব্ধ। তবে কোম্পানির বেলঘরিয়ার কারখানাটিতে কম বেশি কাজ চলছে। বাকী চারটি যেমন সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ম্যাকিনটস বার্ন লিমিটেড, ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ওয়্যারহাউসিং কর্পোরেশন এবং ইস্টার্ন ডিস্টিলারিস অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড সন্তোষজনকভাবে চলছে এবং পরিমিত লাভও পাওয়া যাচ্ছে।

মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন (রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগক্ষেত্রে) গুলির গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সাফল্য

দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড ঃ কোম্পানির সিদ্ধান্তগুলি হল

১. মেমব্রেন সেল কস্টিক সোডা প্লান্ট প্রতিস্থাপন

২. সি ও জি সি বি এম এর জন্য পাইপ লাইন বসানো।

৩. গুজরাট থেকে লবণ সংগ্রহ।

৪. উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্লোরিনভাটি ব্যবহার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করা।

অর্থের অভাবে সংস্থাটি সমস্ত প্রকল্প চালু করতে পারে নি। শুধুমাত্র গুজরাটের খোলা বাজার থেকে সরাসরি লবণ সংগ্রহ। কেনার ব্যবস্থা হয়েছে। যাতে ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর না করতে হয় এবং ভালো দাম পাওয়া যায়। খুব সম্প্রতি মেমব্রেন সেল কস্টিক সোডা প্ল্যান্ট এর অকেজো মেমব্রেন প্রতিস্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গ্লুকোনেট হেলথ লিমিটেড

কোম্পানির সিদ্ধান্ত সিডিউল থেকে সি জি এম পি শংসায়ন প্রদ্ধতির মানোন্নয়ন।

টিটেনাস টক্সাইড ভ্যাকসিন প্রকল্প চালু করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটি কতৃক প্রকাশিত নির্দেশাবলী মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষের প্রায় শেষ দিকে এই দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে প্রকল্পের কাজ হাত দেওয়া হয়েছে। কোম্পানির সম্প্রতি ওষুধ সরবরাহের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিযাণের বরাত পেয়েছে। Techno Feasibility Report না পাওয়ার বহু প্রত্যাসিত টিটেনাস টাক্সোইড ভ্যাকসিন প্রকল্প শুরু করা যায় নি।

শালিমার ওয়ার্কস লিমিটেড

কোম্পানি জেটির সম্প্রসারণ এবং জাহাজ বা বড় নৌকা জলে ভাসানো/নামানোর জন্য স্লিপওয়ে সহ জাহাজ নির্মাণ মেরামতের স্থান আধুনিকীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোম্পানি ভারতীয় নৌবাহিনীর বরাতক্রমে ৪ টি ভেসেল জলে নামানোর কাজ অত্যন্ত সফল ভাবে সম্পন্ন করছে।

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড

১৯৭৯ সালে সরকারি সংস্থা হওয়ার পর থেকে এ বছরেই প্রথম সরস্বতী প্রেস সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবসা করেছে। আশা করা যাচ্ছে গত অর্থবর্ষে যেখানে সরস্বতী প্রেস ৯৩ কোটি টাকার কাজ করেছে সেখানে এই পরিমান বর্তমান অর্থবর্ষে ১১০ কোটি টাকায় পৌঁছাবে।

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ওয়্যারহাউসিং কর্পোরেশন -এর ব্যবসা বর্তমান অর্থবর্ষে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত অর্থবর্ষে সংস্থাটির লাভ ছিল ২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। বর্তমান অর্থবর্ষে লাভের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইস্টার্ন ডিস্টিলারিজ অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড -এ বোতল ভর্তির জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নতুন বসানো হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা। এর ফলে সংস্থার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে দিনে ৪০ হাজার বোতল (৬০০ মিলি)। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ৬০ কোটি টাকার ব্যবসা (ক্রয়-বিক্রয়) হয়েছে। এর মধ্যে লাভের পরিমাণ ৬১ লক্ষ টাকা। **ম্যাকিনটস বার্ন** ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ১৭ কোটি টাকা লাভ করেছে। ব্যবসা করেছে ৫১৭ কোটি টাকার।

ওয়েস্টিং হাউস স্যাক্সবি ফার্মার লিমিটেড সংস্থাটির উৎপাদন বিভাগ সন্তোষজনক ভাবে উন্নত হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ২০১১-১২ অর্থবর্ষের তুলনায় ২০ শতাংশ এবং ২০১০-১১ অর্থবর্ষের তুলনায় ৯৬ শতাংশ।

উল্লিখিত বিষয়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগক্ষেত্রগুলির পারস্পরিক উন্নয়নের স্বার্থে বর্তমান পরিকাঠামোগত সুবিধাগুলির যথাযথ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ওয়েস্টিংহাউস স্যাক্সবি ফার্মার লিমিটেড - ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ইলেক্ট্রোমেডিকেল অ্যালায়েড ইন্ড্রাস্ট্রি লিমিটেড এবং গ্লুকোনেট হেলথ লিমিটেড খাতে যৌথ উদ্যোগ ব্যবস্থার বিষয়টি বিভাগের বিবেচনাধীন আছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ

বিগত মে ২০১১ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ বাংলার গ্রাম জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করেছে।

১) বর্তমান সরকারের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হল স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় **'ভিশন ২০২০'** ডক্যুমেন্ট তৈরি। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় এর ব্যয় যথাক্রমে **১,২৯৫ কোটি ও ২১,১২৫ কোটি টাকা**।

২) এই সরকার, এই প্রথম, **জঙ্গলমহল অঞ্চল**-এ (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা) জনগণের প্রতি বিশেষ মনোযোগদানের নিদর্শনস্বরূপ ৫০টি ভূগর্ভস্থ পাইপবাহিত জল সরবরাহ পরিকল্প মঞ্জুর করেছে এবং এই পরিকল্পগুলি রূপায়ণের আনুমানিক ব্যয় **১৪১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা**। এর দ্বারা ৩.১৪ লক্ষ (জনগণনা ২০০১) মানুষ উপকৃত হবেন। ৩১, মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত, ২৫টি পরিকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ১০টি পরিকল্প পরীক্ষামূলকভাবে চালু আছে। অবশিষ্ট পরিকল্পগুলি সমাপ্তির দিকে এবং আশা করা হচ্ছে, ডিসেম্বর, ২০১৩ নাগাদ শেষ হবে।

৩) বাঁকুড়া জেলা ঊষর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত যেখানে পানীয় জলের সংকট আছে। সেজন্য ১৪টি ব্লককে আওতাভুক্ত করে বাঁকুড়া ১ম পর্যায় জল সরবরাহ প্রকল্পের অধীনে একটি ব্যাপক জল সরবরাহ পরিকল্প গৃহীত হয়েছে। ৩০.১৫ লক্ষ অধিবাসীর চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সৃষ্ট 'ব্যাকওয়ার্ড রিজিওন্ গ্রান্ট ফান্ড (বি.আর.জি.এফ)'-এর থেকে এই পরিকল্পের জন্য **১,০১১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা** মঞ্জুর করা হয়েছে। অধিকন্তু, বাঁকুড়া ২য় পর্যায় -এর অধীনে একগুচ্ছ জল সরবরাহ প্রকল্পের প্রযুক্তিগত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। যার জন্য আনুমানিক ব্যয় হবে **৬৯০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা**।

৪) পুরুলিয়া জেলার ব্যাপক অঞ্চলে জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং জাপানের জে.আই.সি.এ সংস্থার অর্থানুকূল্যে ১৫.১৪ লক্ষ পুরুলিয়াবাসীকে সরবরাহের লক্ষ্যে **১,০১৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার** জল সরবরাহ প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।

৫) নিউ টাউন, কলকাতা নবদিগন্ত বিধাননগর, দক্ষিণ দমদম পুরসভা এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আর্সেনিক প্রভাবিত হাড়োয়ার গ্রামাঞ্চল ও রাজারহাট এলাকাসমূহে দীর্ঘদিনের জলের (র‍্য ওয়াটার) প্রয়োজনের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে **৩৪৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার** (আনুমানিক) একটি জল সরবরাহ প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।

৬) ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০১৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে **২৭১টি** ভূগর্ভস্থ পাইপবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, এই প্রকল্প সমূহের অনুমিত ব্যয় হবে **৩,৩২৫ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা** এবং **৬২,৭৫,৯৯৩ জন** ব্যক্তি (জনগণনা ২০০১) এই প্রকল্পসমূহের সুবিধাভোগী হবেন। উক্ত সময়কালে, পাইপবাহিত জলের সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রামীণ জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তি **৩৭.৯৫ শতাংশ** থেকে **বৃদ্ধি** পেয়ে **৪২ শতাংশ** হয়েছে। উপরন্তু, এই সময়কালেই ১৯,৫০০ টি (কমবেশি) জলের স্থানিক উৎস নির্মিত হয়েছে।

৭) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার **১০টি ব্লকে ৯০২টি মৌজার** ৩২.৮৯ লক্ষ অধিবাসীকে পরিষেবার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে, **১,৩৩২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার** অনুমোদিত ব্যয়ে ভূতল জল একটি বড় জল সরবরাহ প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এতে কুলপি ও সন্নিহিত ৯টি ব্লকের লবণাক্ত জল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি আওতাভুক্ত হবে। ইতিমধ্যে জরিপ ইত্যাদি প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে এবং 'ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট'-এর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

৮) এই বিভাগ নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসসমূহের ব্যবহারের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই উদ্দেশ্যে, উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের শ্রীধরকটি এবং সুন্দরবন দ্বীপের কামাখ্যাপুরে (১০টি গ্রামের ৩৮,১৭৮ জন অধিবাসীকে পরিষেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে) **৬৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা** আনুমানিক ব্যয়ে **২টি সৌরশক্তি চালিত জল সরবরাহ প্রকল্প**-র প্রযুক্তিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও

পুরুলিয়া জেলায় আরও ৭০৪টি সৌরশক্তি চালিত দুই পাইপবাহিত জলসরবরাহ প্রকল্পের প্রযুক্তিগত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, এর জন্য আনুমানিক ব্যয় হবে **৫১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা**।

৯) এই বিভাগ বর্তমান ১২০টি জল পরীক্ষার ল্যাবরেটরির মাধ্যমে **জলের মান নিরীক্ষণ তথা তদারকি**-র উপর সদাসতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। নিরীক্ষণ তথা তদারকি ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করতে আরও ১০০টি জলের মান পরীক্ষার ল্যাবরেটরি স্থাপনের বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন অনুমোদিত হয়েছে এবং এর জন্য আনুমানিক ব্যয় হবে **৩৭ কোটি টাকা**। ২০১৩-১৪ বর্ষে এর কাজ শুরু হবে।

১০) দার্জিলিং শহরে বালাসন পাম্পিং স্কিম রূপায়ণে দীর্ঘদিনের অসুবিধার সুরাহা হয়েছে। সেনাবাহিনীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেছে যেখানে ৪ কিমি দীর্ঘ পাইপলাইন বসানো হবে এবং এর ফলে ১,৭৫,০০০ জন অধিবাসীর কষ্টলাঘব হবে। এই পরিকল্পটি জুলাই, ২০১৩ নাগাদ চালু হওয়ার কথা।

১১) খরা, বন্যার মতো আপৎকালীন অবস্থার মোকাবিলার লক্ষ্যে ও মেলা ইত্যাদি বিভিন্ন জনসমাবেশে নিরাপদ পানীয় জলের সংস্থান করতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ **জল বোতলজাত করার কারখানা** স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পুর্বস্থলী, হরিণঘাটা ও ব্যারাকপুরে ৮টি জল বোতলজাত করার কারখানা স্থাপনের বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এর জন্য ব্যয় হবে আনুমানিক **৪২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা**। প্রথম পর্যায়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাজ শেষ হয়েছে এবং নদিয়ার হরিণঘাটা, বর্ধমানের পুর্বস্থলী ও মুর্শিদাবাদের লালবাগে ৩টি কারখানা নির্মিত হচ্ছে।

১২) এই বিভাগ আর্সেনিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বিগত বছরে ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি, একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করে। এই কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে **কলকাতায় 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওয়াটার কোয়ালিটি'** নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে। ভারতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিষ্ঠানের জন্য জোকায় ৮.৭২ একর জমির সংস্থান করেছে। এবং ক্ষেত্রীয় কার্যাদি শুরু হয়েছে। ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

রূপায়নমুখী প্রকল্পসমূহ

১) ২য় পর্যায়ে, বাঁকুড়া 'ব্যাকওয়ার্ড রিজিওন্ গ্রান্ট ফাণ্ড' (বি.আর.জি.এফ.) এর অর্থে ৫টি ব্লক যথা মেজিয়া, গঙ্গাজলঘটি, ইঁদপুর, তালডাঙরা ও সোনামুখীতে আনুমানিক **৪৭০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা** ব্যয়ে জল সরবরাহ প্রকল্প রূপায়িত হবে এবং এর দ্বারা ১০.৬৬ লক্ষ অধিবাসী উপকৃত হবেন।

২) শিলিগুড়ি পৌর নিগম জল সরবরাহ প্রকল্পের প্রসারণ ঘটানো হবে এবং বিস্তার পথে গ্রামাঞ্চলগুলিকে পরিষেবার আওতায় আনা হবে। এর জন্য খরচ হবে আনুমানিক **৩০৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা**।

৩) রাজ্যের লবণাক্ত জলের অঞ্চলগুলির জনসাধারণকে সুপেয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিভাগের সর্বাঙ্গীণ প্রয়াসের অঙ্গীভূত হয়েছে পুর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘা যেখানে রামনগর-১ ও রামনগর-২ ব্লকের ১৫৬টি মৌজার ২.১৮ লক্ষ অধিবাসীকে আওতায় আনার লক্ষ্যে আনুমানিক **২২৫ কোটি ৬৪ লক্ষ** টাকা ব্যয়ে ১৫ এম.এল.ডি ক্ষমতাবিশিষ্ট জলের লবণাক্ততানাশক কারখানা স্থাপন। উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটে ১০ এম.এল.ডি. ক্ষমতাবিশিষ্ট এইরূপ আরেকটি কারখানা স্থাপিত হবে যার অনুমিত ব্যয় **১৯৪ কোটি ৯৭ লক্ষ** টাকা। বসিরহাট-১ ব্লকের ২২টি মৌজার ১.২৩ লক্ষ অধিবাসী এর সুবিধা ভোগ করবেন। জলের লবণাক্ততানাশক এই কারখানাটির সূচনার পর সফল রাজ্যের অন্যান্য লবণাক্ত জল অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেও অনুরূপ কারখানা স্থাপিত হবে।

পূর্ত বিভাগ

● মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও কলকাতা উচ্চ আদালতের মাননীয় প্রধান বিচারপতি গথিক শিল্পবৈশিষ্ট্যে নির্মিত দশ তলা উচ্চ আদালত সংলগ্ন ভবনের উদ্বোধন করেছেন।

● মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিমতো ১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াগ্রামের ভাসরাঘাটে সুবর্ণরেখা নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। দেড় মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ হবে।

● কেষ্টপুর থেকে জোড়ামন্দির পর্যন্ত ১.৮৬ কিমি দীর্ঘ উড়ালপথ বা ফ্লাই-ওভারের কাজ এগিয়ে চলেছে। এটি দেড় বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার পর ভি আই পি রোড নিশ্চিতভাবে বিমান বন্দরমুখী যান-বাহনের জট থেকে মুক্ত হবে।

গৃহীত প্রধান নীতিগত সিদ্ধান্ত

● একটি বৃহৎ নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা আনার উদ্দেশ্যে ৫ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সমস্ত দরপত্রের ও ওই অঙ্কের অধিক মূল্যের সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-সংগ্রহ ও 'ই-টেন্ডারিং' বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 'ই-টেন্ডারিং' পদ্ধতির সূচনার সঙ্গে পূর্ত বিধি অনুযায়ী 'দরপত্র' প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় ৪৫ দিন থেকে কমিয়ে ২১ দিন করা হয়েছে।

● চুক্তিপত্র থেকে সালিশি উপধারাটি যার সামগ্রিক অপব্যবহার জনিত কারণে সরকারি রাজকোষ থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থের অপচয় হচ্ছিল তা বাতিল করা হয়েছে।

● পশ্চিমবঙ্গ রাজপথ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লু বি এইচ ডি সি এল) নামে একটি সরকারি সীমিত 'কোম্পানি' গঠন করা হয়েছে। 'বট-টোল' (BOT-TOLL)/'বট' বার্ষিক বৃত্তি (BOT-Annuity) বা ই পি সি (EPC) ভিত্তিতে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের আদলে এই সংস্থা রাজ্য রাজপথ গুলির উন্নতি সাধনের কাজ গ্রহণ করবে।

● জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (এন আর এইচ এম) প্রকল্পের অধীনস্ত পরিকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য হিসাব ও প্রশাসনিক পদ্ধতির জন্য নিবেদিত একটি প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি দক্ষতা বৃদ্ধিতে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি প্রকল্পগুলির রূপায়ণের সময় অনেকটা সংক্ষেপ করেছে।

● মহাকরণ থেকে কয়েকটি বিভাগকে স্থানান্তরিত করে মহাকরণের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় মহাকরণের অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মহাকরণের সংযোগ-পথগুলিতে নির্মিত অস্থায়ী 'পার্টিশন' গুলি সরানো হবে।

বিশেষ অনগ্রসর এলাকায় অনুদান তহবিল

১,৪৭৩ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার অনুমোদিত ব্যয়ে ১৭৭০ কি মি দীর্ঘ পথের উন্নয়ন, প্রশস্ত ও মজবুত করার উদ্দেশ্যে ১৭মার্চ, ২০১২ -এ 'স্পেশাল বি আর জি এফ-র অধীনে সড়ক ক্ষেত্রে ১৩০টি এবং সেতু ক্ষেত্রে ১১টি পরিকল্প অর্থাৎ মোট ১৪১টি পরিকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

এই ১৪১টি পরিকল্পের মধ্যে এ পর্যন্ত ৫৪৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯৪৩ কিমি পথ ও ২টি সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

বি আর জি এফ (BRGF) অধীনে মুখ্য প্রকল্প

● মুর্শিদাবাদ জেলায় **সাগরদিঘি---মনিগ্রাম---গঙ্কর---রঘুনাথপুর সড়ক**-এর ০ কিমি থেকে ৪ কিমি, ৫ থেকে ১৩ কিমি ও ১৭ থেকে ২২ কিমি অংশের **উন্নয়ন**।

● মুর্শিদাবাদ জেলায় **বহরমপুর—হরিপুরপাড়া—আমতলা সড়ক**-এর ১০ কিমি থেকে ৩২.৫০ কিমি অংশের **উন্নয়ন**।

● মুর্শিদাবাদ জেলায় **কুলি---বর্ধমান—গ্রামশলিকা সড়ক**-এর ৩ কিমি থেকে ৮.৪০ কিমি অংশের **প্রশস্ত ও মজবুতকরণ**।

● দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় **ভাঙড়—বোদড়া সড়ক**-এর ০ কিমি থেকে ৭ কিমি অংশের **উন্নয়ন**।

● দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় **সোনারপুর—চক্রবেড়িয়া সড়ক**-এর বর্তমান মাল পরিবাহী পথের ৩ কিমি থেকে ৭.৭২ কিমি অংশের **উন্নয়ন**।

● জলপাইগুড়ি জেলায় **এথেলবাড়ি—খগেনহাট সড়ক**-এর ২ কিমি থেকে ১০ কিমি অংশের **প্রশস্ত ও মজবুতকরণ**।

● পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় **দীঘা—ফোরশোর সড়ক**-এর ৬ কিমি অংশের **মজবুতকরণ**।

● পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় **তমলুক ময়না সড়ক**-এর ৭ থেকে ১৫.৫০ কিমি অংশের **প্রশস্ত ও মজবুতকরণ**।

● দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় **বালুরঘাট—লস্করহাট সড়ক**-এর ০.৬০ থেকে ১৯ কি.মি. অংশের **মজবুতকরণ** এবং এর সঙ্গে ০.৬০ থেকে ২.২০ কিমি অংশের **প্রশস্তকরণ**।

● দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় **গঙ্গারামপুর—তপন—করদহ—ডিকহর—-আমতলিঘাট সড়ক**-এর ৪ থেকে ১৪ কিমি ও ২৬.৪০ থেকে ৩০ কিমি অংশের **মজবুতকরণ**।

● মালদা জেলায় **কালিয়াচক—নিয়ামতপুর সড়ক**-এর ১০ থেকে ১৯ কিমি অংশের **মজবুতকরণ**।

● দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ২০১১-১২ বর্ষে **শিরাকোল—আমতলা সড়ক**-এর ০.৩২ কিমি থেকে ৬.২০ কিমি অংশের **উন্নয়ন ও মজবুতকরণ**।

● বাঁকুড়া জেলায় **বাঁকুড়া—তালডাংড়া —শিমলিপাল সড়ক**-এর ১১ কিমি থেকে ৪০ কিমি অংশের (১৫-১৭ কিমি অংশের কাজ এখনও শুরু হয়নি) **উন্নয়ন**।

● ২০১১-১২ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় **রাজাভাত খাওয়া— জয়গাঁও সড়ক**-এর (SH-12A) ০ থেকে ২৪ কিমি অংশের উচ্চতায় ওঠার **গুণগত মনের উন্নয়ন**। এর সঙ্গে ৮ কিমি ও ১৬ কিমি দূরত্বে ২টি কালভার্ট ও বদল করা হয়েছে। সড়কটির মোট দৈর্ঘের (২৪.৫০ কিমি) ১২.০৫—১৩.১০ কিমি অংশ কাজ এখনও শুরু করা হয় নি।

স্পেশাল 'বি আর জি এফ-এর অধীনে অতিরিক্ত প্রকল্পসমূহ

রাজ্য সরকার স্পেশাল বি আর জি এফ-এর অধীনে ৩৯৩.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ৬টি প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই প্রকল্পগুলি যোজনা কমিশনের দ্বারা ক্ষমতাপ্রদত্ত কমিটি অনুমোদন করেছেন এবং এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের প্রারম্ভিক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পগুলির বিশদ বিবরণ নিচে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের দৈর্ঘ্য (কিমি)	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	বীরভূম জেলায় বোলপুর-ইলামবাজার সড়কের ৩.০০ কেএমপি থেকে ৫.২০ কেএমপি ও ৮.৯৭৫ কেএমপি থেকে ৯.৩০ কেএমপি পর্যন্ত চওড়া ও মজবুত করার কাজ, ৯.৩০ কেএমপি থেকে ১০.০০ কেএমপি পর্যন্ত রাস্তায় পুনর্বিভাগের কাজ, এবং ১.০০ কেএমপি থেকে ১৮.০৭ কেএমপি রাস্তায় ভূতল নিকাশি ব্যবস্থা, সড়ক আসবাব নির্মাণ, রাস্তার পার্শ্বভাগ সমতল করার কাজ।	১১.২৯৫	১৪.০৬
২	বাঁকুড়া জেলায় বাঁকুড়া-সলতোরা সড়কের ০ থেকে ৪৪.৯৬ কিমি রাস্তা চওড়া ও মজবুতকরণ।	৪৪.৯৬৫	৮৮.৮২
৩	বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর-কোতুলপুর-জয়রামবাটি-কামারপুকুর সড়কের ৩৬ কিমি প্রশস্ত ও মজবুত করার কাজ।	৩৬.১০০	৫৩.২৮
৪	দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বারুইপুর-ক্যানিং সড়কের ০ কে.এম.পি. থেকে ২৫.০০ কে.এম.পি. পর্যন্ত চওড়া ও মজবুত করার কাজ।	২৫	৪৬.২২
৫	দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ঢোলহাট-মিলন মোড়-পাথরপ্রতিমা (রামগঙ্গা) সড়কে মিলন মোড় থেকে রায়পুর পর্যন্ত ২৩.৮৫ কিমি রাস্তা সম্প্রসারণসহ সড়ক প্রশস্ত করা ও মজবুত করার কাজ।	২৩.৮৫০	২৩.২০
৬	জলপাইগুড়ি জেলায় বর্তমান শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি সড়ক (৩১ ডি নং জাতীয় সড়ক)-এর বিকল্প রুট-এর প্রস্তাবিত নির্মাণ।	৪৭.৫০০	১৬৮.২৭
	মোট	**১৮৮.৭১০**	**৩৯৩.৮৫**

'কোর প্ল্যান'

রাজ্যের 'কোর প্ল্যান'-এর অধীনে গৃহীত ৩২৬টি সড়ক সম্পর্কিত পরিকল্পগুলির মধ্যে ২২১টি পরিকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এর দ্বারা ১৬৮৩ কিমি রাস্তার উন্নতিসাধন/প্রশস্তকরণ ও মজবুত করার কাজ নির্বাহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭৪৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে। উক্ত সময়ের মধ্যেই ৭৭ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫টি সেতু নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়া ৪২টি সেতু প্রকল্পের কাজ চলছে। রাজ্য 'কোর প্ল্যান'-এর অধীনে আরও ১৮টি সেতু প্রকল্পের কাজ পর্যায়ে রয়েছে এবং সেগুলি শীঘ্রই শুরু হবে।

আর আই ডি এফ (গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন নিধি)

আর আই ডি এফ-এর অধীনে গৃহীত ১৯৮টি সড়ক বিভাগীয় প্রকল্পের মধ্যে ১০৫টির কাজ এপর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে ১২৪৫.৬০ কিমি রাস্তা প্রশস্ত ও মজবুত করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এতে খরচ হয়েছে এ পর্যন্ত ৫৮১ কোটি ০৩ লক্ষ টাকা। এই সময়ের মধ্যেই, ৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

সি আর এফ (কেন্দ্রীয় সড়ক নিধি)

সেন্ট্রাল রোড ফান্ড (সি আর এফ)-এর অধীনে, মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সময়কালে ১৩৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩০ কিমি রাস্তা চওড়া ও মজবুত করার কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

সমাপ্তি পর্বে থাকা চলমান প্রকল্প সমূহের বিশদ বিবরণ

- বর্ধমান জেলায় আসানসোলে ২নং-জাতীয় সড়ক থেকে রুনাকুরাঘাটে (পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড সীমানা) অধুনা নির্মিত সেতু পর্যন্ত আন্তঃরাজ্য গুরুত্ব সমন্বিত বর্তমান যানবাহন চলাচলের রাস্তা প্রশস্ত ও মজবুত করার কাজ। এর মধ্যে রয়েছে --- ১) ফিডার রোড (৬ কিমি), (২) লালগঞ্জ-গৌরাঙ্গি রোড (১০ কিমি) এবং (৩) দোমোহনী-গৌরাঙ্গি-রুণাকুরাঘাট সড়ক।
- পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পাঁশকুড়া-দুর্গাচক সড়ক (২৯.৯০ কে এম পি থেকে ৬২.১০ কে এম পি পর্যন্ত) প্রশস্ত ও মজবুতকরণের কাজ।
- বর্ধমান জেলার সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী-কালনা-কাটোয়া সড়ক (৬ নং রাজ্য সড়ক)-এর (৩৩.৮৬ কে এম পি থেকে ৮৩ কে এম পি পর্যন্ত) প্রশস্ত ও চওড়া করার কাজ।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৬০ নং জাতীয় সড়ক থেকে বারবেটিয়া ও কৌশিয়া হয়ে খড়গপুর আই আই টি পর্যন্ত ০ কে এম পি থেকে ১০.৪৫ কে এম পি পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তার উন্নতি সাধন।
- হুগলি জেলায় শিয়াখালা, ফুরফুরা শরিফ, রাধানগর, জঙ্গিপাড়া (আদর্শ একমুখো রাস্তা) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ফুরফুরা—জঙ্গিপাড়া সড়কের নির্মাণকার্য।
- দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ১১৭নং জাতীয় সড়কে তারাতলা মোড় থেকে জেমস লং সরণী হয়ে জোকা ট্রাম ডিপো পর্যন্ত (০ কে এম পি থেকে ৭.১৬ কে এম পি পর্যন্ত) রাস্তা প্রশস্ত ও মজবুত করার পরিকল্পনা।

জাতীয় সড়কগুলিতে উন্নতিমূলক কার্যবলী

- ১১৭নং জাতীয় সড়কে (কোনা এক্সপ্রেসওয়ে—বকখালি) ৫৮.২৯ কিমি দৈর্ঘ্যের রাস্তা প্রশস্ত ও মজবুতকরা হয়েছে।
- ৬০ নং জাতীয় সড়কে (খড়গপুর—মোড়গ্রাম) ৯৩ কিমি দৈর্ঘ্যের রাস্তা চওড়া ও মজবুত করা হয়েছে।
- ২বি নং জাতীয় সড়কে (বর্ধমান—বোলপুর) ২৪.৫৪ কিমি দৈর্ঘ্যের রাস্তা প্রশস্ত ও মজবুত করা হয়েছে।
- ৩১নং জাতীয় সড়কে (ডালখোলা—বক্সিহাট) ৩৬ কিমি দীর্ঘ রাস্তা মজবুত করা হয়েছে।

জাতীয় সড়কগুলিতে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি

- ৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে দার্জিলিং জেলার তিনধরিয়াতে সংস্কারমূলক কার্যাবলী।
- ৬৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার অনুমোদিত ব্যয়ে, কোচবিহার জেলায় ৩১নং জাতীয় সড়কে (ডালখোলা—বক্সীরহাট) ২৫.৯৪৫ কিমি দৈর্ঘ্যের রাস্তা প্রশস্ত ও মজবুত করার কাজ।
- ৬৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার অনুমোদিত ব্যয়ে, বীরভূম জেলায় ৬০নং জাতীয় সড়কে (খড়গপুর—মোড়গ্রাম) ৩৯.০০ কিমি দৈর্ঘ্যের রাস্তা সংস্কার।
- ৭১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার অনুমোদিত ব্যয়ে ৩৪নং জাতীয় সড়কে (এয়ারপোর্ট গেট—ডালখোলা) ৭.২০ কিমি দৈর্ঘ্যের রাস্তা (এয়ারপোর্ট গেট—বারাসাতের ডাকবাংলো মোড়) চওড়া ও মজবুত করার প্রকল্প।

ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন

২০১১-র মে থেকে ২০১৩ মার্চ পর্যন্ত ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের আওতায় ২৮৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০৮৮ কিমি রাস্তা তৈরি হয়েছে।

পথচারিদের জন্য রোড-ওভারব্রিজ (সমাপ্ত কাজ)

ডানকুনি, ব্যারাকপুর এবং দুর্গাপুরে ইতিমধ্যেই পথচারিদের জন্য তিনটি ওভারব্রিজ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। বারুইপুরে অপর ওভারব্রিজটি তৈরির কাজ ৩০ এপ্রিল শেষ হবে এবং খুলে দেওয়া হবে।

চলতি প্রকল্প

বাগনান রেলস্টেশনের কাছে এখনকার বি-ক্লাস লেভেল ক্রশিংটি পালটে নতুন ক্রশিং বসানো হচ্ছে। দক্ষিণপূর্ব রেলের খড়গপুর-হাওড়া শাখায় যেখানে বাগনান ইষ্ট কেবিনটি রয়েছে, সেখানে এটি তৈরি হচ্ছে।

খড়গপুর আই আই টি-র কাছে (খড়গপুর-কেশিয়ারি রাস্তায়) খড়গপুর পুরী গেট লেভেল ক্রশিং তৈরি হচ্ছে। এটি দক্ষিণপূর্ব রেলের খড়গপুর-হাওড়া শাখায়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় মিয়াপুরে জঙ্গিপুর রেলস্টেশনের কাছে ২১২/১-২ কিমিতে ২৩/বি/টি লেভেল ক্রশিংটি বদলে নতুন বসানো হচ্ছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে ১৫৩/৩১ কিমি থেকে ১৫৪/১ কিমির মাঝে দক্ষিণপূর্ব রেল শাখায় ওভারব্রিজ তৈরি হচ্ছে।

যাদবপুর রেলস্টেশনের কাছে পথচারিদের জন্য আন্ডারপাশ তৈরি হচ্ছে। এটি ৭/২১-২৩ কিমিতে ৮/এস/টি লেভেল ক্রশিং-এ পূর্ব-রেলের শিয়ালদা-ডায়মন্ড হারবার শাখায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় তৈরি হচ্ছে, যেটি যাদবপুরে তৈরি হওয়া পথচারিদের জন্য ওভারব্রিজের বর্ধিত অংশ।

২০১১ মে থেকে ২০১৩ মার্চ পর্যন্ত সমাপ্ত হওয়া বড় সেতু

- জলপাইগুড়িতে ডিমা নদীর ওপর সেতু।
- কোচবিহারের বালাভুতে রায়ডাক নদীর ওপর সেতু।
- মালদায় পাগলা-ভাগীরথী নদীর ওপর সেতু সহ অ্যাপ্রোচ।
- জলপাইগুড়িতে নোনাই নদীর ওপর আলিপুরদুয়ার-কুমারগ্রাম রাস্তায় তৈরি হওয়া সেতু।
- কোচবিহারের সুতুঙ্গা নদীর ওপর আর সি সি সেতু।
- কলকাতার ডানলপে সেতুর ইনটারচেঞ্জ (দক্ষিনমুখী সেতু)
- পূর্ব মেদিনীপুরের তেঙ্গুয়া খালের উপর মহিষাদল-নন্দীগ্রাম রাস্তায় ১৯ কিমি শুরু থেকে আর সি সি ব্রিজ।
- পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি-দিঘা রাস্তার ২৪ কিমি শুরু থেকে রামনগর ব্রিজ।
- দক্ষিণ ২৪পরগণায় পি এল কে রোডের উপর সেতু।
- উত্তর ২৪পরগণা জেলায় ঘোষ পাড়ার বাঘেরখালের উপর নদিয়া ও উত্তর ২৪পরগণা, দুই জেলার সংযোগকারী সেতুর পুনর্গঠন।
- বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুর-কোতুলপুর-আরামবাগ রাস্তায় ৫ কিমি শুরু থেকে পুরানো ভেঙে যাওয়া স্লাব কালভার্ট সরিয়ে নতুন আর সি সি সেতু নির্মাণ।
- বাঁকুড়ায় গন্ধেশ্বরী নদীর ওপর কজওয়ে তৈরি।
- জলপাইগুড়িতে ডিমডিমা নদীর উপর ৩১ নং জাতীয় সড়কের ৭১৩.৭২২ কিমি থেকে শুরু হওয়া সেতু।

অগ্রগতির পথে বড় সেতু তৈরির কাজ

- পশ্চিম মেদিনীপুরে সুবর্ণরেখা নদীর উপর ভসরাঘাট, নয়াগ্রামে ১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু তৈরির কাজ অগ্রগতির পথে এবং ২ বছরের মধ্যে শেষ হবে।
- কেষ্টপুর থেকে জোড়ামন্দির পর্যন্ত ভি আই পি রোডের ওপর ১.৮৬ কিমি উড়ালপুল তৈরির কাজ অগ্রগতির পথে এবং ১.৫ বছরের মধ্যে শেষ হবে। এর ফলে ভি আই পি রোড়ের উপর বিমানবন্দরগামী ট্রাফিকের সমস্যা দ্রুত কমবে। বর্তমানে এই প্রকল্পের ২৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে।
- উত্তর ২৪ পরগনার ইছামতী নদীর উপর লক্ষ্মীনাথপুরে সেতু তৈরির কাজ অগ্রগতির পথে।
- কোচবিহারের কালযানি নদীর উপর নির্মীয়মান সেতু।
- কোচবিহারের সাগরদীঘি ঘাটে মানসাই নদীর উপর নির্মীয়মান সেতু।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের সন্ধিপুরে খেতিয়া নদীর উপর নির্মীয়মান আর সি সি গার্ডার ব্রিজ।
- পশ্চিম মেদিনীপুরে পারাং নদীর উপর মেদিনীপুর-কাশপুর-নারাজোল রাস্তায় নতুন আর সি সি ব্রিজ।
- পশ্চিম মেদিনীপুরে কাঁথি-বেলদা রাস্তার উপর কাকুরদহ ব্রিজ।
- কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের কাংরাতলিতে সানিয়াযান নদীর উপর আর সি সি ব্রিজ।
- কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে সানিয়াযান নদীর উপর বাগডোগরা -ফুলকাবাড়ি রাস্তায় ১ কিমি পর থেকে আর সি সি ব্রিজ।
- বীরভূমের শাল নদীর উপর বোলপুর-পুরন্দরপুর রাস্তার ৭ কিমি শুরু থেকে নির্মীয়মান সেতু তৈরি।
- দার্জিলিং-এ চামটা নদীর উপর মাটিগারা-হিলকার্ট রাস্তায় নির্মীয়মান সেতু।
- দার্জিলিং-এ পাঞ্চানই নদীর উপর মাটিগারা-হিল কার্ট রাস্তায় নির্মীয়মান সেতু।
- দার্জিলিং-এ লালপুল নদীর উপর ত্রিহানা-নকশালবাড়ি রাস্তার ২০ কিমি শুরু থেকে আর সি সি সেতু।
- জলপাইগুড়ির চেকোমারি নদীর উপর ফাটাপুকুর-গোদরা রাস্তায় পুরানো কাঠের ব্রিজ সরিয়ে ৩০ মিটার দৈর্ঘ্যের নতুন আর সি সি ব্রিজ।

বিল্ডিং

পূর্ত বিভাগ অতি সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সহ দিল্লিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প তৈরির কাজ শেষ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নয়া দিল্লিতে চারতলা অতিথি নিবাস, দশতলা কলকাতা হাইকোর্ট এবং বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে বেশকিছু সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট (এস এন সি ইউ)। এছাড়া রাজারহাটে জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমি, জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের নতুন সার্কিট বেঞ্চ, ব্যারাকপুরে পুলিশ ট্রেনিং কলেজে অ্যাকোয়াটিক সেন্টার, কলকাতায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সল্টলেকে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রশাসনিক ভবন, এস এস কে এম হাসপাতালের আই পি জি এম ই অ্যান্ড আর-এর নতুন ভবন, আর জি কর ও এস এস কে এম হাসপাতালে ট্রমা সেন্টার ও অর্থোপেডিক সেন্টার, লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালের নতুন ৬তলা ভবন ইত্যাদির মতো মর্যাদাপূর্ণ কাজও পূর্ত দপ্তর শেষ করেছে। এই দপ্তর ২০১১ মে থেকে ২০১৩ মার্চ পর্যন্ত নানা প্রকল্পে ৬৪৫ কোটি টাকার কাজ করেছে। জঙ্গলমহলে ৩৪টি ছাত্রী আবাস, ছাত্রাবাস সহ ১২টি নতুন বিদ্যালয় ভবন, ১টি পি টি টি আই, ৫০ আসন বিশিষ্ঠ ৪০টি ছাত্রী আবাস, ৪টি নতুন কলেজ, ৩টি নতুন স্টেডিয়াম, ১টি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি, ১টি পলিটেকনিক, ২টি আই টি আই এবং ১টি এস ডি সি তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে এই বিভাগ। সমস্ত প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক।

উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ

সাম্প্রতিক কালে উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের কাজকর্ম বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে।

মার্চ ২৫, ১৯৭১-এর আগে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে যে সব উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন তাঁদের পুনর্বাসনের মধ্যেই শুধু এই বিভাগের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ নেই, বরং শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন সরকার পোষিত উদ্বাস্তু কলোনিতে এখন এই বিভাগ নানান উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে।

এই বিভাগ এখনো যোগ্য উদ্বাস্তুদের ফ্রি হোল্ড টাইটল ডিডস (এফ এইচ টি ডি) প্রদান করে থাকে এবং মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৩ সময়কালে এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাজ হয়েছে। যেহেতু অনেকগুলি কলোনির নিয়মিতকরণের কাজ এখনো বাকি আছে তাই এই সময়কালে এই বিভাগ তীব্র অর্থাভাব সত্ত্বেও বিশেষত ভারত সরকারের অধীন রেল মন্ত্রকের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করে বহু কলোনি নিয়মিতকরণের কাজ করেছে।

এই সময়কালে (অর্থাৎ মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৩) সরকার পোষিত গ্রামীণ কলোনিগুলিতে প্রাথমিক পৌর সুবিধার প্রসারণ ঘটেছে। জনসাধারণের কল্যাণার্থে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্যে এই বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য বহু বিভাগকে প্রচুর জমি হস্তান্তর করেছে।

উদ্বাস্তুদের ফ্ল্যাট প্রদানের উদ্দেশ্যে এই বিভাগ উত্তর ২৪ পরগণার বরানগর পুরসভার এলাকায় বনহুগলি আবাসন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। এই বিভাগের অধীন অন্য কিছু জমিতে পিপিপি মডেলে কিছু প্রকল্প রূপায়িত হবে। এই জমিগুলিতে বর্তমানে কিছু উৎপাদন কেন্দ্র আছে।

- ১ টাকা প্রতীকী সেলামী ও ১ টাকা প্রতীকী বাৎসরিক ভাড়ার বিনিময়ে ৯৯ বছরের লিজ ভিত্তিতে বাড়ি করার উপযোগী জমির ৭১৫ টি দানপত্র উৎখাত না হওয়া মানুষের ভেতরে বিলি করা হয়েছে।

- উক্ত সময়কালে অর্থাৎ মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৩-র মধ্যে বিভাগের অধীনস্থ জলাশয়গুলি থেকে ৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা রাজস্ব হিসেবে আয় হয়েছে।

- মিউটেশন/কনভারশন প্রসেস ফি ইত্যাদি সমেত ডিক্রিজারি সংক্রান্ত বকেয়া প্রদান বাবদ মোট ধার্য ২৫ কোটির ভিতরে ৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

- সুন্দরবনের ঝড়খালিতে ব্যাঘ্র সংরক্ষণ তথা পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য বন বিভাগকে ১০০ একর জমি, পর্যটন প্রকল্পের জন্য পর্যটন বিভাগকে ১৯ একর জমি এবং উপকূলবর্তী পুলিশ থানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগকে ১ একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে আগে থাকলেই অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন পাওয়া গেছে।

- এই বিভাগ নদিয়ার নাকাশীপাড়া ব্লকে বেথুয়াডহরি মৌজায় ৩.০৪ একর জমির মালিকানা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের হাতে তুলে দিয়েছে। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগ ঐ জমিতে একটি আই টি আই গড়ে তোলার জন্য জমির স্বত্ব কারিগরী শিল্প ও প্রশিক্ষণ বিভাগের হাতে অর্পণ করবে।

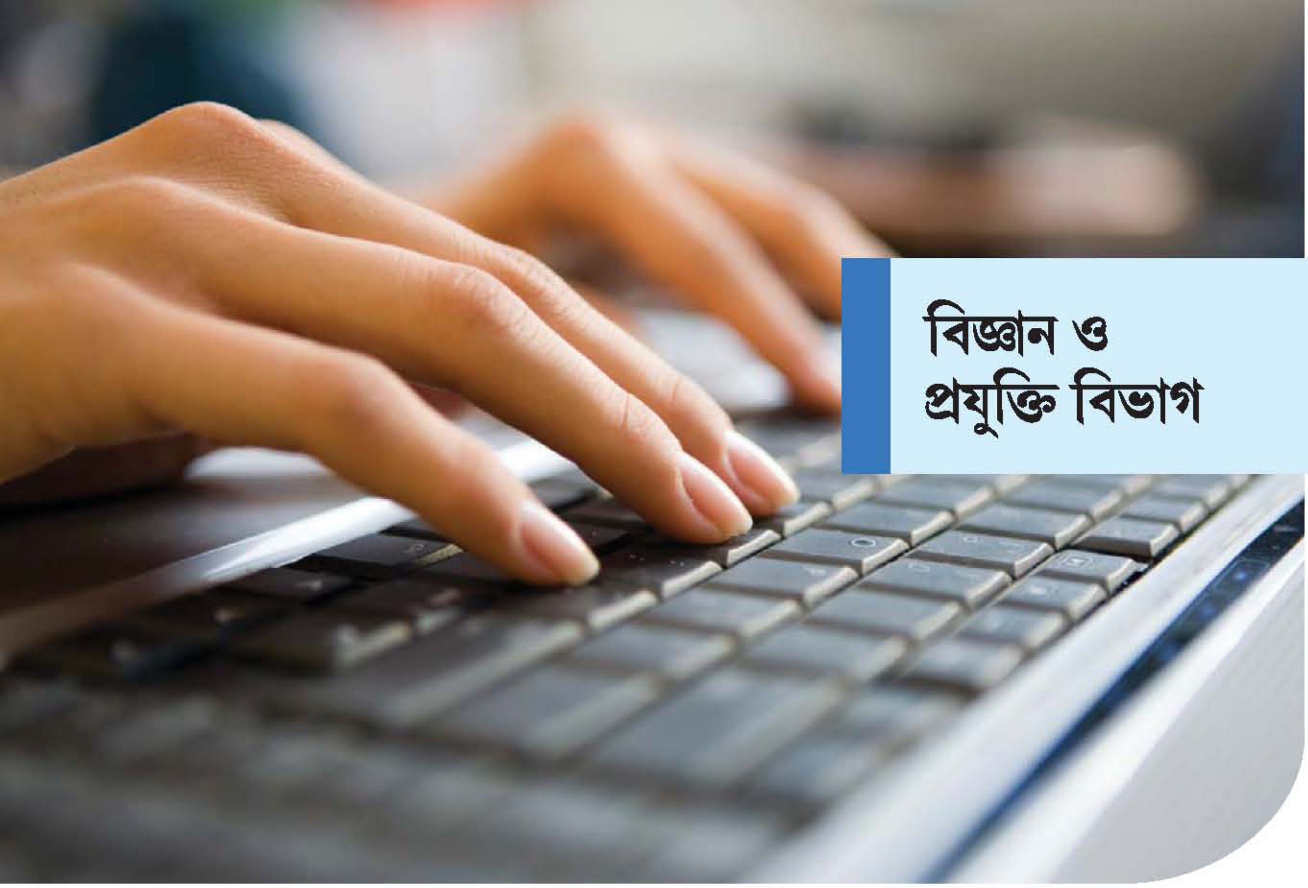

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- *রাজ্যের জনসাধারণের আর্থ সামাজিক চাহিদা পরিপুরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞান গবেষণার প্রসার ঘটানো।*
- *প্রয়োজন ভিত্তিক সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা এবং তার সমাধান নির্দেশ করা।*
- *সমগ্র রাজ্যের পরিকল্পনা ও উন্নয়ননের ক্ষেত্রে রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির ব্যবহার।*
- *জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জনপ্রিয়তা ও সচেতনতা প্রসার।*

প্রয়োজনভিত্তিক সমস্যা ও তার সমাধান

রাজীব গান্ধী জাতীয় পানীয় জল মিশন, চতুর্থ দফার এর অধীনে রিমোট সেন্সিং ও জি আই এস (GIS) প্রকৌশলের সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ জলের সম্ভাবনা ও গুণমান বিচার করার লক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কলকাতার জন্য তথ্য ভাণ্ডার প্রস্তুত করা হচ্ছে।

রিমোট সেন্সিং এবং জি আই এস

রাজ্যের নির্বাহী বিভাগগুলিকে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য ভূমি ব্যবহার/ভূমি বিস্তার, রেশম শিল্প উন্নয়ন, কলকাতা মেগাসিটিতে ভূমিকম্পের বিপদ বিষয়ে মূল্যায়ণ, শস্য বৈষম্য এবং পরিকাঠামো মানচিত্রায়ণের উপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকারের নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার জন্য তথ্য প্রস্তুত করার উদ্দেশে ভারত সরকারের সহায়তাপুষ্ট একটি বড় কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ও স্বল্পমেয়াদি কোর্স সংগঠিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের ১৩টি জেলার জন্য ভূমি ব্যবহার/ভূমি বিস্তার মানচিত্রের অঞ্চল বিভাজনের কাজ চলছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জনপ্রিয়তা এবং সচেতনতা কর্মসূচি

সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের বোধ ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অ-সরকারি সংস্থাগুলির মাধ্যমে আলোচনাচক্র, কর্মশালা, প্রদর্শনী, বিজ্ঞানমেলা প্রভৃতি নানাবিধ বিজ্ঞান জনপ্রিয়তাকরণ ও চেতনা প্রসার কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে ২০১২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর "Large Hadron Collider : Unveiling the Universe" শীর্ষক একটি প্রকাশ্য বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বক্তৃতা করেন জেনেভার CERN-এর ডিরেক্টর জেলারেল অধ্যাপক রল্ফ হিউয়ার। বক্তৃতার অনুষ্ঠানে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে ১৫০ জন ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়সীমার মধ্যেই কলকাতা বিড়লা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে রাজ্যস্তরের বিজ্ঞান মেলা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। হুগলি জেলার অনগ্রসর অঞ্চলের স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে একটি বিজ্ঞান শিবির সংগঠিত করা হয়। ডাইনি প্রথার কুসংস্কারের বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য এই প্রথার উপর একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হয় এবং ২০১৩-র ২৫ ফেব্রুয়ারি নন্দন-৩-এ উদ্বোধনী প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

২০১২ সালের ১ এবং ২ মার্চ সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সক্রিয় সহযোগিতায় সল্টলেকের উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভবনে ১৯ তম **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয়। বহু প্রখ্যাত মানুষ এবং বিপুল অংশের সাধারণ মানুষ এখানে উপস্থিত ছিলেন।

২০১৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ হাওড়ার শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স ইউভার্সিটি তে **২০ তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামাঞ্চলে তপশিলি জাতি/ উপজাতি/ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি / সংখ্যালঘু জনসাধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নানাবিধ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উদ্যোগপতি সচেতনতা শিবির (Entrepreneurship Awarencess Camp-EAC)-ও সংগঠিত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের অধীনস্থ পেটেন্ট ইনফর্মেশন সেন্টার তাদের পর্যবেক্ষণ শেষ করেছে এবং টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল জামদানি, কড়িয়াল, গরদের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক (Geographical Indication-GI) প্রকল্প শেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বস্ত্র অধিকার-এ পেশ করার জন্য পাঠিয়েছে। বালুচরি ও ধনিয়াখালি শাড়ির জি আই নিবন্ধন-ও পাওয়া গিয়েছে। জয়নগরের মোয়ার নিবন্ধনের জন্য প্রয়াস চালানো হচ্ছে। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য আরও ৭৫টি পেটেন্ট সচেতনতা কর্মশালা আয়োজিত হয়েছিল।

উদ্ভিদের কোষকলা সংশ্লেষ (Plant Tissue Culture—PTC)

ব্যবস্থার জন্য আছে কোষকলা সংশ্লেষের গবেষণাগার এবং আধুনিক গ্রিণহাউস কমপ্লেক্স। এখানে গবেষণা ও উন্নয়ন-সহ উদ্যান পালন, বনসৃজন, ওষধি গুল্মের বিস্তার ও কঠিনীভবন সম্পন্ন হয়ে থাকে। কোষকলা সংশ্লেষ কেন্দ্রটি একেবারে নিচের স্তরে নূতন ও প্রমাণিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

গবেষণাগার থেকে কার্যক্ষেত্র

কৃষি বিভাগের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ শস্য বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য সরকারি কৃষি খামারের ৩০ একর জমিতে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এখানে কলার কোষ-সংশ্লেষণ (Tissue Culture) F এবং চিরায়ত বা সাবেকি ধানের প্রজাতির সংরক্ষণ, মূল্যায়ণ, সুরক্ষা এবং প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বেঙ্গল সায়েন্স ইনিশিয়েটিভ বা বাংলা বিজ্ঞান উদ্যোগ

এই কর্মসূচির অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন শাখায় ৫টি রিসার্চ ফেলোশিপ (পি এইচ ডি প্রোগ্রাম) তিন বছরের জন্য প্রতি বছর ২ লক্ষ টাকা হারে এবং কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ সদস্য (Faculty Member)-দের জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা হারে তিন বছরের জন্য ২ টি রিসার্চ গ্রান্ট আওয়ার্ড-এর ব্যবস্থা করেছে।

স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ও স্ব-নিযুক্তি বিভাগ

গত দু'বছরে স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প বা SVSKP-র মাধ্যমে ভর্তুকি প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ করা গিয়েছে। ৭টি নূতন প্রশিক্ষণ তথা বিপণন কেন্দ্রের কাজ শেষ হয়েছে এবং অনেকগুলি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। SVSKP প্রকল্পের জন্য ভর্তুকির হার ২০শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন এবং RTGS/NEFT-র মাধ্যমে সুদভর্তুকির ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থায় প্রদান করার পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। পুরুলিয়া জেলায় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর নিরবচ্ছিন্ন জীবিকার একটি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই ধরণের উদ্যোগ রাজ্যের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর আন্দোলনের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

- **স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প বা এস বি এস কে পি (পূর্বতন বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প বা বি এস কে পি)**

ব্যক্তি উদ্যোক্তা বা কোনো উদ্যোক্তাগোষ্ঠীর পেশ করা পরিকল্পের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণে সরকারি ভর্তুকিদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে বেকার যুবকদের স্বনিযুক্তি এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

প্রকল্পটির কাজকর্ম ঃ

১) সরকারি ভর্তুকি প্রকল্প ব্যয়ের ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ শতাংশ হয়েছে। ব্যক্তি উদ্যোক্তা এবং উদ্যোক্তাগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ভর্তুকির সর্বোচ্চ সীমা যথাক্রমে ১.৫ লক্ষ টাকা ও ৩.৫ লক্ষ টাকা।

- **আর আই ডি এফ এবং রাজ্য পরিকল্পনার অধীন পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পাদি ঃ**

ক) আর আই ডি এফ এবং রাজ্য পরিকল্পনাধীন চালু প্রকল্পসমূহ ঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	স্থাননির্দেশ	জেলা	মন্তব্যাদি
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ তথা বিপণন কেন্দ্র	৩ (আর আই ডি এফ)	১) নীলগঞ্জ ২) মীনাখাঁ ৩) ধামাখালি	উত্তর ২৪ পরগণা	সমাপ্ত হয়েছে
	১ (রাজ্য পরিকল্পনা)	সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর	বর্ধমান	
কেন্দ্রীয় শস্য গুদাম	১ (আর আই ডি এফ)	খণ্ডঘোষ	বর্ধমান	
প্রশিক্ষণ তথা বিপণন কেন্দ্র	২ (আর আই ডি এফ)	১) খণ্ডঘোষ ২) মাধবডিহি	বর্ধমান	
প্রশিক্ষণ তথা বিপণন কেন্দ্র	৩ (১টি আর আই ডি এফ এবং ২টি রাজ্য পরিকল্পনা	১) বাদুরিয়া ২) ফুলঝোর, দুর্গাপুর ৩) নিউটাউন, রাজারহাট	উত্তর ২৪ পরগণা বর্ধমান কলকাতা	কাজ চলছে

(খ) রাজ্য পরিকল্পনার অধীন নতুন প্রকল্পসমূহ ঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	স্থান নির্দেশ	জেলা	মন্তব্যাদি
প্রশিক্ষণ তথা বিপণন কেন্দ্র	৩	১) কালেক্টরেট কমপ্লেক্স ২) রুইপুকুর	১) পশ্চিম মেদিনীপুর ২) নদিয়া	অনুমিত ব্যয়ের ৫০ জেলাশাসকের কাছে দেওয়া হয়েছে
		৩) জেলা পরিষদ ভবন চত্বরে জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত দু'তলা ভবন	৩) জলপাইগুড়ি	২৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে এই বিভাগ ভবনটি ক্রয় করেছে।

গ) আসন্ন প্রকল্পসমূহ ঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	স্থান নির্দেশ	জেলা	মন্তব্যাদি
প্রশিক্ষণ তথা বিপণন কেন্দ্র	৪ (আর আই ডি এফ -এর অধীনে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত	১) ডালমি ২) উত্তর রামচন্দ্রপুর ৩) পটাশপুর ৪) ঢালুয়াবাড়ি	১) পুরুলিয়া ২) মালদা ৩) পূর্ব মেদিনীপুর ৪) কোচবিহার	বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

- **পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর সহায় প্রকল্প (ডব্লিউ বি এস এস পি) ঃ**

এই প্রকল্পে ব্যাঙ্ক ঋণের ওপর স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সুদ ভর্তুকি দেওয়া হয়। গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ধার্য সুদ (অনধিক ৭শতাংশ)-এর ৮-শতাংশ বহন করতে হয়। বাকিটা রাজ্য সরকার বহন করে ভর্তুকির মাধ্যমে।

বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থপ্রদান কাঠামো প্রবর্তনের ফলে এই প্রকল্পে গতিশীলতা এসেছে। বিগত ১এপ্রিল, ২০১২ থেকে আর টি জি এস/এন ই এফ টি /ই সি এস-এর মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীসমূহের ব্যাঙ্ক খাতে সরকারি সুদ ভর্তুকি জমা হয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে চাহিদার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **সবলা মেলা**

স্বনির্ভর গোষ্ঠীসমুহের উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিপণণের লক্ষ্যে সমস্ত জেলায় জেলাস্তরীয় সবলা মেলা আয়োজিত হয়েছে।

বিগত মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে জেলাসমূহে মেলা সংগঠিত করতে ১৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

বিগত ১৪-২৩ ডিসেম্বর ২০১২ কলকাতার বিধাননগর সেন্ট্রাল পার্কে রাজ্য সবলা মেলা আয়োজন করা হয়। এর জন্য ২২৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

- **'সাসটেইনেবল লাইভলিহুড প্রোগ্রাম' (নিরবচ্ছিন্ন জীবিকা সংস্থান কর্মসূচি) ঃ**

পুরুলিয়া জেলার একটি নতুন 'পাইলট' প্রকল্প হল 'সাসটেইনেবল লাইভলিহুড প্রোগ্রাম'। এই প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ৭ কোটি টাকা। প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতাদানের লক্ষ্যে এই বিভাগ 'নাবার্ড'-এর সহযোগিতায় ২০১২-২০১৩ সালে এই কর্মসূচি চালু করে। আশা করা হচ্ছে, ২ বছরের মধ্যে ৫ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ৫০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী সদস্যকে এর আওতায় আনা যাবে এবং সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে আনুমানিক ৩০০ কোটি টাকা।

সংযোজনী

এস ভি এস কে পি-এর অধীনে ভর্তুকিদানের চিত্র (বর্ষভিত্তিক)

ক্রমিক সংখ্যা	বর্ষ	ভর্তুকি প্রদান (কোটি টাকায়)
১	২০০৪-২০০৫	১৩.৫০
২	২০০৫-২০০৬	২২.৪২
৩	২০০৬-২০০৭	২৫.৯০
৪	২০০৭-২০০৮	৩০.০০
৫	২০০৮-২০০৯	৪৮.৩৩
৬	২০০৯-২০১০	৬৬.৬১
৭	২০১০-২০১১	১২০.০০
৮	২০১১-২০১২	১২২.৫০
৯	২০১২-২০১৩	১৩১.২৫

ক্রীড়া বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে খেলাধুলা, ক্রীড়া কর্মের প্রসার বিভাগের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র। গ্রামাঞ্চলে অনেক সুপ্ত প্রতিভা রয়েছেন যাঁরা সুযোগ পেলে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন। অ্যাথলেটিক, কবাডি, খো-খো, ভলিবল, ফুটবল ইত্যাদিতে এ রাজ্যে অনেকেই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সবসময় সুপ্ত প্রতিভার অনুসন্ধান করে ক্রীড়াকর্মের প্রসার, উন্নয়ন করা এককভাবে সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিভিন্ন ক্লাব ও ক্রীড়া সংগঠনগুলি বিভিন্ন ক্রীড়াক্রম সংগঠিত করতে পারে যেগুলি নব্য প্রতিভার বিকাশে সহায়ক হয় ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বৃহত্তর ক্রীড়াক্ষেত্রে যোগদান করতে পারে। এইসব ক্লাব ও ক্রীড়াসংগঠন গুলির পরিকাঠামো ও আর্থিক সংস্থানের যথেষ্ট না থাকায় প্রায়শই তাদের অর্থসাহায্যের দরকার হয়। স্থানীয় ক্লাবগুলির সহযোগিতায় জঙ্গলমহল ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রতিযোগিতামুলক ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে যা বিশেষ সাফল্যও পেয়েছে।

➢ খেলাধুলা বা ক্রীড়াকর্মের প্রসারের জন্য বিভিন্ন স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, স্পোটস আকাডমি ও স্পোর্টস হস্টেলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও নতুন পরিকাঠামো তৈরির কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে। দার্জিলিং-এর লেবং, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, হাওড়ার উলুবেড়িয়া স্টেডিয়াম উন্নীত করার জন্য ২ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। পুরুলিয়া জেলায় স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম ফ্লাড-লাইটের ব্যবস্থা করার জন্য দেওয়া হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা।

➢ বেলেঘাটার সুভাষ সরোবর সুইমিং পুল এবং নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৫ হাজার ৩৮ টাকা এবং ৫২ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে তাদের খেলার মাঠ ও গ্যালারি উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১ কোটি টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

➢ ২০১২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদিন ধরে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে 'পঞ্চায়েত-যুব-ক্রীড়া-আউর-খেল অভিযান'-এর অধীনে ৪র্থ জাতীয়স্তর গ্রামীণ প্রতিযোগিতা (ন্যাশনাল লেভেল রুরাল টুর্নামেন্ট) অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতামুলক খেলা হয়েছে তিনটি বিষয়ে — ভলিবল, তাইকুন্ডু এবং অ্যাথলেটিক্স।

➢ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পালগড়ে স্থানীয় আদিবাসী যুবকদের নিয়ে গঠিত জঙ্গলমহলের ফুটবল দল এবং কলকাতার একটি ফুটবল দলের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

➢ উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলায় আদিবাসী ফুটবল টুর্নামেন্ট, দার্জিলিং জেলায় গোর্খা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, জঙ্গলমহল কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং কলকাতা পুলিশ আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের জন্য ৫৭ লক্ষ ৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

➢ 'দীঘা সৈকত উৎসব' (দীঘা বিচ ফেস্টিভ্যাল) উপলক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি দীর্ঘ দূরত্বের সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর জন্য দেওয়া হয়েছে ১৪ লক্ষ টাকা।

➢ স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ স্মরণ উপলক্ষ্যে ২০১২ সালের ১২ জানুয়ারি এই বিভাগের উদ্যোগে একটি পদযাত্রা হয়েছিল। গোলপার্ক থেকে রবীন্দ্রসদনের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি পর্যন্ত এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয়, ক্রীড়াসংগঠন ও বিভিন্ন ক্লাব। বিকেলে মহারাজ একাদশ ও ক্রীড়ামন্ত্রী একাদশের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল মাঠে একটি প্রদর্শনী ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিগতদিনের বিশিষ্ঠ খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেন।

➢ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ও নয়াগ্রামে স্টেডিয়াম, বাঁকুড়া জেলার খাতরায় স্পোর্টস আকাডেমি, পুরুলিয়া জেলার জন্য আবাসগৃহ, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে স্পোর্টস আকাডেমি, তমলুক রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবল প্রাঙ্গণে বহুমুখী ক্রীড়া কেন্দ্র নির্মাণ এবং ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়াম উন্নীতকরণের জন্য ৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

➢ সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে 'ফ্লাড লাইটিং' সিস্টেম চালু করতে খরচ হয়েছে ১২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।

➢ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় চতুর্থ নেতাজি সুভাষ রাজ্য ক্রীড়া, উত্তরবঙ্গে ৬টি জেলায় আদিবাসী ফুটবল টুর্নামেন্ট, দার্জিলিং জেলায় গোর্খা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, কলকাতা পুলিশ পরিচালিত ফুটবল টুর্নামেন্ট কলকাতা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় দীর্ঘ দূরত্বের সাঁতার প্রতিযোগিতার জন্য মোট ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

➢ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একশত সেঞ্চুরির নজির সৃষ্টিকারী প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় শচিন তেন্ডুলকর, ২০১২-তে লন্ডন অলিম্পিকে বক্সিং-এ ব্রোঞ্জ পদকজয়ী মেরী কম, দাবায় বিশ্ব বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ, বিশিষ্ট দাবাড়ু সূর্যশেখর গাঙ্গুলী, ১৯ বছরের কমবয়সী ক্রিকেটারদের জন্য আয়োজিত খেলায় বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য সন্দীপন দাস, বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পদকজয়ী ৬৫৭ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব নেহেরু ফুটবল কাপ বিজয়ী দল, বিগতদিনের ২৫ জন বিখ্যাত খেলোয়াড়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

➢ জঙ্গলমহল একাদশ (পুরুষ) বনাম ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং জঙ্গলমহল একাদশ (মহিলা) বনাম কলকাতা মহিলা ফুটবল দল - দুটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে। পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়েও জঙ্গলমহল এবং কলকাতা ফুটবল দলের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ১৬টি স্টেডিয়াম নির্মাণ/মানোন্নয়ন-এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা জমা দিতে বলা হয়েছে।

পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ বিভাগ

- বিভাগের প্রকাশনা— "West Bengal at a Glance"—জুন ২০১২-য় প্রকাশিত হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য স্ট্রাটেজিক পরিসংখ্যান পরিকল্পনা (এস এস এস পি) প্রস্তুত করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার পোষিত এই পরিকল্পের আওতায় অনুমোদিত ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা নাগরিক পরিকাঠামো ও তথ্যকোষ (Database) উন্নয়নের কাজে ব্যয়িত হয়েছে।
- ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের অধীনে বিজনেস রেজিস্টার প্রস্তুতির প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। এই বিষয়ে প্রাপ্ত তহবিলের সাহায্য নিয়ে রেজিস্টারটি ভারত সরকার সমীপে প্রেরণ করা হয়েছে।
- নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে।
- জানুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, জেলা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও মাসিক শিল্পোৎপাদন সূচক সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৬৯-তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষার অন্তর্গত রাজ্য নমুনা সমীক্ষার ফিল্ড ওয়ার্ক ডিসেম্বর ২০১২-তে শেষ হয়েছে। এক্ষেত্রে ৭০-তম নমুনা সমীক্ষার ফিল্ড ওয়ার্কের কাজ ডিসেম্বর ২০১৩-য় শেষ হবে।
- ২০-দফা কর্মসূচি সংক্রান্ত রিপোর্ট নিয়মিতভাবে প্রস্তুত করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হচ্ছে।
- অগ্রণী কর্মসূচিগুলি পরিচালনার জন্য কর্ম-পদ্ধতি নিরূপণ করে জেলায়-জেলায় পাঠানো হয়েছে; এর ভিত্তিতেই জেলাগুলি তথ্য দাখিল করবে।
- ডি এল এম সি রিপোর্টের পর্যালোচনা চলছে। যেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ দরকার, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

২০১৩-১৪ পর্বে করণীয় মুখ্য কার্যসমূহ

রাজ্যের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ২০টি মুখ্য কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বিভাগ ব্যুরো, বিভিন্ন জেলা এবং জেলা/সদর দপ্তরে অবস্থিত কার্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন। রাজ্য এস এস এস পি ও ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের অধীনে এই কাজ হবে।

সুন্দরবন বিভাগ

দক্ষিণ এবং উত্তর ২৪ পরগণার ১৯টি ব্লকের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এই বিভাগ রাস্তা, জেটি এবং ছোট ও মাঝারি মাপের সেতু নির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই দপ্তর কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগান দিয়ে, গরাণ গাছের (ম্যানগ্রোভ) চাষ বাড়িয়ে এবং মৎস্যজীবীদের আর্থিক সাহায্য এবং প্রয়োগিকবিদ্যার পরামর্শ দিয়ে নানাবিধ উপায়ে সাহায্য করছে।

১. ২০১১-র মে থেকে ২০১৩-র মার্চ পর্যন্ত এই বিভাগ রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত সাফল্য অর্জন করেছেঃ

ক্রমিক নং	রাস্তার নির্মাণ	সাফল্য (কিলোমিটারের ভিত্তিতে)
১	ইটের রাস্তা	২৪২.৮
২	পিচ ঢালা রাস্তা	৮০.১
৩	কংক্রিট ঢালাই রাস্তা	৬৯.৫

বিভিন্ন ব্লকে ৪৮ কিলোমিটার পিচের রাস্তা, ২২ কিলোমিটার কংক্রিট রাস্তা ঢালাই-এর কাজ চলছে।

২. গত দু বছরে এই বিভাগ বিভিন্ন ব্লকে ৪০টি ঢালাই জেটির নির্মাণ করেছে। প্রত্যন্ত দ্বীপগুলিতে যাতায়াতের জন্য এবং পর্যটন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এই জেটিগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এই বছরের মধ্যে আরও ২৪টি জেটির কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। লট-৮ (কাকদ্বীপ)-এ একটি স্থায়ী জেটি নির্মাণ করা হচ্ছে, যার সাহায্যে সাগরদ্বীপে পুন্যার্থীদের এবং পর্যটকদের সহজে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা যাবে।

৩. সপ্তমুখী নদীর উপর একটি ৩৭২.৮ মিটার দীর্ঘ ঢালাই ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ব্যবহারও শুরু হয়েছে যার দ্বারা কাকদ্বীপ এবং পাথরপ্রতিমা যুক্ত হয়েছে। এছাড়া মৃদঙ্গভাঙ্গা নদীর উপর ৭২২ মিটার ব্রিজের সন্তোষজনকভাবে নির্মাণ চলছে যার দ্বারা মথুরাপুর ২ এবং পাথরপ্রতিমা ব্লকের সংযোগ সাধিত হবে। সুন্দরবনের পর্যটন উন্নয়নের কথা ভেবে এই বিভাগ গডখালি এবং গোসাবার বাজারের সংযোগকারী একটি ঢালাইব্রিজ প্রকল্পের বিশদ বিবরণ তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

৪. গত দু'বছরে বিশুদ্ধ জল বিতরণের জন্য এই বিভাগ বিভিন্ন ব্লকে ৯৫০টি নলকূপ বসিয়েছে। আগামী কয়েকমাসের মধ্যে ৬৫০টি নলকূপ বসানোর কাজ শেষ হবে।

৫. পূর্ত বিভাগের মাধ্যমে এই বিভাগ ক্যানিং-এ একটি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান (স্পোর্টস কমপ্লেকস) তৈরি করছে। আশা করা যায় এটি এ বছরের মধ্যেই শেষ হবে।

৬. অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে এই বিভাগ সাগরদ্বীপে বৃহত্তর বিদ্যুৎপরিষেবা দানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। গত দু বছরে গোসাবা এবং পাথরপ্রতিমার প্রত্যন্ত ব্লকে এই বিভাগ অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ বিদুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছে।

৭. এই বিভাগ সুন্দরবনে আইলা ঝড়ে বিপর্যস্ত পরিবারগুলির জন্য ৩,০৯০টি বাসস্থান নির্মাণের কাজটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে।

৮. এই বিভাগ ২০১১-১২ বর্ষে একাদশ শ্রেণিতে পাঠরতা ৩৩ হাজার ৫০০ জন ছাত্রীকে সাইকেল বিতরণের কাজটি শেষ করেছে।

৯. গত দু'বছরে ৪৫ হাজার কৃষককে মুগ ডালের বীজ দেওয়া হয়েছে এবং ৪০,০৮০ জন কৃষককে সূর্যমুখীর বীজ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১৪ হাজার চাষিকে হস্তচালিত স্প্রে-মেশিন দেওয়া হয়েছে এবং ২৫ হাজার চাষীকে কীটনাশক ওষুধ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৪,৫০০ মৎস্যজীবীকে চুন এবং মাছের খাবার দেওয়া হয়েছে।

১০. গত দু' বছরে চরের জমিতে ২,৬০০ হেক্টর গরাণ গাছের চাষ করা হয়েছে। ৮৭৫ হেক্টর জমিতে ঝাউ গাছের চাষ করা হয়েছে।

১১. সাগর, গোসাবা দ্বীপ এবং অন্যান্য প্রত্যন্ত এলাকাতেও গ্রিড পাওয়ারের মাধ্যমে বিদ্যুদয়নের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

পর্যটন বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-কৌশলগত অবস্থানে বিরাজমান। রাজ্যের রাজধানী সমগ্র এলাকাটির বাণিজ্যকেন্দ্ররূপেই পরিগণিত। শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নিরিখে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি এই রাজ্য প্রকৃতির কৃপাধন্যও বটে। এটাই বাস্তব যে, পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যের সম্পূর্ণ চিত্র পরিলক্ষিত হয়। নান্দনিক আকর্ষণ ছাড়াও পর্যটনক্ষেত্রের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শাখাপ্রশাখাগুলিকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে বর্তমান রাজ্য সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ও অব্যবহৃত পর্যটন সম্পদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বহুবিস্তৃত পর্যটনশিল্পের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। এরই পরিণাম স্বরূপ প্রস্তাবিত রাজ্য বাজেটে পর্যটনের জন্য পরিকল্পনা খাতের ব্যয়, ২০১১-১২ অর্থবর্ষের অকিঞ্চিৎকর ৩৮ কোটি টাকা ও ২০১২-১৩ অর্থবর্ষের ৯০ কোটি টাকার থেকে একলাফে অনেকটা বাড়িয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে ১২০ কোটি টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য

(ক) কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে সাফল্য:—

- বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জে সার্কিট ট্যুরিজম প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্প বাবদ মোট অনুমোদিত ব্যয় ৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। **সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে** এবং সেইমতো ব্যয়-বিবরণ পাঠানো হয়েছে।
- গঙ্গা হেরিটেজ রিভার ক্রুইজ সার্কিট:— মোট অনুমোদিত ব্যয় ২০ কোটি ৪২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, যার মধ্যে প্রথম কিস্তি হিসেবে ১০ কোটি ২১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। প্রদত্ত অর্থের সবটাই ব্যয় করা হয়েছে।
- গন্তব্য ব্যারাকপুর:— মোট অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ২ কোটি ৭০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। **কাজ শেষ হয়েছে** এবং বরাদ্দ অর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের বিবরণ পেশ করা হয়েছে। ব্যারাকপুরের 'মালঞ্চ' পর্যটক আবাসে 'সঁ-এত্-লুমেয়ার'-কে একটি বড় কাজ বলে গণ্য করা যেতে পারে।
- উত্তরবঙ্গের প্রবেশ পথ (গেটওয়ে অব নর্থ বেঙ্গল):— মোট অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩ কোটি ২২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। বর্তমানে **৯০% কাজ হয়ে গিয়েছে**। ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার ব্যয়-বিবরণ পেশ করা হয়েছে।
- পূর্ব ডুয়ার্স সার্কিট টুরিজম:— এখনও পর্যন্ত মোট ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত টাকার সবটাই ব্যয় করা হয়েছে এবং সেইমতো রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।
- পূর্ব মেদিনীপুর সার্কিটে সমুদ্র সৈকত পর্যটনের বিকাশ:- মোট ৪ কোটি ৫১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছে। **সমস্ত কাজ শেষ হয়েছে**।
- বীরভূম জেলার বোলপুর, বক্রেশ্বর, নলহাটি সার্কিট পর্যটন ব্যবস্থার বিকাশ:—৫ কোটি ১৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৪ কোটি ২১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে।

(খ) রাজ্য পরিকল্পনার অধীনে রূপায়িত প্রকল্প:—

- গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রীদের জন্য ছাউনি ও সুলভ শৌচাগার নির্মাণ:— গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের সুবিধার্থে এই কাজ যথাক্রমে মোট প্রকল্প ব্যয় ৪৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭৯৩ টাকা এবং ৭৭ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭২৯ টাকায় **সম্পূর্ণ করা হয়েছে**।

- **তারকেশ্বরে আর্চ গেট নির্মাণ:— মোট ৩১ লক্ষ ২২ হাজার ৫৭০ টাকা ব্যয়ে কাজটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে।**
- কালিম্পং-এর তাশিডিং হিল টপে মর্গান হাউজের সংস্কার:—**৯০% কাজ হয়ে গিয়েছে**। প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত ব্যয় হল ১ কোটি ১০ লক্ষ ৪ হাজার ৫৩৭ টাকা।
- নিউদিঘায় উদয়পুর বেলাভূমির কাছে ৩৬টি সুইস কটেজ টেন্ট সরবরাহ ও নির্মাণ:— **সমস্ত কাজ শেষ হয়েছে**। মোট প্রকল্প ব্যয় ১ কোটি ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা।
- কলকাতার বাবুঘাটের জন্য পন্টুন সেতুর ব্যবস্থা, গ্যাংওয়ে নির্মাণ এবং নদীতীর কংক্রিটে বাঁধানো:— মোট অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় হল ১ কোটি ৬২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

(গ) অনুষ্ঠান ও প্রচারকার্য

নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ মেলা / উৎসব-এ পর্যটন দপ্তরের অংশগ্রহণ

কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ট্র্যাভেল টুরিজম ফেয়ার ২০১১, ২৬-২৭ আগস্ট ২০১১, আই সি সি আয়োজিত ট্র্যাভেল ইন্ডিয়া সামিট, আমেদাবাদ ও মুম্বইতে ট্র্যাভেল টুরিজম ফেয়ার (টি টি এফ) ২০১১, ইন্ডিয়া ইনটারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার (আই আই টি এফ), নয়া দিল্লি, ১৪-২৭ নভেম্বর ২০১১, ২০১১-১২ সালে দার্জিলিং অনুষ্ঠিত টি অ্যান্ড টুরিজম ফেস্টিভ্যাল, কলকাতার মিলনমেলা প্রাঙ্গণে বেঙ্গল লিড্‌স, ২০১২-র মার্চে ফুরফুরা শরিফে অনুষ্ঠিত ইসালে সাওয়াব।

পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন মেলা/উৎসব/রোড শো

প্রথম আন্তর্জাতিক ঘুড়ি উৎসব ২০১১, ২০১১ সালের দুর্গাপুজোয় মিলিটারি ব্যান্ড সহযোগে ডালহৌসি স্কোয়ার ও ইডেন গার্ডেন প্যাগোডায় আলোকসজ্জা, মুর্শিদাবাদের কাঠগোলায় ২০১১ সালের ১৭-১৮ ডিসেম্বর কাওয়ালি গানের প্রচার সহযোগে কাঠগোলা প্রাসাদ ভবনে মুর্শিদাবাদ উৎসব, ১৬-৩১ ডিসেম্বর, ২০১১ পার্ক স্ট্রিটে ক্রিসমাস উৎসব। এই উপলক্ষে পার্ক স্ট্রিট থেকে অ্যালেন পার্ক পর্যন্ত ক্রিসমাস ট্রি এবং আলোকসজ্জা সহযোগে সুসজ্জিত করা, দিঘা সমুদ্র-সৈকত উৎসব, ২০১২।

পর্যটন দপ্তর থেকে প্রকাশিত প্রচারপত্রাদি

দার্জিলিং ডায়েরি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত পুস্তিকা, বাংলা ভাষায় 'সব পেয়েছির দেশে', ইংরেজিতে 'ডেসটিনেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল', কালিম্পং সম্পর্কে পুস্তিকা, কলকাতার মানচিত্র, উত্তর কলকাতা (সুতানুটি অঞ্চল)-এর মানচিত্র।

পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন ভ্রমণ কর্মসূচি

সুতানুটি পরিক্রমা, রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ পরিক্রমা, গ্রামবাংলার নানা ঐতিহ্যশালী দুর্গাপুজো দর্শন, এম ভি মধুকর জলযানে গঙ্গাবক্ষে সান্ধ্য ভ্রমণ।

বিদেশের রোড-শো তে অংশগ্রহণ :—

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিস্‌কো ও সিয়াটেলে রোড-শো।
- ১১-১৩ অক্টোবর ২০১২ বাংলাদেশের ঢাকায় বাংলাদেশ ভ্রমণ ও পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ।
- মালয়েশিয়া, কুয়ালালামপুর ও সিঙ্গাপুরে রোড-শো।
- লন্ডনের ডব্লিউ টি এম (WTM) (২০১২)-এ গৌরবোদ্দীপ্ত অংশগ্রহণ যেখানে 'ইন্ডিয়া' প্যাভিলিয়নে 'থিম বেঙ্গল' ছিল প্রধান আকর্ষণ।
- ৬-১০ মার্চ বার্লিনের আই টি বি (ITB)-তে সক্রিয় অংশগ্রহণ
- এপ্রিল ৩০, ২০১২ থেকে ৮ মে, ২০১২ পর্যন্ত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী পালন।

ক. মুখ্য চালু প্রকল্প

- সি এফ এ পরিকল্পের অধীনে ডুয়ার্স মেগা টুরিজম সার্কিটের জন্য ৪৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছে।

- কলকাতার শহিদ মিনারের সৌন্দর্যায়ন; প্রকল্প ব্যয় ৪৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা।
- ২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির উন্নতিসাধন।
- গড়চুমুক পুরোনো বাংলোর বিকাশসাধন এবং হাওড়ায় আনন্দনিকেতন কৃষ্টিশালার উন্নয়ন। প্রকল্প ব্যয় ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫৮৩ টাকা।
- ফুরফুরা শরিফে দোতলা মুসাফিরখানা নির্মাণ। মোট অনুমোদিত ব্যয় ২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা।
- ঝাড়গ্রামে আদিবাসী জীবন-কেন্দ্রিক শিল্প সংগ্রহশালার বিকাশ। এটি ২৮ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার প্রকল্প।
- মায়াপুরে পন্টুন সেতু স্থাপনের জন্য কংক্রিটে বাঁধানো গ্যাংওয়ে নির্মাণ।
- দার্জিলিঙের বাতাসিয়া লুপে গোর্খা মিউজিয়াম নির্মাণ; প্রকল্প ব্যয় ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৬৭১ টাকা।
- পুরুলিয়ায় গ্রামীণ পর্যটন প্রকল্প: পুরুলিয়া জেলার জয়চণ্ডী পাহাড়, পাকবিদরা ও তেলকূপিঘাটে ৩টি আর টি পি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
- হংসেশ্বরী মন্দিরের সৌন্দর্যায়ন এবং হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় গাজি জাফর খান দরগার উন্নয়ন ও আলোকসজ্জা; প্রকল্প ব্যয় ২ কোটি ৫১ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৮০ টাকা।
- জলপাইগুড়ির বাতাবাড়িতে ১০টি কটেজ নির্মাণ; প্রকল্প ব্যয় ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।
- গঙ্গাসাগরে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট পর্যটন আবাস ও ২০টি কটেজ নির্মাণ। এই বৃহৎ প্রকল্পটি জন্য ব্যয় সর্বমোট ১২ কোটি টাকা।
- বাঁকুড়া জেলার ছাতনায় কটেজ, ডরমিটরি, রেস্তোরাঁ ও মুক্তমঞ্চ নির্মাণ; ব্যয় ৭৭ লক্ষ টাকা।
- গঙ্গাসাগর টি এল থেকে সাগর পয়েন্ট পর্যন্ত কংক্রিটে বাঁধানো ড্রাইভওয়ে নির্মাণ; প্রকল্প ব্যয় ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা।
- গঙ্গাসাগরের খালধারে ২৯টি শপিং কিয়স্ক নির্মাণ; প্রকল্প ব্যয় ৭৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।
- নাগরাকাটা, রাজাভাতখাওয়া ও মাদারিহাট রেল স্টেশনে ওয়েসাইডের সুযোগসুবিধা-সহ টি আই সি নির্মাণ; প্রকল্প ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা।
- পর্যটন দপ্তরের জন্য ই-গভর্ন্যান্স ও পোর্টাল সফ্টওয়্যার গড়ে তোলা; প্রকল্প ব্যয় ৩৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা।
- দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে পর্যটন আবাস নির্মাণ; প্রকল্প ব্যয় ৩ কোটি টাকা।
- লামাহাটায় কটেজ নির্মাণ।

অগ্রাধিকার ক্ষেত্র

দার্জিলিং, দিঘা ও সুন্দরবন

দার্জিলিং: বাতাসিয়া লুপের গোর্খা মিউজিয়াম, কালিম্পং-এর অর্কিড অভয়ারণ্য, দার্জিলিং-এর চা বুটিক ও চা মিউজিয়াম, পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজি পার্কের নবরূপদান, কালিম্পং ও কার্শিয়াংকে ঘিরে ৩০টির অধিক পরিকল্প, মিরিক ও গিদ্ধরি পাহাড়।

দিঘা: ৩৬টি সুইস কটেজ, উদয়পুরে রেস্তোরাঁ, উদয়পুর টুরিস্ট লজের নবরূপদান।

সুন্দরবন: সি এফ এ-র অধীনে ইতিমধ্যেই সুন্দরবনে ডেস্টিনেশন টুরিজম প্রকল্পের অনুমোদন, গঙ্গাসাগরে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট সাশ্রয়ী স্বল্পব্যয়ের পান্থনিবাসের অনুমোদন, পাথরপ্রতিমা ও রামগঙ্গায় অতিথি আবাসের উন্নয়ন।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারি (পি পি পি)

ডুয়ার্স অঞ্চলের অনাবিল সৌন্দর্য বিশিষ্ট গাজলডোবায় সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে তারকা হোটেল, স্বল্প মূল্যের সাশ্রয়ী হোটেল, আয়ুর্বেদিক স্পা, ভেষজ পার্ক, জলাশয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র, আতিথেয়তা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৮ হোল গল্ফ-কোর্স সম্বলিত পর্যটন হাব গড়ে উঠবে। অরণ্য, পাহাড়ের পাদভূমি ও তিস্তা নদী ঘেরা ডুয়ার্সে মোট ১৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কর্মকাণ্ড হবে। সাইলি ও কুঞ্জনগরে টুরিজম পার্ক তৈরির বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি পি আর) তৈরির কাজ সম্পূর্ণ, সুন্দরবনের ঝড়খালির জন্য প্রস্তাব প্রণয়ন, দার্জিলিং, টাইগারহিল, সিঞ্চেলে ৯ হোল গলফ্ কোর্স, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের দ্বারা মূল পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং জি টি এ-র দ্বারা সরকারি - বেসরকারি অংশীদারির নির্বাহ। সবুজদ্বীপের উন্নয়নের জন্য বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি পি আর) তৈরির কাজ চলছে।

কলকাতার সৌন্দর্যায়ন

কলকাতার অতিকায় নাগরদোলা (কলকাতা জায়ান্ট হুইল): সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি, পর্যটন বিভাগের তদারকিতে কলকাতা বন্দর সংস্থার জমি চিহ্নিতকরণ এবং নির্বাহের উদ্দেশ্যে নগরোন্নয়ন বিভাগকে সেই জমি হস্তান্তর।

কলকাতার নদীতীরের সৌন্দর্যায়ন: এই কাজ রূপায়ণের দায়িত্বে থাকা কলকাতা পুরসভাকে এই খাতে এই বর্ষে ৫ কোটি টাকা এবং পরবর্তী বর্ষে ১৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হবে। পূর্ত বিভাগের মাধ্যমে শহিদ মিনারের শোভাবর্ধন, ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলির উন্নয়ন ও আলোকিতকরণ: সি এফ এ-র অধীনে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যালবার্ট হল, জি পি ও, মেটকাফ হল, মহাকরণ, পার্ক স্ট্রিট সমাধিক্ষেত্র, কলকাতা পুলিস মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল (আলোক ও ধ্বনি) প্রভৃতি।

গ্রামীণ পর্যটন

রাজ্য বাজেটে নিম্নলিখিত পরিকল্পগুলি গৃহীত হয়েছে। পুরুলিয়া- পোকবিদ্রা, জয়চণ্ডী পাহাড় ও তেলকুপিঘাটে গ্রামীণ পর্যটনের বিকাশ, বাঁকুড়া- ছাতনায় গ্রামীণ পর্যটন প্রকল্প, পশ্চিম মেদিনীপুর- ঝাড়গ্রাম কারুকলা মিউজিয়াম।

ঐতিহ্যবাহী পর্যটন

কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলি আলোকিতকরণের মহা পরিকল্পনা তৈরির কাজ চলছে। দার্জিলিঙে সি আর দাস মিউজিয়াম, মহিষাদল রাজবাড়ি, গড় পঞ্চকোট রাজবাড়ি, ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি (পি পি পি মডেল) কে ঐতিহ্যবাহী পর্যটনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

রূপায়ণমুখী প্রকল্প

- হুগলি নদীর পশ্চিম তীরস্থ চন্দননগর, অন্যান্য স্থানগুলি এবং কলকাতার মতো ঔপনিবেশিক ইতিহাস সমৃদ্ধ জায়গাগুলিতে ঐতিহ্য পর্যটন ও সৌধগুলির পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান তৈরি হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের সহায়তায় রিভার-ক্রুজ ও জেটি তৈরির মাস্টারপ্ল্যান এবং প্রাথমিকভাবে সকল আবহাওয়ায় ব্যবহারের উপযোগী জেটি তৈরির জন্য ১০টি জমি চিহ্নিতকরণ।
- ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও এফ সি আই গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে আতিথেয়তা ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজা।
- জীবনধারণের উপায়গুলিকে বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে 'হুনার-সে-রোজগার-তক' পরিকল্পের রূপায়ণ।
- ধর্মীয় পর্যটনের কেন্দ্র হিসাবে গঙ্গাসাগরের উন্নয়ন।
- বৌদ্ধ পথচিহ্নের পরিচয় জ্ঞাপন।
- জলপাইগুড়ি, গড় পঞ্চকোট, পূর্ব মেদিনীপুরে গ্রামীণ পর্যটন এবং গ্রামীণ কারুশিল্পীদের হস্তশিল্পের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে ব্রতচারী কারুকলা গ্রামের বিকাশসাধন।
- পাথর প্রতিমা, সাগর ও হেনরি দ্বীপে বিচ - পর্যটনের বিকাশ

পরিবহণ বিভাগ

রাজ্য সরকারের অধিকারভুক্ত এলাকায়, পরিবহন ক্ষেত্রের সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত তথা রাস্তা, অন্তর্দেশীয় জলপথ এবং বায়ুপথের পরিকাঠামো সম্পর্কে পরিবহণ বিভাগ দেখাশোনা করে। এইসব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক এবং আইনি কাঠামো ও পরিবহণ বিভাগ সরবরাহ করে। লাইসেন্স এবং পারমিট প্রদান এই বিভাগের কাজের মধ্যে পড়ে। নতুন সরকারের কাছে, অপরিহার্য জনসেবা প্রদানকারী এই বিভাগের কাজকর্মের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে।

অর্জিত সাফল্য

(১) কলকাতার কসবায়, বিকেন্দ্রীভুত মোটর ভেহিকলস (পি ভি ডি) কার্যালয় জনগণের উদ্দেশ্যে খোলা হয়েছে।

(২) রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায়, ১৮টি নতুন বিকেন্দ্রীভুত "এআরটিও" কার্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে।

(৩) দমদমে "জে এন্ এন্ ইউ আর এম" প্রকল্পের অধীনে তৈরি নাগের বাজার উড়ালপুলটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জনগণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করেছেন।

(৪) এ জে সি রোডের উড়ালপুলটির বাঁ-দিক মুখী ঢালু রাস্তাটি জনগণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

(৫) রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন রাজ্য পরিবহণ নিগমের বিভিন্ন ডিপো/টার্মিনাসের একত্রীকরণ এবং আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান তথা রাজ্য পরিবহণ নিগমসমূহকে কাজ চালানোর জন্য যে বিপুল অর্থ বিগত বছরগুলিতে রাজ্য সরকার খরচ করেছেন— তার একাংশ তুলে নেবার ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকারকে সক্ষম করে তোলার জন্য, রাজ্য পরিবহণ নিগম সমুহের বিভিন্ন ডিপো/টার্মিনাসের যে জমি রয়েছে, সেই সব জমির সর্বাধিক কাম্য উপায়ে ব্যবসায়িক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সিটিসি এবং সিএসটিসি-র অধীনে ৭টি ডিপোর ৪১১ কাঠা জমির ক্ষেত্রে, চূড়ান্ত আরএফপি (মূল্যজ্ঞাপন পত্র) সংক্রান্ত কাগজপত্র, অর্থ বিভাগ, এল এবং এলআর বিভাগ এবং মহামান বিধি নির্দেশক (এল.আর.) খতিয়ে দেখছেন।

(৬) রাজ্য পরিবহণ নিগম সমূহের কাজকর্মের মসৃণগতির জন্য, তিনটি রাজ্য পরিবহণ নিগমকে যথা, "সিএসটিসি", "সিটিসি লিমিটেড" এবং "ডব্লু বি এস টি সি লিমিটেড" কে মিলিয়ে দিয়ে একটি নিগমে পরিণত করার জন্য নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে একত্রীকরণ-পূর্ব কৌশল রচনার জন্য সমীক্ষা চালানোর উদ্দেশ্যে, "মেসার্স জোনস্ লঙ লা সাল্লেকে "নির্বাহ উপদেষ্টা" হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে নির্বাহ উপদেষ্টার আরম্ভ সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা পড়েছে।

(৭) হাওড়া স্টেশনের পুরোনো এবং নতুন উভয় টার্মিনাল থেকে শুরু হওয়া মোটর গাড়ির রাস্তা থেকে বিভিন্ন জায়গায় যাবার জন্য বাতানুকূল ভলভো বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড হারবার, বারাসত থেকে সলপ, ইউনিটেক থেকে এসপ্ল্যানেড, সল্টলেক থেকে ডানকুনি অবধি বাতানুকূল বাস পরিষেবারও উদ্বোধন করা হয়েছে।

(৮) উত্তরবঙ্গে অবস্থিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনস্থলের মধ্যে তথা রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পশহরগুলির মধ্যে দ্রুত এবং মসৃণ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ১৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য মাননীয় মন্ত্রী, শিল্পপতি, বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যক্তিবর্গ, পর্যটন ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে রাজ্য সরকার এবং "পবনহংস লিমিটেড"-এর মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র (মউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৯) কোচবিহার বিমানবন্দরটির বর্তমান রানওয়েটিকে বড় বিমান চলাচলের উপযুক্ত করার জন্য বর্ধিত করা হবে। ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের (এ.এ.আই) জমা দেওয়া প্রস্তাব অনুযায়ি, "মোরা তোর্সা" নদীর উপর বক্স কালভার্ট তৈরির ক্ষেত্রে—যার প্রকল্প ব্যয় ২৫.৬২ কোটি টাকা তার প্রশাসনিক অনুমোদন মিলেছে। এই প্রকল্প ব্যয়ের ৩০ শতাংশ "ওটিএসিএ" হিসাবে যোজনা কমিশন বহন করবে এবং বাকি ৭০ শতাংশ ব্যয় বহন করবে পরিবহণ বিভাগ। যোজনা কমিশনের উপদেশ অনুসারে সেচ ও জলপথ বিভাগের চূড়ান্ত পরীক্ষান্তে অনুমোদন বিষয়টির কাজ এগিয়ে চলেছে।

(১০) অন্তর্দেশীয় নৌ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে, নিম্নলিখিত স্থানগুলির মধ্যে খেয়া পরিষেবা শুরু করা হয়েছে।

ক) বিএনআর. থেকে শালিমার।

খ) উলুবেড়িয়া থেকে বজবজ।

গ) আদ্যাপীঠ থেকে বেলুড়মঠ, বাগবাজার, হাওড়া।

(১১) হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে, লেবুখালি এবং দুলদুলির মধ্যে "এলসিটি" পরিষেবার কাজকর্মের জন্য একটি মালবোঝাই বহন জলযান (এলসিটি) নির্মাণের উদ্দেশ্যে, "ডব্লু বি এস টি সি লিমিটেড" এর অনুকুলে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

(১২) "এন এস সি বি আই" বিমানবন্দর, কলকাতা, হাওড়া স্টেশন এবং অন্যান্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নগরপালের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রিপেড ট্যাক্সি বুথের এক নতুন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

(১৩) ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে ১১৯২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা; যা কিনা পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব সংগ্রহের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি।

গুরুত্বপূর্ণ আইনি সংস্কার

ক্রমিক সংখ্যা	লক্ষ্য	সম্পাদন
১)	পশ্চিমবঙ্গে "প্রি-পেড" ট্যাক্সি বুথ সংক্রান্ত কাজকর্মে মসৃণ গতি আনা	১৩ টি "প্রিপেড" ট্যাক্সি বুথের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নগরপালের প্রস্তাবের জন্য ১২ এপ্রিল ২০১৩ সালে বিশদ নির্দেশিকা মুলনীতি প্রকাশিত হয়।
২)	তিনটি অঞ্চলে বিস্তৃত এরূপ যাত্রী পরিবহন সংক্রান্ত পারমিট এস টি এ থেকে আর টি এ-তে বিকেন্দ্রীকরণ	পারমিট প্রদান ব্যবস্থাকে ক্রেতা-বান্ধব তথা জেলাতে পাওয়া যাবে, এরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ৮ই মার্চ ২০১৩ তারিখে আদেশ প্রকাশিত হয়।
৩)	গাড়ির নতুন মডেলের অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাজ্য স্তর থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য গাড়ির নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত পদ্ধতিকে আরও সহজ করার উদ্দেশ্যে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে সরকারি আদেশ প্রকাশিত হয়েছে।
৪)	গ্রামীণ পরিবহণে উন্নতি	"পিএমজিএসআই" তে নতুন স্টেজ ক্যারেজ পারমিট প্রদানের ক্ষেত্রে "এসটিএ" কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে একটি আদেশ প্রকাশ করে।

নগরোন্নয়ন বিভাগ

নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই যোজনা খাতে বরাদ্দ অর্থের যথাযথ ও দ্রুত ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকরী নগর পরিকল্পনা এবং নাগরিক পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করে নগরোন্নয়ন বিভাগ আন্তরিকভাবে তার কর্মধারা বহুধা বিস্তৃত করেছে এবং এই বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান ও বিধিবদ্ধ সংস্থার পরিকল্পনা খাতে বিধৃত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণকে ত্বরান্বিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

১। কে এম ডি এ-র প্রধান উদ্যোগ জওহরলাল নেহেরু জাতীয় নগরোন্নয়ন মিশন :

সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া প্রকল্প

- বাঁশবেড়িয়া পুরসভার জন্য ঝড়জলের কারণে জমাজল নিকাশি পরিকল্প।
- বিধাননগর পুরসভার জন্য ঝড়জলের কারণে জমাজল নিকাশি পরিকল্প।
- হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার জন্য ঝড়জলের কারণে জমাজল নিকাশী পরিকল্প।
- সল্টলেক সেক্টর ৫-এ পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পরিচালন।

. চালন।

- নৈহাটি, হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া, গয়েশপুর শহরগুলিতে এবং কল্যাণীর উন্মুক্ত এলাকায় ২৪ ঘন্টা জল সরবরাহ পরিকল্প।
- খড়দহ, পানিহাটি, উত্তর দমদম, দমদম ও দক্ষিণ দমদম এলাকার মধ্যে পয়ঃ প্রণালীর ময়লা নিষ্কাশনের জন্য আন্ত-পুরসভা পরিকল্প।
- টালা-পলতার জন্য একান্তভাবে ব্যবহারযোগ্য ট্রান্সমিশন মেইন।
- বেকবাগানে এ জে সি বোস রোড উড়ালপুল সংযোগকারী রাস্তার উত্তরগামী বাঁ দিকে বাঁক নেওয়ার জন্য র‍্যাম্প নির্মাণ।
- ডানলপে পি ডব্লু ডি রোড ও বি টি রোডের সংযোগস্থলে একমুখী উড়ালসেতু নির্মাণ (পর্যায়-১)।

জে এন এন ইউ আর এম-এর ইউ আই জি-র অধীনে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প ঃ

২০১১-১২-বর্ষে ১,৩৪৪ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্পন্ন মোট ১২টি প্রকল্পকে অনুমোদন দেওয়া হয়; এদের মধ্যে ১০টি কে এম ডি এ এলাকায় ও অপর ২টি আসানসোল আরবান অ্যাগলোমারেশন-এর (এ ইউ এ)।

অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রধান সাফল্য

- রাজডাঙায় রাসবিহারী কানেকটরের উপর গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম।
- বাঘাযতীন রেল স্টেশনের কাছে (শিয়ালদহ-বারুইপুর শাখা)ই এম বাইপাসের উপর তিন লেনের দ্বিতীয় রোডওয়ে ওভারব্রীজ নির্মাণ।
- বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলি টাউনশিপে 'বেণুবনচ্ছায়া' ওয়াটার পার্ক নির্মাণ।
- বৈদ্যবাটী পুরসভার অন্তর্গত হাতিশালা ঘাটে দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি সহকারে ইলেক্ট্রিক চুল্লিটির আমূল সংস্কার।
- রবীন্দ্র সরোবরের ওয়্যার হাউসটির মেরামতি ও সংস্কার এবং নিসর্গ-আলোকসজ্জা (landscape lighting)
- বিধাননগর পুর বিদ্যালয়ের ও উন্নয়ন ভবনের কাছে আইল্যান্ডগুলির সৌন্দর্যায়ন।
- ব্যারাকপুরে পে এন্ড ইউজ শৌচালয় নির্মাণ

২। কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের উদ্যোগ

- কে আই টি কর্তৃক অহীন্দ্র মঞ্চের সংস্কার ঃ- ভবন মেরামতি, বৈদ্যুতিক কাজকর্ম, শব্দ প্রক্ষেপনে ব্যবস্থা, মঞ্চের আলোকসজ্জা, প্রেক্ষাগৃহ সংস্কার ও মঞ্চ অলঙ্করণের কাজ অগ্রগতির পথে, বাতানুকুল ব্যবস্থার পুনর্গঠনও সম্পূর্ণ।
- রবীন্দ্রসরোবরের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন।

৩) পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লু বি এইচ আই ডি সি ও-র উদ্যোগ

- নিউটাউনের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা (সি বি ডি)য় একটি আন্তর্জাতিক অর্থতালুকের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

● এই সময়ের মধ্যে নিউটাউনের কেন্দ্রস্থলে একটি পরিবেশবান্ধব উদ্যান পরিকল্পনা, নক্সা প্রস্তুত, রূপায়ণ ও জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

● নিয়মিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রতীর্থ রূপায়িত ও উন্মুক্ত হয়েছে।

● রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল, দক্ষিণ দমদম ও বিধাননগরের অংশবিশেষ, উত্তর ২৪ পরগণার রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতি ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙ্গর-২ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার সুসমঞ্জস উন্নয়নের জন্য পরিকাঠামো সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট খরচের পরিমাণ ১৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা (২০১২-১৩ তে খরচ হয়েছিল ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা)।

৪। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ (এইচ ডি এ)-র উদ্যোগ

● ২৭টি শিল্প ও হলদিয়া পুরসভার অধিবাসীবৃন্দের চাহিদা মেটাতে বাসুদেবপুরে আনুমানিক হিসাবে ৬৪ কোটি ৭ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ে নতুন পাম্প হাউস ও পরিস্কার জলের রিজার্ভার নির্মাণ।

● জাতীয় সড়ক-৪১ এর উপর ব্রজলালচক থেকে রাণীচক পর্যন্ত ৬.৪ কিমি লম্বা রাস্তায় এল ই ডি আলো লাগিয়ে ৩ কোটি ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিবেশ-বান্ধব আলোকসজ্জা প্রকল্প রূপায়ণ।

● মোট ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এইচ পি এল সংযোগকারী রাস্তা (৬.৩ কিমি দীর্ঘ) য় এল ই ডি আলো লাগানো।

● জাতীয় সড়ক-৪১-এর উপর হলদিয়া শহরে ঢোকার মুখে ব্রজলালচকে 'গেটওয়ে টু হলদিয়া টাউন'-স্থাপত্যটি সম্পূর্ণ হওয়ার পথে।

● আনুমানিক হিসাবে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নন্দীগ্রাম-হলদিয়া ফেরি চলাচলের জন্য নন্দীগ্রামের কেন্দুমারিতে জেটি ও পন্টুন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৫। দীঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ (ডি এস ডি এ)-র উদ্যোগ

● নতুন দিঘায় ওড়িশা সীমান্ত বরাবর ৬৬টি দোকানঘর সমেত কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ড নির্মাণ।

● পুরোনো দিঘায় সমুদ্রসৈকতের কাছে বে-কাফে ভবনের সাথে সৈকতাবাস পর্যটন কেন্দ্রটির উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন।

● ঘেরসাই থেকে ওড়িশা সীমান্ত পর্যন্ত এবং মোহনা রোড (৬কিমি দীর্ঘ) বরাবর রাস্তার দুইপাশে সৌন্দর্যবর্ধক ত্রিফলা আলো বসানো।

● আই সি জেড এম পি-র অধীনে দিঘায় নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজে দ্রুত অগ্রগতি।

● দিঘা, শঙ্করপুর, তাজপুর ও মন্দারমণিতে ৫১টি মৌজায় 'টোটাল স্টেশন' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জমি জরিপের কাজ সম্পূর্ণ।

৬। শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ (এস এস ডি এ)-র উদ্যোগ ঃ-

● 'প্রান্তিক টাউনশিপে' কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

● প্রান্তিক টাউনশিপে অতিথিশালা ভবন এবং গোয়ালপাড়ায় বৃদ্ধাবাস নির্মাণ-এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৭। বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদ (বি ডি এ)-র উদ্যোগ

● বর্ধমানে মেডিকাল কলেজ ও হাসপাতালে, পে এন্ড ইউজ শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

৮। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ (এস জে ডি এ)-র উদ্যোগ

● শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে উত্তরবঙ্গ বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগের অফিস কমপ্লেক্স, বিবেকানন্দ ভবন নির্মাণ।

● শিলিগুড়ির এন জে পি-তে ইনল্যান্ড কনটেনার ডিপোর উন্নয়ন।

● দার্জিলিং-এর বিধাননগর-এ আনারস উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণ।

● জলপাইগুড়ির মালকানি হাটের বিকাশসাধন ও পান্তাপাড়ায় বাস টার্মিনাস নির্মাণ।

৯। জয়গাঁও উন্নয়নে পর্ষদ (জে ডি এ)-এর উদ্যোগ

● জয়গাঁও উন্নয়ন পর্ষদের এলাকাধীন বিভিন্ন স্থানে গভীর নলকূপ খননের মাধ্যমে ১০টি ক্ষুদ্র জল সরবরাহ প্রকল্প কার্যকরী করা।

১০। ই-গর্ভন্যান্স সংক্রান্ত উদ্যোগ

● নগরোন্নয়ন বিভাগে 'ফাইল ট্র্যাকিং সফ্‌টওয়্যার' স্থাপন।

● নগরোন্নয়ন বিভাগে 'ফান্ড ফ্লো সফ্‌ওয়্যার' স্থাপন।

● পশ্চিমবঙ্গের হিডকো ও এন কে ডি-এ দপ্তরে বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা চালু করা।

১১। এন জি আর বি এ -র অধীনে সাফল্য

● রিষড়া, চন্দননগর, নৈহাটি, বালি, পানিহাটি, টিটাগড়, উত্তর ব্যারাকপুর, উত্তরপাড়া-কোতরং ও কোন্নগরে নদীমুখ উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে।

১২। বিধাননগরে উদ্যোগ ঃ-

● **সম্পূর্ণ হওয়া পরিকল্পগুলির মধ্যে পড়ে ঃ-** ল্যান্ডরিফ অ্যান্ড টেন্যানসি ট্রাইবুনাল বিল্ডিং-এর ৬ষ্ঠ তল নির্মাণ, বর্তমান জল-নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, এইচ এ আই এ ব্লকে ফুটপাথ নির্মাণ এবং ব্লক-ডি ই, সেক্টর-১, সল্টলেকে অবস্থিত বিভাগের ইনসপেকশন বাংলোর বহির্ভবনটির নির্মাণ।

১৩। নগরোন্নয়ন বিভাগের নীতিগত উদ্যোগ

● সল্টলেকে জমির প্লট হস্তান্তরের জন্য হস্তান্তর ফি চালু করা।

● যে কোনো জমি বিলির ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ অথবা চেয়ারম্যান কোটার অবলুপ্তি।

● গঙ্গাসাগর এর জন্য বিশেষ পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে এবং গঙ্গাসাগর উন্নয়ন-পর্ষদ গঠিত হয়েছে।

● রঘুনাথপুর শিল্পযোজিত এলাকায় জমি ব্যবহার উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণে সম্পর্কিত পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেছে এবং জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

● হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের আওতাধীন ক্ষেত্রটি সম্প্রসারিত হয়েছে।

২০১৩-১৪-র জন্য রূপায়ণমুখী কর্মপ্রকল্প

জে এন এন ইউ আর এম

১. ইউ আই জি ঃ

● কল্যাণী রেলওয়ে স্টেশনে বাস টার্মিনাস।

● কলকাতায় আদিগঙ্গার উৎসস্থলে ই এম বাইপাসের উপর কামালগাজি চৌমাথায় ৪ লেনের ফ্লাইওভার।

● উলুবেড়িয়া পুরসভার জন্য জল সরবরাহ প্রকল্প।

● টিটাগড় ও খড়দা পুরসভার জন্য অ্যাগু পুরসভা জল সরবরাহ প্রকল্প।

● সোদপুর থেকে এমবি রোড পর্যন্ত ব্যারাকপুর, কল্যাণী, ডানকুনি এক্সপ্রেস রোড।

● মধ্যমগ্রাম ও বারাসাত পুরসভার জন্য ঝড়বৃষ্টির কারণে জমাজল নিকাশি ব্যবস্থা।

২. বি এস ইউ পি

● হালিশহর, ভাটপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, চন্দননগর ও কলকাতায় ৬,০০০টি বাসস্থান ইউনিট তৈরি করা হবে। রাজ্য যোজনা তহবিল থেকে প্রকল্পগুলির ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

এইচ ডি এ

● নন্দীগ্রাম বাইপাস নির্মাণ।

এস জে ডি এ

● দুইধারে অভিমুখী (অ্যাপ্রোচ রোড) রাস্তা-সহ ৫ম মহানন্দা সেতু নির্মাণ।

কে আই টি

● নজরুল মঞ্চের আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন।

এইচ আই ডি সি ও

● কাজী নজরুল ইসলামের উপর গবেষণা ও পঠনপাঠনের জন্য 'নজরুলতীর্থ' গঠন।

এন জি আর বি এ

● কল্যাণী, গয়েশপুর, হালিশহর, মহেশতলা, খড়দহ, গারুলিয়া, পানিহাটি, বরাহনগর, কামারহাটি, বজবজ ও ব্যারাকপুরে সুসংবদ্ধ পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা।

জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে সেচ পরিষেবা পৌঁছে দেবার মূল দায়িত্ব জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ (ডব্লু আর আই অ্যান্ড ডি ডি)-এর। সেই জন্য রাজ্যের জলসম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়ণের কাজটি এই বিভাগ-এর হাতে ন্যস্ত। মাঠে খাল খনন পরিকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে প্রধান সেচ প্রকল্পগুলির আওতাভুক্ত এলাকার উন্নয়ণের ব্যাপারেও এই বিভাগ দায়বদ্ধ।

মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৩-পর্যন্ত সম্পাদিত কাজ

- ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ সম্ভাবনা সৃষ্টির পরিমাণ ৫৪ হাজার ৩৫৩ হেক্টর
- কাজ শেষ করে সুবিধাপ্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া মোট ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পের সংখ্যা বর্তমানে ৩,৭৮৪।
- মূল ক্ষেত্র (Core sector), আর আই ডি এফ, এ আই বি পি, এ ডি এম আই, সি এ ডি অ্যান্ড ডব্লু এম প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে যোজনা তহবিল থেকে মোট অনুমিত খরচের পরিমাণ প্রায় ২০৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা।
- কেন্দ্রীয় সাহায্যপুষ্ট সি এ ডি অ্যান্ড ডব্লু এম কর্মসূচির অধীনে ৪টি সি এ ডি এ-যেমন দামোদর উপত্যকা, কংসাবতী, ময়ূরাক্ষী ও তিস্তা-র জলকে ফিল্ড চ্যানেল তৈরি করে সুনিশ্চিত সেচের আওতায় আনা হয়েছে প্রায় ১০৭৫০ হেক্টর সিসিএ। ২০১৩-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১২২টি নথিভুক্ত হয়েছে।
- 'জল ধরো জল ভরো' কর্মসূচির অধীনে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সহযোগিতায় MGNREGA-র আওতায় থাকা কর্মসূচিগুলির সঙ্গে একযোগে ৫০,০৮০টির বেশি জল সংরক্ষণ ও জল সঞ্চয়ের উপযোগী কাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। MGNREGA-র অধীনস্থ ১১৬টি জলাশয় পুনর্খননের ভার হাতে নিয়েছে জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ এবং এই কাজের আনুমানিক ব্যয় ১২ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। ১৫টি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ১৫টির কাজ চলছে। আনুমানিক ৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় ও ২ লক্ষ ৭১ হাজার শ্রমদিবসের বিনিময়ে ২৯টি দীঘির পুনর্খননের কাজ হবে বলে অনুমোদন পাওয়া গেছে। কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রথম সারির দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে, হোর্ডিং, সাইকেল র‍্যালি, বিভিন্ন ভাষায় নির্মিত তথ্যচিত্র ও মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘসময় ধরে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অভিযান চলেছে।
- অনুমিত ১,৩৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত ১ লক্ষ ৩৯ হাজার হেক্টর CCA সৃষ্টির জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ত্বরিত উন্নয়ন সম্ভব করতে বিশ্বব্যাঙ্কের

দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প চালু করা হয়েছে, ৩৮৮টি বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (DPR) প্রস্তুত করা হয়েছে, দরপত্র আহ্বান ও রূপায়ণের কাজ চলছে। সহায়ক সংস্থাগুলির দ্বারা ৩১৬টি জল ব্যবহারকারী সমিতি গঠিত হয়েছে, এদের মধ্যে ১৭৯টি নিবন্ধীকৃত।

• কেন্দ্রীয়ভাবে পোষিত ত্বরিত সেচ সুবিধা কর্মসূচি (AIBP)-র অধীনে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় ২৬টি ভূতল ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং ১,৮০৪ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্র সেচ সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হয়েছে।

• ২৫টি কৃত্রিম জলপূরণ ও বৃষ্টির জল সঞ্চয় পরিকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। ১০টির কাজ চলছে এবং রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিকার ১৮টি পরিকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে।

• গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল-এর অধীনে ১,৭৯৭ টি বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে ২৯,৬৩১টি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র সেচ সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হয়েছে।

• মূল ক্ষেত্র (Core Sector)-এ ৪১৩টি বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পের স্থাপনের মাধ্যমে ২,৯৯৯ হেক্টর অতিরিক্ত ক্ষুদ্র সেচ সম্ভাবনা তৈরি করা হয়েছে।

• জঙ্গলমহলে এককালীন অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা কর্মসূচির অধীনে ৫২০ হেক্টর অতিরিক্ত সেচ সম্ভাবনা সহ ২৬টি পরিকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ৩৭টির কাজ চলছে। ১,৪৩৯ সেট জল সিঞ্চন যন্ত্র (Sprinkler) সংগ্রহ করা হয়েছে।

• জঙ্গলমহলে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (RKVY-Stream-II)-র অধীনে ১,১৯২ হেক্টর অতিরিক্ত সম্ভাবনাসহ ৬৬টি বৃষ্টির জল সঞ্চয় পরিকল্পের কাজ শেষ হয়েছে ও ১৩টির কাজ চলছে।

• সুসংহত কর্মপরিকল্পনা (IAP)-র অধীনে ১,৭৯০ হেক্টর অতিরিক্ত সেচ সম্ভাবনাসহ ৩২টি বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্রসেচ পরিকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে ও ৪৫টির কাজ চলছে।

• সবুজ বিপ্লব (পর্যায়-১ ও পর্যায়-২)-এর অধীনে ১১,০০৪ হেক্টর অতিরিক্ত সেচ সম্ভাবনাসহ ৯১৭টি STW (D) পরিকল্প ও ১১০ কিমি জমি-খাল (Field Channel) খননের কাজ শেষ হয়েছে।

মে ২০১১-মার্চ ২০১৩-সময়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য

• ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে এই বিভাগ আরও বেশি পরিমাণে বৃষ্টির জলসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করেছে। 'জল ধরো জল ভরো' কর্মসূচি বিভিন্ন স্তরে চালু করা হয়েছে। যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ বছরে ৫০ হাজার জলাশয় খনন/পুনর্খনন করার, সেখানে ২ বছরের কম সময়ে ৫০ হাজার ২৮টি জলাশয়ে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপ্রকল্প

• দ্রুত সেচ সংক্রান্ত সুবিধা কর্মসূচি (AIBP)-র অধীনে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় ৪৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়সম্পন্ন ভূতলস্থিত ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পের প্রস্তাব-এর উপর ৯২টি বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (DPR) ভারত সরকারের জলসম্পদ মন্ত্রকের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। এর ফলে ৬২৬৫ হেক্টর অতিরিক্ত সেচ-সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

• এককালীন অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা কর্মসূচির অধীনে ১২৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আনুমানিক ব্যয়-সম্পন্ন ১৫২৭টি বিভিন্ন ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্প (পর্যায়-১ ও পর্যায়-২) বিশিষ্ট একটি প্রস্তাব ভারত সরকারের উন্নয়ণ ও পরিকল্পনা মন্ত্রক যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

নারী উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ বিভাগ সমাজের দুর্বলতর এবং সহজেই বঞ্চনা ও অন্যায়ের শিকার হওয়া মানুষদের, বিশেষতঃ মহিলা, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, অক্ষম, ভবঘুরে, অবসর প্রাপ্ত সৈনিক এবং তাদের পরিবারবর্গের কল্যাণের জন্য তৃণমূলস্তরে নানা উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে। মূলতঃ তিনটি ক্ষেত্রে এই বিভাগ মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে থাকে

ক) নারী উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়ন।

খ) সামাজিক কল্যাণ।

গ) প্রতিবন্ধী কল্যাণ।

ক) মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি

কন্যাশ্রী প্রকল্প ঃ এটি অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল পরিবারের কিশোরী মেয়েদের লেখাপড়া ও সার্বিক কল্যাণের জন্য ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চালু করা এই বিভাগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প।

এই ক্ষেত্রটির দুটি অংশ আছেঃ—

১) স্কুলে পাঠরতা সব অবিবাহিত মেয়েদের জন্য বছরে ৫০০ টাকার বৃত্তি।

২) ১৮ বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়েদের জন্য এককালীন ২৫ হাজার টাকা অনুদান (নির্দিষ্ট কিছু বিদ্যালয় ও কলেজে এই প্রকল্প কার্যকর)।

গার্হস্থ্য হিংসার হাত থেকে মহিলাদের সুরক্ষা ঃ ২০০৫ সালের "Protection of Women from domestic violence Act" এর অধীনে সমস্ত জেলাগুলিতে মোট ২০ জন সুরক্ষা প্রদানকারী আধিকারিকদের মাধ্যমে নারীসুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

সবলা — ICDS কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ৬টি জেলায় (কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, মালদা, কলকাতা, পুরুলিয়া) কার্যকরী এই প্রকল্পটি মূলতঃ বয়ঃসন্ধির কিশোরীদের জন্য। "Take home ration" পদ্ধতিতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে এদের 'তৈরি খাবার' সরবরাহ করা হয়।

ইন্দিরা গান্ধী মাতৃত্ব সহযোগ যোজনা (IGMSY)

অন্তঃসত্ত্বা মহিলা, নবজাতক এবং স্তন্যদাত্রী মায়েদের শারীরিক পুষ্টি এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নের জন্য এই প্রকল্পে কার্যকর করা হয়েছে। বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া এই দুটি জেলায় আপাতত এই প্রকল্পের কাজ চলছে। এই প্রকল্পের অধীনে অন্তঃস্বত্ত্বা ও স্তন্যদাত্রী মহিলা এবং উনিশ বছরের বেশী বয়সের মেয়েদের ৪ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য কল্যাণ অনুসন্ধান এবং উপদেষ্টা সমিতি (State Welfare Inspection and Monitoring Committee)—

এই সমিতি গঠন করা হয়েছে এপ্রিল ২০১২ তে। বিভিন্ন সরকারি "হোম" পরিদর্শন করা এবং সেখানকার দৈনন্দিন কাজকর্মের তদারকি করা এই সমিতির কাজ।

মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশানুসারে

যৌনকর্মীদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা ঃ

২০১২-১৩ সালে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশানুসারে রাজ্যসরকার যৌনকর্মীদের পুর্নবাসনের জন্য এই কমিটিকে ৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছে।

পুর্ণশক্তি কেন্দ্র — শিশুদের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান লিঙ্গ অনুপাত মোকাবিলা করার জন্য এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। নারীকল্যাণমূলক একটি দিশারি প্রকল্প চালু করার জন্য মোট ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে বাছা হয়েছে (মালদা ও পূর্ব মেদিনীপুরের)।

নারীর ক্ষমতায়ন মিশন (Mission for empowerment of Women) বা SMA - মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মোট ১৪ জন মন্ত্রীকে নিয়ে ২০১২ সালে এই মিশন গঠিত হয়।

এই মিশন কে সহায়তা প্রদানের জন্য SRCW / "স্টেট রিসোর্স সেন্টার ফর ওম্যান" স্থাপন করা হয়েছে।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য রাজ্যের গৃহীত নীতি — সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গই প্রথম রাজ্য যে এই নীতি প্রণয়ন করেছে।

সঙ্কট মোকাবিলার "ওয়ানস্টপ" সেন্টার ঃ (One Stop Crisis Centre)ঃ— গার্হস্থ্যহিংসার এবং যৌন নির্যাতনের শিকার মহিলাদের মানসিক, আইনি এবং ডাক্তারি সহায়তা যোগানোর জন্য-একটি সর্বাত্মক (Comprehensive) পরিচর্যা কেন্দ্র গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একে অপরের সাথে সংযুক্ত এক বিস্তৃত "এজেন্ট" বা প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে এই কাজ সম্পাদিত হবে।

খ) সামাজিক উন্নয়ন

ভবঘুরে, বৃদ্ধ, অক্ষম, বয়স্ক এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিভাগকে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ভবঘুরে কল্যাণ ঃ ৩ হাজার ভবঘুরে আবাসিক নিয়ে রাজ্যে মোট - ১০টি ভবঘুরে "হোম" তৈরি করা হয়েছে। উদ্দেশ্য—ভিক্ষা করা এবং ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ করা।

ভবঘুরে হোমের বাসিন্দাদের দৈনিক মজুরী বা বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি ঃ ১৯৯৪ সালে স্থির হওয়া ভবঘুরে হোমের বাসিন্দাদের দৈনিক মজুরী ৪ টাকা ১০ পয়সা বাড়িয়ে ২০১২-১৩ বর্ষে করা হয়েছে ৪০ টাকা।

সিসিটিভি ক্যামেরা ঃ এদের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য ২০১২-১৩ বর্ষে সবকটি ভবঘুরে হোমে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

বৃদ্ধাশ্রম ঃ সরকার পরিচালিত একটি বৃদ্ধাশ্রম সমেত রাজ্যে মোট ৩৮টি অসরকারি সংস্থা (NGO) পরিচালিত বৃদ্ধাশ্রম রয়েছে।

বাড়ি-সহ নতুন আশ্রয়স্থল ঃ ২০১১-১২ বর্ষে কলকাতা, আসানসোল এবং হাওড়ার গৃহহীনদের জন্য নতুন আশ্রয়স্থল গড়ে তোলা হয়েছে। অসরকারি সংস্থা বা বিভিন্ন NGO রয়েছে এর পরিচালনায়।

গ) প্রতিবন্ধী কল্যাণ ঃ প্রতিবন্ধী মানুষদের কল্যাণ এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই দপ্তর নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এগুলি হল প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাদের জন্য সপ্তাহে একদিন ডাক্তারি বোর্ড এর ব্যবস্থা করা, এদের জন্য প্রয়োজনীয় কৃত্রিম অঙ্গ সহায়তার বন্দোবস্ত করা এবং প্রতিবন্ধী ছাত্রদের বৃত্তি এবং বয়স্কদের জন্য পেনশন চালু করা।

সাফল্য

প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি দপ্তরগুলিতে ৩% আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঃ ২০১৩ র প্রথমদিকে রবীন্দ্রসদনে যথেষ্ট আড়ম্বর সহকারে এই দিবস পালিত হয়।

বিবেকানন্দ পুরস্কার ঃ 'সবলা'র আওতাধীন সুবিধাভোগীদের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজ্য ও জেলা স্তরে কৃতীদের জন্য যথাযথ পুরস্কারের ব্যবস্থাও করা হয়।

প্রতিটি হোমে আবাসিক রক্ষী, রাধুনি ও চিকিৎসা আধিকারিকদের জন্য শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে।

অনেক হোমের সংস্কার এবং মেরামতির কাজ চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকার পরিচালনাধীন হোমগুলির জন্য বরাদ্দ ভর্তুকিপ্রাপ্ত গ্যাস সিলিন্ডারের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

কলকাতা, হাওড়া এবং আসানসোলে গৃহহীন ব্যক্তিদের জন্য মোট ৩৮টি নৈশাবাস খোলা হয়েছে এবং এই দপ্তর কলকাতার বেলেঘাটায় একটি আশ্রয় গৃহ (Shelter home) তৈরির জন্য ৮০ লাখ টাকা ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে বরাদ্দ করেছে।

পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা এবং নদিয়া সহ মোট ছটি জেলাতে ২০১১-১২ অর্থবর্ষ থেকে পরীক্ষামূলক ভাবে "সবলা" প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর অধীনে বয়ঃসন্ধির কিশোরীদের-তৈরি খাবার দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য এককালীন আর্থিক পুর্নবাসন অনুদান এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর আওতায় প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য সরকারি বরাদ্দ অর্থ যা ২০১১-১২ বর্ষে ছিল ১ হাজার টাকা তা ২০১২-১৩ বর্ষে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০ হাজার টাকা।

বিধবা ভাতা সুবিধাভোগী প্রকল্পের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এর আওতায় সকল "Single Woman" বা একাকী নারীকে (বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্ন, অবিবাহিতা, পরিত্যক্ত মহিলা) নিয়ে আসা হয়েছে। একইসঙ্গে চিকিৎসা বীমার ব্যবস্থা করে এই সুবিধাভোগীদের প্রাপ্ত সুবিধাও বাড়ানো হয়েছে। পরবর্তি সময় এবং প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পটির নতুন নামকরণ করা হয়েছে "Social Security Scheme" বা "সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্প"।

NSDC, UNICEF, সরকারি ক্ষেত্রের বিভিন্ন সংস্থা এবং কর্পোরেট ক্ষেত্রগুলিকে অংশীদার করে (সমসাময়িক ব্যবসা ও পরিষেবায় উন্নতমানের প্রশিক্ষণ পাঠক্রম এবং আর্থিক সহায়তার সুযোগবৃদ্ধি করা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন সক্ষম মহিলারাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

"নারীর অধিকার" শীর্ষক এক বর্ষ্যব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলা ও শিশুদের অধিকার ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্যকে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আরো দক্ষ করে গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে আসা কয়েকটি কর্পোরেট সংস্থার সহায়তায় পি.পি.পি. মডেলে জেলাগুলিতে "মহিলা জ্ঞান কেন্দ্র" অথবা "e-learning Centres for Women" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অধীনে মহিলাদের জন্য ৫০% আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নারীদের আত্মরক্ষার জন্য জুডো, কারাটে এবং শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। 'সবলা' প্রকল্পের সুবিধাভোগীরাই এই সুযোগ পেয়ে থাকবেন।

যুবকল্যাণ বিভাগ

২০০৪-০৫ থেকে ২০১০-১১ পর্যন্ত সময়কালে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ, জিমন্যাসিয়াম হল, যুব আবাস, যুব উৎসব,বিজ্ঞান মেলা প্রভৃতি বিবিধ প্রকল্প রূপায়ণে প্রতি বছর খরচের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭ কোটি টাকা। বর্তমান সরকার যুবক-যুবতীদের সার্বিক উন্নয়নে জোর দিয়ে চালু প্রকল্পগুলির কাজের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে এবং খেলার মাঠের উন্নয়ন, বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ, মিনি ইন্ডোর গেমস কমপ্লেক্স, চালু যুব আবাসগুলির সংস্কারসাধন এবং আরও নতুন যুব আবাস নির্মাণ, বিবেক ছাত্র-যুব উৎসব উদযাপন, রাখিবন্ধন, কবাডি ও তীরন্দাজিতে প্রতিভা অন্বেষণ, জঙ্গলমহল এলাকার উন্নয়ন প্রভৃতি নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বিভাগীয় বাজেটও মাত্র ২০ কোটি টাকা থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩-বর্ষে ১০০ কোটি এবং ২০১৩-১৪-বর্ষে ১২০ কোটি টাকা হয়েছে।

বার্ষিক খরচের পরিমাণ এইরূপ (কোটি টাকায়)

২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
৮.৮৬	৫.৫২	১৮.০৪	৭৭.৭০

বিভাগের কাজকর্ম, উল্লেখযোগ্য সাফল্য এবং রূপায়ণমুখী প্রকল্পগুলি নিম্নরূপঃ

● যুব উৎসবের আয়োজন এবং সেই সঙ্গে স্বর্ণালি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে প্রাতঃস্মারণীয় ও মহান ব্যক্তিত্বদের স্মরণ করা। স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে 'ছাত্র-যুব উৎসব' এবং 'বিবেক মেলার' যথাযোগ্য মর্যাদায় আয়োজিত হয়। 'বিবেক সাহসিকতা পুরস্কার' এবং 'বিবেক সেবা পুরস্কার' নামে দুটি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। ২০১২-১৩ আর্থ বর্ষে যুব উৎসবের নামকরণ করা হয় 'বিবেক ছাত্র-যুব উৎসব' এবং ব্লক/পুরসভা/বোরো/প্রজ্ঞাপিত এলাকা স্তর থেকে শুরু করে জেলাস্তর হয়ে চূড়ান্তভাবে রাজ্যস্তর পর্যন্ত রাজ্যের সর্বত্র এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যস্তর প্রতিযোগিতা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে জানুয়ারির ২০১৩-এর ৭ ও ৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে ২০১২-র ১২ জানুয়ারি বিভিন্ন বিভাগকে সঙ্গে নিয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্ব যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রায় এক লক্ষ মানুষ এই অনুষ্ঠান দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন। নজরুল মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই কর্মসূচি রূপায়ণে ১৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ খরচ হয়েছিল।

● **জঙ্গলমহল বিবেক ছাত্র-যুব উৎসব ঃ** ২০১৩ সালের ৩,৪, ও ৫ জানুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুরে জঙ্গলমহল ছাত্র-যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গলমহল এলাকায় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই জঙ্গলমহল উৎসব আয়োজিত হয়েছিল।

● **রাখিবন্ধন উৎসব ঃ** ছাত্র-যুব উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ২ অগষ্ট, ২০১২ তে এই বিভাগ রাজ্য জুড়ে রাখি বন্ধন উৎসবের আয়োজন করে। এই একই দিনে কলকাতায় মেট্রো চ্যানেলে রাজ্য স্তর রাখি বন্ধন উৎসব আয়োজিত হয়।

● **উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ঃ** খেলার মাঠের উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা বাবদ প্রতি সংস্থা/সংগঠনকে ২ লক্ষ টাকা, মাল্টিজিম স্থাপনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় বাবদ প্রতি সংস্থা/সংগঠনকে ২ লক্ষ টাকা, মিনি ইন্ডোর গেমস কমপ্লেক্স নির্মানে সহায়তা বাবদ প্রতিটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থায়/সংগঠনকে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা যথাক্রমে ৯০ঃ১০ এবং ৮০ঃ২০ আনুপাতিক হারে দেওয়া হয়। উপরোক্ত কর্মসূচিগুলি রূপায়ণে যথাক্রমে ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ, ৯ কোটি ৯৯ লক্ষ এবং ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

● **জঙ্গলমহল এলাকার উন্নয়ন ঃ** খেলার মাঠের উন্নয়ন, জিমন্যাসিয়াম নির্মাণ এবং জিমন্যাস্টিক সরঞ্জাম বিতরণ, মিনি ইন্ডোর গেমস কমপ্লেক্স নির্মাণ,মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জঙ্গলমহল এলাকায় যুবক-যুবতীদের উন্নয়নে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

● **গ্রামীণ ক্রীড়ার উন্নয়ন ঃ** কবাডি ও তীরন্দাজি-এই দুটি গ্রামীণ ক্রীড়ার উন্নয়নে যুবকল্যাণ বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ১০ ডিসেম্বর, ২০১২ থেকে ১০ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত সব জেলায় ১২-১৬ বছর বয়সী কবাডি খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবির এবং তীরন্দাজির ক্ষেত্রে সাই-এর যৌথ উদ্যোগে ১২-১৫ বছর বয়সী খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে রাজ্যের ৩টি জায়গায় শিবির পরিচালিত হয়। চূড়ান্তভাবে সাই কর্তৃপক্ষ কবাডির ক্ষেত্রে ১৫ জন ছেলে এবং ১৫ জন মেয়ে এবং তীরন্দাজির ক্ষেত্রেও ১৫ জন ছেলে এবং ১৫ জন মেয়েকে নির্বাচিত করে এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তুলতে তাঁদের স্থানীয় আবাসিক শিবিরে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন এবং নির্বাচিত খেলোয়াড়দের শিবির, স্বাস্থ্য, খাদ্য প্রভৃতি যাবতীয় দায়িত্ব সাই কর্তৃপক্ষ বহন করবেন।

যুব আবাস ঃ ২১টি চালু যুব-আবাসের মেরামতি, সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ শেষ হয়েছে। আসানসোলে নতুন যুব-আবাস তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কোচবিহারে নতুন যুব আবাস এবং মালদায় 'স্বামী বিবেকানন্দ যুব-আবাস' নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। বিভিন্ন দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় স্থানসমূহে, যেমন — চেন্নাই, দুর্গাপুর, অযোধ্যা পাহাড়, জয়চন্ডী পাহাড়, বিষ্ণুপুর, মেটেলি, জয়ন্তী, নবদ্বীপ, মায়াপুর, বকখালি- এই জাতীয় আবাস নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে এবং চালু অর্থবর্ষেই নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে যাবে। আমূল সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করে মৌলানির রাজ্য যুব কেন্দ্র-টিকে একটি বিশ্বমানের যুব কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

সাইকেল র‍্যালি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে ১৬, অক্টোবর ২০১২-তে ৩ সদস্যের একটি দল কলকাতা থেকে সাইকেল র‍্যালি শুরু করে। কলকাতা থেকে যাত্রা শুরুর পর ৯০০০ কি.মি. দীর্ঘ পথ অতক্রিম করে আগ্রা, দিল্লি, জয়পুর, আহমেদাবাদ, মুম্বাই, গোয়া, চেন্নাই, বিশাখাপত্তনম হয়ে তারা ১২ জানুয়ারি, ২০১৩-তে কলকাতায় ফিরে আসে।

প্রাক্তন অলিম্পিয়ানদের জন্য পেনশন ঃ প্রাক্তন অলিম্পিয়ানদের জন্য মাসিক পেনশনের হার ২০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট

সাফল্যের

লেখচিত্র

ক

২০১২-১৩ অর্থবর্ষে সমগ্র ভারতের সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ফলাফল

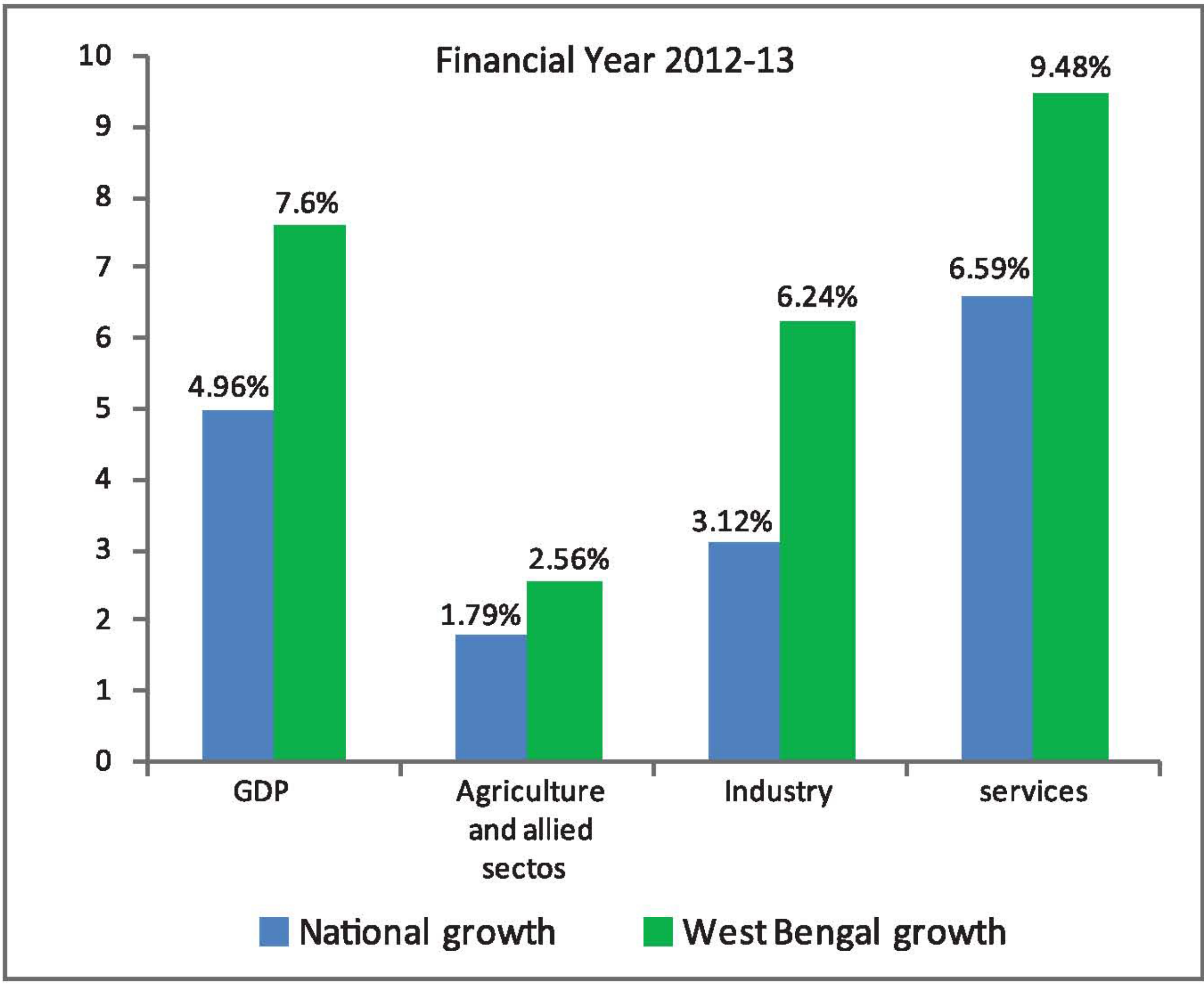

২০০৬-০৭ — ২০১২-১৩ পর্বে মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা পরিকল্পে রাজ্যের ফলাফল

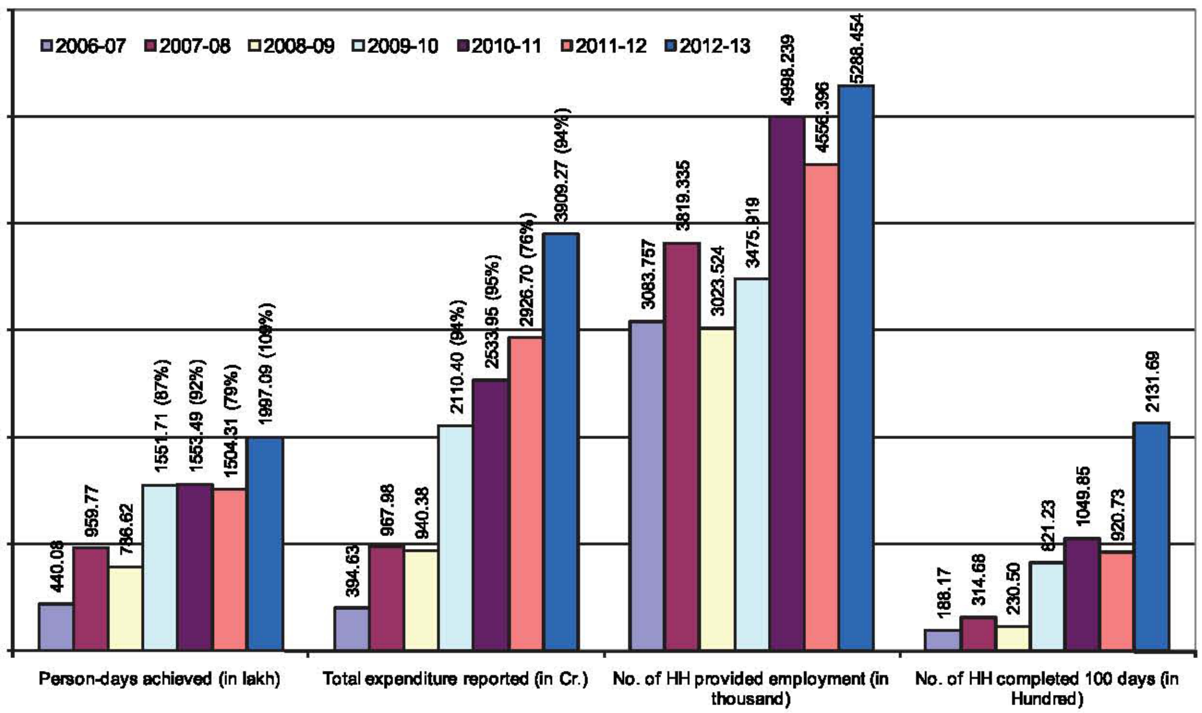

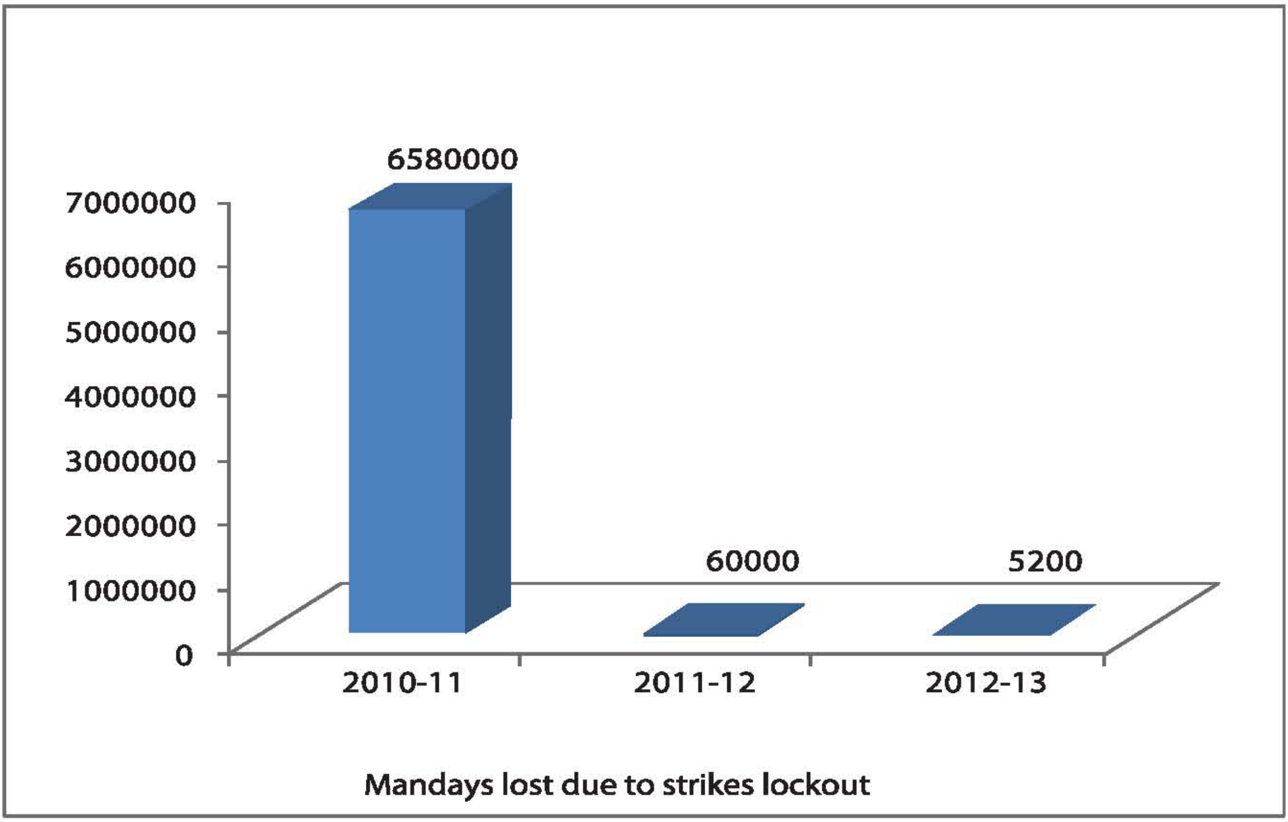

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি

এস ভি এস কে পি -র অধীনে ভর্তুকির বর্ষভিত্তিক বন্টন

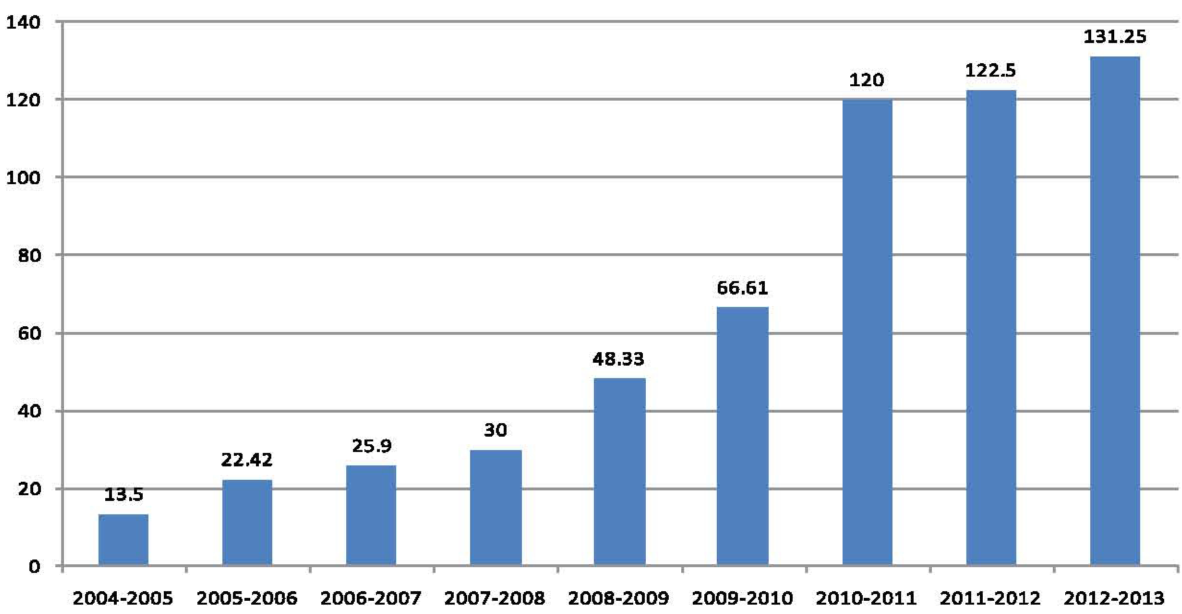

পরিশিষ্ট - ১

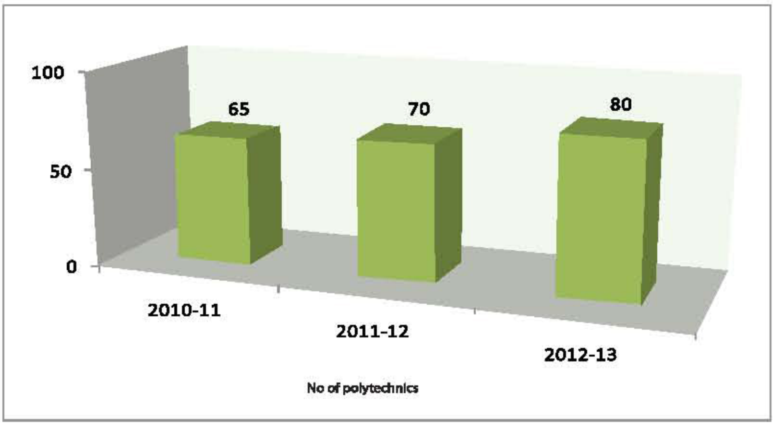
100
50
0
65
70
80
2010-11
2011-12
2012-13
No of polytechnics

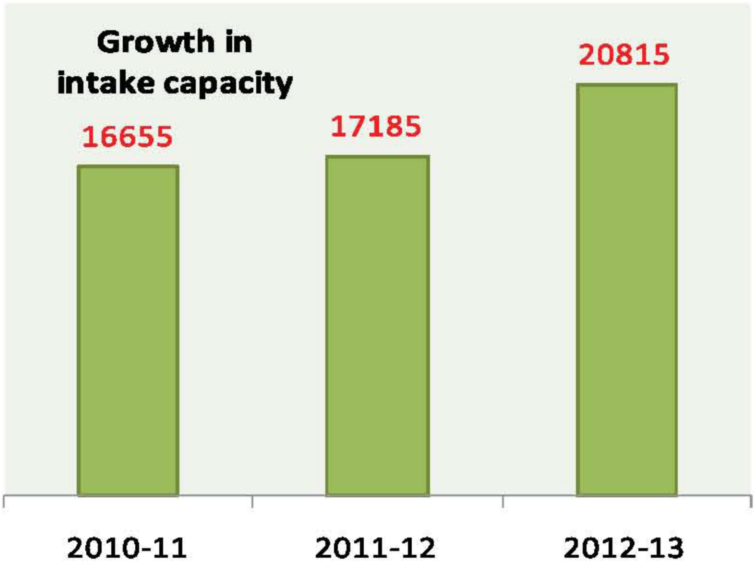
Growth in intake capacity
16655
17185
20815
2010-11
2011-12
2012-13

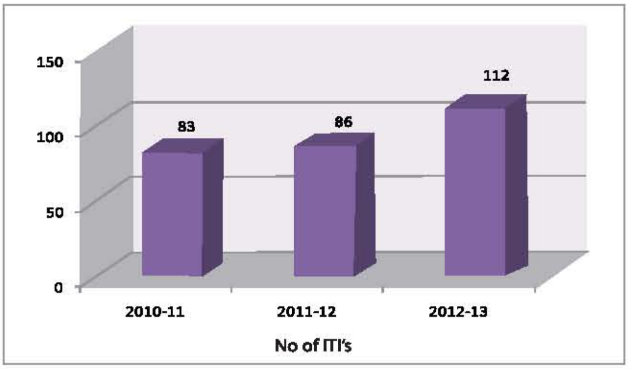
150
100
50
0
83
86
112
2010-11
2011-12
2012-13
No of ITI's

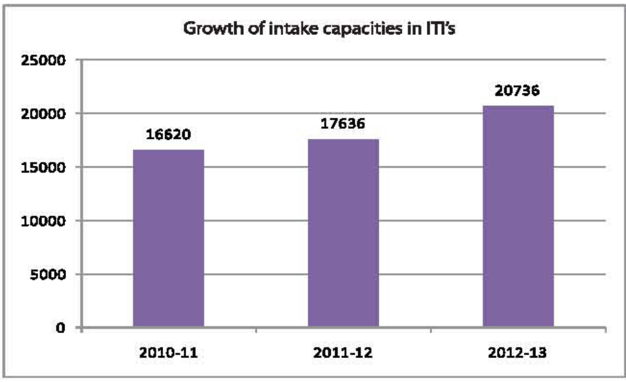
Growth of intake capacities in ITI's
25000
20000
15000
10000
5000
0
16620
17636
20736
2010-11
2011-12
2012-13

পরিশিষ্ট - ২

MES Trainees

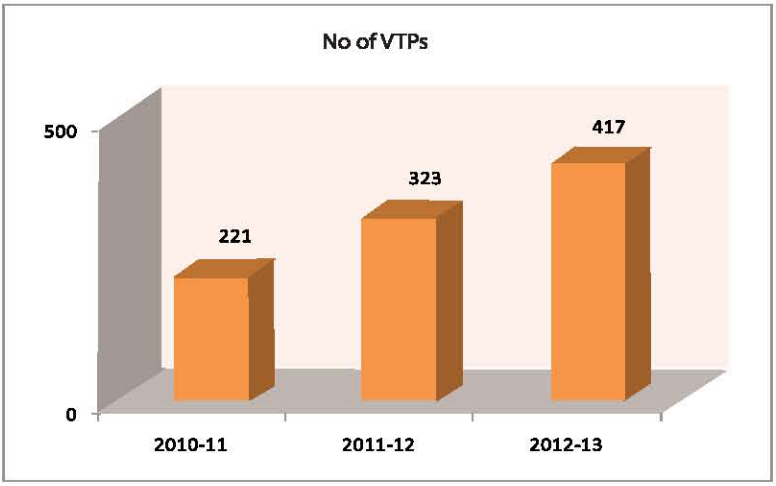

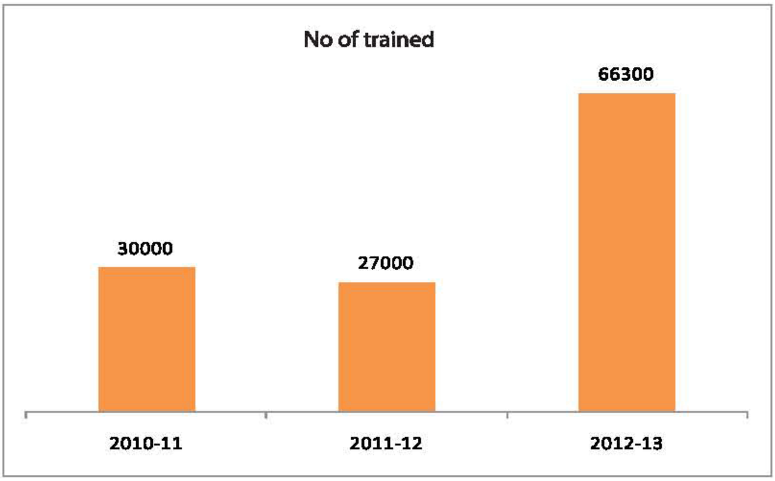

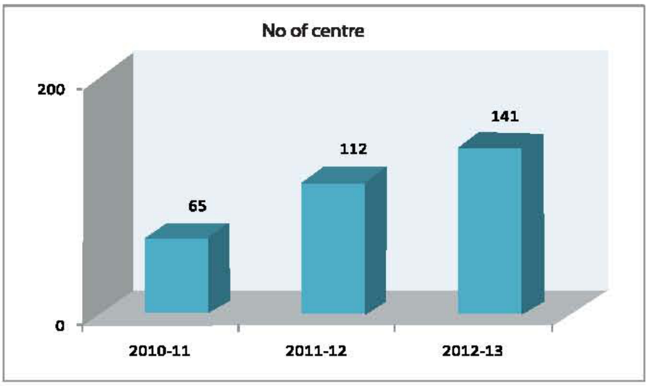

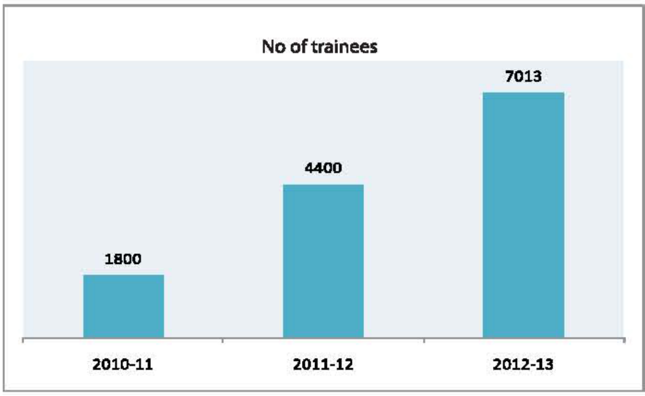

H.S. Vocational:

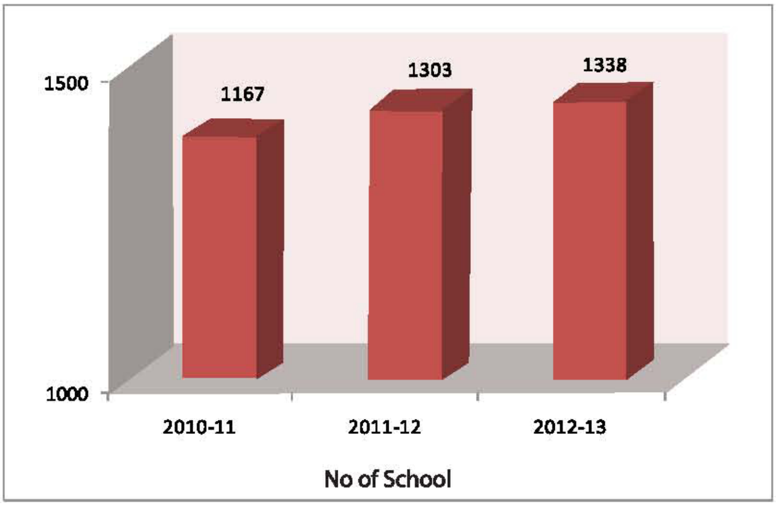

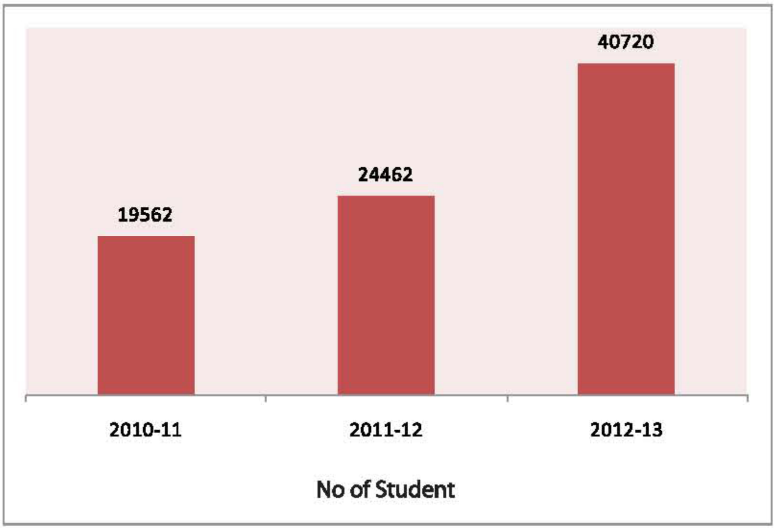

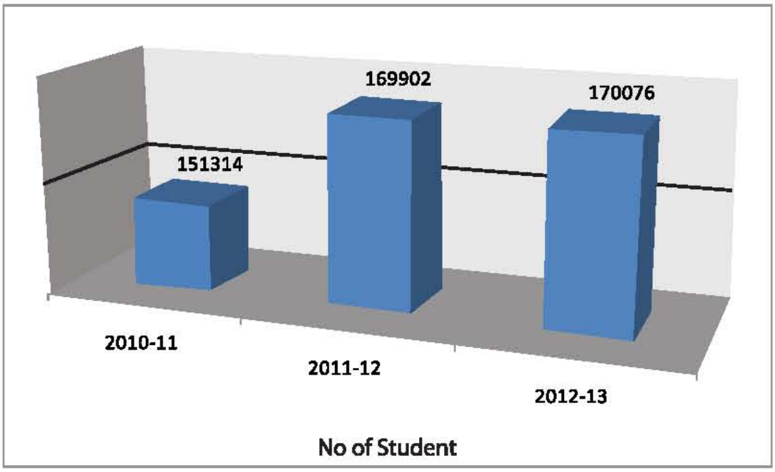

আবগারি রাজস্ব সংগ্রহ

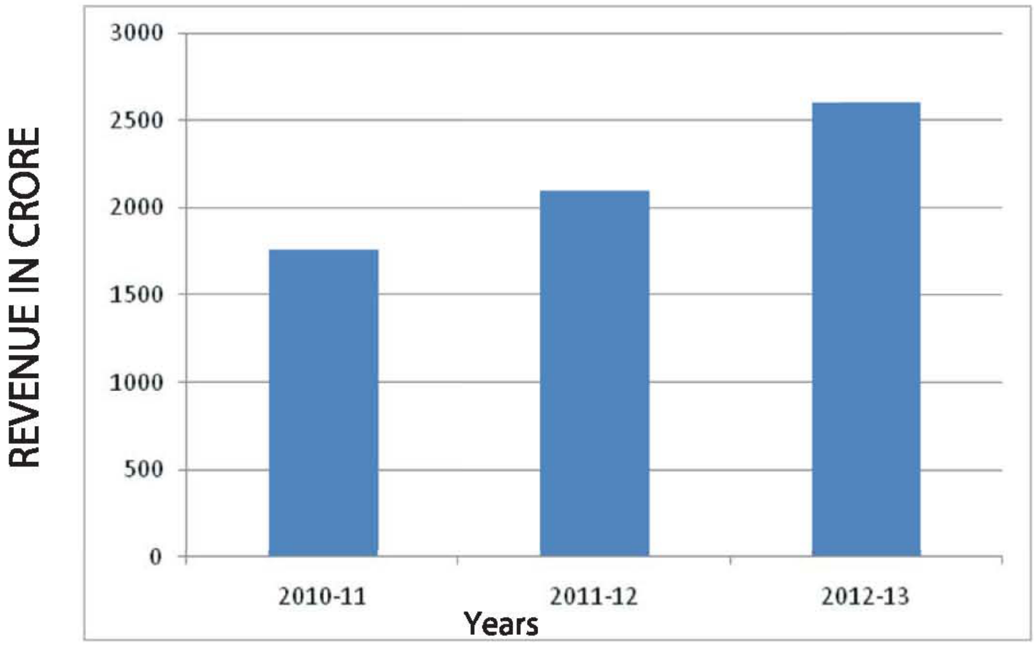

রাজস্বের তুলনামূলক বৃদ্ধি

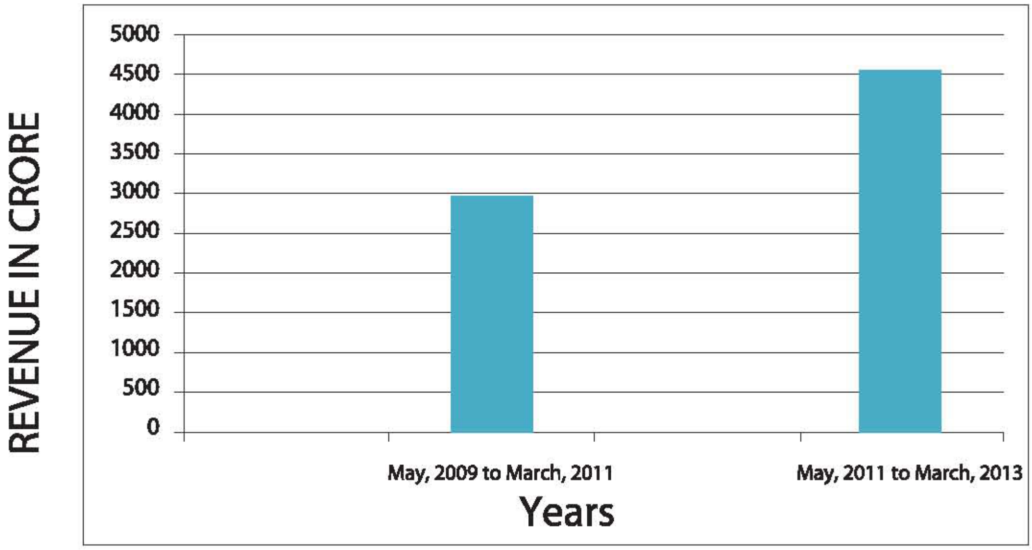

পশ্চিমবঙ্গে আগত পর্যটকসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান হার

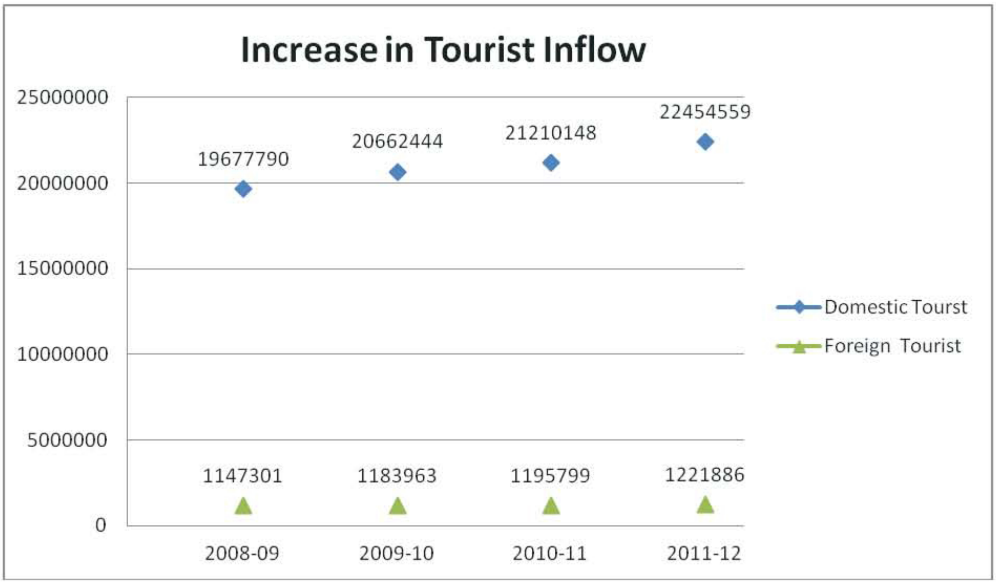

পরিবহণ

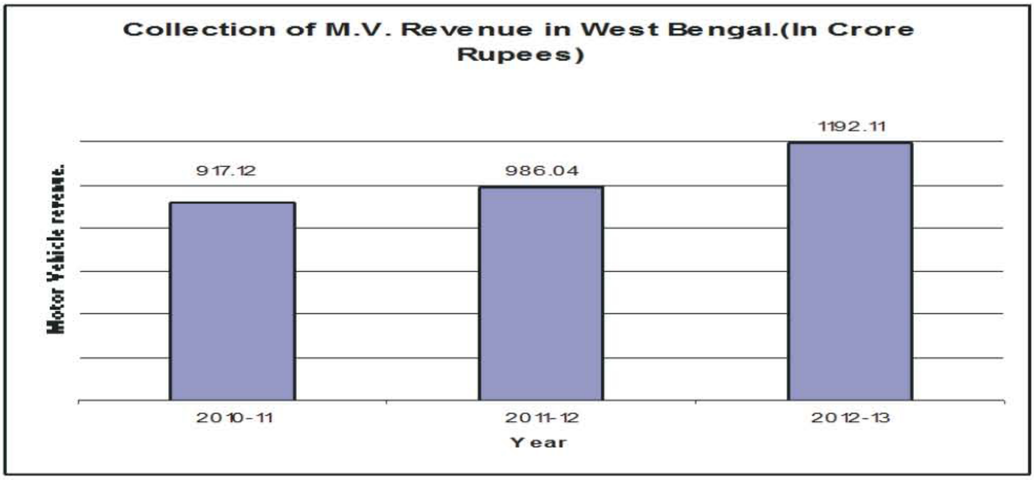

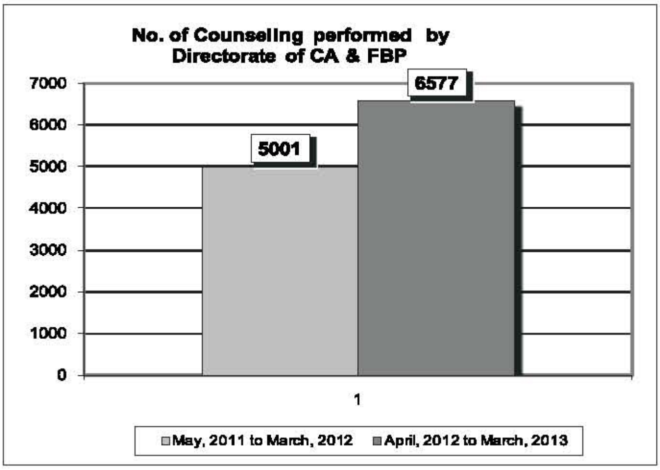

No. of Counseling performed by Directorate of CA & FBP
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
5001
6577
1
May, 2011 to March, 2012
April, 2012 to March, 2013

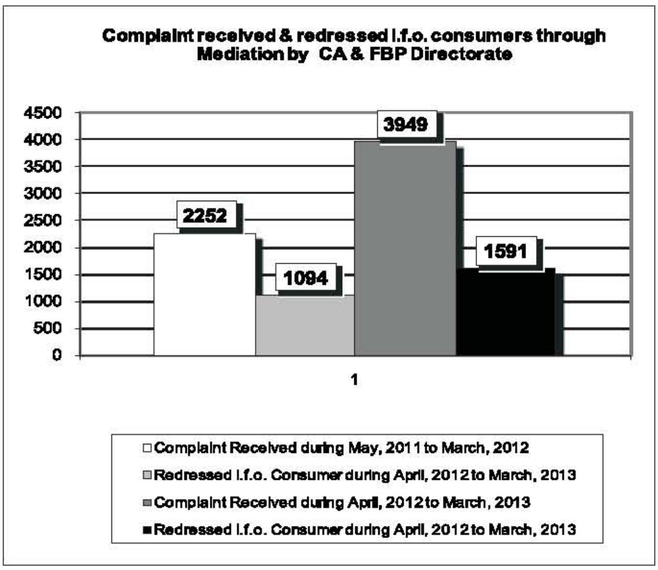

Complaint received & redressed i.f.o. consumers through Mediation by CA & FBP Directorate
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2252
1094
3949
1591
1
Complaint Received during May, 2011 to March, 2012
Redressed i.f.o. Consumer during April, 2012 to March, 2013
Complaint Received during April, 2012 to March, 2013
Redressed i.f.o. Consumer during April, 2012 to March, 2013

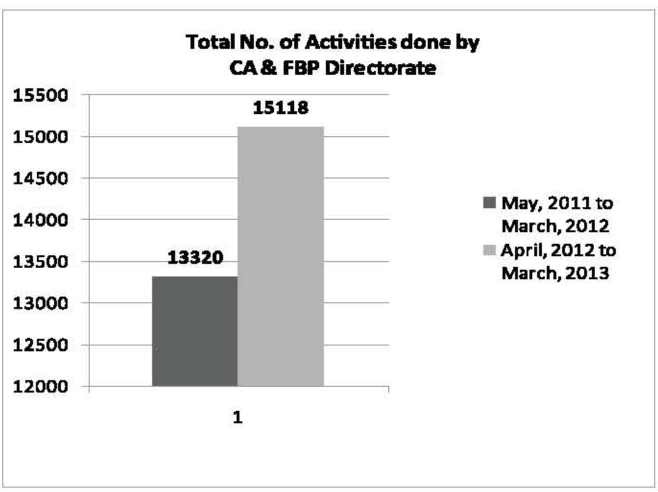

Total No. of Activities done by CA & FBP Directorate
15500
15000
14500
14000
13500
13000
12500
12000
13320
15118
1
May, 2011 to March, 2012
April, 2012 to March, 2013

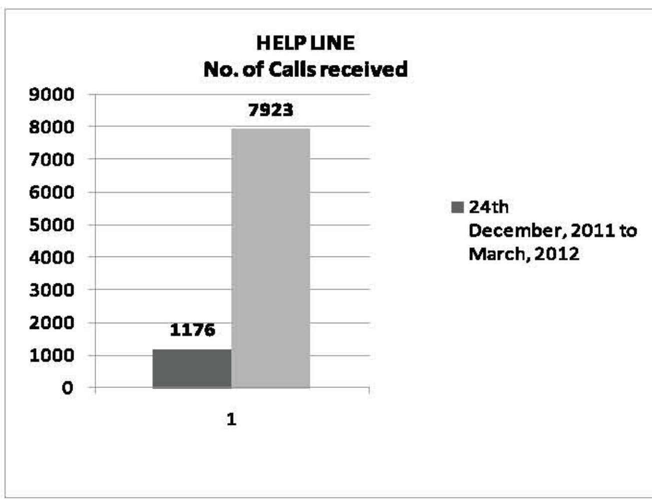

HELP LINE
No. of Calls received
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1176
7923
1
24th December, 2011 to March, 2012

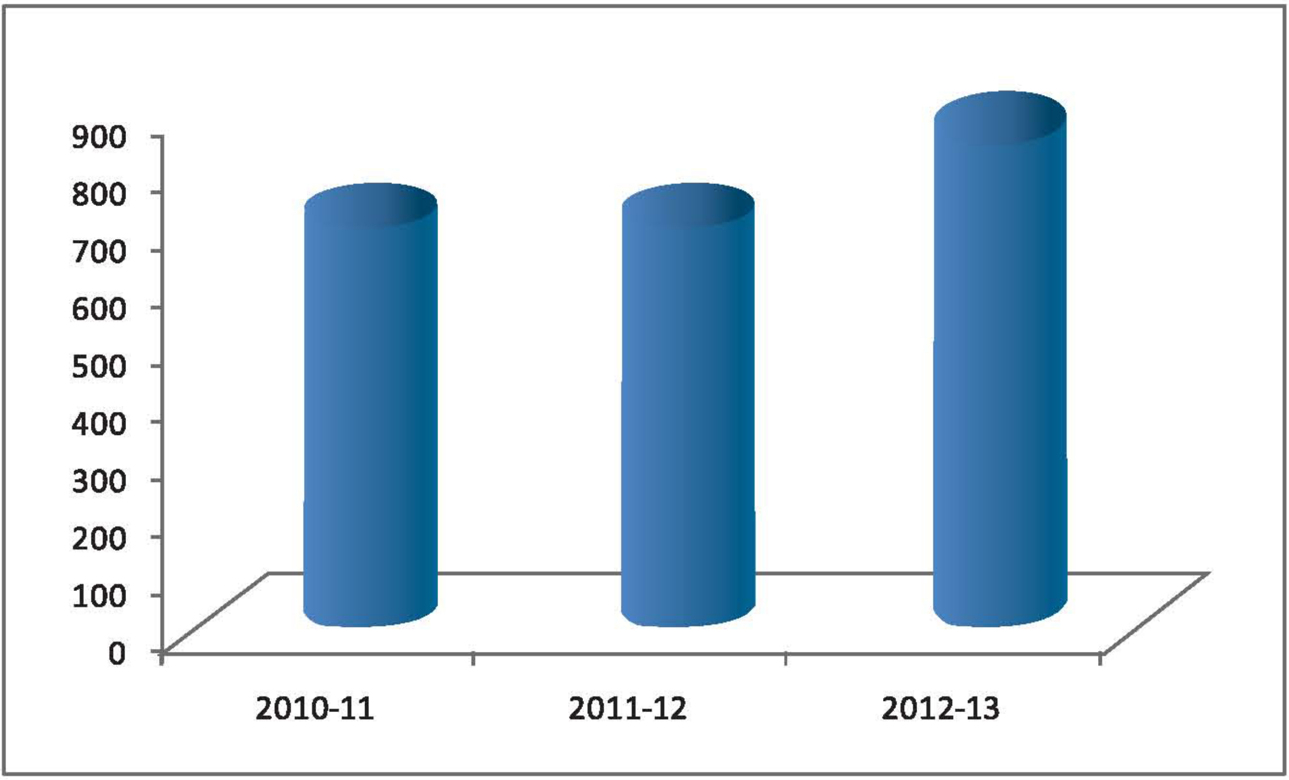

Year wise expenditure under UIG of JNNURM

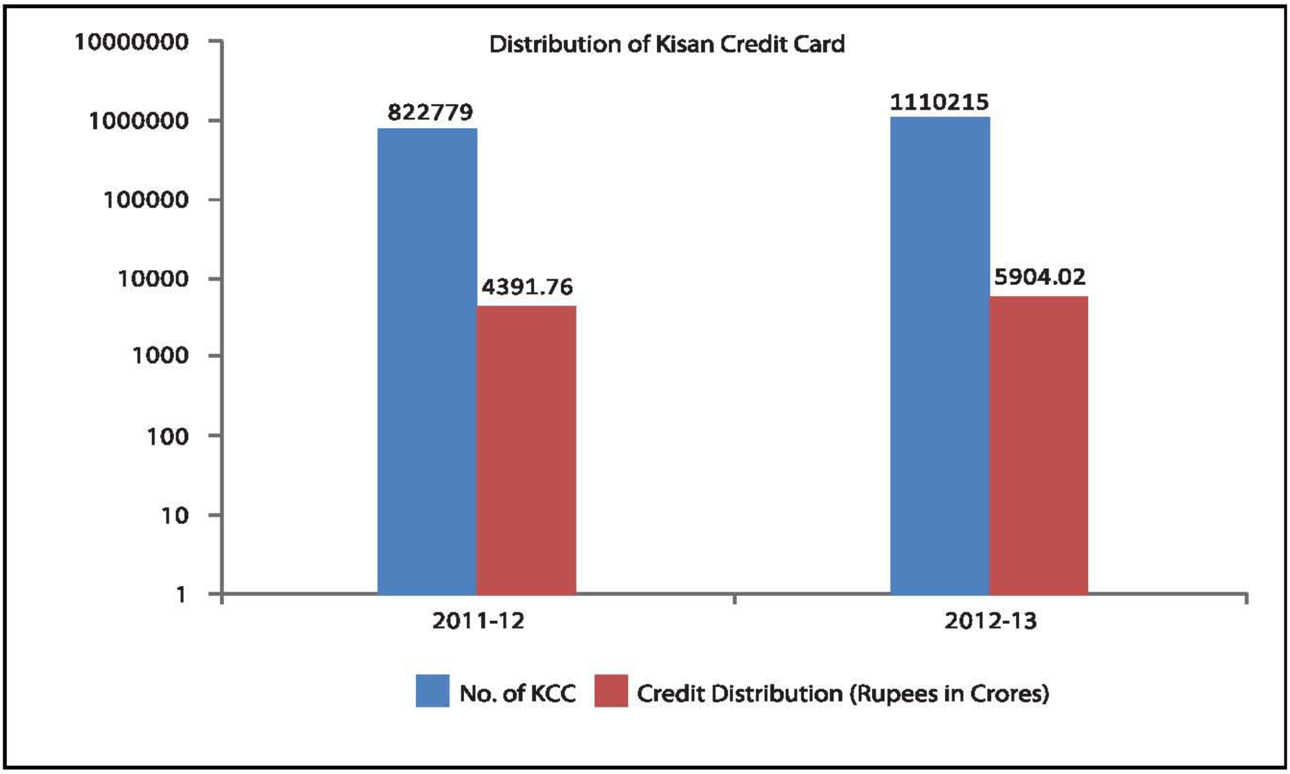
Distribution of Kisan Credit Card
10000000
1000000
100000
10000
1000
100
10
1
822779
4391.76
1110215
5904.02
2011-12
2012-13
No. of KCC
Credit Distribution (Rupees in Crores)

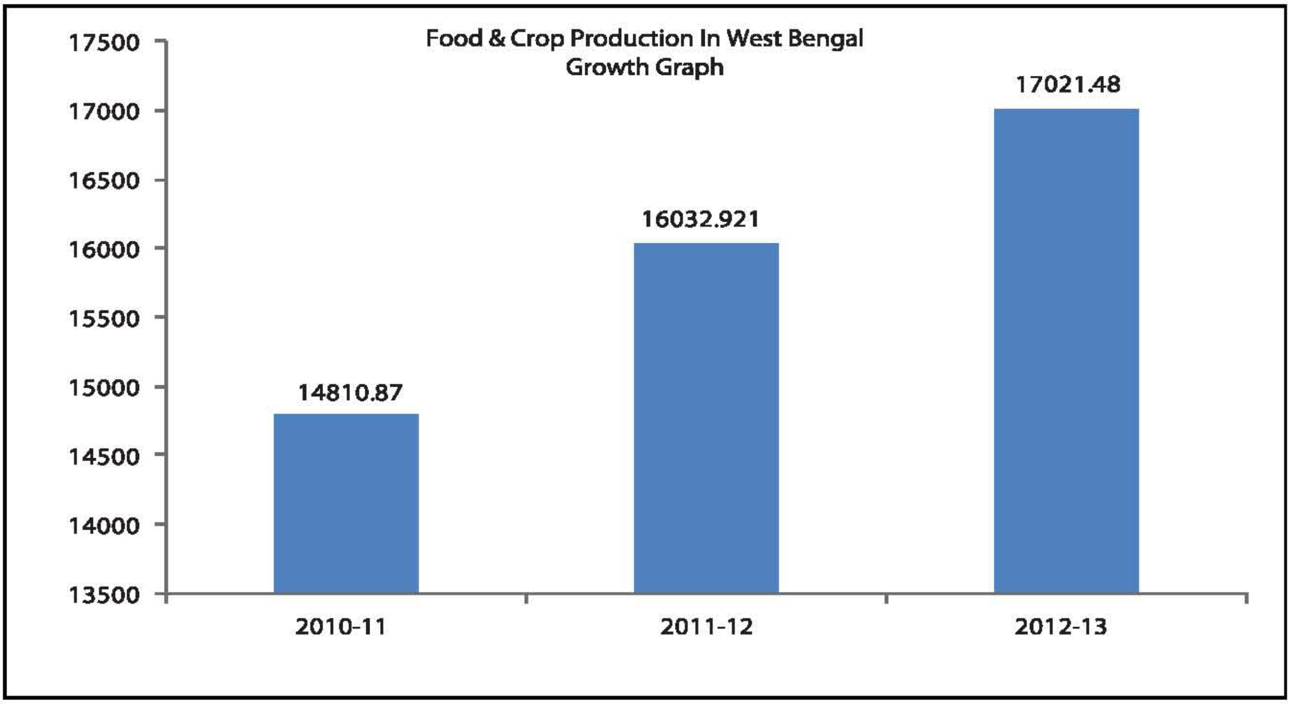
Food & Crop Production In West Bengal
Growth Graph
17500
17000
16500
16000
15500
15000
14500
14000
13500
14810.87
16032.921
17021.48
2010-11
2011-12
2012-13

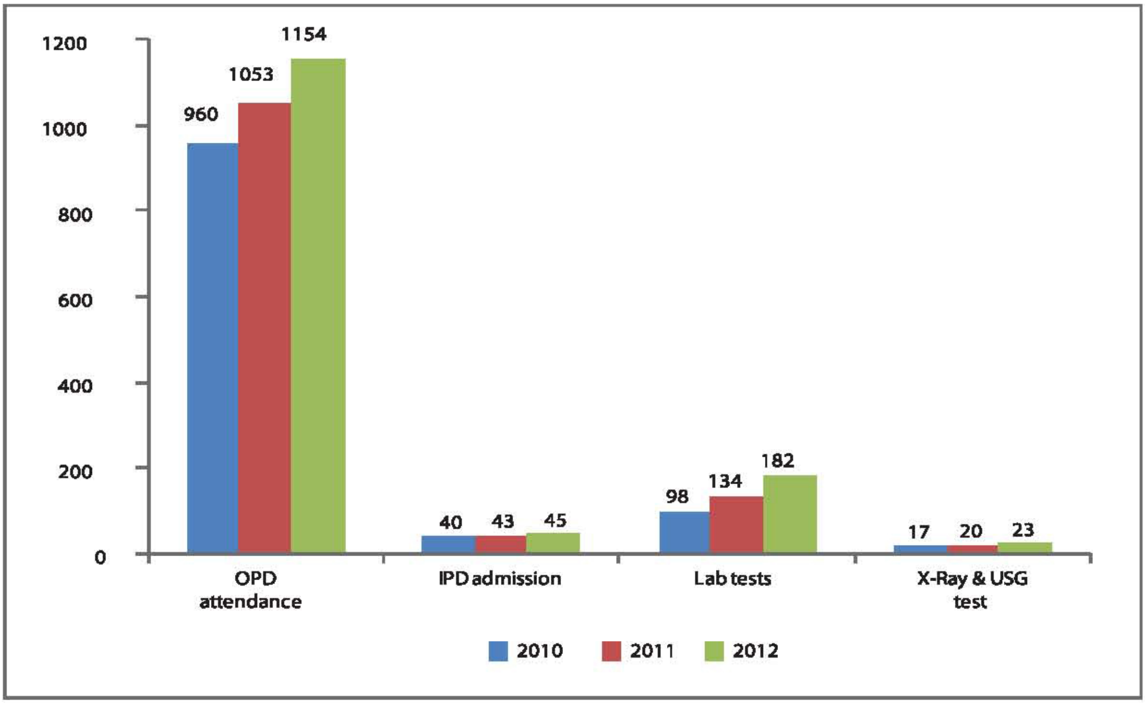

অসুস্থ নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্রের সংখ্যাবৃদ্ধি